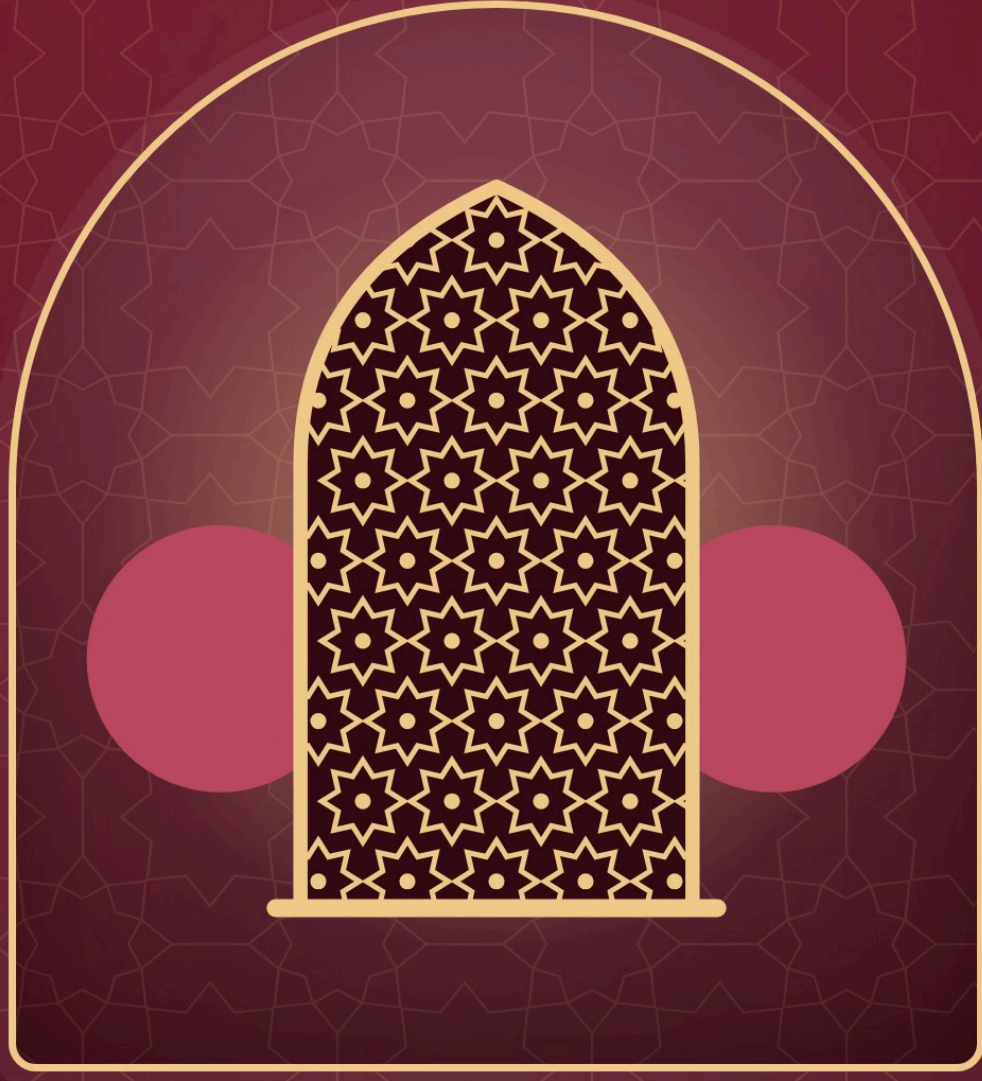




ذم الهوى

যামুল হাওয়া প্রবৃত্তির নিন্দা

ইমাম ইবনুল জাওযির কিতাবের বাংলা অনুবাদ

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি (রহ.)

বাংলা অনুবাদ: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

সূচিপত্র

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)	৪
অনুবাদ প্রসঙ্গে	৫
লেখকের ভূমিকা	৬

পর্ব ১: আকল, প্রবৃত্তি ও অন্তর

১	আকলের মর্যাদা ও তার প্রকৃতি	৯
২	প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার নিন্দা	১৫
৩	নফসের সঙ্গে সংগ্রাম, তার হিসাব নেওয়া ও তাকে তিরস্কার করা	২৭
৪	ধৈর্যের প্রশংসা ও তার প্রতি উৎসাহ	৩৫
৫	ব্যস্ততা ও ফিতনা থেকে অন্তরের পাহারা	৩৮
৬	যা অন্তরে মরিচা ধরায়	৪১
৭	যা অন্তরের মরিচা দূর করে	৪৩
৮	অন্তরের পরিবর্তনশীলতা এবং তা সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা	৪৫
৯	অন্তরের ভেতরের উপদেশদাতা	৪৭
১০	আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া সব কিছু থেকে অন্তর খালি করার আদেশ	৪৯

পর্ব ২: দৃষ্টির হেফাজত

১১	দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ	৫৩
১২	অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টির নিন্দা	৫৬
১৩	দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে সতর্কতা	৫৯
১৪	দাড়িহীন কিশোর (আমরাদ/হাদাস)-দের দিকে তাকানো ও তাদের সাহচর্যে বসার নিষেধাজ্ঞা	৬৫
১৫	দৃষ্টির গুনাহ ও তার শাস্তি	৭১
১৬	যারা দৃষ্টির কারণে নিজেকে শাস্তি দিয়েছেন	৭৪
১৭	যারা ফিতনার ভয়ে আল্লাহর কাছে নিজের দৃষ্টি কেড়ে নিতে চেয়েছেন	৭৭
১৮	যে হারাম থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় তার পুরস্কার	৭৮
১৯	দৃষ্টি থেকে জন্ম নেওয়া দুশ্চিন্তা ও কল্পনার চিকিৎসা	৮২
২০	কোনো নারীকে দেখে ভালো লাগলে কী করবে	৮৫
২১	বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকা হারাম	৮৬
২২	নারীর ফিতনা থেকে সতর্কতা	৮৯

পর্ব ৩: গুনাহের পরিণতি, তাওবা ও পবিত্রতা

২৩	ফিতনা ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে সতর্কতা	৯৮
২৪	গুনাহ থেকে সতর্কতা ও তার কুফল	১০১
২৫	যিনার নিন্দা	১০৫
২৬	লূত (আ.)-এর কওমের কাজ থেকে সতর্কতা	১০৮
২৭	সমকামিতার দুনিয়াবি শাস্তি	১১০
২৮	সমকামিতার আখিরাতের শাস্তি	১১২
২৯	শাস্তি (উকুবাত) থেকে সতর্কতা	১১৩
৩০	তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি উৎসাহ	১১৫
৩১	পবিত্রতা (ইফফাহ) নিয়ে গর্ব	১১৯

৩২	যে তার রবকে স্মরণ করে গুনাহ ছেড়ে দিল, তার মর্যাদা	১২৫
----	--	-----

পর্ব ৪: বিয়ে ও ইশকের স্বরূপ

৩৩	বিয়ের প্রতি উৎসাহ	১৪২
৩৪	যে ব্যক্তি কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, তার নিন্দা	১৪৬
৩৫	ইশকের স্বরূপ ও প্রকৃত অর্থের বিবরণ	১৪৯
৩৬	ভালোবাসা ও ইশকের কারণের বিবরণ	১৫৫
৩৭	ইশকের নিন্দা	১৬২
৩৮	যে ইশক করেছে, পবিত্র থেকেছে ও গোপন রেখেছে — তার সওয়াব	১৬৭
৩৯	প্রেমাসক্তের ওপর যে বিপদ আসে — রোগ, শীর্ণতা, উন্মাদনা ইত্যাদি	১৬৮

পর্ব ৫: ইশকের করুণ পরিণতি

৪০	নানা কৌশল, প্রাণকে ঝুঁকিতে ফেলা এবং ধ্বংসের মুখে নিজেকে ঠেলে দেওয়ার বিবরণ—প্রিয়জনের জন্য	১৭২
৪১	প্রেমে যাঁদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ে থাকে তাঁদের আলোচনা	১৭৫
৪২	যাকে প্রেম নিজের মাহরামদের সঙ্গে ব্যভিচারে প্ররোচিত করেছে, তার আলোচনা	১৮৬
৪৩	প্রেমের কারণে যে কুফরি করেছে তার আলোচনা	১৮৮
৪৪	যাকে প্রেম মানুষ হত্যায় প্ররোচিত করেছে তার আলোচনা	১৮৯
৪৫	যে ব্যক্তি তার প্রেমাস্পদকে হত্যা করেছে তার সংবাদের বিবরণ	১৯১
৪৬	প্রেমের কারণে নিহত প্রেমিকদের সংবাদ প্রসঙ্গে	১৯৩
৪৭	যাদেরকে প্রেম হত্যা করেছে তাদের আলোচনা	১৯৫
৪৮	যারা প্রেমের কারণে নিজেকে হত্যা করেছে তাদের সংবাদ	২০৩

পর্ব ৬: ইশকের চিকিৎসা ও শেষ উপদেশ

৪৯	প্রেমাসক্তির ওষুধ	২০৮
৫০	উপদেশ, নসিহত ও সতর্কবাণী	২৪১

পরিশিষ্ট

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি	২৪৪
অনুবাদক পরিচিতি	২৪৫
শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)	২৪৬

হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বাংলা অনুবাদ ও উপস্থাপনা: রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার — alquranicruqyahhealing.com

এটি ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযির (মৃ. ৫৯৭ হি.) আরবি কিতাব «ذمر الهوى» (যাম্বুল হাওয়া — প্রবৃত্তির নিন্দা)-এর বাংলা অনুবাদ। মূল পাঠ নেওয়া হয়েছে আল-মাকতাবা আশ-শামিলার সংস্করণ থেকে (OpenITI: 0597IbnJawzi.DhammHawa.Shame1a0006870); কোনো আধুনিক সম্পাদকের টীকা নেওয়া হয়নি। এই অনুবাদ মূল কিতাবের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি পাঠই নির্ভরযোগ্য।

অনুবাদ-পদ্ধতি

- যন্ত্র-সহায়তায় অনুবাদ। অনুবাদটি যন্ত্র-সহায়তায় করা এবং পরে সম্পাদিত; এটি কোনো প্রকাশিত মুদ্রিত অনুবাদ নয়।
- সনদ বাদ। ইবনুল জাওযি প্রতিটি বর্ণনার সাথে নিজের পুরো সনদ উল্লেখ করেছেন। পড়ার সুবিধার জন্য সনদ বাদ দিয়ে শুধু মূল বর্ণনাকারী বা বক্তার নাম রাখা হয়েছে।
- কবিতা ভাবানুবাদ করা হয়েছে; কোনো কোনো অধ্যায়ের দীর্ঘ কবিতাগুলো থেকে বাছাই করা কয়েকটি দেওয়া হয়েছে।
- সংক্ষেপ। পুনরাবৃত্ত বর্ণনা, দীর্ঘ প্রেমকবিতা ও কিছু খোলামেলা বর্ণনা সংক্ষেপ করা হয়েছে — কোথায় কী সংক্ষেপ হয়েছে, তা জায়গামতো লেখা আছে। অধ্যায় ৪০-৪৮ (প্রেমের করুণ পরিণতির কাহিনি) পূর্ণ অনুবাদ নয়, সারসংক্ষেপ।
- অধ্যায় ৩৪-৩৬ একই কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে সনদ বাদ দিয়ে নেওয়া।
- ক্রম: অধ্যায়গুলো মূল কিতাবের ক্রমেই সাজানো, সুবিধার জন্য ছয়টি পর্বে ভাগ করা।

হাদিস, কাহিনি ও আয়াত

- কিতাবের সব হাদিস সহিহ নয়। ইবনুল জাওযি অনেক দুর্বল বর্ণনাও এনেছেন। পরিচিত হাদিসগুলোর পাশে মান-সংক্রান্ত [টীকা] দেওয়া হয়েছে; এই টীকাগুলো অনুবাদকের সংযোজন, মূল কিতাবের অংশ নয়। এই টীকাগুলো পরে হাদিস-সংকলনের অনলাইন ডেটা (sunnah.com-এর ডেটাসেট, islamweb, hadithunlocked প্রভৃতি) মিলিয়ে যাচাই করা হয়েছে; ভুল পাওয়া টীকাগুলো সংশোধন করা হয়েছে, আর যেগুলোর মান মেলানো যায়নি, সেগুলোর পাশে "(মান যাচাই করা যায়নি)" লেখা আছে। আমল করার আগে আলেমের কাছে যাচাই করে নেবেন।
- কাহিনি, স্বপ্ন, ইসরাইলি বর্ণনা ও কবিতা শরিয়তের দলিল নয়। ইবনুল জাওযি এগুলো এনেছেন সতর্কতা ও উপদেশের জন্য; প্রেমকাহিনিগুলো প্রশংসা বা অনুমোদন হিসেবে নয়।
- আয়াত: বর্ণনার ভেতরে উদ্ধৃত আয়াতের বাংলা অর্থ বর্ণনার প্রবাহে দেওয়া; প্রতিটি আয়াত-নম্বর কুরআনের পাঠের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।
- লেখক কোথাও কোথাও নারীদের সম্পর্কে সেকালের সাধারণ মন্তব্য করেছেন; সেগুলো তাঁর ও সেকালের পরিবেশের কথা, কুরআন-হাদিসের বিধান নয় — জায়গামতো চিহ্নিত।

পাঠকের প্রতি

জরুরি শরয়ি সিদ্ধান্তের জন্য — যেমন বিয়ে, দৃষ্টি, গুনাহ ও তাওবা — নির্ভরযোগ্য আলেমের পরামর্শ নিন। কেউ প্রেম, আসক্তি বা আত্মহত্যার চিন্তায় কষ্ট পেলে একা থাকবেন না — আলেম, কাউন্সেলর বা বিশ্বস্ত কারও সাহায্য নিন। তাওবার দরজা সর্বদা খোলা।

লেখকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, কৃতজ্ঞদের প্রশংসার মতো। তাঁর রহমত বর্ষিত হোক রাসুলদের নেতা, উম্মি নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পবিত্র পরিবারের ওপর, এবং অগণিত সালাম।

এক ব্যক্তি আমার কাছে অভিযোগ করল — যার অভিযোগ আমার মনে এই কিতাব সংকলনের তাগিদ জাগিয়ে দিল — যে সে এক বিপদে পড়েছে, এক প্রবৃত্তির টানে তলিয়ে গেছে। সে আমার কাছে তার রোগের ওষুধ বিস্তারিত বর্ণনা করার অনুরোধ করল। আমি তাকে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর উপদেশ উপহার দিলাম, আর তা সবচেয়ে সুন্দর বিন্যাসে সাজিয়েছি। আমার তাওফিক কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে; তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই।

পরিশ্চেষ্ট

হে ভাই, আল্লাহ আমাদের ও তোমাকে তাঁর সন্তুষ্টির কাজে তাওফিক দিন এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করুন। জেনে রাখো, তুমি যে আমার কাছে তোমার রোগের কথা বলেছ, এর মানে তোমার মধ্যে এখনো এমন কিছু অবশিষ্ট আছে, যার কারণে সুস্থতার আশা করা যায়। তাই দ্রুত ওষুধ ব্যবহার শুরু করো, পথ্য (পরহেজ) কঠোরভাবে মেনে চলো — আমি তোমার আরোগ্যের আশা রাখি।

কিন্তু যদি তুমি নিজেকে মুক্ত করার কাজে না এগোও, আর যা বলা হবে তার তিক্ততায় ধৈর্য না ধরো, তাহলে তুমি আমাকেও কষ্ট দেবে, নিজেও কষ্ট পাবে।

জেনে রাখো, তোমার জন্যই এই কিতাবে আমি গান্ধীর্যের উঁচু টিলা থেকে নেমে এসে এমন কিছু বিষয়ও এনেছি, যা সাধারণত আমি আনি না — তোমাকে নিরাপদ রাখার জন্য, তোমার সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্য। আমি কিতাবটিকে কিছুটা দীর্ঘও করেছি, কারণ তোমার মতো মানুষের দরকার এমন গল্প-কাহিনি, যা তাকে তার বিপজ্জনক চিন্তা থেকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখবে। তাই এই কিতাব হোক তোমার রাতের সঙ্গী, আর এতে যা আদেশ করেছি তা পালন করা হোক তোমার ব্যস্ততা। আল্লাহই তোমার কল্যাণের অভিভাবক; তিনি যাকে দয়া করেন সে ছাড়া কেউ রক্ষা পায় না।

পরিশ্চেষ্ট: কিতাবের অধ্যায়সমূহ

আমি এই কিতাবে পঞ্চাশটি অধ্যায় রেখেছি:

১. আকল (বুদ্ধি) ও তার মর্যাদা
২. প্রবৃত্তি ও কামনার নিন্দা
৩. নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তার হিসাব নেওয়া ও তাকে তিরস্কার করা
৪. ধৈর্যের প্রশংসা ও তার প্রতি উৎসাহ
৫. ব্যস্ততা ও ফিতনা থেকে অন্তরের পাহারা
৬. যেসব কারণে অন্তরে মরিচা ধরে
৭. যা অন্তরের মরিচা দূর করে
৮. অন্তরের পরিবর্তনশীলতা এবং তা সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা
৯. অন্তরের ভেতরের উপদেশদাতা
১০. আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া অন্য সব থেকে অন্তর খালি করার আদেশ
১১. দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ
১২. অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টির নিন্দা
১৩. দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে সতর্কতা
১৪. দাড়িবিহীন কিশোরদের দিকে তাকানো ও তাদের সঙ্গে ওঠাবসা নিষেধ
১৫. দৃষ্টির গুনাহ ও তার শাস্তি
১৬. যারা দৃষ্টির কারণে নিজেকে শাস্তি দিয়েছেন
১৭. যারা ফিতনার ভয়ে আল্লাহর কাছে দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নেওয়ার দোয়া করেছেন
১৮. যে হারাম থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় তার পুরস্কার
১৯. দৃষ্টি থেকে জন্ম নেওয়া দুশ্চিন্তা ও কল্পনার চিকিৎসা
২০. কোনো নারীকে দেখে ভালো লাগলে কী করবে
২১. বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকা হারাম
২২. নারীর ফিতনা থেকে সতর্কতা
২৩. ফিতনা ও শয়তানের চক্রান্তের ভয় দেখানো
২৪. গুনাহ ও তার কুৎসিত প্রভাব থেকে সতর্কতা
২৫. যিনার নিন্দা
২৬. কওমে লুতের কাজ থেকে সতর্কতা
২৭. দুনিয়াতে সমকামীর শাস্তি
২৮. আখিরাতে সমকামীর শাস্তি
২৯. শাস্তিসমূহ থেকে সতর্কতা
৩০. তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি উৎসাহ
৩১. পবিত্রতা (ইফফাহ) নিয়ে গর্ব
৩২. যে তার রবকে স্মরণ করে গুনাহ ছেড়ে দিল তার মর্যাদা
৩৩. বিয়ের প্রতি উৎসাহ
৩৪. যে কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উসকে দেয় তার নিন্দা
৩৫. ইশক (প্রেমাসক্তি) কী এবং তার প্রকৃতি
৩৬. প্রেমাসক্তির কারণ
৩৭. প্রেমাসক্তির নিন্দা
৩৮. যে প্রেমে পড়েও পবিত্র থাকল ও তা গোপন রাখল তার পুরস্কার
৩৯. প্রেমিকের ওপর আসা অসুখ, শীর্ণতা, পাগলামি ইত্যাদি বিপদ
৪০. প্রিয়জনের সাক্ষাতের জন্য কৌশল ও প্রাণের ঝুঁকি নেওয়া
৪১. যেসব প্রেমিকের কাহিনি প্রবাদ হয়ে গেছে
৪২. প্রেম যাকে মাহরামের সঙ্গে যিনায় ঠেলে দিয়েছে
৪৩. প্রেমের কারণে যে কুফরিতে পড়েছে
৪৪. প্রেম যাকে মানুষ হত্যায় প্ররোচিত করেছে
৪৫. যে তার প্রেমাস্পদকে হত্যা করেছে
৪৬. যেসব প্রেমিক নিহত হয়েছে
৪৭. প্রেম যাকে মেরে ফেলেছে
৪৮. প্রেমের কারণে যে আত্মহত্যা করেছে
৪৯. প্রেমাসক্তির ওষুধ
৫০. উপদেশ, সতর্কবাণী ও নসিহতের সংকলন

◆ ভূমিকার মূল কথা

- ★ এক ব্যক্তির অভিযোগই কিতাব সংকলনের তাগিদ জাগায়
- ★ লেখক তাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুর উপদেশ উপহার দিয়েছেন
- ★ দ্রুত ওষুধ শুরু ও পথ্য কঠোরভাবে মানার তাগিদ
- ★ না এগোলে লেখক ও পাঠক দুজনই কষ্ট পাবেন
- ★ গল্প-কাহিনি এনেছেন বিপজ্জনক চিন্তা থেকে ব্যস্ত রাখতে
- ★ কিতাবে পঞ্চাশটি অধ্যায় রাখা হয়েছে
- ★ তাওফিক কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে

পর্ব ১

আকল, প্রবৃত্তি ও অন্তর

- ১ আকলের মর্যাদা ও তার প্রকৃতি
- ২ প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার নিন্দা
- ৩ নফসের সঙ্গে সংগ্রাম, তার হিসাব নেওয়া ও তাকে তিরস্কার করা
- ৪ ধৈর্যের প্রশংসা ও তার প্রতি উৎসাহ
- ৫ ব্যস্ততা ও ফিতনা থেকে অন্তরের পাহারা
- ৬ যা অন্তরে মরিচা ধরায়
- ৭ যা অন্তরের মরিচা দূর করে
- ৮ অন্তরের পরিবর্তনশীলতা এবং তা সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা
- ৯ অন্তরের ভেতরের উপদেশদাতা
- ১০ আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া সব কিছু থেকে অন্তর খালি করার আদেশ

পর্ব ১ · অধ্যায় ১

আকলের মর্যাদা ও তার প্রকৃতি

অধ্যায় ১

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা: লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, আকলের মর্যাদা নিয়ে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো প্রায় সবই দুর্বল। হাফিজ ইবনু হিব্বান বলেছেন, আকল সম্পর্কে তাঁর কোনো সহিহ হাদিস মনে নেই। তাই এখানে আকল-বিষয়ক হাদিসগুলো আলাদা চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো দলিল হিসেবে নেওয়া যাবে না, কেবল লেখকের যুক্তির পটভূমি হিসেবে পড়তে হবে।

আকল কী

আকলের প্রকৃতি নিয়ে মানুষ অনেক মতভেদ করেছে:

- কেউ বলেছে, এটা এক ধরনের সহজাত জ্ঞান (জরুরি ইলম)।
- কেউ বলেছে, এটা এক স্বভাব (গরিয়া), যার সাহায্যে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়।
- কেউ বলেছে, এটা একটি শক্তি, যা দিয়ে জ্ঞাত বিষয়ের প্রকৃত রূপ আলাদা করা যায়।
- কেউ বলেছে, এটা একটি সরল সারবস্তু; কেউ বলেছে, এক স্বচ্ছ দেহ।
- হারিস আল-মুহাসিবি বলেছেন, এটা নূর। আমাদের হাম্বলি মাযহাবের আবুল হাসান আত-তামিমিও তা-ই বলেছেন। ইবরাহিম আল-হারবি ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে আকল হলো গরিয়া (স্বভাব)। মুহাসিবি থেকেও একই বর্ণিত আছে।

লেখকের নিজের সিদ্ধান্ত: "সঠিক কথা হলো — আকল একটি সহজাত স্বভাব, যেন একটি নূর, যা অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়। এর ফলে অন্তর জিনিস বোঝার যোগ্য হয়: সম্ভবকে সম্ভব, অসম্ভবকে অসম্ভব বুঝতে পারে, আর বিষয়ের পরিণাম দেখতে পায়। এই নূর কমে-বাড়ে। এই নূর যখন শক্তিশালী হয়, তখন পরিণামের কথা ভেবে সে তাৎক্ষণিক প্রবৃত্তিকে দমন করে।"

আকলের প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ

আকলের প্রকৃতি

সহজাত জ্ঞান
কেউ বলেছে, জরুরি ইলম

স্বভাব
জ্ঞান অর্জনের সহায়ক স্বভাব (গরিয়া)

শক্তি
জ্ঞাত বিষয়ের প্রকৃত রূপ আলাদা করে

সারবস্তু
সরল সারবস্তু বা স্বচ্ছ দেহ

নূর
হারিস আল-মুহাসিবি ও আত-তামিমি

লেখকের সিদ্ধান্ত
সহজাত স্বভাব, নূরের মতো, অন্তরে ঢালা

মতগুলো যেভাবে অধ্যায়ে আছে

আকলের স্থান কোথায়

আমাদের (হাম্বলি) বেশিরভাগ আলেম বলেন, আকলের স্থান অন্তর (কলব)। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) থেকেও তা-ই বর্ণিত। দলিল আল্লাহর বাণী: "তাদের এমন অন্তর হবে যা দিয়ে তারা বুঝবে" (সূরা হাজ্জ ২২:৪৬), এবং "এতে তার জন্য উপদেশ আছে, যার

অন্তর আছে" (সূরা কাফ ৫০:৩৭) — তারা বলেন, এখানে "অন্তর" মানে "আকল", কারণ অন্তরই তার স্থান। ইমাম আহমাদ থেকে ফাদল ইবনু যিয়াদ বর্ণনা করেছেন, আকলের স্থান মস্তিষ্ক। এটাই ইমাম আবু হানিফার অনুসারীদের পছন্দ।

◆ আকলের স্থান কোথায়

অন্তর (কলব)	মস্তিষ্ক
আমাদের (হাফলি) বেশিরভাগ আলেমের মত	ইমাম আহমাদ থেকে ফাদল ইবনু যিয়াদের বর্ণনা
ইমাম শাফেয়ি থেকেও একই বর্ণিত	ইমাম আবু হানিফার অনুসারীদের পছন্দ

আকলের মর্যাদা — বর্ণনার ভিত্তিতে

লেখকের স্বীকারোক্তি: "আকলের মর্যাদা নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বহু বর্ণনা আছে, তবে তার প্রমাণিত হওয়া দূরের ব্যাপার। তাই আমরা এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকছি।" আর হাফিজ ইবনু হিব্বান বলেছেন: "আকল সম্পর্কে নবী ﷺ-এর কোনো সহিহ খবর আমি জানি না। কারণ আবান ইবনু আবি আইয়াশ, সালামা ইবনু ওয়ারদান, উমাইর ইবনু ইমরান, আলি ইবনু যাইদ, হাসান ইবনু দিনার, আব্বাদ ইবনু কাসির, মাইসারা ইবনু আবদি রব্বিহি, দাউদ ইবনুল মুহাব্বার, মানসুর ইবনু সাকির এবং তাদের মতো লোকেরা — যাঁদের হাদিস আমি দলিল হিসেবে নিই না — তারাই আকলের হাদিসগুলো বর্ণনা করেছে।"

নিচের বর্ণনাগুলো তাই দুর্বল সনদের; এগুলো আকলের মর্যাদা বোঝানোর জন্য লেখক এনেছেন:

১. ইবনু আব্বাস (রা.) আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "এক লোক কম নামাজ পড়ে, বেশি ঘুমায়; আরেক লোক বেশি নামাজ পড়ে, কম ঘুমায় — আপনার কাছে কে প্রিয়?" তিনি বললেন, "আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এ-ই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন: 'যার আকল বেশি।' আমি বললাম, 'আমি তো তাদের ইবাদত নিয়ে জিজ্ঞেস করছি।' তিনি বললেন, 'আয়েশা, তাদের ইবাদত নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না, প্রশ্ন করা হবে তাদের আকল নিয়ে। যে বেশি আকলওয়ালা, সে দুনিয়া-আখিরাতে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন।'" [টীকা: সনদ খুব দুর্বল (দাউদ ইবনুল মুহাব্বার ও আব্বাদ ইবনু কাসির দুজনই পরিত্যক্ত)। (মান যাচাই করা যায়নি)]

২. বারা ইবনু আযিব (রা.) থেকে: "প্রতিটি পথের জন্য একটি মজবুত বাহন ও একটি স্পষ্ট রাস্তা আছে। সবচেয়ে মজবুত বাহন ও স্পষ্ট রাস্তার সবচেয়ে ভালো জ্ঞান যার, সে-ই সবচেয়ে বেশি আকলওয়ালা।" [টীকা: সনদ অত্যন্ত দুর্বল। (মান যাচাই করা যায়নি)]

৩. ইবনু উমার (রা.) থেকে: "মানুষ রোজাদার, নামাজি, হাজি, মুজাহিদ হতে পারে — অথচ কিয়ামতে তাকে তার আকল অনুযায়ীই প্রতিদান দেওয়া হবে।" [টীকা: সনদ দুর্বল। (মান যাচাই করা যায়নি)]

৪. আলি (রা.) থেকে: "জাহ্নাতে আদনে এমন কিছু লোক অগ্রগামী হয়েছে, যারা সবচেয়ে বেশি নামাজ, রোজা, হজ বা উমরা করেনি। কিন্তু তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা উপদেশ বুঝেছে। ফলে তাদের অন্তর ভয় পেয়েছে, তাদের নফস আল্লাহর ওপর শান্ত হয়েছে, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিনয়ী হয়েছে। তাই তারা মর্যাদা ও স্তরের সৌন্দর্যে সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছে।" [টীকা: সনদ দুর্বল। (মান যাচাই করা যায়নি)]

সাহাবি ও তাবয়িদের কথা (যেগুলো নবী ﷺ-এর কথা হিসেবে নয়):

- উমার (রা.): "আকলওয়ালা সে নয়, যে ভালো-মন্দ চেনে। বরং আকলওয়ালা সে-ই, যে দুই মন্দের মধ্যে কম মন্দটা চিনে নিতে পারে।"
- ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: আল্লাহ যখন আকল সৃষ্টি করলেন, তাকে বললেন, "পিছনে যাও।" সে গেল। বললেন, "সামনে এসো।" সে এল। তখন বললেন, "আমার ইজ্জতের কসম, আমি তোমার চেয়ে সুন্দর কিছু সৃষ্টি করিনি। তোমার মাধ্যমে আমি দেই, তোমার মাধ্যমে নিই, তোমার মাধ্যমে শাস্তি দেই।" [টীকা: এটি আকল-বিষয়ক একটি প্রসিদ্ধ দুর্বল/জাল বর্ণনা। (মান যাচাই করা যায়নি)]
- আমর ইবনুল আস (রা.): "ছেলের দাঁত পড়ে সাত বছরে, স্বপ্নদোষ হয় চৌদ্দ বছরে, উচ্চতা পূর্ণ হয় একুশ বছরে, আকল পূর্ণ হয় আঠাশ বছরে। এর পর যা আসে তা অভিজ্ঞতা।"
- আয়েশা (রা.): "সে সফল হয়েছে, যাকে আল্লাহ আকল দিয়েছেন।"

কিসরার ছেলের কাহিনি: কিসরার (পারস্য-সম্রাট) একটি সন্তান জন্মাল। তিনি একজন পাণ্ডিতকে আনালেন, সন্তানকে তাঁর সামনে রাখা হলো। কিসরা জিজ্ঞেস করলেন, "এই সন্তানকে সবচেয়ে ভালো যা দেওয়া হয়েছে, তা কী?" পাণ্ডিত বললেন, "তার সঙ্গে জন্মানো আকল।" "যদি তা না থাকে?" "তাহলে ভালো আদব, যা দিয়ে সে মানুষের মাঝে বাঁচবে।" "তাও যদি না থাকে?" "তাহলে তাকে পুড়িয়ে দেওয়ার মতো বজ্রপাত!"

আদম (আ.) ও তিনটি জিনিস: কোনো আলেম বলেছেন, আল্লাহ যখন আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে নামালেন, জিবরিল তিনটি জিনিস নিয়ে এলেন: দ্বীন, আকল ও সচ্চরিত্র। বললেন, "আল্লাহ আপনাকে এর মধ্যে একটি বেছে নিতে বলেছেন।" আদম বললেন, "জিবরিল, জান্নাত ছাড়া এর চেয়ে সুন্দর আমি আর কিছু দেখিনি।" তিনি আকলের দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে নিজের কাছে নিলেন। বাকি দুটিকে বললেন, "তোমরা ওপরে যাও।" তারা বলল, "আমরা যাব না।" তিনি বললেন, "আমার অবস্থা হবে?" তারা বলল, "না, তবে আমাদের আদেশ করা হয়েছে আকল যেখানে থাকে, সেখানে থাকতে।" তাই তিনটিই আদমের কাছে রয়ে গেল। [টীকা: এটি ইসরাইলি/আলেমদের উদ্ধৃত কাহিনি, শরিয়তের দলিল নয়।]

ওয়াহব ইবনু মুনাবিহ (রহ.) বলেছেন: "আল্লাহ তাঁর নবীদের ওপর যা নাযিল করেছেন তার কোনোটিতে আমি পেয়েছি: শয়তান কোনো কিছুতে এত কষ্ট পায়নি, যত কষ্ট পায় একজন আকলওয়ালা মুমিনের সঙ্গে। সে শত নির্বোধের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তাদের টেনে নিয়ে ঘাড়ে চড়ে বসে, তারা তার কথামতো চলে। কিন্তু আকলওয়ালা মুমিনের সঙ্গে সংগ্রাম কর্তন, তার কাছ থেকে সে কিছুই পায় না। পাহাড়কে পাথর পাথর করে সরিয়ে ফেলা শয়তানের কাছে সহজ, তবু আকলওয়ালা মুমিনের সঙ্গে লড়াইয়ের চেয়ে কম কর্তন। তাকে হারাতে না পারলে সে নির্বোধের কাছে ফিরে যায়, তাকে বন্দি করে, তার লাগাম ধরে তাকে সেই কলঙ্কে ফেলে — যার শাস্তি দুনিয়াতেই আসে: বেত্রাঘাত, মাথা মুণ্ডন, মুখে কালি, হাত কাটা, পাথর মারা, শূলে চড়ানো। আর দুই লোক একই নেক আমল করতে পারে, কিন্তু তাদের মাঝে পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান, বা তার চেয়েও বেশি, যদি একজন অন্যজনের চেয়ে বেশি আকলওয়ালা হয়। আকলের চেয়ে উত্তম কিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা হয়নি।"

মুআয ইবনু জাবাল (রা.) বলেছেন: "আকলওয়ালা মানুষ যদি সকাল-সন্ধ্যা বালির দানা পরিমাণ গুনাহ নিয়েও উঠে, তবু তার দ্রুত মুক্তি ও নিরাপত্তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর নির্বোধ যদি বালির দানা পরিমাণ নেক নিয়েও সকাল-সন্ধ্যা করে, তবু তার একটি অণু পরিমাণও টিকে না থাকার আশঙ্কা।" জিজ্ঞেস করা হলো, "কীভাবে?" তিনি বললেন, "কারণ আকলওয়ালা পদস্থলিত হলে তাওবা আর তার ভাগে পাওয়া আকল দিয়ে তা সংশোধন করে নেয়। আর নির্বোধ হলো সেই লোকের মতো, যে গড়ে আবার ভাঙে — তার অজ্ঞতা তার ভালো কাজ নষ্ট করে দেয়।"

হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন: "মানুষের দ্বীন পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ তার আকল পূর্ণ না হয়। আল্লাহ যাকেই আকল দিয়েছেন, তা দিয়ে একদিন না একদিন তাকে উদ্ধার করেছেন।"

আতা ইবনু আবি রাবাহ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম কী?" তিনি বললেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে (দ্বীন) বোঝার আকল।"

মুআবিয়া ইবনু কুররা (রহ.) বলেছেন: "মানুষ হজ করে, উমরা করে, জিহাদ করে, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে — অথচ কিয়ামতে তাদের শুধু তাদের আকল অনুযায়ীই প্রতিদান দেওয়া হবে।"

ইউসুফ ইবনু আসবাত (রহ.) বলেছেন: "আকল ভেতরের জিনিসের প্রদীপ, বাইরের জিনিসের অবলম্বন, দেহের চালক, প্রত্যেকের সাজ। জীবন এছাড়া চলে না, সব কাজ এর ওপরই ঘোরে।"

ইবনুল মুবারক (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম কী?" তিনি বললেন, "সহজাত আকল।" "তা না থাকলে?" "ভালো আদব।" "তা না থাকলে?" "একজন সৎ ভাই, যার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়।" "তা না থাকলে?" "দীর্ঘ নীরবতা।" "তা না থাকলে?" "দ্রুত মৃত্যু।"

◆ ইবনুল মুবারকের উত্তর

- ১ সর্বোত্তম কী?
সহজাত আকল
- ২ তা না থাকলে?
ভালো আদব
- ৩ তা না থাকলে?
সৎ ভাই, যার সঙ্গে পরামর্শ করা যায়
- ৪ তা না থাকলে?
দীর্ঘ নীরবতা
- ৫ তা না থাকলে?
দ্রুত মৃত্যু

মানুষকে যা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে

আকলের মর্যাদা — যুক্তির ভিত্তিতে

কোনো জিনিসের মর্যাদা বোঝা যায় তার ফল ও উপকার দিয়ে। আকলের ফল ও উপকার তুমি জানো:

- সে-ই আল্লাহর দিকে পথ দেখিয়েছে, তাঁর আনুগত্য ও আদেশ পালনের আদেশ দিয়েছে।
- সে-ই রাসুলদের মুজিয়া প্রমাণ করেছে, তাঁদের আনুগত্যের আদেশ দিয়েছে।
- সে পরিণাম দেখে, তা থেকে শিক্ষা নেয়, তা নজরে রাখে, কল্যাণ অনুযায়ী কাজ করে।
- সে প্রবৃত্তির মোকাবেলা করে, তার তীক্ষ্ণতা ফিরিয়ে দেয়।
- সে জটিল বিষয় বুঝে, সৃষ্টিজগতকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে।
- সে গুণের প্রতি উৎসাহ দেয়, দোষ থেকে নিষেধ করে, দৃঢ়তার বাঁধন শক্ত করে, সংকল্পকে শক্তি দেয়, যা সুন্দর তা টেনে আনে, যা কুৎসিত তা দূর করে।
- যখন তাকে ও তার ক্ষমতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, সে প্রবৃত্তির বাড়াবাড়িকে বন্দি করে নিষেধের জেলে আটকে রাখে।

◆ যুক্তিতে আকলের উপকার

আকলের ফল ও উপকার

পথ দেখায়

আল্লাহর দিকে, আনুগত্যের আদেশ দেয়

রাসুলদের মুজিয়া

প্রমাণ করেছে, আনুগত্যের আদেশ দিয়েছে

পরিণাম

দেখে, শিক্ষা নেয়, নজরে রাখে

প্রবৃত্তি

মোকাবেলা করে, তীক্ষ্ণতা ফিরিয়ে দেয়

জটিল বিষয়

বোঝে, সৃষ্টিজগত কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করে

গুণ ও দোষ

গুণে উৎসাহ দেয়, দোষ থেকে নিষেধ করে

প্রবৃত্তির বাড়াবাড়ি

ছেড়ে দেওয়া হলে নিষেধের জেলে বন্দি করে

এই বৈশিষ্ট্যগুলোই তার মর্যাদার জন্য যথেষ্ট।

আর আকলের উচিত নয় প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত হওয়া, কারণ প্রবৃত্তি তার শত্রু। সে তাকে তার জায়গা থেকে নামিয়ে ফেলে, তার স্তর কমিয়ে দেয়। বিচারক থাকা অবস্থায় আকলকে বিচার্য্যীন করা, লাগাম ধরে থাকা অবস্থায় লাগামে বাঁধা, অনুসৃত থাকা অবস্থায় অনুসারী হওয়া জায়েজ নয়। যে আকলের সঙ্গে পরামর্শের তিজতায় ধৈর্য ধরে, সে পরিণামে আকাজ্জ্বার মিষ্টতা পায়।

একটি অভিজ্ঞতা

আবুল ওয়াফা ইবনু আকিল (রহ.) বলেন, চিকিৎসক হাসান আমাকে বলল: খিলাফতের ভবনে আমাকে ডাকা হলো। এক কামরায় নেওয়া হলো, সেখানে পর্দা ঝুলছে। পর্দার আড়াল থেকে একটি পা বের করা হলো, তাতে স্বাচ্ছন্দ্যের চিহ্ন। দেখলাম, তা স্থানচ্যুত (মচকানো)। আমি বললাম, "এর মালিককে দুজন শক্তিশালী মানুষ ধরে রাখতে হবে, যাতে নড়াচড়া না করে — তাহলে স্থানচ্যুত অংশ ঠিক করা যাবে।" তখন পর্দার আড়াল থেকে একটি কণ্ঠ শুনলাম: "তুমি তোমার কাজে মন দাও। কারণ আকল (ধরে) রাখে..." (অর্থাৎ আমি যথেষ্ট ধৈর্যশীল, কাউকে ধরে রাখতে হবে না।) [টীকা: পাণ্ডুলিপির পাঠে কণ্ঠটির কথা অসম্পূর্ণ; আকলের শক্তি সম্পর্কে একটি রসাত্মক ঘটনা হিসেবে এসেছে।]

◆ এক নজরে

- ★ আকলের প্রকৃতি নিয়ে মানুষ অনেক মতভেদ করেছে
- ★ লেখকের সিদ্ধান্ত: আকল সহজাত স্বভাব, নূরের মতো
- ★ এই নূর কমে-বাড়ে; শক্তিশালী হলে প্রবৃত্তি দমন করে
- ★ আকলের স্থান: বেশিরভাগ হাযলির মতে অন্তর; আরেক বর্ণনায় মস্তিষ্ক
- ★ উমার: আকলওয়ালা সে, যে কম মন্দটা চেনে
- ★ লেখক: প্রবৃত্তির কাছে আকলের পরাজিত হওয়া উচিত নয়

◆ যাচাই করুন

1. লেখকের সিদ্ধান্তে আকল কী?

ক. এমন কিছু, যা কমে না, বাড়ে না

খ. সহজাত স্বভাব, যেন অন্তরে ঢালা নূর

2. বেশিরভাগ হাফলি আলেমের মতে আকলের স্থান কোথায়?

ক. অন্তর (কলব)

খ. মস্তিষ্ক

3. ফাদল ইবনু যিয়াদের বর্ণনায় ইমাম আহমাদ আকলের স্থান কী বলেছেন?

ক. অন্তর

খ. মস্তিষ্ক

4. উমার (রা.)-এর মতে আকলওয়ালা কে?

ক. যে ভালো-মন্দ চেনে

খ. যে বেশি নামাজ পড়ে

গ. যে দুই মন্দের কম মন্দটা চিনে নেয়

5. ইবনুল মুবারকের মতে সহজাত আকল না থাকলে কী সর্বোত্তম?

ক. দীর্ঘ নীরবতা

খ. ভালো আদব

গ. দ্রুত মৃত্যু

6. লেখকের মতে প্রবৃত্তি আকলের কী?

ক. বন্ধু

খ. শত্রু

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-গ, ৫-খ, ৬-খ

অধ্যায় ১ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ২

প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার নিন্দা

অধ্যায় ২

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বুজুর্গদের উক্তি, স্বপ্ন ও কাহিনি শরিয়তের দলিল নয় — শিক্ষা ও উপদেশ হিসেবে পড়ুন।

ভূমিকা: "হাওয়া" আসলে কী?

জেনে রাখুন, হাওয়া (প্রবৃত্তি/খেয়াল-খুশি) হলো মানুষের স্বভাবের সেই টান, যা তার অনুকূল জিনিসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই টান মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার টিকে থাকার প্রয়োজনে। খাবারের প্রতি টান না থাকলে সে খেত না, পানির প্রতি টান না থাকলে পান করত না, বিয়ের প্রতি টান না থাকলে বিয়ে করত না — অন্য সব কামনার ক্ষেত্রেও একই কথা। অর্থাৎ হাওয়া উপকারী জিনিস টেনে আনে, যেমন রাগ (গযব) ক্ষতিকর জিনিস ঠেকায়।

তাই সাধারণভাবে ও নিঃশর্তে হাওয়ার নিন্দা করা ঠিক নয়। নিন্দনীয় কেবল তার সেই অংশ, যা সীমা ছাড়ায় — অর্থাৎ প্রকৃত কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতি প্রতিহত করার প্রয়োজনের চেয়ে বেড়ে যায়।

◆ হাওয়ার নিন্দা কোথায়

প্রয়োজনের টান	সীমা ছাড়ানো টান
টিকে থাকার প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে	প্রয়োজনের চেয়ে বেড়ে যাওয়া অংশ
উপকারী জিনিস টেনে আনে	কেবল এই অংশই নিন্দনীয়
সাধারণভাবে ও নিঃশর্তে নিন্দা ঠিক নয়	বেশিরভাগ অনুসারী উপকারের সীমায় থামে না

কিন্তু বাস্তবে হাওয়ার অনুসারীদের বেশিরভাগই উপকারের সীমায় থামে না। তাই ক্ষতির আধিক্যের কারণে আমি হাওয়া ও কামনাকে সাধারণভাবে নিন্দা করেছি এবং এই কারণেই বইয়ের নাম রেখেছি "যাম্বুল হাওয়া"। (সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝে সেই অনুযায়ী চলা মানুষ খুব বিরল। যদি কেউ কেবল প্রয়োজন মেটাতে খায়, সীমা লঙ্ঘন না করে, তবে তার ক্ষেত্রে "হাওয়া"-র উল্লেখই ম্লান হয়ে যায় — সে তো কল্যাণের পথেই চলছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ হাওয়ার অনুগামী; কল্যাণ কিছু হলেও তা আসে আনুষঙ্গিকভাবে।)

ইবনে আক্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: আব্বাস তাআলা কুরআনের যেখানেই "হাওয়া"-র উল্লেখ করেছেন, সেখানেই তার নিন্দা করেছেন।

শাবি (রহ.) বলেছেন: একে "হাওয়া" বলা হয়েছে, কারণ এটি তার অধিকারীকে নিচে ফেলে দেয় (আরবিতে ইয়াহবী = পতিত হওয়া)।

অনুচ্ছেদ ১: বিবেক কী বলে

প্রবৃত্তি সব সময় তাৎক্ষণিক স্বাদের দিকে ডাকে, পরিণামের কথা ভাবে না। সে তাড়াহুড়ো করে কামনা পূরণ করতে চায়, যদিও তা পরে কষ্ট ও ক্ষতি ডেকে আনে এবং ভবিষ্যতের আরও বড় স্বাদ ছিনিয়ে নেয়।

আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেকে এমন স্বাদ থেকে ফেরান, যার পরে আসে যন্ত্রণা; এমন কামনা থেকে ফেরান, যা রেখে যায় অনুতাপ। বিবেকের প্রশংসা ও প্রবৃত্তির নিন্দার জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

দেখুন, শিশু যা চায় তা-ই বেছে নেয়, তাতে ধ্বংস হলেও। বিবেকবান তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কারণ সে নিজেকে নিবৃত্ত করে — যদিও আকর্ষণ অনুভব করার ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হতে পারে।

◆ প্রবৃত্তি ও বিবেকবান

প্রবৃত্তি	বিবেকবান
তাৎক্ষণিক স্বাদের দিকে ডাকে	যে স্বাদের পরে যন্ত্রণা, তা থেকে ফেরান
পরিণামের কথা ভাবে না	অনুতাপ রেখে যাওয়া কামনা থেকে ফেরান
উপমা: শিশু যা চায় তা-ই বেছে নেয়	নিজেকে নিবৃত্ত করে

এই "ইচ্ছাশক্তি"-র গুণেই মানুষ পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ পশু তার স্বভাবের কাছেই থেমে থাকে; পরিণাম নিয়ে ভাবে না। খাবার হাজির হলে খায়, আর মলমূত্র যখন-তখন ত্যাগ করে। মানুষ বিবেক দিয়ে স্বভাবকে দমন করে এসব থেকে বিরত থাকে।

যখন বিবেকবান জানে যে হাওয়া প্রায়ই প্রবল হয়ে ওঠে, তখন তার উচিত প্রতিটি ঘটনা বিবেকের আদালতে পেশ করা। বিবেক তাকে ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা ভাবতে বলবে, সন্দেহ দেখা দিলে সবচেয়ে সতর্ক পথটি বেছে নিয়ে হাওয়াকে ঠেকাতে বলবে — যতক্ষণ না পরিণামের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

বিবেকবানের উচিত এমন কামনা, যার পরিণাম নিরাপদ, তাতেও নিজেকে "না" বলার অভ্যাস করা — যাতে যে কামনার শেষ ক্ষতিকর, তা ছাড়তে সে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

তার এটাও জানা উচিত যে, কামনায় আসক্ত লোকেরা এমন অবস্থায় পৌঁছায় যখন তারা আর স্বাদ পায় না, অথচ ছাড়তেও পারে না। কারণ তা তাদের কাছে বাধ্যতামূলক জীবিকার মতো হয়ে গেছে। তাই মদ বা যৌনতায় আসক্ত ব্যক্তি অনাসক্ত ব্যক্তির দশ ভাগের এক ভাগ স্বাদও পায় না; কিন্তু অভ্যাস তাকে ঠেলে দেয়, আর সে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলে সেই অভ্যাস মেটাতে। হাওয়ার মরচে যদি তার অন্তর্দৃষ্টির চোখ থেকে সরে যেত, সে দেখত — যেখানে সে সুখের আশা করেছিল সেখানেই সে হতভাগা, যেখানে আনন্দ ভেবেছিল সেখানেই দুঃখী, যেখানে স্বাদ চেয়েছিল সেখানেই ব্যথিত।

সে ঠিক ওই প্রাণীর মতো, যাকে ফাঁদের দানা দিয়ে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে — না সে ধোঁকার সেই দানা পেল, না যে ফাঁদে পড়ল তা থেকে ছুটতে পারল।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, "যে এতে ডুবে গেছে সে কীভাবে বের হবে?" — উত্তর: ক্ষতিকর জিনিস ত্যাগের দৃঢ় সংকল্প দিয়ে, এবং যা থেকে ক্ষতির আশঙ্কা আছে তা ধাপে ধাপে ছাড়ার মাধ্যমে। এর জন্য ধৈর্য ও সংগ্রাম দরকার। সাতটি বিষয় এই ধৈর্য ও সংগ্রামকে সহজ করে দেয়:

সাতটি উপায়

১. ভাবুন — মানুষকে হাওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে পরিণাম নিয়ে চিন্তা করার জন্য এবং আখিরাতের জন্য আমল করার জন্য। এর প্রমাণ: পশু খাওয়া, পান করা ও মিলনের স্বাদ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি পায় — চিন্তাহীন, দুশ্চিন্তাহীন সুখী জীবনে। কিন্তু (জবাইয়ের জন্য) তাকে যখন কসাইখানায় টেনে নেওয়া হয়, তখনও সে কামনায় মত্ত থাকে — কারণ পরিণামের জ্ঞান তার নেই। আর মানুষ ততটা পায় না, কেননা তার ভাবনার ব্যস্ততা আছে, দুশ্চিন্তা আছে, আর (ভোগের) যন্ত্রণাও দুর্বল। নিজের ইচ্ছামতো ভোগ পাওয়াই যদি শ্রেষ্ঠত্ব হতো, তবে সম্মানিত মানুষের ভাগ কমিয়ে পশুর ভাগ বাড়ানো হতো না। মানুষকে বিবেকে বেশি আর প্রবৃত্তির স্বাদে কম দেওয়ার মধ্যেই একটির মর্যাদা ও অন্যটির নিন্দা বুঝে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে।

২. হাওয়ার পরিণাম নিয়ে ভাবুন। কত মর্যাদা সে নষ্ট করেছে! কতজনকে নীচতায় ফেলেছে! কত খাবার মানুষকে অসুখে ফেলেছে! কত পদস্থলন সম্মান ভেঙে দিয়েছে, দুর্নাম রটিয়েছে, তার সাথে গুনাহও এনেছে! কিন্তু হাওয়ার মানুষ হাওয়া ছাড়া কিছুই দেখে না। তার সবচেয়ে কাছের উপমা হলো চামড়া-পাকানোর কারখানায় থাকা লোক — সে তার গন্ধ টের পায় না, বের হয়ে এলেই বোঝে সে কোথায় ছিল।

৩. কল্পনা করুন — আপনার কামনা পূর্ণ হয়ে গেছে, তারপর ভাবুন স্বাদের পর কী ক্ষতি আসে। দেখবেন, ক্ষতি স্বাদের বহুগুণ। এক জ্ঞানী কবি বলেছেন:

সবচেয়ে ভালো মানুষ সে, যে কোনো কাজে হাত দেয় না — যতক্ষণ না তার ফল কী হবে তা আলাদা করে বুঝে নেয়।

৪. অন্যের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা কল্পনা করুন, তারপর ভাবনায় তার পরিণতি দেখে নিন। তাহলে সে অবস্থায় দাঁড়ালে নিজের দোষ কেমন দেখাবে তা বুঝতে পারবেন।

৫. ভাবুন — যে স্বাদ চাইছেন তা আসলে কিছুই না। বিবেক আপনাকে জানাবে, এটা কিছুই না; হাওয়ার চোখ আসলে অন্ধ। হাদিসে ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে: "কোনো নারী যখন তোমাদের কাউকে মুগ্ধ করে, সে যেন তার অপবিত্রতা/কুশ্রীতার দিকগুলো স্মরণ করে।" (এটি ইবনে মাসউদের উক্তি; আমি নিশ্চিত নই মারফু হাদিস কি না।) এটি আবু তাইয়্যিবের (মুতানাব্বি) এই কথার চেয়ে ভালো:

প্রেমিক যদি তার মনহরণকারীর সৌন্দর্যের শেষ পরিণতি নিয়ে ভাবত, তবে সে মুগ্ধই হতো না।

কারণ ইবনে মাসউদ বর্তমান ও সঙ্গে-থাকা বাস্তবতার কথা বলেছেন, আর আবু তাইয়্যিব পরবর্তী বিষয়ের (বার্ধক্য ইত্যাদি) কথা বলেছেন। অবশ্য তিনি হয়তো এই অর্থই ইঙ্গিত করেছেন।

৬. বিজয়ের মর্যাদা ও পরাজয়ের লাঞ্ছনা ভেবে দেখুন। যে-ই হাওয়াকে জয় করেছে, সে শক্তি ও মর্যাদার অনুভূতি পেয়েছে। আর যাকে হাওয়া পরাজিত করেছে, সে নিজের মধ্যে পরাভূতের লাঞ্ছনা পেয়েছে।

৭. হাওয়ার বিরোধিতার উপকার নিয়ে ভাবুন — দুনিয়ায় সুনাম, আত্মা ও সম্মানের নিরাপত্তা, আখিরাতে প্রতিদান। তারপর উল্টোটা ভাবুন: হাওয়া মেনে চললে চিরস্থায়ী উল্টো ফল। এই দুই অবস্থার উদাহরণ হিসেবে আদম ও ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা সামনে রাখুন — একজনের এক লোকমা, অন্যজনের ধৈর্য।

◆ সাতটি উপায়

- ১ মানুষ হাওয়ার জন্য সৃষ্টি নয়
পরিণাম ও আখিরাতে আমলের জন্য প্রস্তুত
- ২ হাওয়ার পরিণাম ভাবুন
কত মর্যাদা নষ্ট, কতজন নীচতায়
- ৩ কামনা পূর্ণ হয়েছে কল্পনা করুন
স্বাদের পরের ক্ষতি বহুগুণ
- ৪ অন্যের ক্ষেত্রে একই অবস্থা কল্পনা করুন
নিজের দোষ কেমন দেখাবে
- ৫ স্বাদ আসলে কিছুই না
হাওয়ার চোখ অন্ধ
- ৬ বিজয়ের মর্যাদা, পরাজয়ের লাঞ্ছনা ভাবুন
বিজয়ে শক্তি, পরাজয়ে লাঞ্ছনা
- ৭ বিরোধিতার উপকার ভাবুন
সুনাম, নিরাপত্তা, আখিরাতে প্রতিদান

ধৈর্য ও সংগ্রামকে সহজ করে

হে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই, এই কথাগুলোর সময় আমার জন্য আপনার অন্তর হাজির করুন, আর আল্লাহর কসম দিয়ে বলুন — আদম (আ.) যে স্বাদ নিয়েছিলেন, তা ইউসুফ (আ.)-এর সেই সংকল্পের কাছে কোথায় লাগে, যা তিনি কার্যকর করেননি? ইউসুফ কী হতেন, যদি সেই স্বাদ গ্রহণ করতেন? কিন্তু তিনি যখন তা ছেড়ে দিলেন আর কিছুক্ষণের সংগ্রামে ধৈর্য ধরলেন, তিনি হলেন সেই ইউসুফ, যাঁকে আপনি জানেন।

অনুচ্ছেদ ২: হাওয়ার ব্যাপ্তি

জেনে রাখুন, হাওয়া তার অধিকারীকে নানা পথে টেনে নিয়ে যায় এবং বিবেকের ঘর থেকে বের করে পাগলামির বৃত্তে ঢুকিয়ে দেয়।

কখনো হাওয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রেও থাকে — তখন তার অধিকারী জ্ঞান যা আদেশ করে তার উল্টো দিকে চলে যায়। কখনো যুহদ/সংসারত্যাগের ক্ষেত্রেও থাকে — তখন তা লোক-দেখানো (রিয়া) হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের এই বইয়ের বিষয় হলো ইন্দ্রিয়সুখের কামনার ক্ষেত্রে হাওয়ার নিন্দা, যদিও সাধারণভাবে সব হাওয়ার নিন্দাও এতে আছে।

হাওয়ার ব্যাপ্তি

হাওয়ার ক্ষেত্র

জ্ঞান

কখনো জ্ঞানের আদেশের উল্টো দিকে নেয়

যুহদ

কখনো লোক-দেখানো (রিয়া) হয়ে দাঁড়ায়

ইন্দ্রিয়সুখের কামনা

এই বইয়ের মূল বিষয়

বিবেক যা নির্দেশ করে, সেই দিক থেকে নিন্দা এতক্ষণ বললাম। এবার নকল/বর্ণনাগত দলিল দেখা যাক।

অনুচ্ছেদ ৩: কুরআন ও হাদিসে হাওয়ার নিন্দা

আল্লাহ তাআলা হাওয়ার বিরোধিতার প্রশংসা করেছেন:

"আর যে নিজেকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখল" (সূরা নাযিআত ৭৯:৪০)

মুফাসসিরগণ বলেন: এর অর্থ আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে নিজেকে ফেরানো। মুকাতিল বলেন: সে এমন ব্যক্তি, যে গুনাহর ইচ্ছা করে, তারপর হিসাবের জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণ করে তা ছেড়ে দেয়।

আর হাওয়ার অনুসরণের নিন্দায় আল্লাহ বলেছেন:

- "সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল; তার উপমা কুকুরের মতো" (৭:১৭৬)
- "সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং তার কাজ সীমা ছাড়িয়ে গেছে" (১৮:২৮)
- "আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে?" (২৫:৪৩)
- "বরং যালিমরা না জেনে নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছে; আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাকে কে হিদায়াত দেবে?" (৩০:২৯)
- "এবং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে" (৪৭:১৬)
- "জেনে রাখুন, তারা কেবল নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াত ছাড়া যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে?" (২৮:৫০)
- "তারা অবশ্যই নিজেদের খেয়াল-খুশি দ্বারা না জেনে (মানুষকে) পথভ্রষ্ট করে" (৬:১১৯)
- "যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে" (১৮:২৮)
- "আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন" (২:১২০ প্রভৃতি)

- "অতএব ন্যায়বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না" (৪:১৩৫)
- "প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে" (৩৮:২৬)

হাসান বসরি ও কাতাদা (রহ.) "যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়েছে" আয়াত সম্পর্কে বলেছেন: সে মুনাফিক — যা-ই সে চায়, তার ওপরই চড়ে বসে।

হাদিস

১. আনাস (রা.) থেকে, নবী ﷺ বলেছেন: "জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে অপছন্দনীয় বিষয় দিয়ে, আর জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে কামনা-বাসনা দিয়ে।" (সহিহ মুসলিম; আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বুখারি-মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন, বুখারির শব্দে "ঘিরে রাখা"-র জায়গায় "পর্দা দেওয়া"।)
 ২. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে: রাসূল ﷺ বলেছেন: আল্লাহ যখন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, জিবরাইলকে জান্নাতের কাছে পাঠিয়ে বললেন, "ওটা দেখো এবং তার অধিবাসীদের জন্য আমি যা প্রস্তুত করেছি তা দেখো।" তিনি এসে দেখে ফিরে গিয়ে বললেন, "আপনার ইজ্জতের কসম! যে-ই এর কথা শুনবে সে-ই এতে প্রবেশ করবে।" তখন আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, জান্নাতকে অপছন্দনীয় বিষয় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হলো। বললেন, "আবার গিয়ে দেখো।" তিনি ফিরে দেখলেন তা অপছন্দনীয় বিষয়ে ঘেরা; বললেন, "আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না।" তারপর বললেন, "জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের জন্য যা প্রস্তুত করেছি তা দেখো।" তিনি দেখলেন, তা একটা আরেকটার ওপর উঠে আছে। ফিরে এসে বললেন, "আপনার ইজ্জতের কসম! যে-ই এর কথা শুনবে সে এতে ঢুকবে না।" তখন আল্লাহ তাকে কামনা-বাসনা দিয়ে ঘিরে দিতে বললেন। তিনি আবার গিয়ে দেখে ফিরে এলেন: "আপনার ইজ্জতের কসম! আমার আশঙ্কা হচ্ছে, কেউই এ থেকে রেহাই পাবে না, সবাই এতে ঢুকবে।" — তিরমিযি বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহিহ।
 ৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুগামী হয়।" — সতর্কতা: এই হাদিসের সনদ নিয়ে আলেমদের আপত্তি আছে; নাওয়াবির আরবাস্তানেও (৪১ নং) এ হাদিস আছে এবং তার সনদকে দুর্বল বলা হয়েছে। অর্থ শরিয়তের সাধারণ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও নিশ্চিত দলিল হিসেবে এর ওপর ভর করা ঠিক নয়।
 ৪. আবু বুরদা আল-আসলামি (রা.) থেকে: নবী ﷺ বলেছেন: "তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি — পেট ও লজ্জাস্থানের গোমরাহির কামনা এবং পথভ্রষ্টকারী হাওয়া।"
 ৫. আমর ইবনে আওফ আল-মুযানি (রা.) থেকে: "আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি — যালিম শাসকের বিচার, আলেমের পদস্থলন, এবং অনুসৃত প্রবৃত্তি।"
 ৬. আবু উমামা আল-বাহিলি (রা.) থেকে: "আকাশের নিচে এমন কোনো ইলাহের ইবাদত করা হয় না, যে আল্লাহর কাছে অনুসৃত হাওয়ার চেয়ে বড় (ঘৃণ্য)।" (সনদ দুর্বল বলে পরিচিত।)
 ৭. আনাস (রা.) থেকে: "তিনটি ধ্বংসকারী জিনিস: আনুগত্য-করা কৃপণতা (লোভ), অনুসৃত প্রবৃত্তি, এবং মানুষের আত্মগর্ব।"
 ৮. আবু দারদা (রা.) থেকে: "কোনো জিনিসের প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে দেয়।" (এ হাদিসের সনদ দুর্বল; তবে এটি জনপ্রিয় প্রবাদ হিসেবে প্রচলিত।)
 ৯. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে: "তিনটি মুক্তিদাতা ও তিনটি ধ্বংসকারী। মুক্তিদাতা: প্রকাশ্যে-গোপনে আল্লাহর তাকওয়া, সন্তুষ্টি ও ক্রোধে সত্য কথা বলা, সচ্ছলতা ও অভাবে মধ্যপন্থা। আর ধ্বংসকারী: অনুসৃত প্রবৃত্তি, আনুগত্য-করা কৃপণতা, আত্মগর্ব — এটিই সবচেয়ে খারাপ।"
- (টীকা: কিছু হাদিস সম্পর্কে হাদিস-বিশারদদের সনদ-সংক্রান্ত আপত্তি আছে। সহিহ/হাসান যেগুলো, সেগুলো ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। বাকিগুলো উৎসাহ ও সতর্কতার উপদেশ হিসেবে পড়ুন, বিধানের দলিল হিসেবে নয়।)

অনুচ্ছেদ ৪: সালাফ ও বুজুর্গদের উক্তি ও কাহিনি

(নিচের কাহিনিগুলো সনদ-সহ বর্ণিত, কিন্তু কোনোটিই শরিয়তের দলিল নয়। এগুলো উপদেশ ও উপমা হিসেবে নেওয়া উচিত।)

আকাশে হাঁটা দুই ইবাদতকারী (বর্ণনা — বনি ইসরাইলি স্বভাবের): খলিল ইবনে খাদুওয়াইহ বলেন, ইবরাহিম (আ.) পথ চলতে দেখলেন এক বান্দা শূন্যে ইবাদত করছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কীভাবে আল্লাহর কাছে এই মর্যাদা পেলেন?" সে বলল, "সামান্য একটি বিষয়ে: আমি নিজেকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি, যা আমার প্রয়োজন নয় সে বিষয়ে কথা বলিনি, যা আদিষ্ট তা

দেখে আমল করেছে, যা নিষিদ্ধ তা দেখে বিরত থেকেছি। এখন আমি চাইলে তিনি দেন, ডাকলে সাড়া দেন, শপথ করলে আমার শপথ রক্ষা করেন। আমি তাঁর কাছে চেয়েছি আমাকে বাতাসে বসাতে, তিনি বসিয়েছেন।"

ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ (রহ.) থেকে (ইসরাইলি বর্ণনা): বনি ইসরাইলে দুজন ইবাদতকারী ছিল, ইবাদত তাদের এতদূর পৌঁছেছিল যে তারা পানির ওপর হাঁটত। সাগরে হাঁটতে হাঁটতে তারা দেখল এক লোক বাতাসে হাঁটছে। বলল, "হে আল্লাহর বান্দা, কীসে এই মর্যাদা পেলে?" সে বলল, "দুনিয়ার সামান্য জিনিসে: আমি নিজেকে কামনা-বাসনা থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি, অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে জিহ্বা সংযত রেখেছি, তিনি আমাকে যার দিকে ডেকেছেন তাতে আগ্রহী হয়েছি, আর নীরবতা আঁকড়ে ধরেছি। আমি আল্লাহর নামে শপথ করলে তিনি আমার শপথ রক্ষা করেন, তাঁর কাছে চাইলে তিনি দেন।"

সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ.) থেকে (বর্ণিত): "যে নিজের হাওয়াকে জয় করেছে, সে একা শহর জয়কারীর চেয়েও শক্তিশালী।"

হুযাইফা ইবনে কাতাদা আল-মারআশি (রহ.) বলেন: আমি জাহাজে ছিলাম, জাহাজ ভেঙে গেলে আমি ও এক নারী একটি তক্তায় আশ্রয় নিলাম। সাত দিন কাটল। নারী বলল, "আমি পিপাসার্ত।" আমি আল্লাহর কাছে তাকে পানি পান করাতে দুআ করলাম। আসমান থেকে একটি শিকল নেমে এল, তাতে একটি পানি-ভরা পাত্র ঝোলানো; সে পান করল। আমি শিকল ধরে ওপরে তাকিয়ে দেখলাম, এক লোক শূন্যে আসন করে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কে?" বলল, "মানুষ।" "কীসে তোমাকে এই মর্যাদায় পৌঁছাল?" সে বলল, "আমি আমার প্রবৃত্তির চেয়ে আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছি, তাই তিনি আমাকে এভাবে বসিয়েছেন যেভাবে দেখছ।"

এক সুফি থেকে: আমি শূন্যে একটি কক্ষ দেখলাম, তাতে এক লোক। জিজ্ঞাসা করলাম, "কীসে এই মর্যাদায় পৌঁছালে?" সে বলল, "আমি হাওয়া (প্রবৃত্তি) ত্যাগ করেছে, তাই আমাকে হাওয়া (বাতাস/শূন্য)-তে প্রবেশ করানো হয়েছে।" (এখানে আরবি "হাওয়া"-র দুই অর্থ নিয়ে কথার খেলা।)

মুআবিয়া (রা.): "মুরুওয়াহ (পৌরুষ/শালীনতা) হলো স্বাদ ত্যাগ করা ও হাওয়ার অবাধ্য হওয়া।"

আবু দারদা (রা.): "মানুষ যখন সকালে ওঠে, তার হাওয়া ও আমল জড়ো হয়। তার আমল যদি তার হাওয়ার অনুগামী হয়, তবে সেদিন খারাপ দিন; আর হাওয়া যদি আমলের অনুগামী হয়, তবে সেদিন ভালো দিন।"

মালিক ইবনে দিনার (রহ.): "যে দুনিয়ার কামনাকে পরাস্ত করেছে, শয়তান তার ছায়াকেও ভয় পায়।" আরও বলেছেন: "সে কত খারাপ বান্দা, যার সব চিন্তা তার হাওয়া ও পেট।"

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম: "মানুষের ওপর এমন সময় আসবে, যখন তাদের একজনের সব চিন্তা হবে তার পেট, আর তার দ্বীন হবে তার হাওয়া।"

এক বেদুইন: "দুটি বিষয়ে যখন সংশয় হয় যে কোনটি সঠিক, তখন যেটি তোমার হাওয়ার কাছাকাছি সেটির বিপরীত করো। কারণ ভুল সবচেয়ে বেশি হয় হাওয়ার অনুসরণে।"

ইবনুস সাম্মাক (রহ.): "চাইলে আমি তোমার রোগের কথা বলব, চাইলে তোমার ওষুধের কথা। তোমার রোগ — তোমার হাওয়া; তোমার ওষুধ — তোমার হাওয়া ত্যাগ।"

হাসান বসরি (রহ.)-কে এক লোক জিজ্ঞাসা করল: "হে আবু সাঈদ, কোন জিহাদ সর্বোত্তম?" তিনি বললেন: "তোমার হাওয়ার বিরুদ্ধে তোমার জিহাদ।"

চোখের রোগী বেদুইন (আসমাঈ থেকে): আমি এক বেদুইনের পাশ দিয়ে গেলাম। তার চোখে প্রচণ্ড ব্যথা, পানি ঝরছে। বললাম, "চোখ মুছছ না কেন?" বলল, "চিকিৎসক আমাকে নিষেধ করেছে, আর যে নিষেধ মানে না, আদেশ পালন করে না, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।" আমি বললাম, "তোমার কি কিছুই ইচ্ছা হয় না?" সে বলল, "হয়, কিন্তু আমি পরহেজ করি। কারণ জাহান্নামবাসীদের কামনা প্রবল হয়েছিল, তারা পরহেজ করেনি, তাই ধ্বংস হয়েছে।"

বিশর আল-হাফি (রহ.): "জেনে রাখো, সব বিপদ তোমার হাওয়ায়, আর সব আরোগ্য তোমার তার বিরোধিতায়।" তিনি আরও বলেছেন: "যে দুনিয়ার কামনাকে পায়ের নিচে রেখেছে, শয়তান তার ছায়াকে ভয় পায়।" আর: "তুমি ইবাদতের মিষ্টতা পাবে না, যতক্ষণ না তোমার ও কামনার মাঝে লোহার দেয়াল দাঁড় করাও।"

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহ.): "যাকে কামনা-বাসনা দখল করে নেয়, তাওফিকের উপকরণ তার থেকে কেটে যায়।"

হাজ্জাজ (রহ.) [হাদিস-বর্ণনাকারী]: "কুফর চারটি বিষয়ে — রাগে, কামনায়, লোভে, ভয়ে।" তারপর বললেন, "এর দুটো আমি দেখেছি: এক লোক রাগে নিজের মাকে হত্যা করেছে; আর এক লোককে দেখেছি প্রেমে পড়ে খ্রিস্টান হয়ে গেছে।"

আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান (রহ.) (আহলে বাইতের একজন) কাবার তাওয়াফ করছিলেন। এক সুন্দরী নারী দেখে তার পাশে হাঁটতে লাগলেন, তারপর বললেন:

আমি দ্বীনের ভালোবাসা ভালোবাসি, আবার স্বাদও আমাকে মুগ্ধ করে — আমি কীভাবে স্বাদ ও দ্বীন উভয়ের ভালোবাসা একত্র করব?

নারী তাকে বলল, "একটি ছেড়ে দাও, অন্যটি পাবে।" (অন্য বর্ণনায় আছে: নারী তার সৌন্দর্য দেখে ঝুঁকে পড়ল, তখন তিনি এই কবিতা বললেন — "আমার মন দুনিয়াকে সাজিয়ে দেখায়, আর মৃত্যুর ভয় আমাকে ফিরিয়ে রাখে" — এবং তাকে ছেড়ে চলে গেলেন।)

খলিফা মুতাসিম: ইসহাক মাউসিলিকে বললেন, "হে ইসহাক, হাওয়া যখন বিজয়ী হয়, তখন বিবেক-বুদ্ধি চলে যায়।"

আবু সুলাইমান আদ-দারানি (রহ.) কুরআনের আয়াত "তাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাদের দিয়েছেন জ্ঞান ও রেশম" (৭৬:১২) প্রসঙ্গে বলেছেন: "তারা কামনা-বাসনা থেকে ধৈর্য ধরেছে।" আরও বলেছেন: "সর্বোত্তম আমল হলো নফসের প্রবৃত্তির বিরোধিতা।"

মুহাম্মদ ইবনে আবিল ওয়ারদ: "আল্লাহর এমন একটি দিন আছে, যার অনিষ্ট থেকে প্রবৃত্তির অনুগত কেউ বাঁচবে না। কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ধীরে যে উঠবে, সে কামনায় পরাস্ত ব্যক্তি। বিবেকগুলো যখন প্রচেষ্টার ময়দানে ছুটল, তখন যে ধৈর্য সঙ্গে নিয়েছে তার প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। আর বিবেক হলো খনি, চিন্তা তার খনন-যন্ত্র।"

ইয়াহিয়া ইবনে মুআয (রহ.): "জান্নাতকে ঘিরে রাখা হয়েছে এমন সব জিনিসে, যা তুমি অপছন্দ করো; আর জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে এমন সব কামনায়, যা তুমি চাও। তুমি তো কঠিন রোগীর মতো — ওষুধের তিক্ততায় ধৈর্য ধরলে ধৈর্যের বদৌলতে সুস্থতা পাবে; আর যা সহিতে হচ্ছে তাতে অস্থির হলে তোমার অসুখ দীর্ঘ হবে।" তাকে প্রশ্ন করা হলো: "সবচেয়ে দৃঢ় সংকল্পের মানুষ কে?" বললেন, "যে তার হাওয়াকে জয় করেছে।" আরও বলেছেন: "যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্বাদে তুষ্ট করেছে, সে নিজের জন্য অনুতাপের গাছ রোপণ করেছে।"

খালাফ ইবনে খলিফা ও সুন্দরী দাসী বদর: খালাফ ইবনে খলিফা আহওয়াযে সুলাইমান ইবনে হাবিব ইবনে মুহাম্মাবের কাছে গেলেন। সুলাইমানের কাছে "আল-বদর" নামের এক দাসী ছিল — সবচেয়ে সুন্দরী ও পরিপূর্ণদের একজন। সুলাইমান জিজ্ঞাসা করলেন, "তাকে কেমন দেখছ?" খালাফ বললেন, "আল্লাহ আমিরকে সংশোধন করুন, আমার চোখ এর চেয়ে সুন্দরী দাসী কখনো দেখিনি।" সুলাইমান বললেন, "তাহলে তার হাত ধরো (নিয়ে নাও)।" খালাফ বললেন, "আমি তা করব না, আমিরকে তার থেকে বঞ্চিত করব না; আমি তো জানি এর প্রতি আপনার কতটা টান।" সুলাইমান বললেন, "ধিক তোমাকে! আমার টান থাকা সত্ত্বেও তাকে নিয়ে যাও — যাতে আমার হাওয়া জানে আমি তার ওপর জয়ী।" খালাফ তার হাত ধরে বেরিয়ে গেলেন এবং আবৃত্তি করতে করতে গেলেন:

"সুলাইমান আমাকে চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন, সম্মানিত করেছেন, প্রাধান্য দিয়েছেন। আমাকে দিয়েছেন "বদর" — সুঠাম দেহের তরুণী, যাকে কোনো মানুষ বা জিনকে দেওয়া হয়নি। আমি তাঁর এই দান কখনো ভুলব না — যতক্ষণ না আমাকে কবর ও কাফন লুকিয়ে ফেলে।"

(এটি একটি আদাব-কাহিনি; এতে উদারতা ও আত্মসংযমের শিক্ষা আছে। দাস-দাসী বিনিময় সংক্রান্ত বিষয়টি সে যুগের সামাজিক বাস্তবতা — একে আদর্শ বা বিধান হিসেবে নেবেন না।)

ইয়াহিয়া ইবনে ইয়াহিয়া: এক ইবাদতকারী বলেছেন: "সবচেয়ে সম্মানিত আলেম সে, যে তার দ্বীন নিয়ে দুনিয়া থেকে পালিয়েছে এবং হাওয়ার ওপর নিজের লাগাম কঠিন করেছে।"

হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল-জারিরি: "জান্নাতের দিকে সবচেয়ে দ্রুতগামী বাহন দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, আর জাহান্নামের দিকে সবচেয়ে দ্রুতগামী বাহন কামনার প্রতি ভালোবাসা। যে-কেউ কোনো কামনার পিঠে চড়ে বসে, সে তাকে তার অপছন্দের দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়।"

ইবনে আতা (রহ.): "যার হাওয়া তার বিবেককে এবং অস্থিরতা তার ধৈর্যকে পরাস্ত করেছে, সে অপমানিত হয়েছে।"

হাসান ইবনে আলী আত-তাওয়ী: "প্রত্যেক মানুষের একটি মূর্তি আছে — তার হাওয়া। যখন সে বিরোধিতা করে তা ভেঙে ফেলে, তখনই সে "ফুতুওয়াত" (মহৎ যুবক) নামের উপযুক্ত হয়।"

এক আলেম ও এক সন্ন্যাসী: আলেম বললেন, "সময়কে (যুগকে) কেমন দেখছেন?" সে বলল, "সে দেহ জীর্ণ করে, আশা নবায়ন করে, কামনা দূরে ঠেলে, মৃত্যু কাছে আনে।" আলেম বললেন, "কোন সঙ্গী সবচেয়ে উত্তম?" বলল, "সৎ আমল।" "কোনটি সবচেয়ে ক্ষতিকর?" বলল, "নফস ও হাওয়া।"

আরেক সন্ন্যাসী (ইবনে আবিল হাওয়ারির বর্ণনায়): এক লোক এক সন্ন্যাসীকে বলল, "তোমাদের মধ্যে ইবাদতের সবচেয়ে উত্তম কী?" সে বলল, "যাতে শরীর ক্লান্ত হয় ও জোড়া শিথিল হয়ে যায় — অবিরাম পালনের কারণে।" "সবচেয়ে সুন্দর কী?" "উপদেশের সময় হৃদয়ের কোমলতা।" "সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত?" "সত্যের কাছে বিনয়।" "তার হক কী?" "কামনা বর্জন ও নির্জনতা আঁকড়ে ধরা।"

ইবনে আবিল হাওয়ারি আরও বলেন: আমি এক সন্ধ্যাসীর পাশ দিয়ে গেলাম, তাকে শীর্ণ দেখে বললাম, "আপনি অসুস্থ?" সে বলল, "হ্যাঁ।" "কতদিন ধরে?" "যখন থেকে আমি নিজেকে চিনেছি।" "চিকিৎসা করুন।" সে বলল, "ঔষুধ আমাকে ক্লান্ত করেছে, এখন আমি দাগ দিয়ে পোড়ানোর (কি) সংকল্প করেছি।" বললাম, "সেই দাগ কী?" বলল, "হাওয়ার বিরোধিতা।"

এক বেদুইন (আসমাঈ ও উতবি থেকে): "হাওয়ার সময় বিচার-বুদ্ধির রূপান্তর কী ভয়ংকর! সে তো আসলে হাওয়ান (লাঞ্ছনা); সে কেবল নামে ভুল করেছে, তাই তার নাম তার জাতেই বানানো হয়েছে। আমার কথা সে-ই বুঝবে, যাকে বাড়ি-ঘর ও ধ্বংসাবশেষ কাঁদিয়েছে।"

উমর ইবনে রুফাইল (সৎ বৃদ্ধ): আমি লাকাম পাহাড়ে একটি পাথিকে উল্টো করে বুলন্ত দেখলাম, সে চিৎকার করছিল। কাছে গিয়ে তাকে ছাড়াতে চাইলাম, তখন নিচে একটি বিশাল পাথর দেখলাম, তাতে খোদাই করা: "তোমার রোগ — তোমার হাওয়া; যদি তোমার হাওয়াকে জয় করতে পারো, তা-ই তোমার ঔষুধ।"

সারি সাকাতি: "মানুষ ততক্ষণ পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ না তার দ্বীনকে তার কামনার ওপর প্রাধান্য দেয়; আর ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না তার কামনাকে দ্বীনের ওপর প্রাধান্য দেয়।"

আহমদ ইবনে খিযরাওয়াইহ: "গাফলতের চেয়ে ভারী কোনো ঘুম নেই, আর কামনার চেয়ে মালিকানা-সম্পন্ন কোনো দাসত্ব নেই। গাফলতের ভার না থাকলে কামনা তোমার ওপর জয়ী হতো না।"

ইউসুফ ইবনুল হুসাইন: "হাওয়ার চোখ কানা।"

আবু বকর আল-ওয়ারাক: "হাওয়া প্রবল হওয়ার মূল হলো কামনার নৈকট্য। হাওয়া প্রবল হলে অন্তর অন্ধকার হয়; অন্তর অন্ধকার হলে বুক সংকীর্ণ হয়; বুক সংকীর্ণ হলে চরিত্র খারাপ হয়; চরিত্র খারাপ হলে মানুষ তাকে ঘৃণা করে; মানুষ তাকে ঘৃণা করলে সেও মানুষকে ঘৃণা করে; ঘৃণা করলে তাদের এড়িয়ে চলে; এড়িয়ে চললে সে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত হয়।"

◆ হাওয়া প্রবল হলে

- ১ হাওয়া প্রবল হয়
অন্তর অন্ধকার হয়
- ২ অন্তর অন্ধকার হলে
বুক সংকীর্ণ হয়
- ৩ বুক সংকীর্ণ হলে
চরিত্র খারাপ হয়
- ৪ চরিত্র খারাপ হলে
মানুষ তাকে ঘৃণা করে
- ৫ মানুষ ঘৃণা করলে
সেও মানুষকে ঘৃণা করে
- ৬ ঘৃণা করলে
তাদের এড়িয়ে চলে
- ৭ এড়িয়ে চললে
বিতাড়িত শয়তানে পরিণত হয়

আবু বকর আল-ওয়ারাকের উক্তি

আবু আলী আস-সাকাফি: "যাকে তার হাওয়া পরাস্ত করে, তার বিবেক আড়ালে চলে যায়।" আরও বলেছেন: "নিজের নফসের চেয়ে আটকে রাখার মতো উপযুক্ত কিছু নেই, আর নিজের হাওয়ার চেয়ে পরাস্ত করার মতো উপযুক্ত কিছু নেই।"

আলী ইবনে সাহল: "বিবেক ও হাওয়া টানাটানি করে। বিবেকের সাহায্যকারী তাওফিক, হাওয়ার সঙ্গী লাঞ্ছনা (খিয়ালান)। নফস দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে — যে জয়ী হয়, সে তার দিকে ঝুঁকে যায়।"

আবুল হুসাইন আল-ওয়াররাক: "কামনা নফসের ওপর সবচেয়ে প্রবল শাসক, তাকে কেবল অস্থিরকারী ভয়ই দূর করতে পারে।" ইবরাহিম আল-কাসসার: "সবচেয়ে দুর্বল মানুষ সে, যে নিজের কামনা ঠেকাতে দুর্বল; আর সবচেয়ে শক্তিশালী সে, যে তা ঠেকাতে সক্ষম।"

আল-মুরতাইশ (রহ.)-কে বলা হলো, "অমুক পানির ওপর হাঁটে।" তিনি বললেন, "আল্লাহ যাকে হাওয়ার বিরোধিতা করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সে পানির ওপর হাঁটার চেয়ে মহৎ।"

এক রাজা ও এক জ্ঞানী: রাজা বললেন, "আশ্চর্য সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যে আল্লাহ ও তাঁর মহিমা জেনেও কীভাবে তাঁর আদেশের বিরোধিতা করে ও তাঁর সীমা লঙ্ঘন করে!" জ্ঞানী বললেন, "সতর্কতা ভুলে থাকা, আশার দৈর্ঘ্য বাড়ানো, এবং 'হয়তো', 'পরে', 'সম্ভবত'-র কারণে।" রাজা বললেন, "দুর্বল দেহে বসানো কামনা থেকে কীভাবে বাঁচা যায়? শরীরের প্রতিটি অংশে কামনার আস্তানা!" জ্ঞানী বললেন, "কামনা চিন্তা থেকে জন্ম নেয়, আর প্রতিটি চিন্তার সঙ্গী শিক্ষা আছে, প্রতিটি কামনার সঙ্গেই তাকে বাধা দেওয়ার কিছু আছে। যে তার কামনাগুলোকে শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দেয় ও নিজেকে বাধা-নিষেধে ঘিরে রাখে, তার ঘাড় থেকে সীমালঙ্ঘনের বেড়ি খুলে যায় এবং তার মন্দ চিন্তা দূর হয় — কামনার ওপর ধৈর্যকে প্রাধান্য দিয়ে, আল্লাহর আনুগত্যের সওয়াবের আশায় ও অবাধ্যতার শাস্তির ভয়ে।"

বিশর আল-হাফি ও আলী আল-জারজারায়ি: বিশর বলেন, লেবানন পাহাড়ে এক বর্নার কাছে আমি আলী আল-জারজারায়িকে পেলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেন, "আমার কোনো গুনাহের কারণেই আজ আমি মানুষ দেখলাম!" আমি তার পিছু নিয়ে বললাম, "আমাকে উপদেশ দিন।" ফিরে বললেন, "উপদেশ চাও? দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করো, ধৈর্যের সঙ্গে ওঠাবসা করো, হাওয়ার সঙ্গে শত্রুতা করো, কামনা থেকে পবিত্র থাকো, আর তোমার ঘরকে তোমার কবরের চেয়ে খালি রাখো — যেদিন তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। এই পথেই আল্লাহর দিকে যাত্রা মধুর হয়।"

আনুশিরওয়ান (পারস্য সম্রাট) থেকে বর্ণিত: তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "কোন জিনিস থেকে সবচেয়ে বেশি বাঁচা উচিত?" বললেন, "যার ক্ষতি সবচেয়ে বড়।" বলা হলো, "যদি ক্ষতির পরিমাণ অজানা থাকে?" বললেন, "যাতে হাওয়ার ভাগ সবচেয়ে বেশি।"

মুহাম্মাদ ইবনে আবি সুফরা-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, "আপনি এই মর্যাদা কীভাবে পেলেন?" বললেন, "দূরদর্শিতার আনুগত্য ও হাওয়ার অবাধ্যতায়।"

আবু আলী আদ-দাক্কাক: "যে যৌবনকালে নিজের কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তাকে প্রৌঢ়ত্ব বাদশাহ বানান — যেমন ইউসুফ (আ.)। 'নিশ্চয় যে তাকওয়া অবলম্বন করে ও ধৈর্য ধরে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।' (১২:৯০)"

আব্দুস সামাদ আয-যাহিদ: "যে জানে না কামনা (শয়তানের) ফাঁদ, সে বোকা।"

এক বেদুইন তার ছেলেকে: "বাছা, যে মৃত্যুকে ভয় করে সে সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আগেই ছুটে যায়; আর যে নিজেকে কামনা থেকে লাগাম টানে না, তার নফস তাকে ধ্বংসের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। জান্নাত ও জাহান্নাম তোমার সামনে।"

কয়েকজন জ্ঞানীর উক্তি:

- "সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ মানুষ সে, যে নিজের হাওয়ার বিপক্ষে নিজের বিবেকের প্রতি ন্যায় করে।"
- "বুদ্ধিমান সে, যার সব কামনার ওপর তার বিবেক থেকে একজন পাহারাদার থাকে।"
- "হাওয়া এক অত্যাচারী বাদশাহ ও যালিম শাসক — অন্তরগুলো তার বশ, প্রাণগুলো তার অনুগত।"
- "নফস যখন কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত হয়, সে তার দিকেই ঝুঁকে থাকে, এমনকি নিজের দেহের চেয়ে তার কাছেই বেশি থাকে।"
- "প্রতিটি জিনিসের একটি 'আবজাদ' (বর্ণমালা) আছে; প্রজ্ঞার আবজাদ হলো হাওয়াকে তড়ানো এবং আমলের ওজন করা।"

অনুচ্ছেদ ৫: হাওয়ার নিন্দায় কবিতা

(কবিতাগুলো ভাবানুবাদ)

ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদেদ গির্জার দেয়ালে লেখা: তিনি শামের এক গির্জার দেয়ালে কয়লা দিয়ে লিখলেন:

"আমি জীবনকে এছাড়া কিছু দেখি না যে, মানুষ ঠিক হোক বা ভুল — নিজের হাওয়ার অনুসরণ করুক।"

আব্দুল্লাহ ইবনে আলী তা দেখে নিচে লিখলেন:

তুমি যদি সকালে নিরাপদ হয়ে জানো যে, তুমি থাকলে মৃত্যুও থাকবে (অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য), তবে তুমি তোমার হাওয়াকে আঁকড়েই থাকো যেভাবে ইচ্ছা — কারণ তার সুখের মতো আর কোনো সুখ নেই! (ব্যঙ্গ ও ভৎসনার সুরে)

এক পূর্ববর্তী ব্যক্তির কবিতা:

মানুষের মাধ্যমেই মানুষ চিরকাল বেঁচেছে; মানুষের কেউ আগ্রহী, কেউ আকাজ্কিত। সমান নয় সে, যে যৌবনের প্রেমে পড়ে, আর যে যৌবন ছেড়ে দিয়েছে — যদিও পরিণামের ভয় না থাকলে যৌবনই জীবনের সেরা!

"হাওয়া" ও "হাওয়ান"-এর কথার খেলা (এক ব্যক্তি থেকে আসমাদ্গ):

"হাওয়ান (লাঞ্ছনা)-ই হাওয়া (প্রবৃত্তি) — তার নাম উল্টে গেছে; তুমি যখন হাওয়ার প্রেমে পড়লে, তখন লাঞ্ছনার সাক্ষাৎ পেলে।"

ইবনুল মুকাফ্ফা-কে হাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, "এ হলো হাওয়ান — যার 'নুন' চুরি হয়ে গেছে।" এক কবি তা পদ্যে বাঁধলেন:

"হাওয়ান-এর নুন হাওয়া থেকে চুরি হয়েছে; যখন তুমি হাওয়ায় আসক্ত হলে, তুমি হাওয়ানের (লাঞ্ছনার) সাক্ষাৎ পেলে।"

(এটি আরবি শব্দের মিল—هو و هوای—নিয়ে ভাষার খেলা; বাংলায় পুরো অর্থ ধরা যায় না। "হাওয়ান" মানে লাঞ্ছনা, অপমান।) হাসান ইবনে সালমান আল-উবুল্লি:

"কত বন্দি ও নিহত কেবল একটি কামনার জন্য! ধিক সেই চাওয়ার, যা সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে। মানুষের কামনা তাকে নিয়ে যায় লাঞ্ছনায়, আর ফেলে দেয় দীর্ঘ বিপদে।"

আলী ইবনে আব্দুল আযিয:

"কত সতী-সাক্ষী তারুণ্যের মোহে ধরা পড়ে, তার পর্দা খসে পড়ে, সে অপদস্থ হয়। কামনার অধিকারী গোলাম, কিন্তু যখন সে কামনাকে জয় করে, সে বাদশাহ হয়ে যায়।"

ইবনুল মুবারক (রহ.)-এর নামে:

"বিপদ এবং বিপদের একটি চিহ্ন আছে — তুমি দেখবে না যে তুমি তোমার হাওয়া থেকে ফিরছ। বান্দা তার কামনায় নফসের গোলাম, আর স্বাধীন মানুষ কখনো তৃপ্ত, কখনো ক্ষুধার্ত থাকে।"

মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুনাযির:

"মানুষ যা দিয়ে নিজেকে সবচেয়ে ভালো আড়াল করে, তা তাকওয়া — সুতরাং তাকওয়াকেই সব অস্ত্রের আগে সম্বল করো। আর আমি কামনাকে ধ্বংসের চাবি মনে করি — তাই তা এড়াও, দূরে থাকো, সরে যাও।"

সালিহ ইবনে আব্দুল কুদ্দুস:

"হাওয়ার অবাধ্য হও — হাওয়া এক বাহন, নম্রতার পর তাকে বশ করা কঠিন। আজ যদি হাওয়া কিছু স্বাদ আনে, আগামীকাল তার থেকে আসবে কান্না ও বিলাপ। যা প্রশংসনীয় আর যা নিন্দার দিকে ডাকে — তার মাঝে ব্যবধান সামান্যই।"

ইবনুর রুমি:

"বিবেকের অনুসরণ করো, সে আল্লাহর বিচারক; তার বিরোধিতার পথে হেঁটো না। হাওয়া কীভাবে বিবেকের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে একটি শিংও হতে পারে, যদি ভেবে দেখো? তোমার সঠিক মতকে এমন কারও আপত্তির সামনে পেশ কোরো না, যার নিজের সঠিকতাই অসম্পূর্ণ।"

আরেকজন:

"তুমি যদি হাওয়ার অবাধ্য না হও, হাওয়া তোমাকে এমন কিছু দিকে নিয়ে যাবে, যাতে তোমার বিরুদ্ধেই কথা উঠবে।"

আরেকজন:

"আমি ত্যাগ করি যা আমার প্রিয় ও আমাকে মুক্ত করে — কারণ তাতে যে লজ্জা-কলঙ্ক আছে, তার পরিণাম আমি ভয় পাই।"

আরেকজন:

"আয়না তোমাকে তোমার মুখের দোষ দেখায় না, যদি তাতে মরচে পড়ে। তেমনি তোমার নফসও তোমাকে তার দোষ দেখায় না, যদি হাওয়ায় আচ্ছন্ন থাকে।"

আরেকজন:

"প্রত্যেকেই জানে তার সুপথের জায়গাগুলো, কিন্তু সে অন্ধ, হাওয়ার বন্দি। উপদেশদাতারা প্রাণপণে তাকে পরামর্শ দেয়, সে সত্য দেখেও উপদেশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। নিজের হাওয়াই তাকে সঠিক পথ থেকে অন্ধ করে রাখে, অথচ অন্যের দোষগুলো সে পরিষ্কার বোঝে।"

◆ এক নজরে

- ★ হাওয়া স্বভাবের টান, যা অনুকূল জিনিসের দিকে ঝোঁকে
- ★ নিন্দনীয় কেবল সীমা ছাড়ানো অংশ
- ★ প্রবৃত্তি তাৎক্ষণিক স্বাদে ডাকে, পরিণাম ভাবে না
- ★ আসক্তরা একসময় স্বাদ পায় না, অথচ ছাড়তেও পারে না
- ★ সাতটি বিষয় ধৈর্য ও সংগ্রামকে সহজ করে
- ★ হাসান বসরির মতে হাওয়ার বিরুদ্ধে জিহাদই সর্বোত্তম

◆ যাচাই করুন

1. বইয়ের নাম 'যাম্মুল হাওয়া' কেন?

ক. ক্ষতির আধিক্যের কারণে সাধারণভাবে নিন্দা

খ. হাওয়ার কোনো অংশই প্রয়োজনের নয় বলে

2. মানুষের মধ্যে হাওয়া কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

ক. শুধু ক্ষতির জন্য, প্রয়োজনে নয়

খ. টিকে থাকার প্রয়োজনে

3. প্রবৃত্তি সাধারণত কিসের দিকে ডাকে?

ক. পরিণামের কল্যাণ

খ. আখিরাতের প্রস্তুতি

গ. তাৎক্ষণিক স্বাদ

4. কামনায় আসক্ত লোকেরা কোন অবস্থায় পৌঁছায়?

ক. স্বাদ পায় না, অথচ ছাড়তেও পারে না

খ. বেশি স্বাদ পায় ও সহজে ছাড়ে

5. হাসান বসরির মতে সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি?

ক. হাওয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ

খ. হাওয়ার সঙ্গে আপস

6. সপ্তম উপায়ে কাদের অবস্থা সামনে রাখতে বলা হয়েছে?

ক. আদম ও সুলাইমান (আ.)

খ. আদম ও ইউসুফ (আ.)

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ক, ৬-খ

অধ্যায় ২ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৩

নফসের সঙ্গে সংগ্রাম, তার হিসাব নেওয়া ও তাকে তিরস্কার করা

অধ্যায় ৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এই অধ্যায়ে "জিহাদুন নফস", অর্থাৎ নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়ে সালাফদের বহু বক্তব্য আছে। অধ্যায়টি বড়, তাই পুনরাবৃত্ত বর্ণনা সংক্ষেপ করে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী অংশগুলো দেওয়া হয়েছে।

একটি জনপ্রিয় বর্ণনা ("ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে ফিরে এলাম") নিয়ে সতর্কতা আছে, ওই জায়গায় দেখুন।

আল্লাহ তোমাকে তাওফিক দিন, জেনে রাখো: নফসকে প্রবৃত্তির প্রতি ভালোবাসা দিয়ে গড়া হয়েছে। তার ক্ষতি আগে আমরা বলেছি। তাই তার জন্য সংগ্রাম আর বিরোধিতা অপরিহার্য। যদি তাকে প্রবৃত্তি থেকে ধমক দিয়ে না ফেরানো হয়, তবে যা সে ভালোবেসেছে তা পাওয়ার চিন্তা তাকে গ্রাস করে। সে ভুল ধারণা, মিথ্যা লোভ আর অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে যায়, বিশেষ করে যদি যৌবন তার সঙ্গে থাকে — যে যৌবন পাগলামির একটি শাখা — আর ক্ষমতার হাত চাওয়া জিনিস পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হাদিস ও সাহাবাদের কথা

হাদিস: শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"বুদ্ধিমান সে-ই, যে নিজের নফসের হিসাব নেয় ও মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে। আর দুর্বল সে, যে নফসকে তার প্রবৃত্তির পেছনে ছুটতে দেয় আর আল্লাহর কাছে আশা করে।"

[টীকা: তিরমিযি ও ইবনু মাজাহ; হাদিসটির সনদে দুর্বলতা আছে, তবে অর্থ সালাফদের মধ্যে সুপরিচিত। "দানা নাফসাহ্"-র অর্থ নফসের হিসাব নেওয়া বা তাকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করা।]

হাদিস: জনৈক সাহাবি বলেন, একদিন নবী ﷺ কঠিন ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে বললেন:

"শোনো! কত নফস এই দুনিয়ায় খাওয়া-পরায় আরামে, অথচ কিয়ামতে ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন! শোনো! কত মানুষ নিজের নফসকে সম্মান করে, অথচ সে তাকে অপমান করছে! আর কত মানুষ নিজের নফসকে অপমান করে, অথচ সে তাকে সম্মান করছে! শোনো! জান্নাতের আমল কঠিন, উঁচু ভূমির মতো। আর জাহান্নামের আমল সহজ, প্রবৃত্তির মতো। শোনো! কত এক ঘণ্টার প্রবৃত্তি দীর্ঘ দুঃখ রেখে গেছে!"

[টীকা: আবু নুআইম, তাবারানি ও অন্যান্য; সনদে দুর্বলতা আছে। (মান যাচাই করা যায়নি)] (লেখক এখানে ব্যাখ্যা করেছেন: জান্নাতের আমল স্বভাবের বিপরীত, তাই কঠিন। জাহান্নামের আমল স্বভাবের অনুকূল, তাই সহজ।)

হাদিস: ফাদালা ইবনু উবাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "মুজাহিদ সে-ই, যে আল্লাহর পথে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।" [টীকা: আহমাদ, তিরমিযি ও ইবনু হিব্বান; সহিহ।]

হাদিস: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "শক্তিশালী সে নয়, যে মানুষকে হারিয়ে দেয়। শক্তিশালী সে-ই, যে নিজের নফসকে হারিয়ে দেয়।" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আছে।]

"বড় জিহাদ" নিয়ে সতর্কতা: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত — নবী ﷺ এক যুদ্ধ থেকে ফিরে বললেন: "তোমরা উত্তম আগমনে এসেছ, ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে এসেছ।" তারা জিজ্ঞেস করল, "বড় জিহাদ কী?" তিনি বললেন, "বান্দার তার প্রবৃত্তির সঙ্গে জিহাদ।" [টীকা: এই বর্ণনাটি মুহাদ্দিসদের মতে সহিহ নয়। ইবনু তাইমিয়া ও ইবনু হাজার (রহ.)-সহ বহু আলেম একে দুর্বল বা ভিত্তিহীন বলেছেন। এটিকে নবী ﷺ-এর হাদিস হিসেবে বলা ঠিক নয়। তবে নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ, তা উপরের সহিহ হাদিস ("মুজাহিদ সে-ই, যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে") দিয়ে প্রমাণিত। আবার এর মানে এই নয় যে আল্লাহর পথে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের গুরুত্ব কম।] লেখক ব্যাখ্যা করেছেন: নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ কঠিন, কারণ নফস প্রিয়, আর সে যা ডাকে তা প্রিয়। অন্যদিকে শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষের স্বভাব নিজেই শত্রুতার দিকে ঠেলে দেয়।

ইবনুল মুবারক (রহ.) আল্লাহর বাণী "আল্লাহর পথে যথাযথভাবে জিহাদ করো" (সূরা হাজ্জ ২২:৭৮)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "এ হলো নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ।"

নিজের হিসাব নেওয়া

উমার (রা.) বলেছেন: "তোমাদের হিসাব নেওয়ার আগে নিজেদের হিসাব নিয়ে নাও। ওজন করার আগে নিজেদের ওজন করে নাও। কারণ কিয়ামতে হিসাবের চেয়ে আজ নিজেদের হিসাব নেওয়া সহজ। আর সবচেয়ে বড় উপস্থিতির দিনের জন্য সাজো — 'সেদিন তোমাদের পেশ করা হবে, তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।'" (সূরা হাক্কাহ ৬৯:১৮)

আনাস (রা.) বলেন, আমি উমারের সঙ্গে বের হলাম। তিনি একটা বাগানে ঢুকলেন, আর আমাদের মাঝে একটা দেয়াল ছিল। আমি শুনলাম, তিনি নিজেকে বলছেন: "উমার ইবনুল খাতাব! বাহ বাহ! আল্লাহর কসম, খাতাবের ছেলে, হয় তুমি আল্লাহকে ভয় করবে, নয়তো তিনি তোমাকে শাস্তি দেবেন!"

হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন:

- "কিয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ হিসাব তাদের, যারা দুনিয়ায় আল্লাহর জন্য নিজেদের হিসাব নিয়েছে। তারা তাদের ইচ্ছা আর আমলের কাছে থেমেছে। যা আল্লাহর জন্য, তাতে এগিয়েছে। যা তাদের বিরুদ্ধে, তা থেকে বিরত থেকেছে।"
- "কিয়ামতে হিসাব কঠিন হবে তাদের, যারা দুনিয়ায় বিষয়গুলো হিসাব ছাড়া হালকাভাবে নিয়েছে। তারা দেখবে আল্লাহ তাদের পরমাণু পরিমাণ জিনিসও গুনে রেখেছেন। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: 'হায় আমাদের দুর্ভোগ! এ কেমন কিতাব, ছোট-বড় কিছুই বাদ রাখিনি, সব গুনে রেখেছে!' (সূরা কাহফ ১৮:৪৯)"
- "মুমিন নিজের নফসের তত্ত্বাবধায়ক। সে আল্লাহর জন্য নিজের হিসাব নেয়। মুমিনের সামনে হঠাৎ কোনো পছন্দের জিনিস আসে, সে বলে — 'আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে চাই, তুমি আমার প্রয়োজন, কিন্তু আল্লাহর কসম, তোমার কাছে পৌঁছানোর কোনো পথ নেই! বহু দূর, বহু দূর! আমার আর তোমার মাঝে আড়াল রাখা হয়েছে!' আবার তার থেকে কোনো ভুল হয়ে গেলে সে নফসের কাছে ফিরে বলে — 'এটা তুমি কী করতে গেলে? আমার এতে কী দরকার? আল্লাহর কসম, ইনশাআল্লাহ, আর কখনো না!'"
- "মুমিনরা এমন এক জাতি, যাদের কুরআন বেঁধে রেখেছে আর ধ্বংস থেকে ঠেকিয়ে রেখেছে। মুমিন দুনিয়ায় বন্দি, নিজের গলার শেকল খুলতে ছুটছে, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্যন্ত কোনো কিছুতে নিরাপদ বোধ করে না। সে জানে তার কান, চোখ, জিহ্বা আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবকিছুর জন্য সে ধরা পড়বে।"

হাসান বসরির মুমিন

পছন্দের জিনিস সামনে এলে

ভুল হয়ে গেলে

বলে: তোমার কাছে পৌঁছানোর কোনো পথ নেই

নফসকে বলে: এটা তুমি কী করতে গেলে?

বলে: আমার আর তোমার মাঝে আড়াল রাখা হয়েছে

বলে: ইনশাআল্লাহ, আর কখনো না

লুকমান (আ.)-এর উপদেশ (হাসান বসরির সূত্রে): "বাবা, ইমান পথপ্রদর্শক, আমল চালক, আর নফস একগুঁয়ে। চালক দুর্বল হলে নফস পথ ভুলে যায়, পথপ্রদর্শক দুর্বল হলে সে একগুঁয়েমি করে। দুটো একসঙ্গে থাকলে সোজা চলে। নফসকে আশা দিলে সে লোভ করে। তার হাতে ছেড়ে দিলে সে অন্যায় করে। আল্লাহর আদেশে বাঁধলে সে ঠিক হয়। তার ওপর ছেড়ে দিলে সে নষ্ট হয়। তাই নিজের নফস থেকে সাবধান থাকো, দ্বীনের ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করো। তাকে এমন মানুষের জায়গায় রাখো, যার তাকে প্রয়োজন নেই কিন্তু তাকে ছাড়াও চলে না। জ্ঞানী ব্যক্তি নফসকে অপছন্দের কাজ দিয়ে অপদস্থ করে, যতক্ষণ না সে সত্য স্বীকার করে। আর নির্বোধ নফসকে নিজের স্বভাবের ব্যাপারে ইচ্ছাধীন করে দেয়: নফস যা ভালোবাসে সে তা ভালোবাসে, নফস যা অপছন্দ করে সে তা অপছন্দ করে।"

◆ জ্ঞানী ও নির্বোধ

জ্ঞানী ব্যক্তি	নির্বোধ
নফসকে অপছন্দের কাজে অপদস্থ করে	নফসকে স্বভাবের ব্যাপারে ইচ্ছাধীন করে
যতক্ষণ না নফস সত্য স্বীকার করে	নফস যা ভালোবাসে, সে তা ভালোবাসে

লুকমান (আ.)-এর উপদেশ, হাসান বসরির সূত্রে

কাতাদা (রহ.) বলেছেন: "হে আদমসন্তান, যদি তুমি চাও যে ভালো কাজ শুধু উৎসাহে আসুক, তাহলে জেনে রাখো, তোমার নফস বিরক্তি, শিথিলতা আর অলসতার দিকেই বেশি ঝোঁকে। মুমিন সে-ই, যে আল্লাহর কাছে বেশি কান্নাকাটি করে, আত্মরক্ষা করে, নিজেকে কঠোর রাখে। আল্লাহর কসম, মুমিনরা দিনরাত গোপনে-প্রকাশ্যে 'রব্বানা, রব্বানা' বলে ডাকতে থাকে, শেষে আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দেন।"

হাসান বসরি (রহ.) আরও বলেছেন: "এই অন্তরগুলোর সঙ্গে কথা বলো, কারণ তারা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নফসকে আঘাত করো, কারণ সে উঁকি দেয় আর চরম মন্দের দিকে টানে। তোমরা যদি তাকে সঙ্গ দিতে থাকো, তোমাদের আমল থেকে কিছুই থাকবে না। ধৈর্য ধরো আর কঠোর হও — এগুলো গোনা রাতমাত্র, আর তোমরা আরোহী দল, থেমে আছ — শিগগিরই তোমাদের কাউকে ডাকা হবে, সে সাড়া দেবে, পেছনে ফিরেও তাকাবে না। তোমাদের হাতে যা ভালো আছে তা নিয়েই ফিরে যাও। এই সত্য মানুষকে ক্লান্ত করেছে, তাদের আর প্রবৃত্তির মাঝে আড়াল সৃষ্টি করেছে। এই সত্যে ধৈর্য ধরে সে-ই, যে এর মর্যাদা জানে আর এর পরিণাম আশা করে।"

মুজাহিদ (রহ.) আল্লাহর বাণী "আর আমি তিরস্কারকারী নফসের কসম করছি" (সূরা কিয়ামাহ ৭৫:২)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "যে অতীতের জন্য অনুতপ্ত হয় আর নিজেকে তিরস্কার করে।"

মাইমুন ইবনু মিহরান (রহ.) বলেছেন: "মানুষ মুত্তাকি হয় না, যতক্ষণ না সে নিজের নফসের হিসাব নেয় একজন অংশীদার তার অংশীদারের হিসাব নেওয়ার চেয়েও কঠোরভাবে।"

আহনাফ ইবনু কাইস (রহ.)-এর অভ্যাস: তাঁর সঙ্গী বলেন, তাঁর রাতের নামাজের বেশিরভাগ ছিল দোয়া। তিনি প্রদীপের কাছে গিয়ে আঙুল রাখতেন, তারপর বলতেন "আহা!" আর নিজেকে বলতেন: "হে হানিফ! তুমি অমুক দিন কেন এমন করেছিলে? অমুক দিন কেন এমন করেছিলে?"

একটি বনি ইসরাইলি ঘটনা (মালিক ইবনু দিনারের সূত্রে): বনি ইসরাইলের কিছু লোক তাদের মসজিদে ছিল। এক যুবক এসে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, "আমার মতো মানুষ আপনাদের সঙ্গে ঢোকান যোগ্য নয়। আমি এমন এমন গুনাহগার।" সে নিজেকে ছোট করছিল। আল্লাহ তখন তাঁদের নবীকে ওহি পাঠালেন: "অমুক (সেই যুবক) সিদ্দিক (সত্যনিষ্ঠ)।"

ওয়াহব ইবনুল ওয়ার্দ (রহ.) বলেন, এক নারী তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, "হে রব, ভোগ-বিলাস চলে গেছে, আর জবাবদিহি থেকে গেছে! হে রব, সুবহানাকা, তুমি সবচেয়ে বড় দয়ালু। হে রব, তোমার শাস্তি আগুন ছাড়া আর কী!" তার সঙ্গী বলল, "বোন, তুমি আজ তোমার রবের ঘরে প্রবেশ করেছ!" সে বলল, "আল্লাহর কসম, আমার এই দুই পা (সে নিজের পায়ের দিকে ইশারা করল) আমার রবের ঘর তাওয়াফের যোগ্য বলে মনে করি না। তাহলে কীভাবে মনে করব তারা আমার রবের ঘর মাড়ানোর যোগ্য? অথচ আমি জানি এ দুই পা কোথায় কোথায় হেঁটেছে!"

হাসান ইবনু আবি সিনানের শাস্তি: তিনি একটি উঁচু কামরার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "এটা কবে তৈরি হলো?" তারপর নিজেকে বললেন, "যা তোমার কাজের নয়, তা নিয়ে প্রশ্ন করছ? আমি তোমাকে এক বছর রোজা রাখার শাস্তি দিলাম।" তিনি এক বছর রোজা রাখলেন। তামিম আদ-দারি (রা.) এক রাতে তাহাজ্জুদে উঠলেন না। এর শাস্তি হিসেবে এক বছর রাতে ঘুমালেন না। [টীকা: এসব সালাফের ব্যক্তিগত পদক্ষেপ। শরিয়তে অনর্থক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা দোষের নয় যে সেজন্য বছরব্যাপী রোজা রাখতে হবে। এটা তাঁদের চরম সতর্কতা ও আত্মশুদ্ধির উদাহরণ, সবার জন্য অনুসরণীয় বিধান নয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ বাড়াবাড়ি করে নিজেকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।]

আহনাফ ইবনু কাইসের বৈশিষ্ট্য: খালিদ ইবনু সাফওয়ানকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আহনাফ ইবনু কাইস তোমাদের মধ্যে কীভাবে এত মর্যাদায় পৌঁছালেন?" তিনি বললেন: "তাঁর মতো নিজের নফসের ওপর এত শক্তিশালী কর্তৃত্ব আমি আর কারো দেখিনি।" আরেকটি বর্ণনায় আছে, তিনি তিনটি, তারপর দুটি, তারপর একটি বৈশিষ্ট্য বললেন: "তিনি লোভ করতেন না, বিচ্যুত হতেন না, কাউকে তার হক থেকে বঞ্চিত করতেন না। তিনি ভালোর তাওফিকপ্রাপ্ত ও মন্দ থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। আর সবচেয়ে বড় কথা — আমি কাউকে তাঁর চেয়ে বেশি নিজের নফসের ওপর কর্তৃত্বশালী দেখিনি।"

আব্দুল মালিকের কাছে এক জ্ঞানী: আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের কাছে এক বুদ্ধিমান ও ভদ্র লোক এল। আব্দুল মালিক বললেন, "বলুন।" সে বলল, "আমি কী বলব? আমি তো জানি, যা বলা হয় তার সবই বক্তার ওপর বোঝা — শুধু যা আল্লাহর জন্য বলা হয় তা ছাড়া।" আব্দুল মালিক কেঁদে ফেলে বললেন, "আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, মানুষ একে অপরকে সবসময় এভাবেই উপদেশ দিয়ে এসেছে।" সে বলল, "আমিরুল মুমিনিন, কিয়ামতে মানুষের জন্য একটা কঠিন মুহূর্ত আছে। তার তিক্ততা থেকে সে-ই বাঁচবে, যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেছে নিজের নফসকে অসন্তুষ্ট করে।"

আব্দুল্লাহ ইবনুল আহতাম তাঁর ছেলেকে বললেন: "বাবা, নিজের নফস থেকে সাবধান থাকো; তার বিরোধিতাতেই তোমার সঠিক পথ।"

এক আবেদের ঘটনা (ওয়াহব ইবনু মুনাবিহ থেকে): এক লোক দীর্ঘদিন ইবাদত করল। তারপর আল্লাহর কাছে তার একটা প্রয়োজন দেখা দিল। সে সত্তর শনিবার রোজা রাখল — প্রতি শনিবার ইফতারে এগারোটি করে খেজুর খেত। তারপর প্রয়োজনের জন্য দোয়া করল, কিন্তু তা পূর্ণ হলো না। সে নিজের নফসের দিকে ফিরে বলল, "তোমার দোষেই এ হয়েছে! তোমার মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকলে আমাকে দেওয়া হতো।" তখন এক ফেরেশতা এসে বললেন: "আদমসন্তান, তোমার এই মুহূর্তটি তোমার আগের সব ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তোমার প্রয়োজন পূরণ করেছেন।" [টীকা: ইসরাইলি বর্ণনা। এখানে শিক্ষা — নিজের দোষ স্বীকার করা অহংকারের ইবাদতের চেয়ে বেশি মূল্যবান।]

যিয়াদ ইবনু আবি যিয়াদ (রহ.)-এর নফসের সঙ্গে ঝগড়া: মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, আমি যিয়াদ ইবনু আবি যিয়াদকে মসজিদে তাঁর নফসের সঙ্গে বিতর্ক করতে রেখে এসেছিলাম। তিনি বলছিলেন: "বসে থাকো! কোথায় যেতে চাও? এই মসজিদের চেয়ে ভালো জায়গায় যাবে? এর ভেতরে যা আছে তা দেখো — তুমি কি অমুকের বাড়ি, অমুকের বাড়ি দেখতে চাও?" আর বলতেন: "তোমার খাবার বলতে শুধু এই রুটি আর তেল, কাপড় বলতে শুধু এই দুই কাপড়, স্ত্রী বলতে শুধু এই বৃদ্ধা। তুমি কি মরতে চাও?" নফস বলত, "না, আমি এই জীবনে ধৈর্য ধরব।"

প্রবৃত্তি সম্পর্কে একজনের জবাব: এক লোককে জিজ্ঞেস করা হলো, "তোমার প্রবৃত্তিকে কীভাবে সামলাও?" সে বলল, "পৃথিবীতে আমার কাছে আমার নফসের চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছু নেই। আমি তাকে তার প্রবৃত্তি কীভাবে দেব?"

ইবনুল মুবারক (রহ.) বলেছেন: "আগের সালিহদের নফস সহজেই তাদের ভালো কাজে সাড়া দিত। আর আমাদের নফস কষ্ট ছাড়া আমাদের ভালো কাজে সাড়া দেয় না। তাই আমাদের উচিত তাকে বাধ্য করা।"

জামিলা ইবনুল হারিস (রহ.) বলতেন: "এই নফসগুলোকে উল্টো করে দাও, যেমন ঘোড়াকে লাগাম দিয়ে ফেরানো হয়! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম, আমি তিন দিরহাম দামের কাপড় পরলেও নিজের কাঁধের দিকে তাকিয়ে (অহংকার আছে কি না) যাচাই করি।"

উম্মু দারদা (রা.)-এর মেয়ে "উসামা"-র কবিতা: অন্ধ হয়ে যাওয়া মা তাঁর ছেলের সঙ্গে নামাজের পর কথা বললেন:

উসাম, তোমার কী হলো, তুমি অমনোযোগী? তোমার ঘরে বিপদ নেমেছে। সময়মতো নামাজের জন্য কাঁদো, যদি কখনো কাঁদো। কুরআন তিলাওয়াত হলে তার জন্য কাঁদো, তুমি একসময় তা তিলাওয়াত করত। চিন্তা করে পড়তে, চোখের অশ্রু ঝরত। আজ তুমি তা তিলাওয়াত করো না, তোমার কাছে কেউ পড়ে শোনাক এটাই চাও। আমি আজীবন তোমার জন্য আফসোস করে যাব।

উমার ইবনু আব্দিল আযিয (রহ.) বলেছেন: "সবচেয়ে উত্তম আমল সেটাই, যা নফসকে বাধ্য হয়ে করতে হয়।"

সাহল (রহ.) বলেছেন: "যে নফসের সঙ্গে সঙ্গী হলো সে ধ্বংস হলো। যার সঙ্গী নফস হলো, সে নিরাপদ নয়।"

আবু বকর আল-ওয়ারাক (রহ.) বলেছেন: "আল্লাহর পথে তোমার চলায় সাহায্য নাও এমন কিছু ছেড়ে দিয়ে, যা তোমাকে আল্লাহ থেকে ব্যস্ত রাখে। আর তোমার দুই পাজরের মাঝের নফসের মতো কিছু তোমাকে আল্লাহ থেকে বেশি ব্যস্ত রাখে না।"

আবু আলি আর-রুযবারি (রহ.) বলেছেন: "নফস সৃষ্টিগতভাবে বেয়াদব, আর বান্দাকে আদব রক্ষার আদেশ দেওয়া হয়েছে। নফস তার স্বভাবে বিরোধিতার ময়দানে দৌড়ায়, আর বান্দা তাকে ফেরানোর চেষ্টা করে। বান্দা যখন নফসকে সাহায্য করে, সে তার ফাসাদের অংশীদার।"

সামনুন (রহ.) বলেছেন: "বান্দার আল্লাহর সঙ্গে মিলনের প্রথম ধাপ হলো নিজের নফসকে ত্যাগ করা। আর আল্লাহকে ত্যাগ করার প্রথম ধাপ হলো নিজের নফসের সঙ্গে মেলা।"

স্বপ্নে হুর: আলি ইবনু সাঈদ বলেন, আমি স্বপ্নে এক নারীকে দেখলাম, যে দুনিয়ার নারীদের মতো নয়। জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কে?" সে বলল, "হুর।" আমি বললাম, "আমাকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দাও।" সে বলল, "আমার মনিবের কাছে প্রস্তাব দাও।" জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার মোহর কী?" সে বলল, "নফসকে তার অভ্যস্ত জিনিস থেকে আটকে রাখা।" [টীকা: স্বপ্ন দলিল নয়, কেবল উপদেশের ছবি।]

ফুদাইল ইবনু ইয়াদ (রহ.) আল্লাহর বাণী "আর নিজেদের হত্যা করো না" (সূরা নিসা ৪:২৯)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "নিজেদের ব্যাপারে গাফেল হয়ো না। কারণ যে নিজের নফস থেকে গাফেল হলো, সে তাকে হত্যা করল।"

সারি সাকতি (রহ.) বলেছেন: "সবচেয়ে শক্তিশালী ফুতুওয়া (বীরত্ব) হলো নিজের নফসকে পরাজিত করা। যে নিজের নফসকে আদব শেখাতে অক্ষম, সে অন্যকে শেখাতে আরও অক্ষম। আর ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার একটি আলামত হলো নিজের দোষ না দেখা।"

হাতিম আল-আসাম্ম (রহ.) বলেছেন: "লাল মৃত্যু হলো নফসের বিরোধিতা।"

আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারি (রহ.) বলেছেন: "যে নিজের নফসকে চিনল না, সে তার দ্বীনের ব্যাপারে ধোঁকায় আছে।"

আহমাদ ইবনু খিদরাওয়াইহ (রহ.) — এক লোক তাঁকে "আমাকে উপদেশ দিন" বললে — বললেন: "নিজের নফসকে মেরে ফেলো, তাহলে তাকে জীবিত করবে।"

ইয়াহইয়া ইবনু মুআয (রহ.) বলেছেন: "নিজের নফসের ওপর এর চেয়ে বড় লাভ কিছু নেই যে, তুমি সব সময় তাকে এমন কাজে ব্যস্ত রাখো, যা তার জন্য বেশি উপযুক্ত।"

মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল (রহ.) বলেছেন: "নিজের নফসকে এমন মানুষের জায়গায় রাখো, যার তাকে প্রয়োজন নেই কিন্তু তাকে ছাড়াও চলে না। কারণ যে নফসের মালিক হলো সে সম্মান পেল, আর যাকে নফস মালিক বানাল সে লাঞ্চিত হলো।"

আবু সাঈদ আল-খাযযায (রহ.) বলেছেন: "নফসের উপমা স্থির, পবিত্র, স্বচ্ছ পানির মতো। তুমি নাড়া দিলে তলার কাদা ভেসে ওঠে। তেমনি নফস বিপদ, অভাব ও বিরোধিতার সময় নিজের আসল রূপ প্রকাশ করে। যে নিজের ভেতরের জিনিস চেনে না, সে তার রবকে কীভাবে চিনবে?"

আবু মুহাম্মাদ আল-জারিরি (রহ.) বলেছেন: "যার ওপর নফস প্রভাব বিস্তার করেছে, সে প্রবৃত্তির হুকুমে বন্দি, কামনার জেলখানায় আটকা। আল্লাহ তার অন্তরের জন্য উপকারিতা হারাম করে দিয়েছেন। সে তার নিজের কথাতেও স্বাদ পায় না।"

মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-বাসরি (রহ.) বলেছেন: "যে নফসের বিরোধিতায় ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তাকে তাঁর সান্নিধ্যের মর্যাদায় পৌঁছে দেন।"

আবু বকর ইবনুদ দারির (রহ.) বলেছেন: "আমি প্রবৃত্তির সঙ্গে এমন লড়েছি যে লড়াই করাই আমার প্রবৃত্তি হয়ে গেছে।"

জুনাইদ (রহ.) বলেছেন: "আমরা তাসাউফ নিয়েছি 'কিল ও কাল' (বাক্যালাপ) থেকে নয়, বরং ক্ষুধা, দুনিয়াত্যাগ আর অভ্যস্ত ও পছন্দের জিনিস কেটে ফেলা থেকে।"

ফিরাস আল-আবিদ বলেন, আমি এক সন্ন্যাসীকে বললাম, "আমাকে উপদেশ দিন।" সে বলল: "তোমার নফস যা অপছন্দ করে, তা-ই তুমি অন্তরে ধরে রাখো — তা তোমাকে এমন জায়গায় পৌঁছাবে যা তুমি পছন্দ করো। আর তোমার নফস যা ভালোবাসে তা থেকে সাবধান — তা তোমাকে এমন জায়গায় থামাবে যা তুমি অপছন্দ করো।"

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কবিতা (বাছাই করা)

সাইদ ইবনু ওয়াহব (হজে হেঁটে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে):

আমার দুই পা বালির টিলা পার হলো, নোংরা কূপের পানি খেল। কত দিন আমি দুনিয়ার ফুলের আনন্দে, শ্যামল উপত্যকায় সন্ধ্যা কাটিয়েছি, সুন্দর কণ্ঠ আর গানের সুরে, বাদ্যযন্ত্রের শব্দে... এবার এটাকে ওটার বিনিময় ধরো আর ধৈর্য ধরো — সবকিছু থেকে কিছু কিছু নাও। আমি সন্ধ্যায় এই অবস্থায় এসেছি, কারণ আমি গুনাহগার; হয়তো আল্লাহ আমার গুনাহ মাফ করবেন।

একজন কবি:

প্রতিটি আনন্দে যখন তুমি নফসের কথা শুনবে, তোমাকে বুদ্ধি ও মহত্ত্বের বাইরে গণ্য করা হবে। আর প্রতিটি আস্থানে নফসকে সাড়া দিলে, সে তোমাকে মন্দ ও হারামের দিকে ডাকবে।

ইবনুল মু'তায়:

কত মানুষ তার নিজের নফস থেকেই বিপদে পড়েছে — তার দাঁতে চিবিয়ে খেয়ে না। শত্রুর বিরুদ্ধে সুযোগ পেলে তা

দিয়েই কাজ করো, আর অনুশোচনা থেকে সাবধান — আর আরেকটা সুযোগ আশা করা থেকেও, সে কোথায় পাবে?

আবু যাইদ আত-তাবারি:

যদি কখনো নফস তোমাকে কোনো প্রয়োজনে ডাকে, আর সেখানে অশ্লীলতার পথ থাকে, তাকে ছেড়ে দাও, তার ইচ্ছার বিরোধিতা করো। কারণ তোমার প্রবৃত্তি শত্রু, আর বিরোধিতা বন্ধু।

পরিচ্ছেদ: প্রবৃত্তির পরাজিত অপদস্থ, আর জয়ী সম্মানিত

জেনে রাখো, যে প্রবৃত্তি আর নফসের অনুসরণে পরাজিত, সে পরাজিত, তাই তার ভেতরে পরাজয়ের লাঞ্ছনা থাকে। আর যে প্রবৃত্তিকে জয় করেছে, সে শক্তিশালী। তাই প্রবৃত্তিকে জয়ের মর্যাদা শরিয়ত ও মানুষ — দুই জায়গাতেই বিরাট।

পরাজিত ও জয়ী

প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত

প্রবৃত্তিকে জয় করেছে যে

ভেতরে পরাজয়ের লাঞ্ছনা থাকে

সে শক্তিশালী

মানুষ তাকে অপমান করে

মানুষ তাকে বড় মনে করে

শরিয়তে: প্রবৃত্তি জয় আল্লাহর গর্বের কারণ।

হাদিস: উকবা ইবনু আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমাদের রব সেই যুবকের প্রতি বিস্মিত হন, যার কোনো প্রবৃত্তির ঝোঁক (সাবওয়া) নেই।" [টীকা: আহমাদ (১৭৩৭১); শুআইব আরনাউত: হাসান লি-গাইরিহি। এই সনদে ইবনু লাহিআর স্মৃতিদুর্বলতা আছে, আর আবু হাতিম রাযি মাওকুফ বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।]

ইয়াযিদ ইবনু মাইসারা (রহ.) বলেন, আল্লাহ বলেন: "হে যুবক, যে আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে, নিজের যৌবন আমার জন্য ব্যয় করেছে — তুমি আমার কাছে আমার কিছু ফেরেশতার মতো।" [টীকা: ইসরাইলি বা সালাফের বর্ণনা, নবী ﷺ-এর হাদিস নয়।]

যুন-নুন (রহ.) বলেন, আল্লাহ বলেছেন: "যে আমার অনুগত হয়, আমি তার বন্ধু হই। সে আমার ওপর ভরসা রাখুক, আমার কাছে দাবি করুক। আমার ইজ্জতের কসম, সে দুনিয়ার ধ্বংস চাইলে আমি তা ধ্বংস করে দেব।" [টীকা: এটি বুয়ুর্গদের বর্ণনা, হাদিসে কুদসি হিসেবে প্রমাণিত নয়।]

মানুষের কাছে: মানুষ দুনিয়াত্যাগীকে দেখে অবাক হয়, তাকে সম্মান করে, বরকত নেয় — কারণ সে এমন কিছু বহন করে যা তারা বহন করতে পারেনি, আর এমন কিছু ছেড়েছে যা তারা ছাড়তে পারেনি।

পরিচ্ছেদ: যা বৈধ, তাতেও নফসকে অভ্যস্ত করা

সতর্ক মানুষেরা নফসকে প্রবৃত্তির বিরোধিতায় অভ্যস্ত করত, এমনকি যা হালাল তাতেও, যাতে প্রবৃত্তি ছাড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে আর হালাল ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে লেনদেনে লাভ খোঁজা যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) তাঁর "রুমাইসা" নামের দাসীকে মুক্ত করে দিলেন। বললেন, "আমি আল্লাহর কিতাবে শুনেছি — 'তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস থেকে ব্যয় করো' (সুরা আলে ইমরান ৩:৯২)। আল্লাহর কসম, আমি দুনিয়ায় তোমাকে ভালোবাসতাম। যাও, তুমি আল্লাহর জন্য মুক্ত।"

উমার ইবনু আব্দিল আযিয (রহ.) ও দাসী: ফাতিমা বিনতু আব্দিল মালিক ছিলেন উমারের স্ত্রী। তাঁর এক অতি সুন্দরী দাসী ছিল। উমার খলিফা হওয়ার আগে তাকে পছন্দ করতেন, ফাতিমার কাছে চেয়েছিলেন। ফাতিমা দিতে অস্বীকার করেছিলেন, ঈর্ষা করেছিলেন। বিষয়টা উমারের মনে রয়ে যায়। উমার খলিফা হলে ফাতিমা সেই দাসীকে সাজিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন, বললেন, "আমিরুল মুমিনিন, আপনি তাকে ভালোবাসতেন, আমি দিইনি। আজ আমার মন আপনার জন্য খুশি, তাকে নিন।" উমারের মুখে আনন্দ ফুটে উঠল। দাসী এলে তিনি তার কাছে কিছু দেখে আরও মুগ্ধ হলেন, বললেন, "তোমার কাপড় খোলো।" সে করতে

যাচ্ছিল, তিনি বললেন, "থামো, বসো। বলো, তুমি কোথাকার, ফাতিমার কাছে কীভাবে এলে?" সে বলল, "হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ কুফার এক কর্মচারীর কাছে জরিমানা আদায় করছিল। আমি সেই কর্মচারীর দাসীদের একজন ছিলাম। হাজ্জাজ আমাকে তার কাছ থেকে নিয়ে আব্দুল মালিকের কাছে পাঠাল, তখন আমি ছোট। আব্দুল মালিক আমাকে মেয়ে ফাতিমাকে দিলেন।" উমার বললেন, "সেই কর্মচারীর কী হয়েছে?" সে বলল, "মারা গেছে।" "তার সন্তান আছে?" "হ্যাঁ।" "তাদের অবস্থা কেমন?" "খারাপ।" উমার বললেন, "কাপড় ঠিক করে নাও।" তারপর তিনি তাঁর কর্মচারীকে লিখলেন, "অমুকের ছেলেকে ডাকে পাঠাও।" সে এলে বললেন, "হাজ্জাজ তোমার বাবার কাছ থেকে যা জরিমানা নিয়েছিল, তার হিসাব আমাকে দাও।" তার কাছে যা পেলেন সবই ফেরত দিলেন, তারপর দাসীকে তার হাতে তুলে দিলেন। হাত ধরিয়ে বললেন, "এর থেকে সাবধান থেকো, তুমি অল্পবয়সী; তোমার বাবা হয়তো তাকে স্পর্শ করেছে।" যুবক বলল, "আমিরুল মুমিনিন, সে আপনার।" তিনি বললেন, "আমার তাকে দরকার নেই।" সে বলল, "তাহলে আমার কাছ থেকে কিনে নিন।" তিনি বললেন, "তাহলে তো আমি তাদের একজন হব না, যারা নফসকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে।" যুবক তাকে নিয়ে গেল। দাসী বলল, "আমিরুল মুমিনিন, আমার প্রতি আপনার সেই মনোভাব কোথায়?" তিনি বললেন, "তা যেমন ছিল তেমনই আছে, বরং বেড়েছে।" দাসী উমারের অন্তরে ছিল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত।

সুফিয়ান সাওরি (রহ.)-কে স্বপ্নে: আব্দুর রহমান ইবনু মাহদি বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "আল্লাহ আপনার সঙ্গে কী করেছেন?" তিনি বললেন, "কবরে রাখা মাত্র আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হলো। আল্লাহ আমার হিসাব সহজে নিলেন, তারপর আমাকে জান্নাতে নেওয়ার আদেশ করলেন। আমি জান্নাতের গাছ ও নদীর মাঝে ঘুরছিলাম, কোনো শব্দ-নড়াচড়া শুনছিলাম না। হঠাৎ একজন বললেন, 'সুফিয়ান ইবনু সাঈদ!' আমি বললাম, 'সুফিয়ান ইবনু সাঈদ।' তিনি বললেন, 'তোমার কি মনে আছে, একদিন তুমি আল্লাহকে তোমার প্রবৃত্তির ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলে?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, হ্যাঁ।' তখন জান্নাতের সব দিক থেকে ছড়ানো ফুলের থালা আমার কাছে আসতে লাগল।" [টীকা: স্বপ্ন দলিল নয়।]

সুফিয়ান সাওরি ও আবু জা'ফর মানসুর: আব্দুর রায়যাক বলেন, আবু জা'ফর (খলিফা) হজে যাওয়ার সময় কাঠমিস্ত্রিদের ডেকে বলল, "সুফিয়ান সাওরিকে দেখলে শূলে চড়িয়ে দিয়ো।" কাঠমিস্ত্রিরা এসে কাঠ খাড়া করল, সুফিয়ানকে ডাকা হলো। তাঁর মাথা ফুদাইলের কোলে, পা ইবনু উয়াইনার কোলে। তারা বলল, "আবু আব্দিল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করুন, শত্রুদের আমাদের ওপর আনন্দ করতে দেবেন না।" তিনি কাবার গিলাফের কাছে গিয়ে তা ধরে বললেন, "আবু জা'ফর যদি এতে ঢোকে, আমি তার থেকে দায়মুক্ত।" আবু জা'ফর মক্কায় ঢোকার আগেই মারা গেল। সুফিয়ানকে খবর দেওয়া হলে তিনি কিছু বললেন না। [টীকা: এই কাহিনি সুফিয়ান সাওরির সাহস ও আল্লাহর ওপর ভরসার দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণিত।]

লেখকের উপসংহার: হে ভাই, ভেবে দেখো প্রবৃত্তির বিরোধিতার ফল কীভাবে এমন মর্যাদায় প্রকাশ পায়। দেখো আনুগত্যকারী গর্ব আর অবাধ্যের লাঞ্ছনার মাঝে পার্থক্য। আমি শুনেছি, উমার (রা.) যখন মুনকার-নাকির তাঁর কাছে এলেন, তিনি ঐর আর ওঁর চুলের গুচ্ছ ধরে বললেন, "তোমাদের রব কে?" তিনি প্রবৃত্তি থেকে হাত না গুটালে মুনকার-নাকিরের দিকে হাত বাড়াতে পারতেন না। [টীকা: এটি উমার (রা.) সম্পর্কে প্রচলিত একটি গল্প, নির্ভরযোগ্য সনদে প্রমাণিত নয়। মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনা আমরা কেবল কুরআন-সহিহ হাদিস থেকে জানি। (মান যাচাই করা যায়নি)] এক জ্ঞানী বলেছেন: "তাকওয়ার বাহ্যিক রূপ দুনিয়ার সম্মান, আর অভ্যন্তরীণ রূপ আখিরাতের সম্মান।"

আর এটা উল্টো করে ধরো — যে প্রবৃত্তি আর নফসের অনুসারী, তার সঙ্গে লাঞ্ছনা লেগে থাকে, মর্যাদা ভেঙে যায়। মানুষের কাছেও দুটো ক্ষেত্রেই একই কথা: যে প্রবৃত্তি জয়ের জন্য পরিচিত, তাকে বড় মনে করা হয়; আর যাকে "প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত" বলে ডাকা হয়, তাকে অপমান করা হয়। তাই আশ্চর্য হই প্রবৃত্তিপূজারী নেশায় — কীভাবে তা তাকে কাবু করল, অথচ যখন হুঁশ ফিরল, তখন সে তিরস্কারকারী ছাড়া আর কাউকে দেখল না।

◆ এক নজরে

- ★ নফসকে প্রবৃত্তির ভালোবাসা দিয়ে গড়া, তাই সংগ্রাম অপরিহার্য
- ★ হাদিসে শক্তিশালী সে-ই, যে নিজের নফসকে হারায়
- ★ উমার: হিসাব নেওয়ার আগে নিজের হিসাব নাও
- ★ হাসান বসরি: সহজ হিসাব তাদের, যারা নিজের হিসাব নিয়েছে
- ★ মাইমুন: নফসের হিসাবে অংশীদারের চেয়েও কঠোর হও
- ★ উমার ইবনু আব্দিল আযিয: বাধ্য হয়ে করা আমলই উত্তম

◆ যাচাই করুন

1. হাদিস অনুযায়ী শক্তিশালী কে?

ক. যে মানুষকে হারিয়ে দেয়

খ. যে নিজের নফসকে হারিয়ে দেয়

2. উমার (রা.) হিসাব নিয়ে কী বলেছেন?

ক. হিসাব পরে নিলেই চলবে

খ. হিসাব নেওয়ার আগে নিজের হিসাব নাও

3. হাসান বসরির মতে কিয়ামতে সহজ হিসাব কাদের?

ক. যারা হিসাব ছাড়া হালকাভাবে নিয়েছে

খ. যারা আল্লাহর জন্য নিজেদের হিসাব নিয়েছে

4. মাইমুনের মতে মুত্তাকি হতে কেমন হিসাব নিতে হয়?

ক. বন্ধু বন্ধুর মতো

খ. অংশীদার অংশীদারের চেয়েও কঠোর

5. উমার ইবনু আব্দিল আযিযের মতে সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি?

ক. যা নফসকে বাধ্য হয়ে করতে হয়

খ. যা নফস সহজে করে

6. লুকমানের উপদেশে নির্বোধ নফসের সঙ্গে কী করে?

ক. অপছন্দের কাজে অপদস্থ করে

খ. স্বভাবের ব্যাপারে ইচ্ছাধীন করে দেয়

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ

অধ্যায় ৩ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৪

ধৈর্যের প্রশংসা ও তার প্রতি উৎসাহ

অধ্যায় ৪

আমরা আগে প্রবৃত্তির নিন্দা করেছি আর নফসের বিরোধিতা করার আদেশ দিয়েছি। কিন্তু ধৈর্য ছাড়া নফসের বিরোধিতা করা আর প্রবৃত্তি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এবার ধৈর্যের মর্যাদা, মহত্ত্ব আর তার আদেশ নিয়ে বলছি। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

ধৈর্য কী: আরবিতে "সবর" মানে আটকে রাখা। যে কিছু আটকে রাখে, সে তাকে "সাব্বার" করেছে। রমজানকে "ধৈর্যের মাস" বলা হয়, কারণ এই মাসে নফসকে খাওয়া-দাওয়া ও যৌন চাহিদা থেকে আটকে রাখা হয়। ধৈর্যশীল সে-ই, যে নিজেকে তার কামনা থেকে বা ব্যথার অভিযোগ থেকে আটকে রাখে। বিপদে ধৈর্য ধরে যে, তাকে "সাবির" বলা হয়, কারণ সে নিজেকে অস্থিরতা থেকে আটকে রেখেছে। আবু বকর ইবনুল আনবারি কোনো আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন: ধৈর্যকে "সবর" নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ মুখে তিজ্ত সবর (এক ধরনের তিজ্ত গাছ) যেমন তেতো লাগে, মনের ভেতর তার তিজ্ততা আর নফসকে অস্থির করে তোলা তেমনই।

আল্লাহ তোমাকে তাওফিক দিন, জেনে রাখো: ধৈর্য এমন জিনিস যার আদেশ বুদ্ধি দেয়, আর প্রবৃত্তি তা নিষেধ করে। যখন ধৈর্যের উপকার আর দুনিয়া-আখিরাতে সে যে কল্যাণ আনে তা স্পষ্ট হয়, তখন বুদ্ধির মর্যাদা আর প্রবৃত্তির নীচতা ধরা পড়ে।

ধৈর্য দুই প্রকার: (১) প্রিয় জিনিস থেকে ধৈর্য, (২) অপ্রিয় জিনিসে ধৈর্য। তাই আনুগত্যের জন্য ধৈর্য লাগে (তাতে লেগে থাকার), আর গুনাহ থেকে বাঁচতেও ধৈর্য লাগে (তা থেকে আটকে থাকার)। যেহেতু নফসকে প্রবৃত্তির প্রতি ভালোবাসা দিয়ে গড়া হয়েছে এবং স্বভাবত সে তা খোঁজে, তাই তার পরিণাম যা কষ্টদায়ক তা থেকে আটকে রাখার জন্য তার ধৈর্য দরকার।

● ধৈর্য কী ও কত প্রকার

ধৈর্য (সবর)

সবর মানে
আটকে রাখা

প্রথম প্রকার
প্রিয় জিনিস থেকে ধৈর্য

দ্বিতীয় প্রকার
অপ্রিয় জিনিসে ধৈর্য

আনুগত্যে
তাতে লেগে থাকার জন্য ধৈর্য

গুনাহ থেকে
তা থেকে আটকে থাকার ধৈর্য

নফসের জন্য
কষ্টদায়ক পরিণাম থেকে আটকে রাখা

প্রবৃত্তির দোষ জানা আর ধৈর্যের পরিণাম ভাবার পরই কেউ ধৈর্য ধরতে পারে। তখন যার ওপর বা যা থেকে ধৈর্য ধরছে, তা সহজ হয়ে যায়।

একটি উদাহরণ: এক সুন্দরী নারী দুজন পুরুষের পাশ দিয়ে গেল। দুজনেই তাকাতে চাইল। একজন নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে দৃষ্টি নামিয়ে নিল। মুহূর্তের ব্যাপার ছিল, সে ভুলে গেল। অন্যজন তাকাতেই থাকল, নারীটি তার অন্তরে আটকে গেল, আর সেটাই তার ফিতনা আর দ্বীন নষ্ট হওয়ার কারণ হলো। তাই বোঝা যায়, গুনাহকে অঙ্কুরেই ঠেকিয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু গুনাহ হয়ে গেলে তাওবা কবুল করানোর কষ্ট বহন করা কঠিন। এক সালাফ বলেছেন, "যে সওয়াবের কল্পনা করে, তার কাছে ইলম সহজ হয়ে যায়।"

কুরআন-হাদিসে ধৈর্য

আল্লাহ তাঁর কিতাবে ধৈর্যের আদেশ করেছেন আর ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন। কুরআনে প্রায় সত্তরটি জায়গায় ধৈর্যের কথা এসেছে। হাদিসেও বহু।

হাদিস: আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: "কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত দান দেওয়া হয়নি।" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

আলি (রা.) বলেছেন: "জেনে রাখো, ইমানের জন্য ধৈর্য যেমন দেহের জন্য মাথা। যার ধৈর্য নেই তার ইমান নেই।"

আশআস ইবনু কাইস (রা.) বলেছেন: "তুমি যদি ইমান ও সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরো (তাহলে ভালো), নইলে পশুর মতো ভুলে যাবে।"

হাদিস: আলি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "ধৈর্য তিন প্রকার: বিপদে ধৈর্য, আনুগত্যে ধৈর্য, আর গুনাহ থেকে ধৈর্য।

- যে বিপদে ধৈর্য ধরে, সুন্দর সাক্ষ্য তাকে ফিরিয়ে দেয়, আল্লাহ তার জন্য তিনশো স্তর লেখেন — প্রতি দুই স্তরের মাঝে আসমান-জমিনের দূরত্ব।
- যে আনুগত্যে ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তার জন্য ছয়শো স্তর লেখেন — প্রতি দুই স্তরের মাঝে জমিনের তলদেশ থেকে আরশ পর্যন্ত দূরত্ব।
- যে গুনাহ থেকে ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তার জন্য নয়শো স্তর লেখেন — প্রতি দুই স্তরের মাঝে জমিনের তলদেশ থেকে আরশ পর্যন্ত দূরত্ব, দুইবার।" [টীকা: সনদ দুর্বল। (মান যাচাই করা যায়নি)]

মাইমুন ইবনু মিহরান (রহ.) বলেছেন: "ধৈর্য দুই প্রকার। বিপদে ধৈর্য ভালো, কিন্তু তার চেয়ে উত্তম গুনাহ থেকে ধৈর্য। কোনো নবী বা অন্য কেউ কোনো কল্যাণ পাননি, শুধু ধৈর্য দিয়েই পেয়েছেন।"

সুলাইমান ইবনুল কাসিম (রহ.) বলেছেন: "প্রতিটি আমলের সওয়াব জানা আছে, শুধু ধৈর্য ছাড়া। আল্লাহ বলেছেন — 'ধৈর্যশীলদের তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে বিনা হিসাবে' (সূরা যুমার ৩৯:১০)।" তিনি বললেন, "প্রবাহিত পানির মতো (অগণিত)।"

ঈসা (আ.) বলেছেন: "আল্লাহর ভয় আর ফিরদাউসের ভালোবাসা দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে রাখে এবং কষ্টে ধৈর্য ধরার শক্তি দেয়।"

হাওয়ারিদের প্রশ্ন: তারা ঈসা (আ.)-কে বলল, "হে আল্লাহর রুহ, আমরা কীভাবে ধৈর্যের পূর্ণতা পাব?" তিনি বললেন: "সব কাজে তোমাদের সংকল্পকে প্রবৃত্তির সামনে রাখো, তারপর আল্লাহর কিতাবকে দ্বীনের ইমাম বানাও।"

হাদিস: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "সবচেয়ে কঠিন বিপদের একটি হলো ধৈর্যের অভাব।" [টীকা: সনদ দুর্বল। (মান যাচাই করা যায়নি)]

হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন: "মানুষ তার প্রয়োজন পূরণ করে এক ঘণ্টার ধৈর্যে।"

এক সালাফের কথা: যিয়াদ মাওলা ইবনি আইয়াশ একদিন বসে বললেন, "আব্দুল্লাহ! আমি বললাম, 'কী?' তিনি বললেন, 'বিষয় তো কেবল জাহান্নাম আর জাহান্নাম।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'ও দুটোর মাঝে বান্দাদের নামার কোনো মঞ্জিল আছে?' আমি বললাম, 'না।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমার নফসকে আমি জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আজ আল্লাহর অবাধ্যতায় ধৈর্য ধরা শেকলে ধৈর্য ধরার চেয়ে উত্তম।"

হারিস আল-মুহাসিবি (রহ.) বলেছেন: "প্রতিটি জিনিসের একটা সারবস্তু আছে। মানুষের সারবস্তু বুদ্ধি, আর বুদ্ধির সারবস্তু ধৈর্য।"

উমার ইবনু উসমান আল-মাক্কি: আল্লাহ ধৈর্য ছাড়ার জন্য তাদের ভর্ৎসনা করেছেন, কাফেরদের কথা উদ্ধৃত করে: "চলো, তোমাদের দেবতাদের ওপর ধৈর্য ধরে থাকো" (সূরা সাদ ৩৮:৬)। এটা যে মুমিনরা দ্বীনে ধৈর্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্য ভর্ৎসনা।

আব্দুল খায়যাযকে ধৈর্যের আলামত জিজ্ঞেস করা হলে বললেন: "অভিযোগ ছেড়ে দেওয়া, আর ধৈর্য ও বিপদ গোপন রাখা।"

আকসাম ইবনু সাইফি বলেছেন: "যার কোনো কৌশল নেই তার কৌশল ধৈর্য।"

ইবনু মাসরুক আবৃত্তি করতেন:

কষ্টকর কিছু যখন তোমার সামনে আসে, ধৈর্যের আশ্রয় নাও — নইলে প্রতিদান চলে যাবে — না এটা, না ওটা।

◆ এক নজরে

- ★ ধৈর্য ছাড়া নফসের বিরোধিতা সম্ভব নয়
- ★ ধৈর্যের আদেশ বুদ্ধি দেয়, প্রবৃত্তি নিষেধ করে
- ★ গুনাহ অঙ্কুরেই ঠেকানো সহজ
- ★ হাদিসে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত দান নেই
- ★ হাসান বসরি: প্রয়োজন পূরণ হয় এক ঘণ্টার ধৈর্যে
- ★ আব্দুল খায়যায়: ধৈর্যের আলামত অভিযোগ ছেড়ে দেওয়া

◆ যাচাই করুন

1. 'সবর' শব্দের আরবি অর্থ কী?

ক. ছেড়ে দেওয়া

খ. আটকে রাখা

2. ধৈর্যের আদেশ কে দেয়, আর কে নিষেধ করে?

ক. প্রবৃত্তি আদেশ দেয়, বুদ্ধি নিষেধ করে

খ. বুদ্ধি আদেশ দেয়, প্রবৃত্তি নিষেধ করে

3. গুনাহ সম্পর্কে লেখকের কথা কোনটি?

ক. অঙ্কুরেই ঠেকানো সহজ

খ. গুনাহ হয়ে গেলে ঠেকানো সহজ

4. আব্দুল খায়যায়ের মতে ধৈর্যের আলামত কী?

ক. বিপদের কথা সবাইকে জানানো

খ. অভিযোগ ছেড়ে দেওয়া, বিপদ গোপন রাখা

5. হাসান বসরির মতে মানুষ প্রয়োজন পূরণ করে কিসে?

ক. এক ঘণ্টার ধৈর্যে

খ. অস্থিরতায়

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ক

অধ্যায় ৪ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৫

ব্যস্ততা ও ফিতনা থেকে অন্তরের পাহারা

অধ্যায় ৫

জেনে রাখো, অন্তর মূলত সৃষ্টিগতভাবে সব রোগ থেকে মুক্ত। পাঁচ ইন্দ্রিয় তার কাছে খবর পৌঁছায় আর তা অন্তরের পাতায় লেখা হয়ে যায়।

তাই সেই পথগুলো যাচাই করে বন্ধ করা উচিত, যেখান দিয়ে ফিতনার ভয় আছে। কারণ অন্তর যখন ওগুলোর কোনো একটিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে যে কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়: সৃষ্টিকর্তার প্রতি সম্মান আর কল্যাণের চিন্তা। কত ফিতনা অন্তরে এমনভাবে আটকে গেছে যে তা-ই তার ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

♦ অন্তর ও ইন্দ্রিয়

- ১ পাঁচ ইন্দ্রিয় খবর পৌঁছায়
অন্তরের পাতায় লেখা হয়ে যায়
- ২ ফিতনার পথ যাচাই করে বন্ধ করা উচিত
কত ফিতনা অন্তরে আটকে ধ্বংসের কারণ হয়েছে
- ৩ অন্তর ব্যস্ত হলে
সম্মান ও কল্যাণের চিন্তা থেকে মুখ ফেরায়

হাদিস — অন্তর ঠিক তো সব ঠিক: নুমান ইবনু বাশির (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "শোনো! দেহে একটি গোশতের টুকরো আছে। সেটা ঠিক হলে পুরো দেহ ঠিক হয়, আর সেটা নষ্ট হলে পুরো দেহ নষ্ট হয়। শোনো! সেটা হলো অন্তর।" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

হাদিস — যুদ্ধের নবী: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: "এক নবী যুদ্ধে যাওয়ার আগে নিজের কওমকে বললেন, 'আমার সঙ্গে যেন এমন কেউ না যায়, যে কোনো নারীকে বিয়ে করেছে এবং বাসর করতে চায় কিন্তু এখনো করেনি; আর এমন কেউ যে ঘর বানিয়েছে কিন্তু ছাদ তোলেনি; আর এমন কেউ যে গর্ভবতী উটনী বা ছাগল কিনেছে আর তার বাচ্চা হওয়ার অপেক্ষায় আছে।'" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম। অর্থাৎ, যার মন দুনিয়ার ব্যস্ততায় আটকে আছে, সে বড় কাজে একাগ্র থাকতে পারে না।]

ঈসা (আ.): তাঁকে বলা হলো, "প্রয়োজনের জন্য একটা গাধা রাখলে ভালো হতো।" তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে এর চেয়ে সম্মানিত যে তিনি আমার জন্য এমন কিছু রাখবেন, যা আমাকে ব্যস্ত করে ফেলবে।"

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.): তিনি একটি উট বিক্রি করলেন। তাঁকে বলা হলো, "রেখে দিলেই ভালো হতো।" তিনি বললেন, "উটটা ভালো ছিল, কিন্তু সেটা আমার অন্তরের একটা অংশ নিয়ে গিয়েছিল, তাই আমার অন্তরকে কোনো কিছুতে ব্যস্ত রাখতে চাইনি।"

মালিক ইবনু দিনার (রহ.)-এর কাহিনি: হারিস ইবনু নাবহান বলেন, আমি মক্কা থেকে ফিরে মালিক ইবনু দিনারকে একটি পানির পাত্র (রাকওয়া) হাদিয়া দিলাম। কিছুদিন তাঁর কাছে ছিল। একদিন তাঁর মজলিসে বসলাম। শেষ হলে তিনি বললেন, "হারিস, এসো, এই পাত্রটা নিয়ে যাও, এটা আমার অন্তরকে ব্যস্ত করে ফেলেছে।" আমি বললাম, "আবু ইয়াহইয়া, আমি এটা আপনার অজু আর পানির জন্য কিনেছি।" তিনি বললেন: "হারিস, আমি মসজিদে ঢুকলে শয়তান আমাকে বলে — 'মালিক, পাত্রটা চুরি হয়ে গেছে!' এটা আমার অন্তরকে নামাজ থেকে ব্যস্ত করে ফেলেছে।"

◆ যা অন্তরকে ব্যস্ত করে

অন্তরকে ব্যস্ত না রাখা

ঈসা (আ.)

গাধা রাখলেন না, যা ব্যস্ত করে ফেলবে

ইবনু উমার (রা.)

উট বিক্রি করলেন, অন্তরের অংশ নিয়েছিল

মালিক ইবনু দিনার

পাত্র ফেরত দিলেন, নামাজে অন্তর ব্যস্ত

তিনটি ঘটনা এ অধ্যায়ে

হারিস ইবনু আসাদ (রহ.) বলেছেন: "বান্দার বিপদ হলো আখিরাতের চিন্তা থেকে অন্তর খালি হয়ে যাওয়া। তখনই অন্তরে গাফলত জন্মে।"

রাবেয়া আদাবিয়া (রহ.) বলেছেন: "তারা দুনিয়ার ভালোবাসায় অন্তরকে আল্লাহ থেকে ব্যস্ত করে ফেলেছে। ছেড়ে দিলে তাদের অন্তর সেই মহারাজ্যে ঘুরে বেড়াত।"

মরুভূমিবাসী এক নারী বলেছেন: "মুমিনদের অন্তর যদি কল্পনায় সেই কল্যাণ দেখত যা গায়েবের পর্দার আড়ালে তাদের জন্য জন্মানো আছে, তাহলে দুনিয়ায় তাদের কোনো জীবন সুস্বাদু হতো না, কোনো চোখ শীতল হতো না।"

আহমাদ ইবনু খিদরাওয়াইহ (রহ.) বলেছেন: "অন্তর পাত্র। সে সত্যে ভরলে তার আলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়, আর বাতিলে ভরলে তার অন্ধকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়।"

আবু তুরাব (রহ.) বলেছেন: "অন্তরের ভাবনা ঠিক করার চেয়ে উপকারী কোনো ইবাদত নেই।"

আবুল খাইর আত-তিনাতি (রহ.) বলেছেন: "দুনিয়ার ভালোবাসায় বন্দি অন্তরের জন্য গায়েবের রুহানিয়তে ভ্রমণ হারাম।"

ইবরাহিম ইবনু আদহাম (রহ.) বলেছেন: "রাজা-বাদশারা একটা জিনিস খুঁজেছে, পায়নি। আমরা খুঁজেছি, পেয়েছি। আমার চিন্তা আমার এই চাদরের বাইরে যায় না।"

আবু মুহাম্মাদ আল-মুরতাইশ (রহ.) বলেছেন: "আমার কোনো ইবাদত আমাকে এত উপকার করেনি, যত চিন্তাকে একত্র করা করেছে।"

ইবরাহিম ইবনুল হাসানকে অন্তরের সুস্থতা (সালামাতুল কালব) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বললেন: "নির্জনতা, নীরবতা, মানুষের অনর্থক আলাপে কান না দেওয়া, অন্তরে কোনো গুনাহ বা বিদ্বেষ না বাঁধা, আর যে অন্যায় করেছে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া।"

আবু বকর আল-আনবারি বিদায়ের সময় তাঁর এক প্রিয়জনকে বলেছিলেন:

আমি আল্লাহর কাছে সেই অন্তর সমর্পণ করছি, যা তোমার বিচ্ছেদে আহত হয়েছে — আর প্রিয়জনদের কাছে — আমি কোনো সঙ্গীর কাছে শান্তি পাইনি। সে আমার দুশ্চিন্তা ও দুঃখ বহন করত, যা আমার রুহ বা শরীর বহন করতে পারে না। আমার অন্তর ফিরে এলে আমি আর ফিরব না, তাকে সৌন্দর্য দিয়ে শান্তি দেব — কত কুৎসিত সুন্দর থেকে আসে!

◆ এক নজরে

- ★ অন্তর মূলত সৃষ্টিগতভাবে সব রোগ থেকে মুক্ত
- ★ হাদিসে অন্তর ঠিক হলে পুরো দেহ ঠিক
- ★ ফিতনার পথ যাচাই করে বন্ধ করা উচিত
- ★ অন্তর ব্যস্ত হলে কল্যাণের চিন্তা থেকে সরে যায়
- ★ আবু তুরাব: অন্তরের ভাবনা ঠিক করা সবচেয়ে উপকারী ইবাদত

◆ যাচাই করুন

1. হাদিসে দেহের গোশতের টুকরোটি কী?

ক. জিহ্বা

খ. অন্তর

2. ইবনু উমার (রা.) উট বিক্রি করলেন কেন?

ক. সেটি অন্তরের একটা অংশ নিয়ে গিয়েছিল

খ. টাকার প্রয়োজনে

3. মালিক ইবনু দিনার পাত্র ফেরত দিলেন কেন?

ক. সেটি নামাজ থেকে অন্তর ব্যস্ত করছিল

খ. পাত্রটি ভেঙে গিয়েছিল

4. আহমাদ ইবনু খিদরাওয়াইহর মতে অন্তর কেমন?

ক. পাথর

খ. পাত্র

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-ক, ৪-খ

অধ্যায় ৫ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৬

যা অন্তরে মরিচা ধরায়

অধ্যায় ৬

হাদিস: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "মুমিন বান্দা যখন গুনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে, ফিরে আসে, ক্ষমা চায়, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যদি বাড়তে থাকে, দাগও বাড়তে থাকে, শেষে অন্তরকে ঢেকে ফেলে। এটাই সেই 'রান' (মরিচা), যার কথা আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: 'কখনো নয়, বরং তারা যা অর্জন করত, তা-ই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।'" (সূরা মুতাফফিফিন ৮৩:১৪)

গুনাহ ও অন্তরের দাগ

- ১ মুমিন গুনাহ করে
অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে
- ২ তাওবা, ফিরে আসা, ক্ষমা চাওয়া
অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়
- ৩ গুনাহ বাড়তে থাকলে
দাগও বাড়তে থাকে
- ৪ শেষে
অন্তর ঢেকে যায়; এটাই 'রান' (মরিচা)

(তিরমিযি বলেছেন: হাদিসটি হাসান সহিহ।) [টীকা: তিরমিযি, ইবনু মাজাহ, আহমাদ]

হুযাইফা (রা.) বলেছেন: "বান্দা যখন গুনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। আবার গুনাহ করলে আরেকটি কালো দাগ পড়ে। শেষে তার অন্তর ধূসর-ছাইরঙা ছাগলের মতো (কালো ও ময়লা) হয়ে যায়।"

মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন: "'রান' (মরিচা) 'তাবা' (মোহর) থেকে সহজ, 'তাবা' 'ইকফাল' (তালা) থেকে সহজ, আর তালা এগুলোর চেয়েও কঠিন।" আ'মাশ বলেন, আমরা মুজাহিদের কাছে ছিলাম। তিনি হাতের তালু খুলে বললেন, "অন্তর এরকম।" তারপর বললেন, "যখন কেউ গুনাহ করে," আর একটি আঙুল গুটালেন। "আবার গুনাহ করলে," দ্বিতীয়টি। তৃতীয়, চতুর্থ। তারপর বুড়ো আঙুল আঙুলগুলোর ওপর বসালেন: "পঞ্চমবারে তার অন্তরে মোহর পড়ে যায়।" মুজাহিদ বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে মনে করে, তার অন্তরে মোহর পড়েনি?"

ইয়াহইয়া ইবনু মুআয আর-রাযি (রহ.) বলেছেন: "শরীরের রোগ ব্যথায়, আর অন্তরের রোগ গুনাহে। অসুস্থ শরীর যেমন খাবারের স্বাদ পায় না, তেমনই গুনাহ থাকলে অন্তর ইবাদতের মিষ্টতা পায় না।"

এক গুজানী বলতেন: অন্তরকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে — অর্থাৎ দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ খোঁজা আর অনিষ্ট থেকে বাঁচার চিন্তা — সে কাজে ব্যবহার না করলে সে অকেজো হয়ে পড়ে, তার সারবস্তু ঢাকা পড়ে। এর ওপর যদি এমন কাজ যোগ হয় যা অন্ধকার বাড়ায় — মদ পান, অতিরিক্ত ঘুম, বেশি গাফলত — তাহলে সে লোহার মতো হয়ে যায়, যাকে মরিচা ঢেকে ফেলে আর নষ্ট করে।

◆ এক নজরে

- ★ গুনাহে অন্তরে কালো দাগ পড়ে; তাওবায় পরিষ্কার
- ★ মুজাহিদ: মরিচা, মোহর, তালা — তালা সবচেয়ে কঠিন
- ★ ইয়াহইয়া: অন্তরের রোগ গুনাহে
- ★ এক জ্ঞানী: সৃষ্টির কাজে না লাগালে অন্তর অকেজো হয়

◆ যাচাই করুন

1. মুজাহিদের মতে কোনটি সবচেয়ে কঠিন?

ক. মরিচা (রান)

খ. তালা (ইকফাল)

2. ইয়াহইয়া ইবনু মুআযের মতে অন্তরের রোগ কোথায়?

ক. ব্যথায়

খ. গুনাহে

3. হাদিস অনুযায়ী তাওবা করলে অন্তরের কী হয়?

ক. কালো দাগ আরও বাড়ে

খ. অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ

অধ্যায় ৬ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৭

যা অন্তরের মরিচা দূর করে

অধ্যায় ৭

হাদিস: ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "এই অন্তরগুলোতে মরিচা ধরে, যেমন লোহায় মরিচা ধরে।" জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল, এর পরিষ্কার করার উপায় কী?" তিনি বললেন: "কুরআন তিলাওয়াত।" [টীকা: বায়হাকি; সনদ দুর্বল।]

হাসান বসরি (রহ.)-কে এক লোক বলল, "আবু সাঈদ, আমি আমার অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করছি।" তিনি বললেন: "যিকির দিয়ে তাকে গলাও।"

আয়েশা (রা.)-কে এক লোক অন্তরের কঠোরতার ওষুধ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: রোগী দেখতে যাও, জানাজার পেছনে হাঁটো, আর মৃত্যুকে স্মরণ করো।

মালিক ইবনু দিনার (রহ.)-কে একজন অন্তরের কঠোরতার কথা বললে তিনি বললেন: "বেশি করে রোজা রাখো। তারপরও কঠোরতা থাকলে বেশি করে রাত জেগে নামাজ পড়ো। তারপরও থাকলে কম খাও।"

ইবনুল মুবারক (রহ.)-কে অন্তরের ওষুধ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন: "মানুষের সঙ্গে দেখা কম করা।"

আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইক (রহ.) বলেছেন: "আল্লাহ অন্তরকে যিকিরের বাসস্থান বানিয়েছেন, কিন্তু তা প্রবৃত্তির বাসস্থান হয়ে গেছে। অন্তর থেকে প্রবৃত্তি মুছে ফেলতে পারে শুধু এমন ভয়, যা কাঁপিয়ে দেয়, অথবা এমন আকুলতা, যা অস্থির করে।"

ইবরাহিম আল-খাওয়াস (রহ.) বলেছেন: "অন্তরের ওষুধ পাঁচটি জিনিস: ১. চিন্তা-ভাবনাসহ কুরআন পড়া, ২. পেট খালি রাখা (কম খাওয়া), ৩. রাতের নামাজ, ৪. সেহরির সময় কান্নাকাটি আর বিনয়ের সঙ্গে দোয়া, ৫. নেক মানুষের সঙ্গে বসা।"

◆ অন্তরের কঠোরতা: সালাফদের কথা

অন্তরের কঠোরতা

হাসান বসরি
যিকির দিয়ে তাকে গলাও

আয়েশা (রা.)
রোগী দেখা, জানাজা, মৃত্যুস্মরণ

মালিক ইবনু দিনার
বেশি রোজা, না গেলে রাতের নামাজ,
তারপর কম খাওয়া

ইবনুল মুবারক
মানুষের সঙ্গে দেখা কম করা

আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইক
প্রবৃত্তি মোছে শুধু কাঁপানো ভয় বা অস্থির
আকুলতা

ইবরাহিম আল-খাওয়াস
পাঁচটি জিনিসের কথা বলেছেন

◆ এক নজরে

- ★ হাসান বসরি: কঠোর অন্তরকে যিকির দিয়ে গলাও
- ★ আয়েশা (রা.): রোগী দেখা, জানাজার পেছনে হাঁটো
- ★ খাওয়াস: চিন্তাসহ কুরআন পড়া, পেট খালি রাখা
- ★ খাওয়াস: রাতের নামাজ, সেহরির দোয়া, নেক সঙ্গ

◆ যাচাই করুন

1. হাসান বসরি কঠোর অন্তরের জন্য কী বলেছেন?

ক. যিকির দিয়ে তাকে গলাও

খ. মানুষের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করো

2. ইবনুল মুবারকের মতে অন্তরের ওষুধ কী?

ক. মানুষের সঙ্গে দেখা কম করা

খ. সবার সঙ্গে বেশি দেখা করা

3. খাওয়াসের পাঁচটি জিনিসের একটি কোনটি?

ক. বেশি ঘুমানো

খ. রাতের নামাজ

উত্তর: ১-ক, ২-ক, ৩-খ

অধ্যায় ৭ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৮

অন্তরের পরিবর্তনশীলতা এবং তা সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

অধ্যায় ৮

অনুবাদ প্রসঙ্গে

অধ্যায় ৮, ৯ ও ১০ কিতাবের সবচেয়ে সুন্দর অংশগুলোর মধ্যে পড়ে। এখানে লেখক আসক্তির সমাধান দেখিয়েছেন আল্লাহর ভালোবাসায়, আর এমন একটি দোয়া শিখিয়েছেন যা নবী ﷺ নিজে সবচেয়ে বেশি পড়তেন।

নবী ﷺ-এর কসম: আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেন, নবী ﷺ-এর কসম ছিল: "না, অন্তরের পরিবর্তনকারীর কসম!" [টীকা: সহিহ বুখারি]

হাদিস: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আদমসন্তানদের সব অন্তর দয়াময় আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝখানে, একটি অন্তরের মতো। তিনি যেভাবে চান সেভাবে তা ঘুরিয়ে দেন।"

তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন:

"আল্লাহুম্মা মুসাররিফাল কুলুব, ইসরিফ কুলুবানা ইলা তা'আতিক।" (হে অন্তর ঘুরিয়ে দেওয়ার মালিক আল্লাহ, আমাদের অন্তর তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও।)

[টীকা: সহিহ মুসলিম]

হাদিস: আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ প্রায়ই বলতেন:

"ইয়া মুকাল্লিবা কুলুব, সাক্বিত কালবি আলা দীনিক।" (হে অন্তরের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তর তোমার দ্বীনের ওপর অটল রাখো।)

আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার ওপর আর আপনি যা এনেছেন তার ওপর ইমান এনেছি। আপনি কি আমাদের ব্যাপারে ভয় করেন?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ। অন্তরগুলো আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে, তিনি যেভাবে চান ঘুরিয়ে দেন।" [টীকা: তিরমিযি; হাসান।]

হাদিস: নাওয়াস ইবনু সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "এমন কোনো অন্তর নেই, যা দয়াময়ের দুই আঙুলের মাঝে নেই। তিনি চাইলে তাকে সোজা রাখেন, চাইলে বাঁকা করেন।" আর রাসুলুল্লাহ ﷺ বলতেন: "হে অন্তরের পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তর তোমার দ্বীনের ওপর অটল রাখো।" [টীকা: ইবনু মাজাহ ও আহমাদ; সহিহ।]

আয়েশা (রা.)-এর প্রশ্ন: আয়েশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ প্রায়ই বলতেন: "হে অন্তরের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তর তোমার আনুগত্যের ওপর অটল রাখো।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এই দোয়া এত বেশি করেন, আপনি কি ভয় পান?" তিনি বললেন: "আমাকে নিরাপদ রাখে কী, আয়েশা? বান্দাদের অন্তর তো আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে। যখন তিনি কোনো বান্দার অন্তর ঘুরিয়ে দিতে চান, ঘুরিয়ে দেন।"

হাদিস: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "অন্তরের উপমা একটি পালকের মতো, যা মরুভূমিতে পড়ে আছে আর বাতাস তাকে উল্টেপাল্টে দেয়।" [টীকা: আহমাদ (১৯৬৬)] — আবু মুসা আশআরি (রা.) থেকে; শুআইব আরনাউত: সনদ দুর্বল, আর মারফু না মাওকুফ তা নিয়ে মতভেদ আছে—মাওকুফই বেশি সঠিক। আনাস (রা.)-এর শব্দে বায়হাকি (শুআবুল ইমান ৭৫১)-তে এসেছে।]

হাদিস: মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "আদমসন্তানের অন্তর ফুটন্ত হাঁড়ির চেয়েও দ্রুত উল্টে যায়।" [টীকা: আহমাদ (২৩৮১৬); শুআইব আরনাউত: হাদিসটি হাসান (এই সনদটি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন, তবে অন্য সনদে

সমর্থিত)।]

আহমাদ ইবনু খিদরাওয়াইহ (রহ.) বলেছেন: "অন্তরগুলো ঘুরে বেড়ায় — হয় আরশের চারপাশে ঘোরে, নয় ময়লার স্তূপের চারপাশে।"

◆ অন্তর আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে

অন্তরের পরিবর্তনকারী

নবীর কসম

অন্তরের পরিবর্তনকারীর কসম

অন্তর কেমন

তিনি যেভাবে চান, ঘুরিয়ে দেন

প্রথম দোয়া

অন্তর আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও

দ্বিতীয় দোয়া

অন্তর দ্বীনের ওপর অটল রাখো

আয়েশা (রা.)-এর প্রশ্নে

আমাকে নিরাপদ রাখে কী?

আহমাদ ইবনু খিদরাওয়াইহ

আরশ বা ময়লার স্তূপের চারপাশে

◆ এক নজরে

- ★ সব অন্তর আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে
- ★ তিনি যেভাবে চান, অন্তর ঘুরিয়ে দেন
- ★ নবী প্রায়ই অন্তর অটল রাখার দোয়া করতেন
- ★ আহমাদ ইবনু খিদরাওয়াইহ: অন্তর ঘোরে আরশে বা ময়লায়

◆ যাচাই করুন

1. নবীর কসম কী ছিল?

ক. অন্তরের পরিবর্তনকারীর কসম

খ. আরশের কসম

2. আয়েশা (রা.) ভয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে নবী কী বললেন?

ক. আমি কোনো ভয় করি না

খ. বান্দাদের অন্তর আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে

3. আহমাদ ইবনু খিদরাওয়াইহর মতে অন্তরগুলো কোথায় ঘোরে?

ক. আরশের বা ময়লার স্তূপের চারপাশে

খ. কেবল আরশের চারপাশে

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-ক

অধ্যায় ৮ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ৯

অন্তরের ভেতরের উপদেশদাতা

অধ্যায় ৯

হাদিস — সরল পথের উপমা: নাওয়াস ইবনু সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহ একটি উপমা দিয়েছেন: একটি সরল পথ। পথের দুই পাশে দুটি প্রাচীর, তাতে খোলা দরজা, দরজাগুলোতে ঝুলানো পর্দা। পথের মুখে একজন আহ্বানকারী বলছে — 'হে মানুষ, সবাই এই পথে ঢুকে যাও, বাঁকা হয়ো না!' আর পথের ভেতর থেকে আরেকজন আহ্বানকারী ডাকছে। যখনই কোনো বান্দা সেই দরজাগুলোর কোনোটা খুলতে চায়, সে বলে — 'ধিক তোমাকে! এটা খুলো না, খুললেই তুমি ঢুকে যাবে।'"

সরল পথ হলো ইসলাম। দুই প্রাচীর হলো আল্লাহর সীমারেখা। খোলা দরজাগুলো হলো আল্লাহর হারাম করা বিষয়। পথের মুখের আহ্বানকারী হলো আল্লাহর কিতাব। আর ওপর থেকে (ভেতর থেকে) আহ্বানকারী হলো প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে আল্লাহর উপদেশদাতা।"

সরল পথের উপমা

উপমার অংশ	অর্থ
সরল পথ	ইসলাম
দুই পাশের প্রাচীর	আল্লাহর সীমারেখা
খোলা দরজা	আল্লাহর হারাম করা বিষয়
পথের মুখের আহ্বানকারী	আল্লাহর কিতাব
ভেতর থেকে আহ্বানকারী	মুসলিমের অন্তরে আল্লাহর উপদেশদাতা

[টীকা: আহমাদ ও তিরমিযি; হাসান/সহিহ। এই হাদিসটিই এই অধ্যায়ের মূল। লেখক বলতে চান: প্রতিটি মুমিনের মধ্যে একটি ভেতরের কণ্ঠ আছে, যা হারামের দরজার সামনে দাঁড়ালে বলে "থামো!"]

খালিদ ইবনু মা'দান (রহ.) বলেছেন: "প্রতিটি বান্দার মুখে দুটি চোখ — যা দিয়ে সে দুনিয়ার বিষয় দেখে। আর অন্তরে দুটি চোখ — যা দিয়ে সে আখিরাতের বিষয় দেখে। আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তার অন্তরের দুই চোখ খুলে দেন। তখন সে গায়েবের মাধ্যমে আল্লাহ যা ওয়াদা করেছেন তা দেখতে পায়। আর যদি অন্য কিছু চান, তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেন।" তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: "নাকি তাদের অন্তরের ওপর তালা পড়ে আছে?" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৪)

আবুল আতাহিয়া ও আবু নুওয়াস: আবুল আতাহিয়া বলেন, আমি জামে মসজিদে আবু নুওয়াসের সঙ্গে দেখা করে তাকে তিরস্কার করলাম, "তোমার কি ফেরার সময় আসেনি? বিরত থাকার সময় আসেনি?" সে মাথা তুলে বলল:

তুমি কি মনে করো, হে আতাহিয়া, আমি সেই খেলাধুলা ছেড়ে দেব? তুমি কি ভাবছ, আমি নিজেকে ইবাদত দিয়ে লোকদের কাছে আমার মর্যাদা নষ্ট করব?

আমি যখন আরও চাপ দিলাম, সে বলল:

"নফস কখনো তার গোমরাহি থেকে ফিরবে না, যতক্ষণ না তার ভেতর থেকে তাকে ধমক দেওয়ার কেউ থাকে।"

আবুল আতাহিয়া বলেন, "আমি চাইলাম আমার সব কথার বিনিময়ে এই একটি পণ্ডিত আমার হোক।"

◆ এক নজরে

- ★ সরল পথের উপমায় পাঁচটি অংশ আছে
- ★ খোলা দরজা হলো আল্লাহর হারাম করা বিষয়
- ★ প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে আল্লাহর উপদেশদাতা আছে
- ★ আবু নুওয়াস: ভেতরের ধমকদাতা না থাকলে নফস ফেরে না

◆ যাচাই করুন

1. উপমায় সরল পথ কী?

ক. ইসলাম

খ. আল্লাহর কিতাব

2. খোলা দরজাগুলো কী?

ক. আল্লাহর সীমারেখা

খ. আল্লাহর হারাম করা বিষয়

3. ভেতর থেকে আহ্বানকারী কে?

ক. আল্লাহর কিতাব

খ. প্রতিটি মুসলিমের অন্তরে আল্লাহর উপদেশদাতা

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ

অধ্যায় ৯ সমাপ্ত

পর্ব ১ · অধ্যায় ১০

আল্লাহর ভালোবাসা ছাড়া সব কিছু থেকে অন্তর খালি করার আদেশ

অধ্যায় ১০

আল্লাহর নৈকট্যের সবচেয়ে কাছের উপায়: আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারি বলেন, মাহমুদ (রহ.) আবু সুলাইমান (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি উপস্থিত ছিলাম: "আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার সবচেয়ে কাছের উপায় কী?" আবু সুলাইমান কেঁদে ফেলে বললেন, "আমার মতো মানুষকে এ প্রশ্ন?" তারপর বললেন: "আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর সবচেয়ে কাছের উপায় হলো — তিনি তোমার অন্তরে তাকিয়ে দেখবেন যে তুমি দুনিয়া বা আখিরাতের কিছুই চাও না, শুধু তাঁকেই চাও।"

ইয়াহইয়া ইবনু মুআয (রহ.) বলেছেন: "নুসুক (ইবাদত) মানে গোপন বিষয়ের যত্ন নেওয়া এবং আল্লাহ ছাড়া সবকিছু অন্তর থেকে বের করে দেওয়া।"

সাহল ইবনু আদিল্লাহ (রহ.) বলেছেন:

- "আল্লাহ প্রতিটি মুহূর্তে বান্দাদের অন্তরে তাকিয়ে আছেন। যে অন্তরে তিনি নিজের বাইরে অন্য কিছু দেখেন, তার ওপর ইবলিসকে ক্ষমতা দেন।"
- "যে আল্লাহকে নিজের কাছে দেখে, তার অন্তর থেকে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু দূরে চলে যায়। যে তাঁর সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট করেন। আর যে তার অন্তর সঁপে দেয়, আল্লাহ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভিভাবক হন।"
- "যে অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্যের প্রতি নির্ভরতা আছে, সে অন্তরের জন্য ইয়াকিনের ঘ্রাণ নেওয়া হারাম। যে অন্তরে আল্লাহর অপছন্দনীয় কিছু আছে, তাতে নূর ঢোকা হারাম।"

মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল (রহ.) বলেন: "আমি চল্লিশ বছর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য একটা পা-ও ফেলিনি। চল্লিশ বছর এমন কিছু দিকে তাকাইনি যা আমার ভালো লেগেছে — আল্লাহর প্রতি লজ্জায়।"

সালম আল-খাওয়াস (রহ.) বলেছেন: "তোমরা তাঁকে ছেড়ে একে অপরের দিকে ফিরেছ। তোমরা যদি তাঁর দিকে ফিরতে, বিস্ময় দেখতে।"

কিলাবের মূর্ছা: দাইগাম কিলাবকে বললেন: "আল্লাহর ভালোবাসা তাঁর প্রেমিকদের অন্তরকে অন্যের ভালোবাসার মজা থেকে ব্যস্ত রেখেছে। দুনিয়ায় তাঁর ভালোবাসার সঙ্গে কোনো মজা তাদের কাছে তাঁর ভালোবাসার সমান নয়। আখিরাতে তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় সম্মানজনক সওয়াব হলো তাঁদের প্রিয়তমের চেহারার দিকে তাকানো।" একথা শুনে কিলাব মূর্ছা গেলেন।

আবু বকর আল-হিলালি (রহ.) তাঁর ঘরে একটি গাছের দিকে ইশারা করে বললেন: "এই গাছটার দিকে আমি যতবার তাকিয়েছি, আমার দৃষ্টি আমার কাছে শান্তি বা ভরসনা নিয়ে ফিরেছে। আমার ভেতর বলা হয়: 'তুমি আমাদের সামনে থাকো, আর আমাদের ছাড়া অন্যের দিকে তাকাও?'"

ইবরাহিম আল-জাবালি কাহিনি: আবুল আযহার আব্দুল ওয়াহিদ আল-ফারিসি বলেন, ইবরাহিম আল-জাবালি দেশে ফেরার পর আমি রাস্তায় তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি খালি পায়ে মরুভূমি পার হয়েছিলেন। তিনি তাঁর চাচাতো বোনকে বিয়ে করে গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেছিলেন, এক মুহূর্তও আলাদা হতেন না। তিনি আমাকে বললেন: "এক রাতে আমার তার প্রতি এই অতিরিক্ত ঝোঁক নিয়ে ভাবলাম। বললাম — কিয়ামতে আল্লাহর সামনে যাব আর অন্তরে এটা থাকবে, এটা ঠিক হবে না। তাই পবিত্র হয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়লাম, বললাম — 'হে আমার মনিব, আমার অন্তরকে এমন জিনিসের দিকে ফিরিয়ে দাও যা অধিক উত্তম।' পরদিন তাকে জ্বর ধরল, তৃতীয় দিন সে মারা গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে খালি পায়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা হওয়ার নিয়ত করলাম।" [টীকা: এটি সুফি-বর্ণনা। এখানে স্ত্রীকে ভালোবাসা নিজে দোষের নয়, বরং ওই ব্যক্তি নিজের অন্তরে আল্লাহর জায়গা নিয়ে সতর্ক ছিলেন। এ কাহিনি থেকে কেউ যেন এই সিদ্ধান্ত না নেয় যে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা অন্যায়। বরং নবী ﷺ নিজে তাঁর স্ত্রীদের ভালোবাসতেন।]

আহমাদ ইবনু খিদরাওয়াইহ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?" তিনি বললেন: "গোপন বিষয়ের (অন্তরের) রক্ষণাবেক্ষণ, যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে ঝুঁকে না পড়ে।"

আবু মুহাম্মাদ আল-মুরতাইশ (রহ.) বলেছেন: "আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর অন্তরের নির্ভরতা — দুনিয়াতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্রুত শাস্তি।"

শিবলি (রহ.)-কে আল্লাহর বাণী "মুমিনদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বললেন: "মাথার চোখ হারাম বিষয় থেকে নত রাখা, আর অন্তরের চোখ আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে।"

ইবনু সামউন (রহ.) তাঁর মজলিসে বলতেন: "তোমরা কি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শোনোনি: 'ফেরেশতা এমন ঘরে ঢোকে না, যেখানে ছবি বা মূর্তি আছে।' ফেরেশতা যদি ছবিওয়ালা ঘরে না ঢোকে, তাহলে সত্যের সাক্ষ্য কীভাবে এমন অন্তরে ঢুকবে, যেখানে অন্য মানুষের গুণ-বৈশিষ্ট্য ভরা?" [টীকা: ছবির হাদিসটি সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আছে। এখানে এটি রূপক হিসেবে ব্যবহৃত।]

রুকাইয়া আবোদা (রহ.) — মসুলের এক ইবাদতকারিণী — বলেছেন: "আমি আমার রবকে অত্যন্ত ভালোবাসি। আমাকে যদি জাহান্নামে পাঠানোর আদেশ হয়, তাঁর ভালোবাসার সঙ্গে আমি জাহান্নামে কোনো গরম অনুভব করব না। আর জান্নাতে পাঠানো হলে তাঁর ভালোবাসার সঙ্গে জান্নাতে কোনো স্বাদ পাব না — কারণ তাঁর ভালোবাসাই আমার ওপর প্রবল।"

মরুভূমির সন্ন্যাসী: মুহাম্মাদ ইবনু হাসসান বলেন, আমি মরুভূমিতে যাচ্ছিলাম। এক সন্ন্যাসীকে (রাহিব) দেখলাম, লু হাওয়া ও রোদে ঝলসে গেছে। আমি বললাম, "আমাকে উপদেশ দিন।" সে বলল: "সাবধান! তিনি আত্মমর্যাদাবান (গাইউর)। তিনি তাঁর বান্দার অন্তরে নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পছন্দ করেন না।"

সিরিয়া-উপকূলের যুবক: মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আত-তামিমি আল-আবিদ বলেন, শামের এক সমুদ্রতীরে আমি এক যুবককে দেখলাম। বললাম, "যুবক, কতদিন ধরে এখানে আছ?" সে বলল, "জানি না।" আমি বললাম, "কেন?" সে বলল, "যে ভালোবাসে, সে তার প্রিয়জনের সময় গুনবে — এটা মানানসই নয়।" তারপর সে আবৃত্তি করল:

যদি বিচ্ছেদ প্রেমিকদের মাঝে ভুলে যাওয়া আনে — তবে তোমার জন্য আমার ভালোবাসা মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গী। আমি যতদিন বাঁচি তোমার জন্য আমার ভালোবাসা খাঁটি রাখব, আর যদি মরি তবে মাটির নিচে আমার হাড়ও তোমার ভালোবাসায় সমাহিত থাকবে।

এক সম্ভ্রান্তের কাহিনি: আমি শুনেছি, বংশীয় সম্ভ্রান্ত এক লোক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কালো পোশাকে এক সুন্দরী মেয়েকে দেখে তার অন্তর আটকে গেল। সে কবিতায় লিখে তাকে চিঠি দিল:

আমি ভাবতাম সূর্য একটাই, আর পূর্ণিমার চাঁদ সৌন্দর্যে প্রশংসিত, যতক্ষণ না তোমাকে শোকের কালো পোশাকে দেখলাম, তোমার কপোলে কেশগুচ্ছ বাঁকা হয়ে আছে। আমি চলে এলাম, অন্তর উন্মাদ, কলিজা জ্বলছে, অশ্রু ঝরছে। উত্তর দাও, তাতে কৃতজ্ঞতা আছে, প্রেমিকের মিলনকে গনিমত ধরো — যে ভালোবাসায় আটকা পড়েছে।

মেয়েটি চিঠি পড়ে জবাব লিখল:

তুমি যদি টেকসই বংশের ও মর্যাদার অধিকারী হও — সম্ভ্রান্ত তো সে-ই, যে দৃষ্টি নত রাখে, এটা সুবিদিত। ব্যভিচারীরা এমন মানুষ যাদের কোনো অংশ নেই (আখিরাতে), জেনে রাখো, তোমাকে বিচারের দিন দাঁড় করানো হবে। তোমার আশা ছেড়ে দাও — আল্লাহ তোমার মতো লোক থেকে আমাদের রক্ষা করুন; আমার অন্তর অশ্লীলতা থেকে ফিরে আছে।

সে চিঠি পড়ে নিজেকে ধমক দিল, বলল: "কী খারাপ কথা! একজন নারী তোমার চেয়ে সাহসী!" সে তাওবা করল, পশমের মোটা পোশাক পরল, আর হারামে আশ্রয় নিল। একদিন তাওয়াফের সময় পশমের জুপা পরা এক মেয়েকে দেখল — সে-ই সেই মেয়ে! সে বলল, "এ কেমন মানায় একজন সম্ভ্রান্তকে! হালাল (বিয়ের) পথে কি তোমার আগ্রহ আছে?" সে বলল, "সত্য জানা ও ভালোবাসার আগে আমি তা চাইতাম। এখন তাঁর ভালোবাসা আমাকে অন্য সব ভালোবাসা থেকে ব্যস্ত করে দিয়েছে।" মেয়েটি বলল, "চমৎকার! আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে এ কথা পরীক্ষার জন্যই বলেছি, তুমি কতদূর পৌঁছেছ তা জানতে।" তারপর সে তাওয়াফ করল আর আবৃত্তি করল:

আমরা তাওয়াফ করলাম, তাওয়াফে নূরের ঝলক দেখা দিল — তার মাধ্যমে আমরা বুদ্ধি যা দেখে তা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলাম।

[টীকা: এ কাহিনি সুফি/আদব-কাহিনি, সনদ যাচাই করা নয়। উপদেশ হলো: তাওবার পথে যে সাহস দেখাতে পারে সে নিজেকে আল্লাহর ভালোবাসায় আবার সাজিয়ে নিতে পারে।]

◆ অন্তরে একমাত্র আল্লাহ

অন্তর খালি করার আদেশ

আবু সুলাইমান

নৈকটের কাছের উপায়: শুধু তাঁকেই চাওয়া

ইয়াহইয়া ইবনু মুআয

আল্লাহ ছাড়া সব অন্তর থেকে বের করা

সাহল

অন্য কিছু দেখলে ইবলিসকে ক্ষমতা দেন

শিবলি

মাথার চোখ হারাম থেকে, অন্তরের চোখ আল্লাহ ছাড়া সব থেকে

আহমাদ ইবনু খিদরাওয়াইহ

গোপন বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণই উত্তম আমল

আল-মুরতাইশ

আল্লাহ ছাড়া নির্ভরতা: দ্রুত শাস্তি

◆ এক নজরে

- ★ আবু সুলাইমান: নৈকটের কাছের উপায় শুধু আল্লাহকে চাওয়া
- ★ ইয়াহইয়া: নুসুখ মানে আল্লাহ ছাড়া সব অন্তর থেকে বের করা
- ★ শিবলি: অন্তরের চোখ আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে নত রাখা
- ★ ইবনু খিদরাওয়াইহ: গোপন বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণই সবচেয়ে উত্তম আমল

◆ যাচাই করুন

1. আবু সুলাইমানের মতে নৈকটের সবচেয়ে কাছের উপায় কী?

ক. সবকিছু ছেড়ে শুধু আখিরাত চাওয়া

খ. দুনিয়া-আখিরাতের কিছুই না চেয়ে শুধু তাঁকে চাওয়া

2. সাহলের মতে আল্লাহ অন্তরে নিজের বাইরে অন্য কিছু দেখলে কী করেন?

ক. ইবলিসকে ক্ষমতা দেন

খ. আরও নূর দেন

3. শিবলির মতে অন্তরের চোখ কী থেকে নত রাখতে হবে?

ক. শুধু হারাম বিষয় থেকে

খ. আল্লাহ ছাড়া সবকিছু থেকে

4. আহমাদ ইবনু খিদরাওয়াইহর মতে সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি?

ক. গোপন বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ

খ. বেশি কথা বলা

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ক

অধ্যায় ১০ সমাপ্ত

পর্ব ২

দৃষ্টির হেফাজত

১১ দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ

১২ অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টির নিন্দা

১৩ দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে সতর্কতা

১৪ দাড়িহীন কিশোর (আমরাদ/হাদাস)-দের দিকে তাকানো ও তাদের সাহচর্যে
বসার নিষেধাজ্ঞা

১৫ দৃষ্টির গুনাহ ও তার শাস্তি

১৬ যারা দৃষ্টির কারণে নিজেকে শাস্তি দিয়েছেন

১৭ যারা ফিতনার ভয়ে আল্লাহর কাছে নিজের দৃষ্টি কেড়ে নিতে চেয়েছেন

১৮ যে হারাম থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় তার পুরস্কার

১৯ দৃষ্টি থেকে জন্ম নেওয়া দুশ্চিন্তা ও কল্পনার চিকিৎসা

২০ কোনো নারীকে দেখে ভালো লাগলে কী করবে

২১ বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকা হারাম

২২ নারীর ফিতনা থেকে সতর্কতা

পর্ব ২ · অধ্যায় ১১

দৃষ্টি অবনত রাখার আদেশ

অধ্যায় ১১

আল্লাহ তোমাকে তাওফিক দিন, জেনে রাখো: চোখ হলো অন্তরের সংবাদবাহক। সে যা দেখে তার খবর অন্তরে পৌঁছে দেয় এবং সেই ছবি অন্তরে খোদাই করে দেয়। তারপর চিন্তা সেই ছবিগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, আর এতে অন্তর আখিরাতের উপকারী বিষয় নিয়ে ভাবা থেকে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দৃষ্টি থেকে অন্তরে

- ১ চোখ
অন্তরের সংবাদবাহক
- ২ খবর পৌঁছানো
যা দেখে তার খবর অন্তরে পৌঁছে দেয়
- ৩ ছবি খোদাই
সেই ছবি অন্তরে খোদাই করে দেয়
- ৪ চিন্তার ঘোরাফেরা
চিন্তা সেই ছবিগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়
- ৫ অন্তর ব্যস্ত
আখিরাতের উপকারী বিষয় নিয়ে ভাবা থেকে

যেহেতু দৃষ্টি ছেড়ে দেওয়াই অন্তরে কামনা ঢোকার কারণ, তাই শরিয়ত তোমাকে আদেশ দিয়েছে — যার পরিণতির ভয় আছে, তা থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নাও। কাজেই তোমাকে পরহেজের আদেশ দেওয়ার পরও যদি তুমি উল্টাপাল্টা খাও আর কষ্টে পড়ো, তবে ব্যথার যন্ত্রণায় চিৎকার করো না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে... এবং মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে..." (সূরা নূর ২৪:৩০-৩১)

তারপর আল্লাহ এই কারণের পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং এই অনিষ্ট কোথায় গিয়ে শেষ হয় তা জানিয়ে দিয়েছেন এই কথায়: "...এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে।"

হাদিস: জারির ইবনু আদিল্লাহ (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হঠাৎ চোখ পড়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: "তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।" (ইমাম মুসলিম এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।) [টীকা: সহিহ মুসলিম]

হাদিস: আবু উমামা আল-বাহিলি (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমাদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব: যখন কেউ কথা বলবে, মিথ্যা বলবে না; যখন তার কাছে আমানত রাখা হবে, খেয়ানত করবে না; যখন ওয়াদা করবে, ভঙ্গ করবে না; তোমরা তোমাদের দৃষ্টি নত রাখো, হাত সংযত রাখো এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করো।" [টীকা: এই সনদটি দুর্বল; তবে প্রায় একই অর্থের হাদিস উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকে মুসনাদে আহমাদে এসেছে।]

ঘটনা: ইবনু আব্বাস (রা.) তাঁর ভাই ফাদল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। ফাদল বলেন, মুয়দালিফা থেকে মিনা যাওয়ার পথে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে একই বাহনে বসা ছিলাম। চলার পথে এক বেদুইন এল, তার পেছনে তার সুন্দরী মেয়ে বসা ছিল। সে

নবী ﷺ-এর পাশাপাশি চলছিল। আমি মেয়েটির দিকে তাকাতে লাগলাম। নবী ﷺ আমার দিকে তাকালেন এবং আমার মুখ তার মুখ থেকে ঘুরিয়ে দিলেন। আমি আবার তাকলাম, তিনি আবার আমার মুখ ঘুরিয়ে দিলেন — এভাবে তিনবার করলেন। [টীকা: ফাদল (রা.)-এর দিকে নবী ﷺ-এর মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার মূল ঘটনা সহিহ বুখারি (১৫১৩) ও সহিহ মুসলিমে আছে (খাসআম গোত্রের এক নারীর প্রসঙ্গে)। তবে বেদুইন ও তার মেয়ে এবং তিনবার ঘুরিয়ে দেওয়ার এই বিবরণ ওই বর্ণনায় নেই; তা আলাদা বর্ণনা, যা এখানে যাচাই করা যায়নি।]

আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইকের উপদেশ: তিনি ফাতহ ইবনু শুখরুফকে বললেন: "হে খোরাসানি! বিষয় মাত্র চারটি, এর বেশি নয় — তোমার চোখ, তোমার জিহ্বা, তোমার অন্তর আর তোমার প্রবৃত্তি।

- চোখের দিকে খেয়াল রাখো, যেন তা দিয়ে হালাল নয় এমন কিছুর দিকে না তাকাও।
- জিহ্বার দিকে খেয়াল রাখো, যেন এমন কিছু না বলো যা তোমার অন্তরের অবস্থার বিপরীত বলে আল্লাহ জানেন।
- অন্তরের দিকে খেয়াল রাখো, যেন তাতে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসা না থাকে।
- প্রবৃত্তির দিকে খেয়াল রাখো, যেন সে কোনো মন্দ জিনিস কামনা না করে। এই চারটি গুণ যদি তোমার মধ্যে না থাকে, তবে মাথায় ছাই মাখো — তুমি হতভাগা হয়ে গেছ।"

● ইবনু খুবাইকের উপদেশ

বিষয় মাত্র চারটি

চোখ

হালাল নয় এমন কিছুর দিকে না তাকানো

জিহ্বা

অন্তরের অবস্থার বিপরীত কিছু না বলা

অন্তর

কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ বা হিংসা না থাকা

প্রবৃত্তি

কোনো মন্দ জিনিস কামনা না করা

আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইক ফাতহ ইবনু শুখরুফকে যা বললেন

দাউদ (আ.)-এর উপদেশ: মালিক ইবনু দিনার বলেন, আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) বলেছেন: "হে মুত্তাকিগণ, এসো, তোমাদের আল্লাহভীতি শেখাই। তোমাদের মধ্যে যে বাঁচতে চায় এবং নেক আমল দেখতে চায়, সে যেন তার চোখকে মন্দের দিকে তাকানো থেকে, আর জিহ্বাকে মিথ্যা বলা থেকে হেফাজত করে। আল্লাহর দৃষ্টি সিদ্দিকদের দিকে, আর তিনি তাদের কথা শোনেন।"

মারুফ কারখি (রহ.) বলেছেন: "তোমরা দৃষ্টি নত রাখো — এমনকি একটা মাদি ছাগল থেকেও।"

যুন-নুন মিসরি (রহ.)-এর ঘটনা: আবু ইসমা বলেন, আমি যুন-নুনের কাছে ছিলাম। তাঁর সামনে এক সুদর্শন যুবক বসে কিছু লিখছিল। এমন সময় এক সুন্দরী নারী পাশ দিয়ে গেল, আর যুবকটি চুরি করে তার দিকে তাকাতে লাগল। যুন-নুন তা টের পেয়ে যুবকের ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করলেন:

পানি আর মাটি দিয়ে গড়া (নশ্বর) রূপ ছেড়ে দাও, তোমার কামনা নিয়োজিত করো ডাগর চোখের কুমারী হুরদের দিকে।

জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) বলেছেন: "তোমার সমস্ত মনোযোগ আল্লাহর দিকে ফেরাও। সাবধান! যে চোখ দিয়ে (আখিরাতে) আল্লাহকে দেখবে, সেই চোখ দিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে তাকিয়ো না — তাহলে তুমি আল্লাহর দৃষ্টি থেকে পড়ে যাবে।"

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ.): আবু বকর আল-মারওয়াযি বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বললাম: এক ব্যক্তি তাওবা করেছে এবং বলে, "আমার পিঠে চাবুক মারলেও আমি আল্লাহর অবাধ্যতায় ঢুকব না" — কিন্তু সে তাকানো ছাড়ে না। ইমাম আহমাদ বললেন: "এ আবার কেমন তাওবা!"

জারির (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হঠাৎ দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন: "তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।"

◆ এক নজরে

- ★ চোখ হলো অন্তরের সংবাদবাহক
- ★ দৃষ্টি ছেড়ে দেওয়াই অন্তরে কামনা ঢোকার কারণ
- ★ যার পরিণতির ভয় আছে, তা থেকে দৃষ্টি নামাতে শরিয়তের আদেশ
- ★ সুরা নুরে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী উভয়কে দৃষ্টি নত রাখতে বলা হয়েছে
- ★ হঠাৎ চোখ পড়লে নবীর কথা: তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও
- ★ ইমাম আহমাদ: তাকানো না ছাড়লে এ আবার কেমন তাওবা

◆ যাচাই করুন

1. হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে নবী কী বললেন?

ক. আবার ভালো করে দেখে নাও

খ. তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও

গ. বিষয়টা ভুলে যাও

2. আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইকের উপদেশে বিষয় কয়টি?

ক. দুটি

খ. ছয়টি

গ. চারটি

3. দৃষ্টি ছেড়ে দেওয়াই অন্তরে কী ঢোকার কারণ?

ক. ভয়

খ. কামনা

গ. ক্লান্তি

4. ইমাম আহমাদ কার তাওবা নিয়ে বললেন, এ আবার কেমন তাওবা?

ক. যে তাওবা করেছে কিন্তু তাকানো ছাড়ে না

খ. যে তাওবার পর দৃষ্টি নামিয়ে রাখে

গ. যে তাওবার পর নামাজ পড়ে

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-খ, ৪-ক

অধ্যায় ১১ সমাপ্ত

পর্ব ২ · অধ্যায় ১২

অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টির নিন্দা

অধ্যায় ১২

হাদিস: আলি (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন: "(হে আলি!) এক দৃষ্টির পর আরেক দৃষ্টি দিয়ো না। প্রথমটি তোমার জন্য (ক্ষমাযোগ্য), কিন্তু পরেরটি তোমার জন্য নয়।"

এক দৃষ্টির পর

করুন

✓ প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য (ক্ষমাযোগ্য)

করবেন না

✗ এক দৃষ্টির পর আরেক দৃষ্টি দিয়ো না

✗ পরের দৃষ্টি তোমার জন্য নয়

আলি (রা.)-কে নবীর কথা

অন্য বর্ণনায়: "হে আলি! জাম্বাতে তোমার জন্য একটি ভান্ডার আছে... সুতরাং এক দৃষ্টির পর আরেক দৃষ্টি দিয়ো না; প্রথমটি তোমার, পরেরটি তোমার নয়।"

বুরাইদা (রা.) থেকেও একই অর্থের হাদিস বর্ণিত হয়েছে। [টীকা: আবু দাউদ ও তিরমিযি; আলেমরা একে হাসান বলেছেন।]

ইবনু মাসউদ (রা.): আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) কয়েকজন লোককে নিয়ে এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। ঘরে একজন নারী ছিল। দলের একজন লোক সেই নারীর দিকে তাকাতে লাগল। ইবনু মাসউদ বললেন: "তোমার চোখ ফুটো হয়ে গেলেও তা তোমার জন্য ভালো হতো।"

দাউদ আত-তায়ি (রহ.): এক লোক তাঁকে বলল, "ঘরের ছাদে যে মাকড়সার জাল আছে, আপনি বললে পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।" তিনি বললেন: "তুমি কি জানো না, তিনি (সালফরা) অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টি অপছন্দ করতেন?" তারপর দাউদ আত-তায়ি বললেন: "আমি শুনেছি, মুজাহিদের ঘরে একটা দোতলা কামরা ছিল, ত্রিশ বছর তিনি তা টেরই পাননি।"

দাউদ ইবনু আদিল্লাহর ঘটনা: বসরার এক আমির দাউদ ইবনু আদিল্লাহকে খুঁজছিল। তিনি বসরার শেষ প্রান্তে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। লোকটি ছিল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন (গাইরতওয়ালা)। সে তাঁকে নিজের বাড়িতে রাখল। তার স্ত্রীর নাম ছিল যারকা, সে ছিল সুন্দরী। লোকটি কোনো কাজে বাইরে গেল এবং স্ত্রীকে বলে গেল মেহমানের যত্ন ও খেদমত করতে। ফিরে এসে সে জিজ্ঞেস করল, "যারকাকে কেমন দেখলেন? সে আপনার যত্ন কেমন করেছে?" দাউদ বললেন, "যারকা কে?" লোকটি বলল, "আপনার বাড়ির গৃহিণী।" দাউদ বললেন, "আমি তো জানিই না সে নীল চোখের নাকি কালো চোখের!" লোকটি স্ত্রীর কাছে গিয়ে রাগ করে বলল, "তোমাকে বলেছিলাম দাউদের যত্ন নিতে, তুমি নাওনি!" স্ত্রী বলল: "তুমি তো আমাকে এক অন্ধ লোকের দায়িত্ব দিয়েছিলে! আল্লাহর কসম, সে একবারও চোখ তুলে আমার দিকে তাকায়নি।"

হাসান ইবনু আবি সিনান (রহ.): তিনি ঈদের দিন বের হলেন। ফেরার পর লোকেরা বলল, "হে আবু আদিল্লাহ, এবারের মতো এত নারী আর কোনো ঈদে দেখিনি।" তিনি বললেন, "ফেরা পর্যন্ত একজন নারীও আমার সামনে পড়েনি।" আরেক বর্ণনায়: ফেরার পর তাঁর স্ত্রী বলল, "আজ কত সুন্দরী নারী দেখেছি!" তিনি বললেন: "আফসোস তোমার জন্য! তোমার কাছ থেকে বের হওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আমি আমার পায়ের বুড়ো আঙুল ছাড়া কিছুর দিকে তাকাইনি।"

আবু জাবির আদ-দাক্বির ঘটনা: তিনি বলেন, বনু কিলাব গোত্র বসরায় এল। আমি তাদের কাছে গেলাম। দেখি এক বৃদ্ধার সঙ্গে এক কিশোরী — এত সুন্দরী আমি আগে দেখিনি। আমি তখন বালক, একটানা তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বৃদ্ধা আমার তাকানো টের পেয়ে বললেন, "বাবা, তোমার চোখ সংযত করার মতো কিছুর বড়ই প্রয়োজন তোমার! তুমি কি কবির এই কথা শোনেনি:

যে মানুষের দিকে চোখ ছেড়ে দেয়, সে সারাজীবন এমন জিনিস দেখতে থাকে, যা পাওয়া নিষেধ — কখনো তা পায় না।"

তিনি বলেন: "আল্লাহর কসম, আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না, ফিরে এলাম — আর আমার বুকে যেন আগুন জ্বলছিল।"

সুফিয়ান সাওরি (রহ.) আল্লাহর বাণী "আর মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে" (সুরা নিসা ৪:২৮)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "একজন নারী পুরুষের পাশ দিয়ে যায়, আর পুরুষটি তার দিকে তাকানো থেকে নিজেকে সামলাতে পারে না — অথচ তা থেকে তার কোনো লাভও নেই। এর চেয়ে দুর্বল আর কী হতে পারে!"

কবি মিসকিন আদ-দারিমি বলেছেন:

আমার প্রতিবেশীর দরজায় পর্দা না থাকলেও আমার কোনো ক্ষতি নেই, প্রতিবেশিনী বের হলে আমি অন্ধ হয়ে যাই, যতক্ষণ না সে ঘরে ঢোকে। তাদের ঘরের কথাবার্তায় আমার কান বধির হয়ে যায়, যেন কানে ভারী তালা লেগে আছে।

আমাদের যুগে আবুল হাসান ইবনু আহমাদ ইবনু জাহশাওয়াইহ আল-হারবি মাথায় একটা চাদর না দিয়ে হাঁটতেন না, যাতে দৃষ্টি এদিক-সেদিক ছুটে না যায়। একবার তিনি তাঁর বোনের বাড়িতে ঢুকে এক (অপরিচিত) নারীকে দেখলেন। বললেন, "ওকে সরিয়ে দাও, যাতে আমি তার দিকে না তাকাই।"

◆ সালাফের ঘটনার সূচি

দৃষ্টি সংযমের বর্ণনা

ইবনু মাসউদ (রা.)

তোমার চোখ ফুটো হয়ে গেলেও ভালো হতো

দাউদ আত-তায়ি

সালাফরা অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টি অপছন্দ করতেন

দাউদ ইবনু আদিল্লাহ

নীল চোখের নাকি কালো, জানেনই না

হাসান ইবনু আবি সিনান

পায়ের বুড়ো আঙুল ছাড়া কিছু দিকে তাকাননি

আবুল হাসান আল-হারবি

মাথায় চাদর, যাতে দৃষ্টি ছুটে না যায়

বর্ণনাকারীদের ভাষায়

◆ এক নজরে

- ★ এক দৃষ্টির পর আরেক দৃষ্টি দিয়ো না
- ★ প্রথমটি তোমার জন্য (ক্ষমাযোগ্য), পরেরটি তোমার জন্য নয়
- ★ ইবনু মাসউদ: চোখ ফুটো হয়ে গেলেও তা ভালো হতো
- ★ সালাফরা অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টি অপছন্দ করতেন
- ★ আবুল হাসান আল-হারবি দৃষ্টি ছুটে যাওয়ার ভয়ে মাথায় চাদর দিতেন

◆ যাচাই করুন

1. হাদিস অনুযায়ী কোন দৃষ্টি তোমার জন্য নয়?

ক. প্রথম দৃষ্টি

খ. পরের দৃষ্টি

গ. কোনোটিই নয়

2. অসুস্থকে দেখতে গিয়ে নারীর দিকে তাকানো লোকটিকে ইবনু মাসউদ কী বললেন?

ক. তোমার চোখ ফুটো হয়ে গেলে তোমার ক্ষতি হতো

খ. তোমার চোখ ফুটো হয়ে গেলেও তা তোমার জন্য ভালো হতো

গ. তুমি আবার দেখে নাও

3. দাউদ আত-তায়ি সালাফদের সম্পর্কে কী বললেন?

ক. তাঁরা অপ্রয়োজনীয় দৃষ্টি অপছন্দ করতেন

খ. তাঁরা সব দৃষ্টি পছন্দ করতেন

4. আবুল হাসান আল-হারবি মাথায় চাদর দিতেন কেন?

ক. রোদ থেকে বাঁচতে

খ. ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে

গ. যাতে দৃষ্টি এদিক-সেদিক ছুটে না যায়

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-গ

অধ্যায় ১২ সমাপ্ত

পর্ব ২ · অধ্যায় ১৩

দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে সতর্কতা

অধ্যায় ১৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রায় চল্লিশটি কবিতা আছে, সবগুলোর বিষয় একই: চোখ কীভাবে অন্তরকে বিপদে ফেলে। এখানে বাছাই করা কয়েকটি দেওয়া হলো।

অধ্যায় ১৩, ১৫ ও ২১-এ কিছু স্বপ্ন ও কারামতের ঘটনা আছে। এগুলো উপদেশমূলক কাহিনি, শরিয়তের দলিল নয়।

হাদিস: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "দুই চোখও যিনা করে, আর তাদের যিনা হলো দেখা।" (বুখারি ও মুসলিম দুজনেই এটি বর্ণনা করেছেন।) [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিমে এটি একটি দীর্ঘ হাদিসের অংশ।]

হাদিস: আবু মুসা আল-আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "প্রত্যেক চোখই যিনাকারী।" [টীকা: তিরমিযি (২৭৮৬); তিরমিযি: হাসান সহিহ, আলবানি: হাসান। সুগন্ধি মাখা নারীর অংশটি আবু দাউদ (৪১৭৩) ও নাসায়ি (৫১২৬)-তেও আছে; আলবানি: হাসান।]

হাদিস: আলি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন: "হে আলি, এক দৃষ্টির পর আরেক দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তা বিষাক্ত তীর, অন্তরে কামনা জন্ম দেয়।" [টীকা: এই শব্দে সনদ দুর্বল। (মান যাচাই করা যায়নি)]

হাদিস: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত: "নারীর সৌন্দর্যের দিকে পুরুষের দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলোর একটি।" [টীকা: সনদ দুর্বল। (মান যাচাই করা যায়নি)]

ঈসা (আ.)-এর উক্তি: ঈসা ইবনু মারইয়াম (আ.) বলতেন: "দৃষ্টি অন্তরে কামনার বীজ বোনে, আর গুনাহ হিসেবে সেটাই যথেষ্ট।" আরেক বর্ণনায়: "তোমরা দৃষ্টি থেকে সাবধান থাকো। তা অন্তরে কামনার বীজ বোনে, আর দৃষ্টিদাতার জন্য ফিতনা হিসেবে সেটাই যথেষ্ট।"

রাবি ইবনু খুসাইম (রহ.): সুফিয়ান বলেন, রাবি ইবনু খুসাইম সবসময় দৃষ্টি নামিয়ে রাখতেন। একবার কয়েকজন নারী তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি এমনভাবে মাথা নিচু করে রইলেন যে নারীরা ভাবল তিনি অন্ধ। তারা অন্ধত্ব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইল।

ইবনু মাসউদ (রা.) বলেছেন: "যেকোনো দৃষ্টিতেই শয়তানের একটা লোভ থাকে।"

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন: "পুরুষের মধ্যে শয়তান তিন জায়গায় থাকে: তার চোখে, অন্তরে আর লজ্জাস্থানে। নারীর মধ্যেও তিন জায়গায় থাকে: তার চোখে, অন্তরে আর নিতম্বে।"

"চোখের খেয়ানত" কী: আল্লাহর বাণী "তিনি চোখের খেয়ানত জানেন" (সূরা গাফির ৪০:১৯)-এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন:

"একজন লোক কয়েকজনের সঙ্গে বসে আছে। একজন নারী তাদের পাশ দিয়ে গেল। লোকটি সবাইকে দেখায় যে সে দৃষ্টি নামিয়ে রেখেছে। কিন্তু সঙ্গীরা অন্যমনস্ক হলেই সে নারীর দিকে তাকায়। আবার ধরা পড়ার ভয় হলে চোখ নামিয়ে নেয়। অথচ আল্লাহ তার অন্তর দেখছেন — সে মনে মনে চায় নারীর গোপন অঙ্গ দেখতে।"

আতা (রহ.) বলেছেন: "যে দৃষ্টি অন্তর কামনা করে, তাতে কোনো কল্যাণ নেই।"

আমর ইবনু মুররা (রহ.) (শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন) বলেছেন: "আমি চোখে দেখতে চাই না। আমার মনে পড়ে, যৌবনে আমি একবার (হারাম) দৃষ্টি দিয়েছিলাম।"

সুলাইমান (আ.) তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন: "বাবা, সিংহ আর কালো সাপের পেছনে হাঁটো, কিন্তু কোনো নারীর পেছনে হেঁটো না।"

হাসান বসরি (রহ.) বলেছেন: "যে চোখ ছেড়ে দেয়, তার আফসোস দীর্ঘ হয়।"

আলা ইবনু যিয়াদ (রহ.) বলেছেন: "কোনো নারীর চাদরের পেছনেও চোখ নিয়ে যেয়ো না। কারণ দৃষ্টি অন্তরে কামনা জাগায়।"

ইমাম আহমাদ (রহ.): আল-মারওয়াযি জিজ্ঞেস করলেন, "একজন লোক কি তার দাসীর দিকে তাকাতে পারে?" তিনি বললেন: "ফিতনার ভয় থাকলে তাকাবে না। কত দৃষ্টি তার মালিকের অন্তরে অস্থিরতা ঢেলে দিয়েছে!"

যুন-নুন মিসরি (রহ.) বলেছেন: "আড়চোখের চাহনি আফসোস রেখে যায়। এর শুরু দুঃখ, আর শেষ ধ্বংস। যে নিজের চোখের পেছনে চলে, সে নিজের মৃত্যুর পেছনে চলে।"

এক জ্ঞানী বলেছেন: "প্রেমের শুরু দৃষ্টি, যেমন আগুনের শুরু ফুলকি।"

একবার আলেকজান্ডারের দরবারে কয়েকজন দার্শনিক জড়ো হয়ে আলোচনা করছিলেন, দৃষ্টি থেকে কীভাবে ভালোবাসা জন্মায়। একজন বললেন: "দৃষ্টির শুরু দুঃখ, শেষ ধ্বংস।" আরেকজন বললেন: "যে চোখের কথা মানে, সে নিজের মৃত্যুর পেছনে চলে।"

তাওয়াফের ঘটনা: ফাদল ইবনু আসিম বলেন, এক ব্যক্তি কাবা তাওয়াফ করছিল। হঠাৎ তার চোখ পড়ল এক সুন্দরী, সুঠামদেহী নারীর ওপর। নারীটি তাকে ফিতনায় ফেলে দিল, তার অন্তর দখল করে নিল। তখন সে বলল:

কখনো ভাবিনি আল্লাহর পর্দাঘেরা ঘরের তাওয়াফে প্রেম আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। শেষে বিপদে পড়লাম — চাঁদের মতো ডাগর চোখের এক তরুণীর প্রেমে আমার অন্তর এলোমেলো হয়ে গেল। হায়, যদি তার চেহারা না দেখতাম! আল্লাহই জানেন, আমার চোখ আমাকে কী বিপদে ফেলল!

লেখকের উপদেশ: দৃষ্টি কীভাবে ধ্বংস ডেকে আনে

হে ভাই, আল্লাহ তোমাকে তাওফিক দিন, দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে সাবধান থাকো। কত ইবাদতকারীকে এটা ধ্বংস করেছে, কত দুনিয়াবিমুখ মানুষের সংকল্প ভেঙে দিয়েছে! এই কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় তুমি দৃষ্টির ফিতনার অনেক কাহিনি পাবে, সেগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ো।

নবী ﷺ-এর কথা "দৃষ্টি বিষাক্ত তীর"-এর অর্থটা ভেবে দেখো। তীর চুপিচুপি অন্তরে ঢুকে যায়, আর বাইরে তার প্রভাব দেখা দেওয়ার আগেই ভেতরে কাজ করতে থাকে। কাজেই দৃষ্টি থেকে সাবধান থাকো, কারণ এটাই সব বিপদের কারণ। তবে শুরুতেই এর চিকিৎসা সহজ। বারবার তাকালে অনিষ্ট শিকড় গেড়ে বসে, তখন চিকিৎসা কঠিন হয়ে যায়।

একটা উদাহরণ দিই: ধরো একটা ঘোড়া তার আরোহীকে নিয়ে একটা সরু গলির দিকে ঝুঁকে পড়ল। শরীরের কিছু অংশ গলিতে ঢুকেও গেল, আর জায়গা সরু বলে সেখানে ঘুরতে পারবে না। এখন আরোহীকে চিৎকার করে বলা হলো: "পুরোপুরি ঢোকার আগেই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনো!" যদি সে কথা শোনে আর ঘোড়াকে এক পা পেছনে নিয়ে আসে, তাহলে কাজটা সহজ। কিন্তু যদি দেরি করে, আর ঘোড়া পুরোটা ঢুকে যাওয়ার পর লেজ ধরে টানতে শুরু করে, তবে তার কষ্ট হবে দীর্ঘ, হয়তো ফেরাতে পারবেই না।

দৃষ্টিও ঠিক এমন। যখন কোনো দৃষ্টি অন্তরে দাগ কাটে, বুদ্ধিমান মানুষ যদি সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নেয় আর গোড়াতেই এর খোরাক কেটে দেয়, তবে চিকিৎসা সহজ। কিন্তু যদি বারবার তাকায়, তাহলে সে চেহারার সৌন্দর্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, আর তা এক খালি অন্তরে নিয়ে গিয়ে খোদাই করে দেয়। যত দৃষ্টি চলতে থাকে, তা যেন পানি, যা দিয়ে গাছে সেচ দেওয়া হচ্ছে। গাছটা বাড়তেই থাকে। শেষে অন্তর নষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহর আদেশ নিয়ে ভাবা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মানুষকে বিপদে টেনে নিয়ে যায়, হারাম কাজে লিপ্ত করে, আর ধ্বংসে ফেলে দেয়।

শুরুতেই, না দেরিতে

শুরুতেই ফেরালে	দেরি করলে
ঘোড়াকে এক পা পেছনে আনলে কাজ সহজ	পুরো ঢুকে যাওয়ার পর লেজ টানলে কষ্ট দীর্ঘ
সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামালে চিকিৎসা সহজ	বারবার তাকালে অন্তর নষ্ট হয়ে যায়
গোড়াতেই খোরাক কেটে দেওয়া	খুঁটিয়ে দেখে অন্তরে খোদাই করা

লেখকের ঘোড়ার উদাহরণ অনুযায়ী

এই ধ্বংসের কারণ হলো: প্রথম দৃষ্টিতে সে মজা পেয়েছিল। তারপর বিষয়টাকে হালকা মনে করে মজার খোঁজে বারবার তাকিয়েছে। যে জিনিসকে সে তুচ্ছ ভেবেছিল, সেটাই শেষে তাকে ধ্বংস করল। যদি প্রথম দৃষ্টিতেই চোখ নামিয়ে নিত, তবে বাকি জীবন নিরাপদ থাকত।

ধ্বংসের কারণ

- ১ প্রথম দৃষ্টি
সে মজা পেয়েছিল
- ২ হালকা ভাবা
মজার খোঁজে বারবার তাকিয়েছে
- ৩ তুচ্ছ ভাবা জিনিস
শেষে সেটাই তাকে ধ্বংস করল
- ৪ যদি প্রথমেই নামাত
বাকি জীবন নিরাপদ থাকত

লেখকের উপদেশ অনুযায়ী

পরিচ্ছেদ: দৃষ্টির বিপদ নিয়ে কবিদের কথা (বাছাই করা)

দৃষ্টির কারণে মানুষের ওপর যে বিপদ নেমেছে, কবিরা তা নিয়ে অনেক লিখেছেন।

ফারায়দাক:

সে তার কাছ থেকে একটা দৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে গেল, সেই দৃষ্টি তার অন্তর আর অবশিষ্ট রাখল না — অথচ সে টেরও পেল না কী নিয়ে গেল। অস্ত্র ছাড়া এমন নিহত আর এমন হত্যাকারী আমি আর দেখিনি।

ইবরাহিম ইবনুল আব্বাস আস-সুলি:

কারো বিপদ আসে শত্রু বা হিংস্রকের দিক থেকে, আমার বিপদ এসেছে আমার চোখ আর অন্তর থেকে। দুজনে পালা করে আমাকে আক্রমণ করেছে — আগে একটা দৃষ্টি, তারপর একটা চিন্তা। আমার ঘুমও রাখেনি, বুদ্ধিও রাখেনি।

এক বেদুইন, ইসমাইল ইবনু আম্মার (আঙুল মোচড়াতে মোচড়াতে আফসোস করছিল; কারণ জিজ্ঞেস করলে বলল):

আমার দুই চোখ অলক্ষুণে, ধিক তাদের! আর অন্তর দিশেহারা, তাদের কারণেই বিপদে পড়েছে। ওরাই অন্তরকে প্রেম চিনিয়েছে — হায়, তার আগেই যদি ওদের হারাতাম! ওরাই আমাকে মরণের দিকে টেনে নিয়েছে, আর ওদের অশ্রুই আমার গোপন কথা ফাঁস করেছে। এই বিপদের কারণ ওরা ছাড়া আর কেউ নয়।

অন্তর আর চোখের ঝগড়া (আদ-দাওলাবি):

অন্তর চোখকে বলে: "তুমিই আমার অসুখ জাগিয়েছ।" চোখ বলে: "অন্তরই আমাকে কাঁদিয়েছে।" আর দেহ সাক্ষ্য দেয়: "চোখ মিথ্যা বলছে, চোখই অন্তরের বিপদ জাগিয়ে তুলেছে।"

আবু তাহির আল-বাগদাদি (তাঁর ওয়াজের মজলিসে আবৃত্তি করতেন):

দেহকে শীর্ণ দেখে অন্তরকে তিরস্কার করলাম, অন্তর দোষ চাপাল চোখের ঘাড়: "তুমিই তো দূত ছিলে!" চোখ অন্তরকে বলল: "না, তুমিই তো ছিলে আসল কর্তা!" আমি বললাম: "দুজনেই থামো — তোমরা দুজন মিলে আমাকে মেরে

ফেলেছ।"

ইস্পাহানের এক গায়ক যা গাইত:

হে আল্লাহর বান্দারা, আমার কথা শোনো, সুন্দর চেহারার দিকে তাকানো থেকে সরে থাকো। কারণ প্রেমের শেষ মৃত্যু, আর তার শুরু দেখতে ঠাট্টার মতো।

আব্দুল মুহসিন আস-সুরি:

তুমি দৃষ্টি দিয়ে প্রেমের চারা লাগিয়েছিলে, তারপর তাকে তুচ্ছ ভেবে অবহেলায় ফেলে রেখেছিলে, নিশ্চিত মনে। টেরও পাওনি, কখন তার গাছগুলো ফলে ভরে গেল, আর বিচ্ছেদের গরম হাওয়া বইতে শুরু করল। এখন তুমি দূরে চলে যাওয়া ধৈর্যকে ডাকছ, আর পালিয়ে যাওয়া ঘুমকে কাছে টানতে চাইছ।

তিনি আরও বলেছেন:

মানুষ যতদিন চোখ নিয়ে এদিক-সেদিক তাকায়, ততদিন সে বিপদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকে। যা তার চোখকে খুশি করে, তা-ই তার প্রাণকে কষ্ট দেয় — যে খুশি শেষে ক্ষতি নিয়ে ফেরে, তাকে স্বাগতম নয়।

উযির আবু শুজা:

চোখকে শাস্তি দেব — তা অশ্রু ঝরাক বা রক্ত, ভাবব না। তার মিষ্টি ঘুম কেড়ে নেব, যতক্ষণ না ঘুম তার জন্য হারাম হয়ে যায়। সে আমার রক্ত ঝরিয়েছে, আমি তার অশ্রু ঝরাব — সে-ই তো শুরু করেছিল, সে-ই বড় অপরাধী। সে-ই আমাকে ফিতনার জালে ফেলেছে; সে না তাকালে আমি নিরাপদ থাকতাম।

ইবনুল হারিরি (মাকামাতের লেখক):

চোখ খুলে দেখো, প্রতিটা বিদ্যুৎ-চমকের পেছনে ছোটো না — অনেক বিদ্যুতের মধ্যেই থাকে মরণের বজ্রপাত। চোখ নামিয়ে রাখো, এমন প্রেম থেকে বাঁচবে, যাতে তোমাকে অপমান আর লজ্জার পোশাক পরতে হয়। যুবকের বিপদ হলো নফসের কথা মেনে চলা, আর প্রেমের শুরু হলো চোখের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

পরিচ্ছেদ: "আরেকবার দেখলে হয়তো মন সরে যাবে" — এই যুক্তির জবাব

এই বিপদে পড়া এক ব্যক্তি একদিন আমাকে বলল: "আপনার কাছে দৃষ্টি হারাম হওয়ার কথা শুনেছি, আর আপনি দৃষ্টি থেকে খুব কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। আমি একদিন এক নারীর দিকে একবার তাকিয়েছিলাম, তারপর তার প্রেমে পড়ে গেছি, আর আমার আকর্ষণ খুব বেড়ে গেছে। এখন নফস আমাকে বলছে: 'তুমি এমন এক জিনিসের কারণে বড় বিপদে আছ, যার ব্যাপারে তুমি নিশ্চিতও নও। প্রথম দেখায় মানুষকে ভালো করে চেনা যায় না। আরেকবার দেখলে হয়তো ভালো করে দেখে মন সরে যাবে।' এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?"

আমি তাকে বললাম, চারটি কারণে এটা ঠিক নয়:

প্রথম কারণ: এটা হালাল নয়।

দ্বিতীয় কারণ: যদি তুমি আবার তাকাও, তবে সম্ভবত তোমার ভেতরে যা আছে তা আরও শক্ত হবে। প্রথম দেখাতেই যে তোমাকে অভিভূত করেছে, সে স্পষ্টতই সুন্দর। কাজেই এই ঝুঁকি নিয়ে বিষয়টাকে নিজের ওপর আরও পাকা করা ঠিক নয়। হয়তো দেখবে সে তোমার ধারণার চেয়েও সুন্দর, তখন তোমার যন্ত্রণা আরও বাড়বে।

তৃতীয় কারণ: তুমি যখন এই দৃষ্টির ইচ্ছা করবে, ইবলিস তখন পুরো প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, যাতে যা সুন্দর নয় তাকেও তোমার চোখে সুন্দর করে দেখাতে পারে। আর তখন তুমি (আল্লাহর) সাহায্য পাবে না। কারণ যখন তুমি শরিয়তের আদেশ মানা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তখন সাহায্যও তোমাকে ছেড়ে যায়।

চতুর্থ কারণ: তুমি এখন এমন এক অবস্থায় আছ, যেখানে একটা প্রিয় জিনিস ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে লেনদেন করছ। অথচ তুমি চাইছ ভালো করে দেখে নিতে, যাতে দেখা মানুষটি পছন্দ না হলে তাকে ছেড়ে দিতে পারো। তাহলে তো ছেড়ে দেওয়াটা হবে তোমার পছন্দ হয়নি বলে, আল্লাহর জন্য নয়!

তাহলে প্রিয় জিনিস ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে লেনদেন কোথায় রইল? অথচ আল্লাহ বলেছেন: "আর তারা খাবারের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও (অন্যকে) খাওয়ায়" (সূরা দাহর ৭৬:৮), এবং "তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস থেকে ব্যয় করো" (সূরা আলে ইমরান ৩:৯২)। কাজেই সাবধান! সাবধান!

◆ চার কারণে ঠিক নয়

আরেকবার দেখলে মন সরবে — এই যুক্তি

প্রথম কারণ

এটা হালাল নয়

দ্বিতীয় কারণ

সম্ভবত ভেতরের জিনিস আরও শক্ত হবে

তৃতীয় কারণ

ইবলিস পুরো প্রস্তুতি নেয়, সাহায্যও পাবে না

চতুর্থ কারণ

পছন্দ না হওয়ায় ছাড়া, আল্লাহর জন্য নয়

লেখকের জবাব

◆ এক নজরে

- ★ দুই চোখও যিনা করে, আর তাদের যিনা হলো দেখা
- ★ দৃষ্টি থেকে সাবধান থাকো; শুরুতেই এর চিকিৎসা সহজ
- ★ বারবার তাকালে অনিষ্ট শিকড় গেড়ে বসে, চিকিৎসা কঠিন হয়
- ★ প্রথম দৃষ্টিতেই চোখ নামালে বাকি জীবন নিরাপদ থাকত
- ★ আরেকবার দেখলে মন সরবে, এই যুক্তি লেখকের মতে চার কারণে ঠিক নয়
- ★ প্রথম কারণ: এটা হালাল নয়

◆ যাচাই করুন

1. হাদিসে দুই চোখের যিনা কী?

ক. শোনা

খ. দেখা

গ. বলা

2. ঘোড়ার উদাহরণে কখন ফেরানো সহজ?

ক. ঘোড়া পুরোটা ঢুকে যাওয়ার পর

খ. পুরোটা ঢোকার আগেই ফিরিয়ে আনলে

গ. কখনোই সহজ নয়

3. লেখকের মতে ধ্বংসের কারণ কী?

ক. প্রথম দৃষ্টিতেই চোখ নামিয়ে নেওয়া

খ. মজার খোঁজে বারবার তাকানো

গ. দৃষ্টি নামিয়ে রাখা

4. আরেকবার দেখলে মন সরবে, এই যুক্তির জবাবে প্রথম কারণ কী?

ক. এটা হালাল নয়

খ. এটা কঠিন কাজ

গ. এতে সময় নষ্ট হয়

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক

অধ্যায় ১৩ সমাপ্ত

পর্ব ২ · অধ্যায় ১৪

দাড়িহীন কিশোর (আমরাদ/হাদাস)-দের দিকে তাকানো ও তাদের সাহচর্যে বসার নিষেধাজ্ঞা

অধ্যায় ১৪

অনুবাদ প্রসঙ্গে

কাহিনি, স্বপ্ন ও বুজুর্গদের উক্তি শরিয়তের দলিল নয় — উপদেশ হিসেবে পড়ুন। এই অধ্যায়ের কয়েকটি কবিতা ও কিছু অশোভন গল্প সংক্ষেপ করা হয়েছে; কী বাদ গেছে তা জায়গামতো লেখা আছে।

জেনে রাখুন (আল্লাহ আপনাকে তাওফিক দিন), এটি ফিতনার সবচেয়ে বড় দরজাগুলোর একটি, অথচ অনেক মানুষ এ বিষয়ে সতর্কতা অবহেলা করে। শয়তান বান্দার কাছে ঠিক সেই পথ দিয়েই ঢোকে যেখানে সে ঢুকতে পারে, এবং ধাপে ধাপে তাকে ফিতনার শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে যায়। সে আবেদের কাছে এসে প্রথমই যিনাকে সুন্দর করে দেখায় না; সে আগে দৃষ্টিকে সুন্দর করে দেখায়।

আবেদ ও আলেম পরনারীর দিকে তাকানোর দরজা নিজেদের ওপর বন্ধ করে রেখেছেন, কারণ নারীরা তাদের সাহচর্য থেকে দূরে এবং তাদের সাথে মেলামেশা অসম্ভব। কিন্তু কিশোর ছেলেরা তাদের সাথে মেলামেশা করে। তাই সে ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা উচিত। কত পা এতে পিছলে গেছে! কত দৃঢ় সংকল্প এতে খুলে গেছে! যে-ই এই ফিতনার কাছে গেছে, খুব কম লোকই তাতে পড়া থেকে রেহাই পেয়েছে।

এই উম্মতের সালাফ সতর্কতার পথেই চলেছেন এবং ইমামগণ এ বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন।

বর্ণনা ও সালাফের উক্তি

- আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত: "রাজপুত্রদের সাথে বসো না, কারণ নফস তাদের প্রতি এমন আকর্ষণ অনুভব করে, যা সদ্য বয়ঃপ্রাপ্ত দাসীদের প্রতিও করে না।" (এই বর্ণনার সনদ দুর্বল বলে পরিচিত — সতর্কতামূলক উপদেশ হিসেবে পড়ুন।)
- শা'বি থেকে: আবদুল কায়সের প্রতিনিধিদল রাসূল ﷺ-এর কাছে এল। তাদের সাথে অত্যন্ত সুদর্শন এক দাড়িহীন কিশোর ছিল। রাসূল ﷺ তাকে নিজের পেছনে বসালেন এবং বললেন, "দাউদের গুনাহ ছিল (অবৈধ) দৃষ্টি।" (এটি মুরসাল ও দুর্বল বর্ণনা; কারণ, নবীদের গুনাহ-সংক্রান্ত এই বক্তব্য ইসরাইলি বর্ণনার প্রভাবিতও হতে পারে।)
- আবু হুরায়রা (রা.): রাসূল ﷺ দাড়িহীন কিশোরের দিকে একদৃষ্টে তাকাতে নিষেধ করেছেন। (সনদ দুর্বল।)
- কয়েকজন প্রবীণ তাবেয়ি: তারা অপছন্দ করতেন কেউ সুদর্শন কিশোরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুক। একজন বলেছেন: "দাড়িহীন কিশোরের কাছে বসা নিয়ে আমি ইবাদতকারীর ব্যাপারে হিংস্র বাঘের চেয়েও বেশি ভয় পাই।"
- হাসান ইবনে যাকওয়ান: "ধনীদের সন্তানদের সাথে বসো না; তাদের চেহারা নারীদের মতো, তারা কুমারীদের চেয়েও বড় ফিতনা।"
- নাজিব ইবনুস সারি: "বলা হতো: কেউ যেন কিশোরদের সাথে এক ঘরে রাত না কাটায়।"
- সাদ্দ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.): "যখন কোনো লোককে দাড়িহীন ছেলের দিকে একনাগাড়ে তাকাতে দেখো, তাকে সন্দেহ করো।"
- ইবরাহিম আন-নাখয়ি: "তারা রাজপুত্রদের সাথে বসাকে অপছন্দ করতেন। সে বলত: তাদের সাথে বসা ফিতনা, তারা তো নারীদের স্থানে।"
- ইবনু আবিস সাযিব: "একজন কারী (কুরআন-পাঠক)-এর ব্যাপারে আমি একজন দাড়িহীন কিশোর নিয়ে যতটা ভয় পাই, সত্তরজন কুমারী নিয়েও তা পাই না।" (আরেক বর্ণনায়: ইবাদতকারীর ব্যাপারে।)
- সুফিয়ান সাওরি (রহ.): কোনো দাড়িহীন কিশোরকে নিজের কাছে বসতে দিতেন না।

মুহাদ্দিসদের সতর্কতার দুটি ঘটনা

১. আহমদ ইবনে সালিহ আল-মিসরি (রহ.): তিনি হাদিসের হাফেজ ও ইমাম আহমদের প্রশংসাভাজন ছিলেন (বুখারি, আবু দাউদ প্রমুখ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন)। দাড়িওয়ালা ছাড়া কাউকে হাদিস শোনাতেন না এবং দাড়িহীন কাউকে মজলিসে থাকতে

দিতেন না। আবু দাউদ সিজিস্তানি তাঁর ছেলেকে নিয়ে এলে তিনি আপত্তি করলেন। আবু দাউদ বললেন, "সে দাড়িহীন হলেও দাড়িওয়ালাদের চেয়ে ভালো হিফজ করে; যা ইচ্ছা পরীক্ষা করুন।" তিনি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলেন এবং শোনালেন — এই কিশোর ছাড়া আর কোনো দাড়িহীনকে তিনি হাদিস শোনাননি। (অন্য বর্ণনায় আছে, আবু দাউদ ছেলের চিবুকে কৃত্রিম দাড়ি লাগিয়ে এনেছিলেন; ধরা পড়লে তিনি ছেলেকে ফকিহদের সামনে পরীক্ষা করতে বললেন, সে সবাইকে বুঝে হারিয়ে দিল।)

২. হিশাম ইবনে আম্মার ও ইমাম মালিক: মালিক (রহ.) দাড়িহীনদের তাঁর মজলিসে ঢুকতে দিতেন না। হিশাম ভিড়ের আড়ালে লুকিয়ে ঢুকে ষোলোটি হাদিস শুনলেন। মালিক জানতে পেরে তাকে ষোলো কোড়া মারলেন। হিশাম বললেন, "হায়, আমি যদি একশো হাদিস শুনতাম আর একশো কোড়া খেতাম!"

ইয়াহিয়া ইবনে মাইন (রহ.): "কোনো দাড়িহীন কিশোর কখনো আমার সঙ্গী হওয়ার আশা করেনি, আহমদ ইবনে হাম্বলেরও পথে না।"

সালফের সতর্কতা

সালফের সতর্কতা

কয়েকজন প্রবীণ তবেয়ি

সুদর্শন কিশোরের দিকে একদৃষ্টে তাকানো
অপছন্দ করতেন

সাদ্দ ইবনুল মুসাইয়্যিব

একনাগাড়ে তাকাতে দেখলে তাকে সন্দেহ
করো

সুফিয়ান সাওরি

কিশোরকে নিজের কাছে বসতে দিতেন না

মালিক (রহ.)

দাড়িহীনদের মজলিসে ঢুকতে দিতেন না

ইয়াহিয়া ইবনে মাইন

কোনো কিশোর সঙ্গী হওয়ার আশা করেনি

আহমদ ইবনে হাম্বল

আর কখনো একে সাথে এনো না

ফাতহ আল-মাওসিলি

ত্রিশজন শায়খের একই উপদেশ: মেলামেশা
থেকে বাঁচো

বর্ণনাকারীদের ভাষায়

বিশর আল-হাফির ঘটনা (বর্ণনা: ইয়াকুব ইবনে সাওয়াক)

আমরা আবু নাসর ইবনুল হারিসের কাছে ছিলাম। এক পরমা সুন্দরী মেয়ে এসে বলল, "হে শায়খ, বাবে হারব কোথায়?" তিনি জবাব দিলেন। তারপর এল এক অত্যন্ত সুদর্শন কিশোর, একই প্রশ্ন করল; তিনি মাথা নিচু করলেন, সে আবার জিজ্ঞাসা করল, তিনি চোখ বন্ধ করলেন। আমরা কিশোরকে বললাম, "কী চাও?" সে বলল, "বাবে হারব।" আমরা দেখিয়ে দিলাম। সে চলে গেলে আমরা বললাম, "হে আবু নাসর, দাসীর সাথে কথা বললেন, আর ছেলেটির সাথে বললেন না?" তিনি বললেন, "সুফিয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত আছে — নারীর সাথে একটি শয়তান থাকে, আর কিশোরের সাথে দুটি। তাই আমি আমার জন্য তার দুই শয়তানকে ভয় পেয়েছি।"

বিশর আল-হাফি: "এই কিশোরদের থেকে সতর্ক থাকো।"

আবুল আব্বাস ইবনে আহমদ আল-মুআদ্বি (আবু আলী রুযবারিকে): "আমাদের যুগের সুফিরা কোথা থেকে কিশোরদের সাথে ঘনিষ্ঠতা নিয়েছে?" আবু আলী বললেন, "আপনি তাদের সম্পর্কে বেশি জানেন; অনেক ব্যাপারে তাদের সাথে নিরাপত্তাও থাকে।" তিনি বললেন, "অসম্ভব! আমরা এমন লোক দেখেছি যারা তাদের চেয়েও ঈমানে শক্তিশালী, তারা কিশোরকে আসতে দেখলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের মতো পালিয়ে যেত। আসলে এটা নির্ভর করে সময়ের ওপর, যখন অবস্থা মানুষকে স্বভাবের নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে নেয়। কত বিপদ! কত ভুল!"

জুনাইদ (রহ.): এক লোক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে এল, সঙ্গে সুদর্শন কিশোর। আহমদ বললেন, "কে?" সে বলল, "আমার ছেলে।" আহমদ বললেন, "আর কখনো একে সাথে এনো না।" সে উঠে গেলে কেউ বলল, "আল্লাহ শায়খকে সাহায্য করুন, লোকটি সৎ, তার ছেলে তার চেয়েও ভালো।" আহমদ বললেন, "যে বিষয়ে আমরা এই অধ্যায়ে সতর্ক করছি, তাদের সততা তা থেকে বাধা দেয় না। আমাদের শায়খদের এমনই দেখেছি এবং তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীদের থেকে এভাবে জানিয়েছেন।"

আরেক বর্ণনায়: হাসান আল-বায়যায় এক সুদর্শন কিশোর সঙ্গে নিয়ে আহমদের কাছে এলেন। আহমদ বললেন, "হে আবু আলী, এই ছেলের সাথে রাস্তায় হেঁটো না।" তিনি বললেন, "সে আমার বোনের ছেলে।" আহমদ বললেন, "তবুও না; মানুষকে তোমার ব্যাপারে গুনাহগার করো না।" (অর্থাৎ তারা তোমাকে নিয়ে মন্দ ধারণা করে গুনাহে পড়বে।)

ফাতহ আল-মাওসিলি: "আমি ত্রিশজন শায়খের সাহচর্যে ছিলাম, যাদের 'আবদাল' গণ্য করা হতো। বিদায়ের সময় তাঁরা সবাই আমাকে একই উপদেশ দিয়েছেন: কিশোরদের সাথে মেলামেশা থেকে বাঁচো।"

আবু উসামা: আমরা এক শায়খের কাছে ছিলাম, তখন এক ছেলে তাঁর কাছে পাঠ করছিল। আমি উঠতে চাইলে তিনি আমার হাত ধরে বললেন, "এই ছেলেটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকো" — তিনি ছেলেটির সাথে একা থাকা অপছন্দ করছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন (ইয়াহিয়া ইবনে মাইনের সঙ্গী): চল্লিশ বছর আকাশের দিকে মাথা তোলেননি বলে লোকে বলত। আমাদের সাথে এক কিশোর তাঁর সামনে বসেছিল, তিনি বললেন, "আমার সামনে থেকে উঠো," এবং তাকে পেছনে বসালেন।

মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ আদ-দিমাশকি (আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দাদের একজন): আবু হামযা বলেন — তিনি এক সুন্দর কিশোরকে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলেন; তাঁকে বাড়িতে বয়ে নেওয়া হলো, অসুখে পড়ে পা অচল হয়ে গেল। আমরা তাঁকে দেখতে যেতাম, তিনি কিছু বলতেন না। লোকেরা তাঁর দৃষ্টির কথা বলাবলি করত। ছেলেটি এই খবর শুনে তাঁকে দেখতে এল। তিনি খুশি হয়ে হাসলেন এবং ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন। ছেলেটি একদিন তাঁকে বাড়িতে আসতে বলল, তিনি অস্বীকার করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন অপছন্দ?" তিনি বললেন, "আমি তো বালা-মুসিবত থেকে নিষ্পাপ নই, ফিতনা থেকেও নিরাপদ নই। আমার ভয় হয়, শয়তান আমার ওপর কোনো পরীক্ষা চাপিয়ে দেবে, আমার ও তার মধ্যে অবাধ্যতা ঘটবে আর আমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হব।"

স্বপ্নে ইবলিস (দলিল নয় — শিক্ষামূলক বর্ণনা)

- আল-মুহতারিক আল-বাসরি: স্বপ্নে ইবলিসকে বললাম, "আমরা দুনিয়া, তার স্বাদ ও সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, তোমার আমাদের পর্যন্ত পথ নেই।" সে বলল, "গান শোনা আর কিশোরদের সাথে মেলামেশা দিয়ে তোমাদের অন্তর কীভাবে জয় করেছে, দেখলে না?"
- আবু সাঈদ আল-জায়যার: স্বপ্নে ইবলিসকে বললাম, "এসো।" সে বলল, "তোমাদের সাথে আমার কী কাজ? যা দিয়ে আমি মানুষকে ধোঁকা দিই — দুনিয়া — তা তোমরা নিজেদের থেকে ছুড়ে ফেলেছ।" যাওয়ার সময় ফিরে বলল, "তবে তোমাদের মধ্যে আমার একটা সূক্ষ্ম অস্ত্র আছে: কিশোরদের সাহচর্য।" আবু সাঈদ বললেন: "সুফিদের খুব কম লোকই এ থেকে বাঁচে।"
- ইউসুফ ইবনুল হুসাইন: "আমি সৃষ্টির প্রান্তগুলোতে তাকিয়ে বুঝেছি তারা কোথা থেকে ধ্বংস হয়। সুফিদের বিপদ — কিশোরদের সাহচর্য, বিপরীতধর্মী (বিপজ্জনক) লোকদের সাথে মেলামেশা, নারীদের সাথে নমনীয়তা। আমাকে যা করতে দেখো সবই করো, শুধু কিশোরদের সাহচর্য ছাড়া — সেটি ফিতনার বিপদ।"
- সাল্লাম আল-আসওয়াদ: একজনকে কিশোরের দিকে তাকাতে দেখে বললেন, "ভাই, আল্লাহর কাছে তোমার মর্যাদা বাঁচাও। যতদিন তুমি তাঁকে সম্মান করবে ততদিন তোমার মর্যাদা থাকবে।"
- আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আফলাহ: একবার এক সুদর্শন কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে দুআ করলেন: "এটি এমন গুনাহ, যা থেকে আমি তোমার কাছে তাওবা করছি ও ফিরে আসছি; আমাকে সেই অনুগ্রহ ফিরিয়ে দাও যা তোমার কাছ থেকে চিরকাল পেয়েছি।"
- মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ: সুন্দর কিশোর দেখে দুআ করলেন: "হে সৃষ্টিকর্তা! আপনার ইচ্ছায় যা চেয়েছেন তা-ই সৃষ্টি করেছেন। আমার এই দৃষ্টির কারণে শয়তানকে আমার অন্তরের ওপর কোনো পথ দেবেন না। কী বিপদ এ সৌন্দর্যের!"
- মুজাফফর আল-কিরমিসিনি: "যে নিরাপত্তা ও কল্যাণকামনার শর্তে কিশোরদের সঙ্গে চলে, তাও তাকে বিপদে ফেলে; তাহলে নিরাপত্তা ছাড়া চললে কী হবে?"
- আবু মানসুর আবদুল কাহির: "যে কিশোরদের (আহদাস) সাথে থাকে, সে (বিপদ/ঘটনা অর্থেও) আহদাসে পড়ে।"
- আবু সাহল: "এই উম্মতে এমন লোক আসবে যাদের লুতপন্থী বলা হবে, তিন শ্রেণির: যারা তাকিয়ে দেখে, যারা হাত মেলায়, আর যারা সেই কাজ করে।"
- ইবরাহিম আল-হারবি: "তোমাদের সন্তানদের খারাপ সঙ্গী থেকে বাঁচাও, বিপদে ডুবিয়ে রাঙানোর আগে — যেভাবে কাপড় রঙে ডুবানো হয়।" আরও বললেন: "ছেলেদের প্রথম নষ্টামি একে অপরের কাছ থেকে।"
- শিবলি (রহ.) বাগদাদের মসজিদে লোকজনের মধ্যে ছিলেন; তখন বাগদাদের সবচেয়ে সুদর্শন এক ছেলে (ইবনে মুসলিম) এসে দাঁড়াল। তিনি তিনবার বললেন, "সরে যাও।" সে না সরলে বললেন, "আল্লাহর কসম, সরে না গেলে তোমার সব কাপড় ছিঁড়ে দেব।"

অনুচ্ছেদ: অনেক ভালো মানুষও এ ফিতনায় পড়েছেন

এই অংশে ইবনুল জাওযি ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম (বিচারক), মুহাম্মদ ইবনে দাউদ আল-ইসফাহানি প্রমুখ কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির এই বিষয়ে নিন্দা ও প্রেমকাহিনি এনেছেন। এর প্রায় সবটাই আমি সংক্ষিপ্ত করেছি, কারণ এতে কিশোর-প্রেমের কবিতা, তাদের সৌন্দর্যবর্ণনা এবং ইয়াহিয়া ইবনে আকসামের বিরুদ্ধে সমকামিতার অভিযোগ আছে — সেসব বিস্তারিত অনুবাদ করা উপকারী মনে করিনি। সারকথা:

- ইয়াহিয়া ইবনে আকসাম (বিচারপতি): কিশোরদের প্রতি তাঁর দুর্বলতার জন্য কুখ্যাত হয়ে পড়েন; খলিফা মামুন তাঁকে এ নিয়ে তিরস্কার করেন। ইবনুল জাওযি বলেন: "দেখুন এই বেচারার দিকে! প্রচুর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই কুখ্যাতি তাঁর নামে ছড়িয়ে গেল, এমনকি পরবর্তী এক বিচারপতিকে অপসারণের পর মানুষ বলল, 'আপনি আমাদের সম্পদের ব্যাপারে সং ছিলেন,' তিনি জবাব দিলেন, 'আর আপনাদের সন্তানদের ব্যাপারেও' — ইয়াহিয়াকে ইঙ্গিত করে।" (এসব অভিযোগ ঐতিহাসিক বর্ণনা; এগুলো সত্য কি না, তা এখানে যাচাই করা হয়নি।)
- আবদুল্লাহ ইবনে মুসা (সুফি নেতা): এক কিশোরকে বাজারে দেখে এত আসক্ত হলেন যে বুদ্ধি প্রায় হারিয়ে ফেললেন; প্রতিদিন তার পথে দাঁড়িয়ে থাকতেন, শেষে চলাফেরা অক্ষম হয়ে পড়লেন। আবু হামযা তাঁকে দেখতে গেলে তিনি কেঁদে বললেন: "অনেক গুনাহকে মানুষ ছোট মনে করে, অথচ তা আল্লাহর কাছে সাবির পাহাড়ের চেয়েও বড়। যে হারাম দৃষ্টিতে জড়ায়, তার দীর্ঘ অসুস্থতা প্রাপ্য। আমার ভয় হয়, জাহান্নামে আমার দুর্ভোগ দীর্ঘ হবে।"
- মুহাম্মদ ইবনে দাউদ আল-ইসফাহানি (জাহিরি ফকিহ, 'কিতাবুয যাহরা'-র লেখক): অসাধারণ সুন্দর এক ছেলের প্রেমে পড়েছিলেন এবং এ নিয়ে প্রেমকাব্য রচনা করেন। মৃত্যুশয্যায্য নারফতাওয়াইহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন (তাকে পেতে) এগোননি?" তিনি বললেন, "বৈধ দৃষ্টি আমার এই দশা করেছে; আর নিষিদ্ধ স্বাদ থেকে আমাকে ফিরিয়েছে এই হাদিস: 'যে প্রেমে পড়ল, তা গোপন রাখল, পবিত্র থাকল ও ধৈর্য ধরল — আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন ও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'"

ইবনুল জাওযির মন্তব্য: (ক) এই হাদিসটি সহিহ নয় — আলেমদের মতে সনদ দুর্বল/ভিত্তিহীন; ইবনুল জাওযি নিজেও অন্যত্র এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। (খ) ইবনে দাউদ "বৈধ দৃষ্টি" বলে যা বোঝালেন, তা ভুল: কামনাসহ বা কামনার আশঙ্কাসহ দাড়িহীন কিশোরের দিকে তাকানো বৈধ নয়। যার স্বভাব সুস্থ, তার কামনা থাকেই; যে দাবি করে সে কামনাহীন, সে মিথ্যাবাদী; আর যদি সত্যিই কামনাহীন হয়, তবে সে মানুষ নয়, পশু। ইবনে দাউদ নিজেকে যুক্তির ভুলে ফেলেছিলেন — "ফাহেশা ছাড়া কিছু হারাম নয়" ভেবে — আর তাতেই তাঁর পতন, এমনকি ইবনু সুরাইজ তাঁর সাথে বিতর্কে বলতেন, "ইবনে দাউদ, আপনার 'যাহরা' কিতাব মনে করুন!" তিনি যদি প্রথমেই দৃষ্টি নামিয়ে নিতেন, রক্ষা পেতেন।

- ইবনে দাউদের এক অদ্ভুত ঘটনা: তিনি প্রতিদিন মসজিদে একটি বিশেষ দরজা দিয়ে ঢুকতেন। একদিন তা বদলালেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, "গত শুক্রবার সেই দরজায় দুই তরুণকে পরস্পরের সান্নিধ্যে খুশি অবস্থায় কথা বলতে দেখলাম। আমাকে দেখে বলল, 'আবু বকর এসে গেছেন,' এবং আলাদা হয়ে গেল। আমি নিজের ওপর ঠিক করলাম, যে দরজায় আমি দুই প্রিয়জনকে আলাদা করেছি, সেখান দিয়ে আর ঢুকব না।"

অনুচ্ছেদ: "দাড়ি উঠছে, এখন তো সে আর আমরাদ নয়" — এই ব্যাখ্যা প্রতারণা

নফস কখনো এমন ব্যাখ্যা বানায়: "এই ছেলের গালে তো রেখা উঠে গেছে, সে এখন পুরুষ, তার সাথে থাকা দোষের কিছু না।" এ ব্যাখ্যা আসে নিজের হাওয়ার কারণে। তাকে বলা হয়: "আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাবরক্ষক হিসেবে যথেষ্ট।" যদি তার প্রতি তোমার টান থাকে, তাকে দেখে তুমি স্বাদ পাও, তবে তার হুকুম আমরাদের মতোই — কারণ কারণটা এখানেও বিদ্যমান। কেউ যদি দুই মাসের শিশুকে দেখে স্বাদ পায়, তবে তার দিকে তাকানো বৈধ নয় — পঞ্চাশ বছরের লোকের ক্ষেত্রেও একই কথা। আয়েশা (রা.)-এর উক্তি স্মরণ করুন: কয়েকজন নারী নেশাকর জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের কেউ যদি ভাবে তার কলসির পানিও তাকে মাতাল করবে, সে যেন তা পান না করে।"

◆ দাড়ি উঠছে — ব্যাখ্যা ও জবাব

নফসের ব্যাখ্যা	লেখকের জবাব
সে এখন আর আমরাদ নয়	এ ব্যাখ্যা আসে নিজের হাওয়ার কারণে
তার সাথে থাকা দোষের কিছু না	টান থাকলে, স্বাদ পেলে হুকুম আমরাদের মতোই
গালে রেখা উঠে গেছে, সে এখন পুরুষ	টান থাকলে কারণটা এখানেও বিদ্যমান

কিশোরদের অনেকের চেহারায় স্নান দাড়ির রেখা উঠলে সৌন্দর্য আরও বেড়ে যায়; তাদের নিয়েও অনেকে ফিতনায় পড়েছে। (এখানে ইবনুল জাওযি ইবনে দাউদের কয়েকটি প্রেমকবিতা ও সৌন্দর্যবর্ণনা এনেছেন; আমি তা বাদ দিয়েছি।)

উমর (রা.) ও নাসর ইবনে হাজ্জাজ — সতর্কতা ও ফিতনার প্রতিকার

(বর্ণনার সনদ দুর্বল বলে আলেমরা মন্তব্য করেছেন; তবু ঘটনাটি আলোচনার জন্য সুপরিচিত।)

উমর (রা.) এক রাতে মদিনার রাস্তায় চলতে শুনলেন এক নারী ঘরের ভেতর থেকে আবৃত্তি করছে:

"মদের কাছে পৌঁছানোর কি কোনো পথ আছে যে আমি পান করব? নাকি নাসর ইবনে হাজ্জাজের কাছে যাওয়ার পথ আছে — সেই মহৎ বংশের, ভদ্র, সহজ-চেহারার, উদার যুবক?"

উমর বললেন, "আমি বেঁচে থাকতে এই শহরে এমন কোনো পুরুষ থাকতে দেব না, যার নাম ধরে পর্দানশিন নারীরা ঘরে গান গায়!" নাসরকে ডেকে আনা হলো — দেখলেন সে অসাধারণ সুন্দর, চুলও সুন্দর। চুল কেটে ফেলতে বললেন; তাতে তার গাল দুই চাঁদের টুকরোর মতো প্রকাশ পেল! তখন বললেন, "পাগড়ি পরো।" পরলে মানুষ আরও আকৃষ্ট হলো। উমর বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি যে শহরে থাকি তুমি সেখানে থাকবে না।" সে বলল, "আমীরুল মুমিনীন, কেন?" উমর বললেন, "তোমাকে বলেছি, কারণ যা বললাম তা-ই।" তাকে বসরায় নির্বাসিত করলেন।

নারীটি ভয় পেল, উমর হয়তো তাকে শাস্তি দেবেন। সে কবিতা পাঠাল: "আমীরকে বলো যাঁর রোষকে ভয় করা হয় — আমার মদ ও নাসরের সাথে কী সম্পর্ক? আমি আবু হাফস (উমর)-কে ছেড়ে আর কিছুই চাইনি — দুধ পান আর অলস চোখের চাহনি ছাড়া। হাওয়াকে তাকওয়া লাগাম পরিয়েছে, তাই সে লাগাম ও জিন মেনে নিয়েছে। ধারণাকে সত্য বানিয়ে না, যতক্ষণ না স্পষ্ট হয়..."

উমর তাকে বলে পাঠালেন, "তোমার সম্পর্কে ভালো খবর পেয়েছি; আমি তাকে তোমার কারণে নির্বাসিত করিনি, বরং শুনেছি সে নারীদের কাছে যায়, আর আমি তাদের (বিষয়ে) নিরাপদ নই।" উমর কাঁদলেন এবং বললেন, "আল্লাহর প্রশংসা, যিনি হাওয়াকে লাগাম পরিয়েছেন!"

পরে নাসর বসরা থেকে উমরকে চিঠি লিখল (কবিতা সহ), যাতে সে জানাল: "আমার সম্মান ও সৎ পূর্বপুরুষরা আমাকে সন্দেহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে; ঐ নারীকে তার নামাজ, মর্যাদা ও রোজা বাঁচিয়ে রাখে। আমরা দুজনের এই অবস্থা — আমাকে ফেরাবেন কি? আমার কাঁধ ও কুঁজ কাটা পড়েছে!" উমর চিঠি পড়ে বললেন, "যতদিন আমার কর্তৃত্ব আছে, না।" উমরের মৃত্যুর আগে নাসর মদিনায় ফিরতে পারেনি।

(শিক্ষা: ফিতনার কারণ নিজে নির্দোষ হলেও কর্তৃপক্ষ সামাজিক ফিতনা রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে পারে; এটি ঘটনাটির ঐতিহাসিক মান নির্বিশেষে ইবনুল জাওযির দেওয়া পাঠ। বর্ণনাটি সনদগতভাবে দুর্বল, তাই উমর (রা.)-এর ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে ধরে নেবেন না।)

◆ এক নজরে

- ★ ফিতনার সবচেয়ে বড় দরজাগুলোর একটি; অনেকে সতর্কতা অবহেলা করে
- ★ শয়তান ধাপে ধাপে নেয়; আবেদের কাছে আগে দৃষ্টিকে সুন্দর করে দেখায়, যিনাকে নয়
- ★ কিশোর ছেলেরা মেলামেশা করে, তাই এ ফিতনা থেকে সতর্ক থাকা উচিত
- ★ সালাফ সতর্কতার পথে চলেছেন, ইমামগণ এ বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন
- ★ দাড়ির রেখা উঠলেও টান বা স্বাদ থাকলে হুকুম আমরাদের মতোই
- ★ কেউ দুই মাসের শিশুকে দেখে স্বাদ পেলে তার দিকে তাকানোও বৈধ নয়
- ★ ইমাম আহমদ: তাদের সততা এই সতর্কতা থেকে বাধা দেয় না

◆ যাচাই করুন

1. লেখকের মতে শয়তান আবেদের কাছে এসে আগে কী সুন্দর করে দেখায়?

ক. যিনাকে

খ. দুনিয়াকে

গ. দৃষ্টিকে

2. মালিক (রহ.) কাদের তাঁর মজলিসে ঢুকতে দিতেন না?

ক. দাড়িওয়ালাদের

খ. দাড়িহীনদের

গ. বৃদ্ধদের

3. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব: কাউকে দাড়িহীন ছেলের দিকে একনাগাড়ে তাকাতে দেখলে কী করো?

ক. তাকে সন্দেহ করো

খ. তার প্রশংসা করো

গ. কিছুই ভেবো না

4. যার প্রতি টান আছে, তার গালে রেখা উঠলে হুকুম কী?

ক. সম্পূর্ণ আলাদা

খ. আমরাদের মতোই

গ. কোনো বিধান নেই

উত্তর: ১-গ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ

অধ্যায় ১৪ সমাপ্ত

পর্ব ২ · অধ্যায় ১৫

দৃষ্টির গুনাহ ও তার শাস্তি

অধ্যায় ১৫

রজাক্ত লোকের ঘটনা: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এক লোক রক্তে ভেজা অবস্থায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী হয়েছে?" সে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, এক নারী আমার পাশ দিয়ে গেল। আমি তার দিকে তাকালাম, আর চোখ দিয়ে তাকে অনুসরণ করতেই থাকলাম। সামনে একটা দেয়াল পড়ল, তাতে ধাক্কা খেয়ে আমার এই অবস্থা।" তিনি বললেন: "আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, তখন দুনিয়াতেই তার শাস্তি দ্রুত দিয়ে দেন।" [টীকা: এই ঘটনার সনদ যাচাই করা যায়নি। তবে শেষ বাক্যের অর্থে আনাস (রা.) থেকে তিরমিযি (২৩৯৬)-তে হাদিস আছে; তিরমিযি: হাসান গরিব, আলবানি: হাসান সহিহ।]

হাদিস: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যদি কেউ অনুমতি ছাড়া তোমার ঘরে উঁকি দেয়, আর তুমি পাথর ছুড়ে তার চোখ ফুটো করে দাও, তবে তোমার কোনো গুনাহ হবে না।" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

হুযাইফা (রা.) বলেছেন: "যে কাপড়ের ওপর দিয়ে কোনো নারীর শরীরের গড়ন খুঁটিয়ে দেখে, সে তার রোজা নষ্ট করে ফেলল।" [টীকা: অর্থাৎ রোজার সওয়াব নষ্ট করল; ফিকহি অর্থে রোজা ভাঙে না।]

আমর ইবনু মুররা (রহ.) বলেছেন: "আমি এক নারীর দিকে তাকিয়েছিলাম, তাকে আমার ভালো লেগেছিল। পরে আমার দৃষ্টিশক্তি চলে গেল। আশা করি এটাই আমার (দুনিয়াতে) প্রতিফল হয়ে যাবে।"

ইবনুল জাল্লা (রহ.)-এর ঘটনা: আবু আদিল্লাহ ইবনুল জাল্লা বলেন: আমি দাঁড়িয়ে এক সুদর্শন খ্রিস্টান বালকের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আবু আদিল্লাহ আল-বালখি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বললেন, "দাঁড়িয়ে আছ কেন?" আমি বললাম, "চাচা, দেখছেন না, এমন সুন্দর চেহারাও আগুনে শাস্তি পাবে!" তিনি হাত দিয়ে আমার দুই কাঁধের মাঝখানে আঘাত করে বললেন: "এর পরিণাম তুমি পাবেই, দেরিতে হলেও।" ইবনুল জাল্লা বলেন: "চল্লিশ বছর পর আমি সেই পরিণাম পেলাম — আমি কুরআন ভুলে গেলাম।"

আবুল আদইয়ানের ঘটনা: তিনি বলেন, আমি আমার উস্তাদ আবু বকর আয-যাক্বাকের সঙ্গে ছিলাম। একটা কিশোর পাশ দিয়ে গেল, আমি তার দিকে তাকালাম। উস্তাদ আমাকে তাকাতে দেখে বললেন, "বাবা, এর পরিণাম তুমি পাবেই, দেরিতে হলেও।" বিশ বছর ধরে আমি অপেক্ষা করলাম, কোনো পরিণাম দেখলাম না। তারপর এক রাতে এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে দেখি, পুরো কুরআন ভুলে গেছি।

তাওয়াফে এক চোখওয়ালা লোক: আবু ইয়াকুব আন-নাহরাজুরি বলেন, আমি তাওয়াফের সময় এক চোখওয়ালা এক লোককে দেখলাম। তাওয়াফে সে বলছিল: "(হে আল্লাহ,) আমি তোমার কাছে তোমার থেকেই আশ্রয় চাই।" জিজ্ঞেস করলাম, "এ কেমন দোয়া?" সে বলল: "আমি পঞ্চাশ বছর ধরে (মক্কায়) পড়ে আছি। একদিন একজনের দিকে তাকিয়ে তাকে সুন্দর লাগল। হঠাৎ আমার চোখে একটা চড় পড়ল, আর চোখ গলে আমার গালে গড়িয়ে পড়ল। আমি 'আহ' বললাম, তখন আরেকটা চড় পড়ল, আর কেউ একজন বলল: 'আরও করলে আমরাও আরও করতাম।'"

আবু আমর ইবনু উলওয়ানের ঘটনা: তিনি বলেন, একদিন কোনো কাজে রাহবার বাজারে গেলাম। একটা জানাজা দেখে নামাজ পড়ার জন্য পিছু নিলাম। মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, দাফন শেষ হওয়ার অপেক্ষায়। হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার চোখ পড়ল এক মুখখোলা নারীর ওপর। আমি কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইলাম। তারপর "ইন্না লিল্লাহ" পড়লাম, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলাম, আর বাড়ি ফিরলাম। এক বৃদ্ধা আমাকে বলল, "হুজুর, আপনার চেহারা কালো দেখাচ্ছে কেন?" আয়না নিয়ে দেখি, সত্যিই আমার চেহারা কালো! নিজের মনের ভেতর খুঁজতে লাগলাম, কোথা থেকে বিপদ এল। তখন সেই দৃষ্টির কথা মনে পড়ল। একান্তে বসে চল্লিশ দিন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলাম, মাফ চাইলাম। তারপর মনে হলো, "তোমার শাইখ জুনাইদের সঙ্গে দেখা করো।" বাগদাদে গেলাম। তাঁর কামরার দরজায় টোকা দিতেই তিনি ভেতর থেকে বললেন: "এসো আবু আমর! গুনাহ করো রাহবায়, আর মাফ চাও বাগদাদে এসে?"

স্বপ্নের কাহিনি (১): আবু বকর আল-কাত্তানি বলেন, আমি আমাদের এক সাথিকে (মৃত্যুর পর) স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "আল্লাহ তোমার সঙ্গে কী করেছেন?" সে বলল: "তিনি আমার সামনে আমার গুনাহগুলো পেশ করলেন। বললেন, 'তুমি অমুক কাজ করেছ?' বললাম, 'হ্যাঁ।' 'অমুক কাজ করেছ?' বললাম, 'হ্যাঁ।' তারপর বললেন, 'অমুক কাজ করেছ?' — এবার আমি লজ্জায় স্বীকার করতে পারলাম না। তিনি বললেন: 'যা স্বীকার করেছ, তার জন্য তোমাকে মাফ করে দিলাম; আর যেটা লজ্জায় স্বীকার করেনি, তার কী হবে?' জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই গুনাহটা কী ছিল?' সে বলল: "একটা দাড়িবিহীন সুদর্শন কিশোর আমার পাশ দিয়ে গিয়েছিল, আর আমি তার দিকে তাকিয়েছিলাম।"

একই রকম কাহিনি আবু আদিল্লাহ আয-যাররাদ সম্পর্কেও বর্ণিত। স্বপ্নে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কী করেছেন। তিনি বললেন: "দুনিয়াতে যত গুনাহ স্বীকার করেছিলাম, সব মাফ করে দিয়েছেন — শুধু একটা ছাড়া, যেটা স্বীকার

করতে লজ্জা পেয়েছিলাম। সেটার জন্য আমাকে ঘামের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখলেন, শেষে আমার মুখের মাংস খসে পড়ল।" জিজ্ঞেস করা হলো, "সেটা কী গুনাহ ছিল?" বললেন: "এক সুন্দর মানুষের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর তা বলতে লজ্জা পেয়েছিলাম।"

আবু তালিব আল-মাক্কিও মানসুর আল-ফকিহ থেকে প্রায় একই কাহিনি বর্ণনা করেছেন: আবু আদিল্লাহ আস-সুফ্ফারিকে স্বপ্নে দেখা গেল। তিনি বললেন, "আমাকে ঘামের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো, শেষে আমার গালের মাংস খসে পড়ল।" কারণ জিজ্ঞেস করা হলো বললেন: "এক কিশোরের দিকে তাকিয়েছিলাম — সে আসার সময়ও, যাওয়ার সময়ও।"

স্বপ্নের কাহিনি (২): বসরার ওয়ায়েজ আবু নাসর হাবিব আন-নাজ্জার মারা যাওয়ার পর তাঁকে স্বপ্নে দেখা গেল। তাঁর চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল, কিন্তু চেহারা একটা কালো দাগ। যিনি দেখলেন তিনি বললেন, "হাবিব, তোমার চেহারা এই দাগ কেন?" তিনি বললেন: "আমি বসরার বনু আবস মহল্লা দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম এক দাড়িবিহীন কিশোর পাতলা জামা পরে আছে, তার শরীর বালমল করছে। আমি তার দিকে তাকলাম। যখন আমার রবের কাছে পৌঁছিলাম, তিনি বললেন, 'হাবিব!' বললাম, 'লাব্বাইক।' তিনি বললেন, 'আগুনের ওপর দিয়ে পার হও।' আমি পার হলো, আর আগুন আমাকে এই একটা ঝাপটা দিল। আমি বললাম, 'উহ!' তখন তিনি ডেকে বললেন: 'এক পলকের বদলে এক ঝাপটা। আরও করলে আমরাও আরও করতাম।'"

স্বপ্নের কাহিনি (৩): আবু ইয়াকুব আত-তাবারি বলতেন: আমার সঙ্গে এক সুদর্শন যুবক থাকত, আমার খেদমত করত। বাগদাদ থেকে এক সুফি আমার কাছে এল, সে বারবার যুবকটির দিকে তাকাত। এতে আমার মন খারাপ হতো। এক রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আল্লাহ আমাকে (বাগদাদের দিকে ইশারা করে) বলছেন: "আবু ইয়াকুব, তুমি তাকে কিশোরদের দিকে তাকাতে নিষেধ করলে না কেন? আমার ইজ্জত ও জালালের কসম, আমি যাকে আমার নেকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই, শুধু তাকেই কিশোরদের নিয়ে ব্যস্ত রাখি।" আবু ইয়াকুব বলেন: আমি কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠলাম, আর স্বপ্নটা বাগদাদিকে বললাম। সে এক চিৎকার দিয়ে মারা গেল। আমরা তাকে গোসল দিয়ে দাফন করলাম। তার জন্য আমার মন খুব চিন্তিত ছিল। এক মাস পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "আল্লাহ তোমার সঙ্গে কী করেছেন?" সে বলল: "তিনি আমাকে এমন তিরস্কার করলেন যে ভয় হলো, আর বুঝি রক্ষা পাব না। তারপর মাফ করে দিলেন।"

বর্ণনার সূচি

দৃষ্টির পরিণামের বর্ণনা

ইবনুল জাল্লা

চল্লিশ বছর পর কুরআন ভুলে গেলেন

আবুল আদইয়ান

সকালে উঠে পুরো কুরআন ভুলে গেছেন

আমর ইবনু মুররা

দৃষ্টিশক্তি চলে গেল

আবু আমর ইবনু উলওয়ান

চেহারা কালো দেখাল; চল্লিশ দিন ক্ষমা চাইলেন

বর্ণনাকারীদের ভাষায়

এক নজরে

- ★ ইবনুল জাল্লা চল্লিশ বছর পর কুরআন ভুলে গেলেন
- ★ আবুল আদইয়ান বিশ বছর অপেক্ষার পর কুরআন ভুলে গেলেন
- ★ আমর ইবনু মুররার দৃষ্টিশক্তি চলে গেল; তিনি আশা করেন এটাই প্রতিফল
- ★ আবু আমর ইবনু উলওয়ান: দৃষ্টির পর চেহারা কালো, চল্লিশ দিন ক্ষমা চাইলেন
- ★ জুনাইদ: গুনাহ করো রাহবায়, আর মাফ চাও বাগদাদে এসে?

বর্ণনাকারীদের নিজেদের ভাষায়

◆ যাচাই করুন

1. আবুল আদইয়ান সকালে উঠে কী দেখলেন?

ক. তাঁর দৃষ্টিশক্তি নেই

খ. পুরো কুরআন ভুলে গেছেন

গ. তাঁর চেহারা কালো

2. আবু আমর ইবনু উলওয়ানকে বৃদ্ধা কী জিজ্ঞেস করলেন?

ক. আপনি কোথায় যাচ্ছেন

খ. আপনার দৃষ্টি কমেছে কেন

গ. আপনার চেহারা কালো দেখাচ্ছে কেন

3. আবু আমর বাগদাদে গিয়ে দরজায় টাকা দিলে জুনাইদ কী বললেন?

ক. এসো আবু আমর! গুনাহ করো রাহবায়, আর মাফ চাও বাগদাদে এসে?

খ. ফিরে যাও, তোমার তাওবা কবুল হয়নি

4. ইবনুল জাল্লা চল্লিশ বছর পর কী পেলেন বলে জানান?

ক. কুরআন ভুলে যাওয়া

খ. চেহারা কালো হওয়া

গ. দৃষ্টিশক্তি হারানো

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ক

অধ্যায় ১৫ সমাপ্ত

পর্ব ২ · অধ্যায় ১৬

যারা দৃষ্টির কারণে নিজেকে শাস্তি দিয়েছেন

অধ্যায় ১৬

সতর্কতা: এই অধ্যায়ের কাহিনিগুলো তাঁদের ব্যক্তিগত তাওবা ও আত্মশাসনের বিবরণ। শরিয়তে চোখ উপড়ে ফেলা, নিজের শরীরে আঘাত করা বা নিজেকে শাস্তি দেওয়া নিষিদ্ধ — ইবনুল জাওযি নিজেও তা স্পষ্ট করেছেন। এগুলো অনুসরণযোগ্য আদর্শ নয়; কেবল দৃষ্টির ব্যাপারে সালাফের তীব্র সতর্কতা ও আল্লাহভীতি বোঝাতে এসেছে।

১. ঈসা (আ.) ও এক চোখ-হারা ব্যক্তি (ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত — ইসরাইলি স্বভাবের বর্ণনা, দুর্বল): ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) বৃষ্টির দুআর জন্য মানুষকে নিয়ে বের হলেন। আল্লাহ ওহি পাঠালেন: "তোমার সাথে কোনো গুনাহগার বৃষ্টি চাইবে না।" তিনি লোকদের জানালেন, "যে গুনাহগার সে আলাদা হয়ে যাক।" সবাই সরে গেল, শুধু এক ব্যক্তি রইল, যার ডান চোখ নেই। ঈসা (আ.) বললেন, "তুমি সরে গেলে না কেন?" সে বলল, "হে রুহুল্লাহ! আমি এক পলকের জন্যও আল্লাহর অবাধ্যতা করিনি। শুধু একবার এই চোখে এক নারীর পায়ের দিকে চোখ গিয়েছিল, দেখার ইচ্ছা ছাড়াই — আমি তা উপড়ে ফেলেছি। বাম চোখে দেখলে তাও ফেলে দিতাম।" ঈসা (আ.) কাঁদলেন, এমনকি দাড়ি ভিজে গেল। বললেন, "তুমি দুআ করো, কারণ তুমি আমার চেয়ে দুআর বেশি যোগ্য — আমি ওহির মাধ্যমে নিষ্পাপ, তুমি নও।" সে হাত তুলে বলল, "হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টির আগেই আমাদের কর্ম জানতেন, তবুও সৃষ্টি করেছেন; আর রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আমাদের ওপর মুশলধারে বৃষ্টি পাঠান।" ঈসা (আ.)-এর জীবনের কসম, তার মুখ থেকে কথা শেষ হওয়ার আগেই আসমান বারে পড়ল এবং শহর-গ্রাম সবাই সিক্ত হলো।

ইবনুল জাওযির ব্যাখ্যা: কেউ বলতে পারে — চোখ উপড়ে ফেলা তো গুনাহ, তা কীভাবে আনুগত্য হলো? উত্তর: বর্ণনা সঠিক হলে ধরে নিতে হবে তাদের শরিয়তে তা বৈধ ছিল; আমাদের শরিয়তে তা হারাম।

দুই শরিয়তের ব্যাখ্যা

তাদের শরিয়তে (বর্ণনা সঠিক হলে)

আমাদের শরিয়তে

চোখ উপড়ে ফেলা বৈধ ছিল বলে ধরে নিতে হবে

চোখ উপড়ে ফেলা হারাম

ইবনুল জাওযির ব্যাখ্যা

২. বনি ইসরাইলের এক ইবাদতকারী: এক সুন্দরী নারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর নিজের চোখ উপড়ে ফেলল। (একই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য: আমাদের শরিয়তে এটি করা হারাম।)

৩. দ্যইগাম ও ঠান্ডা পানি: মালিক ইবনে দ্যইগাম বলেন, আমার খালা হাববাবা বলেছেন, আমি তোমার বাবা দ্যইগামকে এক রাতে ছাদ থেকে ঠান্ডা করা এক কলস পানি এনে ঢেলে ফেলতে দেখলাম, তারপর বড় পাত্র থেকে গরম পানি ঢেলে নিলেন, পান করলেন না। কারণ জানতে চাইলে বললেন, "একবার এক নারীর দিকে হঠাৎ চোখ পড়েছিল; আমি নিজের ওপর ঠিক করেছি, দুনিয়ার জীবনে আর ঠান্ডা পানি খাব না — তার জীবনকে তিক্ত করতে।"

৪. গায়ওয়ান (রহ.): কোনো এক যুদ্ধে এক নারীর পর্দা সরে গেলে গায়ওয়ান তার দিকে তাকালেন; তারপর হাত তুলে নিজের চোখে মারলেন, চোখ ফুলে গেল। বললেন, "তুই তো এমন জিনিসের দিকে তাকাস যা তোর ক্ষতি করে।"

৫. আমর ইবনে মুররা (রহ.): "যৌবনে একবার তাকিয়েছিলাম — এর পর আমি দৃষ্টিমান থাকলেও আমাকে তা খুশি করে না।" (তিনি পরে অন্ধ হয়েছিলেন; এর মানে, তিনি চোখ হারানোকে এই দৃষ্টির প্রায়শ্চিত্ত ভেবেছেন।)

৬. বনি ইসরাইলের মঠের ইবাদতকারী (ওয়াহাব থেকে): উৎসবের দিনে এক ইবাদতকারী এক সাধ্বী নারীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল। সে নারী (তাকে সন্দেহ না করেই) বলল, "পবিত্র সেই সত্তা, যিনি চোখকে আলো দিয়েছেন, ফলে তা দেখে — আর (চোখ) যা হারাম তা-ও দেখে ফেলে!" সেই আবেদ মাটিতে সিজদায় পড়ে বলতে লাগল, "হে আমার প্রভু! আমার দৃষ্টির শাস্তিস্বরূপ আমার চোখ কেড়ে নিয়ে না! আপনার ইজ্জতের কসম, এর পর আমি যতক্ষণ কাঁদার শক্তি থাকে, কাঁদব — অন্ধ হই বা না হই।" সে এত কাঁদল যে অন্ধ হয়ে গেল।

৭. রাহিব ও তার বিশ বছরের কান্না (খাইর আন-নাসসাজ থেকে): আমি আবু হামযার সাথে শামে রামলা ও মিসরের মাঝখানে এক সন্ধ্যাসীর কুঠুরির কাছে পৌঁছলাম, তার কান্না শুনলাম। আবু হামযা তিনবার ডাকলেন, সে সাড়া দিল না। শেষে আল্লাহর হকের দোহাই দিলে ক্ষীণ স্বরে বলল, "আমার সাথে কথা বলে কী চাও?" তিনি একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন। সে বলল, "আমি তোমার প্রশ্ন ও কথা থেকে ব্যস্ত; আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন, তুমি চলে যাও।" আবু হামযা মুখ দেখাতে বললেন, সে বলল, "যে দেখার কারণে বিপদে পড়েছে তাকে দেখে কী হবে?" শেষে সে বলল, "আমি বিশ বছর আগে এই কুঠুরি থেকে উঁকি দিয়েছিলাম, আমার চোখ এক ব্যক্তির ওপর পড়ল, তা আমার অন্তর নষ্ট করে দিল। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি তার চিকিৎসা ও সংগ্রামে আছি; তারপর আমি আর কারও দিকে তাকাইনি, যতক্ষণ না সে আমার সাথে কথা বলে।" আবু হামযা বললেন, "বাস্তবেই এটি অশুভ দৃষ্টি, যা তোমাকে দীর্ঘ কষ্ট ও অবিরাম কান্না দিয়েছে।" সে বলল, "আমি এত কেঁদেছি যে অশ্রু শুকিয়ে গেছে; কান্নায় কিছুটা স্বস্তি পাই।" জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন দৃষ্টি এতটা করেছে?" সে বলল, "আমাদের এক উৎসবে একদল এল, তাদের মধ্যে এক জন আমার বুদ্ধি-বিবেক কেড়ে নিল, আমি বারবার তাকালাম। সে আমার অন্তরে এমন বীজ বুনে দিল, যা কাস্তে কাটে না, বর্ষা ধ্বংস করে না; দিন যত যায় তত তাজা হয়। আমি অন্তরকে শাসন করলাম — সে ফিরল না, বরং তার প্রতি আসক্তি ও নৈকট্যের উপায় খুঁজতে লাগল। তাই আমি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করলাম, আমি কাউকে দেখব না, কেউ আমাকে দেখবে না। প্রত্যেক চোখের এটাই শাস্তি, যা আল্লাহর নির্দেশের বাইরে ঝুঁকে পড়ে — যতক্ষণ না ফিরে আসে বা জানে যে তার অপরাধ ক্ষমা হয়েছে।" তারপর সে কাঁদতে লাগল, আমরা চলে এলাম।

৮. সিসিলির দ্বীপের কান্নারত লোক (হুসাম ইবনুল মুদ্বা আল-মিসরি, হারুনুর রশিদের যুগে): আমরা জিহাদে ছিলাম, জাহাজ ভেঙে সিসিলির এক দ্বীপে উঠলাম। সেখানে এক লোককে দেখলাম, কান্না থামাতে পারছে না। তাকে বললাম, "চোখের প্রতি দয়া করো; কান্না চোখ নষ্ট করেছে।" সে বলল, "তা-ই তো হওয়া উচিত।" আমি বললাম, "চোখ দুটি তোমার কী ক্ষতি করেছে যে তুমি তাদের বিপদ চাইছ?" সে বলল, "তাদের এমন অপরাধ, যার জন্য সারা জীবন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব: নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে তাদের দ্রুত তাকানো। তারা আমাকে এমন গুনাহে ফেলেছে যে আল্লাহর রহমতের আশা না থাকলে ক্ষমা পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতাম। আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে জান্নাতে ঢুকিয়ে দেন আর সেটি আমার সামনে আসে, আমি তাকে দেখতে লজ্জা পাব যে-চোখ দুটি তাঁর অবাধ্য হয়েছিল।" তারপর সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

৯. নাসারা কিশোরকে হাসা সন্ধ্যাসী: আবু হামযা শামে এক সন্ধ্যাসীকে কুঠুরি থেকে এক সুদর্শন খ্রিস্টান কিশোরের সাথে কথা বলে মুচকি হাসতে দেখলেন। বললেন, "আপনার পথের লোকের উচিত, যার ফিতনা থেকে নিরাপদ নয় তার দিকে না হাসা।" সে বলল, "আপনি ঠিক বলেছেন। তবে আমি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করলাম, এক বছর চোখ খুলব না, এর শাস্তিস্বরূপ।" সে চোখ বন্ধ করল, মাথা ঢুকিয়ে কাঁদতে লাগল; আমি চলে এলাম।

১০. উমাইয়া ইবনুস সামিত (সুফি): খাইর আন-নাসসাজ বলেন, আমি তাঁর সাথে ছিলাম; তিনি এক কিশোরের দিকে তাকিয়ে পড়লেন: "তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথে আছেন; আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম দেখেন" (৫৭:৪)। তারপর বললেন, "আল্লাহর কারাগার থেকে পালানোর জায়গা কোথায়? তিনি তা কঠোর, শক্ত ফেরেশতা দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং যা আদেশ করা হয় তা-ই করে (৬৬:৬)। পবিত্র আল্লাহ! এই কিশোরের দিকে তাকিয়ে আমি কী বড় পরীক্ষায় পড়লাম! আমার দৃষ্টিকে আমি বাতাসের দিনে নলখাগড়াই পড়া আগুনের সাথে তুলনা করি — কিছুই বাকি রাখে না। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই সেই বিপদ থেকে, যা আমার চোখ আমার অন্তর ও পেটের ওপর নিয়ে এসেছে। আমার ভয় হচ্ছে, এর অনিষ্ট থেকে বাঁচব না, এর গুনাহ থেকে মুক্ত হব না — যদিও কিয়ামতে সন্তরজন সিদ্ধিকের আমল নিয়ে হাজির হই।" তারপর এত কাঁদলেন যে মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন। কান্নার মাঝে শুনলাম: "হে চোখ! আমি তোমাকে কান্না দিয়েই এত ব্যস্ত রাখব যে বিপদের দিকে তাকানোর সময় পাবে না!"

◆ এক নজরে

- ★ ইবনুল জাওযির ব্যাখ্যা: আমাদের শরিয়তে চোখ উপড়ে ফেলা হারাম
- ★ বর্ণনা সঠিক হলে ধরে নিতে হবে তাদের শরিয়তে তা বৈধ ছিল
- ★ সিসিলির দ্বীপের লোকটি চোখের অপরাধ বলেছেন নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে দ্রুত তাকানো
- ★ উমাইয়া ইবনুস সামিত কিশোরের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন

◆ যাচাই করুন

1. ইবনুল জাওযির মতে আমাদের শরিয়তে চোখ উপড়ে ফেলা কী?

ক. জায়েজ

খ. হারাম

গ. ফরজ

2. বর্ণনা সঠিক হলে চোখ উপড়ে ফেলা সম্পর্কে কী ধরে নিতে হবে?

ক. আমাদের শরিয়তেও তা বৈধ

খ. তাদের শরিয়তে তা বৈধ ছিল

3. সিসিলির দ্বীপের লোকটি চোখ দুটির কী অপরাধ বলেছিলেন?

ক. নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে দ্রুত তাকানো

খ. কম দেখতে পাওয়া

গ. অনেক ঘুমানো

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক

অধ্যায় ১৬ সমাপ্ত

পর্ব ২ · অধ্যায় ১৭

যারা ফিতনার ভয়ে আল্লাহর কাছে নিজের দৃষ্টি কেড়ে নিতে চেয়েছেন

অধ্যায় ১৭

(এখানেও একই সতর্কতা: এগুলো বিশেষ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত ঘটনা। আমাদের জন্য অনুসরণীয় পথ হলো দৃষ্টি নামানো, সাথে সাথে তাওবা করা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া — অন্ধ হওয়ার দুআ বা নিজেকে ক্ষতি করা নয়।)

ইউনুস ইবনে ইউসুফ (রহ.) (ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত): তিনি ইবাদতকারী বা শ্রেষ্ঠদের একজন ছিলেন। একদিন মসজিদ থেকে ফেরার পথে এক নারীর সাথে দেখা হলে তাঁর মনে তার প্রতি আকর্ষণ জাগল। তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার দৃষ্টিকে নিয়ামত করেছিলেন; আমার ভয় হচ্ছে এটি আমার জন্য শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে। আপনি তা নিয়ে নিন।" তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। মসজিদে যাওয়ার সময় এক ভাতিজা তাঁকে ধরে নিয়ে যেত। একদিন সকালে মসজিদে তাঁর পেটে অস্বস্তি হলো; ভাতিজাকে ডাকলেন, সে ছেলেদের সাথে খেলতে মগ্ন ছিল। শায়খ নিজের ওপর বিপদের ভয় পেলেন (লজ্জার)। বললেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার দৃষ্টিকে নিয়ামত করেছিলেন, আমি ভয় পেয়ে তা চেয়ে নিয়েছিলাম; এখন আমি অপমানের ভয় করছি। আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন।" দৃষ্টি ফিরে এল, তিনি সুস্থ হয়ে হেঁটে বাড়ি গেলেন। মালিক বলেন, "আমি তাঁকে অন্ধও দেখেছি, দৃষ্টিমানও দেখেছি।" (এ ঘটনার নায়কের নাম নিয়ে বর্ণনায় বিভিন্নতা আছে — অন্য বর্ণনায় নাম উল্টে "ইউসুফ ইবনে ইউনুস" বলা হয়েছে; আর সেখানে তিনি নির্জন মসজিদে ফিরে দুআ করে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত দৃষ্টিমান ছিলেন।)

এক নারী ও এক পুরুষ (ইয়াহিয়া ইবনে আবি কাসির): এক নারী প্রদীপের কাছে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালাচ্ছিল, এক পুরুষ তাকে দেখল। নারী টের পেয়ে ফিরে বলল, "অন্যের জিনিস দেখতে তুমি তোমার ভরা চোখ ব্যবহার করছ?" (অর্থাৎ যা তোমার নয়, তা এত নিবিড়ভাবে দেখা ঠিক নয়।) বর্ণনাকারী যোগ করেন, সেই পুরুষ দুআ করলেন, আল্লাহ যেন তাঁর দৃষ্টি নিয়ে নেন; বিশ বছর তিনি অন্ধ ছিলেন, বার্ষিক্যে দুআ করলে আল্লাহ দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন।

মানসুর ইবনে ইসমাঈল (রহ.): "আমি কোনো সুন্দর জিনিস দেখলে তা আমার অন্তরকে কঠিনভাবে আকড়ে ধরত। আমি আল্লাহর কাছে চাইলাম আমার দৃষ্টি নিয়ে নিতে — তা চলে গেল।"

অধ্যায় ১৭ সমাপ্ত

পর্ব ২ · অধ্যায় ১৮

যে হারাম থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় তার পুরস্কার

অধ্যায় ১৮

হাদিস: আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমাদের জাহান্নামের নিশ্চয়তা দেব: কথা বললে মিথ্যা বলবে না, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে না, আমানত রাখা হলে খেয়ানত করবে না, দৃষ্টি নত রাখবে, লজ্জাস্থান হেফাজত করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে।"

হাদিস: আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: "কোনো মুসলমান প্রথমবার কোনো নারীর সৌন্দর্যের দিকে চোখ পড়ার পর যদি দৃষ্টি নামিয়ে নেয়, আল্লাহ তার জন্য এমন একটি ইবাদতের সুযোগ সৃষ্টি করেন, যার মিষ্টতা সে অনুভব করে।" [টীকা: মুসনাদে আহমাদ (২২২৭৮); শুআইব আরনাউত: সনদ খুবই দুর্বল (আলি ইবনু ইয়াযিদ আল-আলহানি অত্যন্ত দুর্বল)।]

হাদিস: ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত: "প্রথম দৃষ্টি ভুল, দ্বিতীয়টি ইচ্ছাকৃত, আর তৃতীয়টি ধ্বংস ডেকে আনে। নারীর সৌন্দর্যের দিকে পুরুষের দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলোর একটি। যে আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর কাছে যা আছে তার আশায় এটি ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে এমন ইবাদত দান করেন, যার স্বাদ সে পায়।"

হাদিস: হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "নারীর দিকে দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলোর একটি। যে আল্লাহর ভয়ে তা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাকে এমন ইমান দান করেন, যার মিষ্টতা সে তার অন্তরে পায়।" [টীকা: মুস্তাদরাকে হাকিম (৪/৩১৩); হাকিম সহিহ বলেছেন, কিন্তু যাহাবি আপত্তি করে বলেছেন সনদে ইসহাক আল-মাওসিলি ও আব্দুর রহমান আল-ওয়াসিতি দুর্বল।]

আলি (রা.) থেকেও একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে যে আল্লাহ বলেন: "দৃষ্টি ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলোর একটি। যে আমার ভয়ে তা ছেড়ে দেয়, আমি তার বদলে তাকে এমন ইমান দেব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে পাবে।"

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত: "যে বান্দা কোনো নারীর সৌন্দর্য থেকে দৃষ্টি সংযত রাখে — অথচ চাইলে সে তাকাত পারত — আল্লাহ তার অন্তরে এমন ইবাদত প্রবেশ করিয়ে দেন, যার মিষ্টতা সে পায়।"

হাদিস: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত: "কিয়ামতের দিন প্রতিটি চোখ কাঁদবে — শুধু সেই চোখ ছাড়া, যা আল্লাহর হারাম করা জিনিস থেকে নত ছিল; সেই চোখ, যা আল্লাহর পথে রাত জেগেছে; আর সেই চোখ, যা থেকে আল্লাহর ভয়ে মাছির মাথার সমান (অশ্রু) বের হয়েছে।" [টীকা: সনদ দুর্বল। (মান যাচাই করা যায়নি)]

হাসান ইবনু মুজাহিদ বলেছেন: "আল্লাহর হারাম করা জিনিস থেকে দৃষ্টি নত রাখলে আল্লাহর ভালোবাসা জন্মায়।"

আবুল হুসাইন আল-ওয়াররাক বলেছেন: "যে হারাম থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জিহ্বায় এমন হিকমত দান করেন, যা দিয়ে শ্রোতার হেদায়াত পায়। আর যে সন্দেহজনক জিনিস থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়, আল্লাহ তার অন্তরকে এমন নূরে আলোকিত করেন, যা দিয়ে সে তাঁর সম্ভূতির পথ খুঁজে পায়।"

◆ হিকমত ও নূর

হারাম থেকে নামালে

সন্দেহজনক জিনিস থেকে নামালে

জিহ্বায় হিকমত, যা দিয়ে শ্রোতার হেদায়াত পায়

অন্তরে নূর, যা দিয়ে সম্ভূতির পথ পায়

আবুল হুসাইন আল-ওয়াররাকের উক্তি

মরুভূমির যুবকের ঘটনা: ইবরাহিম ইবনুল মুহাল্লাব আস-সাইহ বলেন: সা'লাবিয়া আর খুযাইমিয়ার মাঝখানে (মক্কার পথে) আমি এক যুবককে দেখলাম। মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে। নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম:

— তোমার সঙ্গে কোনো সঙ্গী নেই? — আছে। — কোথায় সে? — আমার সামনে, আমার সঙ্গে, আমার পেছনে, ডানে, বাঁয়ে আর ওপরে।

বুঝলাম, তার মারিফাত (আল্লাহর পরিচয়জ্ঞান) আছে।

- তোমার কাছে কোনো পাথেয় নেই? — আছে। — কোথায়? — আল্লাহর জন্য ইখলাস, তাঁর তাওহিদ, তাঁর নবী ﷺ-এর স্বীকৃতি, সত্য ইমান আর দৃঢ় তাওয়াক্কুল।
- তুমি কি আমার সফরসঙ্গী হবে? — সঙ্গী আল্লাহ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়। আমি কারো সঙ্গী হতে চাই না যাতে চোখের পলক পরিমাণ সময়ও তাঁর থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি।
- এই জনশূন্য মরুভূমিতে একা ভয় লাগে না? — আল্লাহর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আমার সব ভয় কেটে দিয়েছে। হিংস্র জন্তুদের মাঝে থাকলেও আমি ভয় পেতাম না, একাকীত্বও অনুভব করতাম না।
- খাও কোথা থেকে? — যিনি মায়ের গর্ভের অন্ধকারে ছোটবেলায় আমাকে খাইয়েছেন, তিনিই বড় হওয়ার পর আমার রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।
- খাবার কখন আসে? — আমার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ আর নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন খাবারের দরকার হয়, যেখানেই থাকি পেয়ে যাই। আমার জন্য কী ভালো তিনি জানেন, আর তিনি আমার ব্যাপারে উদাসীন নন।
- তোমার কোনো প্রয়োজন আছে? — হ্যাঁ। আমাকে আবার দেখলে কথা বলবেন না, আর কাউকে জানাবেন না যে আপনি আমাকে চেনেন। — তা-ই হবে। আর কিছু? — হ্যাঁ। পারলে আপনার দোয়ায় আর বিপদের সময় আমাকে ভুলবেন না। — আমার মতো লোক তোমার মতো লোকের জন্য কীভাবে দোয়া করবে? তুমি তো ভয় আর তাওয়াক্কুলে আমার চেয়ে উত্তম। — এমন বলবেন না। আপনি আমার আগে আল্লাহর জন্য নামাজ পড়েছেন, আর আপনার ইসলামের হক ও ইমানের পরিচয় আছে।
- আমারও একটা প্রয়োজন আছে। — কী? — আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো। সে দোয়া করল: "আল্লাহ আপনার চোখকে সব গুনাহ থেকে আড়াল করে রাখুন, আর আপনার অন্তরে তাঁর সন্তুষ্টির চিন্তা ঢেলে দিন, যাতে তিনি ছাড়া আপনার আর কোনো চিন্তা না থাকে।"
- প্রিয় বন্ধু, তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে, কোথায় খুঁজব? — দুনিয়াতে আমার সাক্ষাতের কথা মনেও আনবেন না। আখিরাতে হলো মুত্তাকিদের মিলনস্থল। সাবধান, আল্লাহ যা আদেশ করেছেন আর যার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন, তার বিরোধিতা করবেন না। যদি আমার সাক্ষাৎ চান, তবে আমাকে খুঁজবেন তাদের দলে, যারা আল্লাহর দিকে (জান্নাতে) তাকিয়ে থাকবে। — তুমি কী করে জানলে? — আমি তাঁর জন্য প্রতিটি হারাম থেকে দৃষ্টি নামিয়ে রেখেছি, আর তাঁর জন্য প্রতিটি অন্যায ও গুনাহ থেকে বেঁচে থেকেছি। আমি তাঁর কাছে চেয়েছি, আমার জান্নাত যেন হয় তাঁর দিকে তাকানো।
- তারপর সে এক চিৎকার দিয়ে দৌড়ে চলে গেল, আমার চোখের আড়াল হয়ে গেল।

● মরুভূমির যুবকের ঘটনা

মরুভূমির যুবকের উত্তর

সঙ্গী

সামনে, সঙ্গে, পেছনে, ডানে, বাঁয়ে, ওপরে

পাথেয়

ইখলাস, তাওহিদ, নবীর স্বীকৃতি, ইমান, তাওয়াক্কুল

সফরসঙ্গী

সঙ্গী আল্লাহ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়

ভয়

আল্লাহর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সব ভয় কেটে দিয়েছে

শেষ কথা

জান্নাত যেন হয় তাঁর দিকে তাকানো

যুবকের নিজের কথায়

লেখকের উপদেশ: হে ভাই, আমি যা উপদেশ দিচ্ছি তা বোঝো। তোমার চোখ আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামত। তাঁর নিয়ামত দিয়ে তাঁরই অবাধ্যতা করো না। বরং হারাম থেকে চোখ নামিয়ে রেখে তাঁর সঙ্গে লেনদেন করো — লাভবান হবে। সাবধান থেকো, শাস্তি যেন এই নিয়ামত কেড়ে নেওয়া না হয়। দৃষ্টি নামানোর এই সংগ্রাম তো মাত্র এক মুহূর্তের। যদি তা করো, বিপুল কল্যাণ পাবে আর দীর্ঘ অনিষ্ট থেকে বেঁচে যাবে। তুমি কি কবির কথা শোনানি:

লোভী যখন অপমানিত হয়, আমি তখন অল্পে তুষ্টির ছায়ায় সম্মানিত, নফসকে বলি — শান্ত হও, বীরত্ব তো এক ঘণ্টার ধৈর্যের নাম।

আরেকজন বলেছেন:

বীর সে নয়, যে যুদ্ধের আগুন জ্বললে নিজের বাহন রক্ষা করে, বীর সেই যুবক, যে হারাম থেকে চোখ নামায় বা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় — সে-ই আসল বীর যোদ্ধা।

আরেকজন বলেছেন:

আমি ভোগ-বিলাস থেকে ধৈর্য ধরেছি, শেষে তারা পালিয়ে গেছে, নফসকে ধৈর্যে বেঁধে রেখেছি, সে-ও তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। দিনের পর দিন আমার নফস ছিল অহংকারী, যখন দেখল আমি অটল, তখন সে নত হলো। মানুষ নফসকে যেখানে রাখে, নফস সেখানেই থাকে — লোভ দেখালে সে আকুল হয়, না দেখালে ভুলে যায়।

◆ লেখকের উপদেশ

করুন

- ✓ চোখ আল্লাহর নিয়ামত; হারাম থেকে নামিয়ে রাখো
- ✓ হারাম থেকে চোখ নামিয়ে তাঁর সঙ্গে লেনদেন করো

করবেন না

- ✗ তাঁর নিয়ামত দিয়ে তাঁরই অবাধ্যতা করা

◆ এক নজরে

- ★ চোখ আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামত
- ★ তাঁর নিয়ামত দিয়ে তাঁরই অবাধ্যতা করো না
- ★ হারাম থেকে চোখ নামিয়ে আল্লাহর সঙ্গে লেনদেন করো
- ★ হাসান ইবনু মুজাহিদ: দৃষ্টি নত রাখলে আল্লাহর ভালোবাসা জন্মায়
- ★ আল-ওয়াররাক: হারাম থেকে নামালে হিকমত, সন্দেহজনক থেকে নামালে নূর
- ★ লেখক: দৃষ্টি নামানোর সংগ্রাম তো মাত্র এক মুহূর্তের

◆ যাচাই করুন

1. আল-ওয়াররাকের কথায় হারাম থেকে দৃষ্টি নামালে জিহ্বায় কী দান করা হয়?

ক. বিপুল সম্পদ

খ. হিকমত

গ. দীর্ঘ জীবন

2. হাসান ইবনু মুজাহিদের মতে দৃষ্টি নত রাখলে কী জন্মায়?

ক. রাগ

খ. সংশয়

গ. আল্লাহর ভালোবাসা

3. মরুভূমির যুবক সফরসঙ্গী হতে চাইল না কেন?

ক. সঙ্গী আল্লাহ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়

খ. পথ চেনা ছিল না

গ. পাথেয় কম ছিল

4. লেখক চোখকে কী বলেছেন?

ক. আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামত

খ. শয়তানের দেওয়া ফাঁদ

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ক

অধ্যায় ১৮ সমাপ্ত

পর্ব ২ · অধ্যায় ১৯

দৃষ্টি থেকে জন্ম নেওয়া দুশ্চিন্তা ও কল্পনার চিকিৎসা

অধ্যায় ১৯

আল্লাহ তোমাকে তাওফিক দিন, জেনে রাখো: প্রথম দৃষ্টিতেই যদি তুমি দৃষ্টি নামানোর আদেশ পালন করো, তবে অসংখ্য বিপদ থেকে বেঁচে যাবে। আর যদি বারবার তাকাও, তবে নিশ্চিত থাকতে পারবে না যে তোমার অন্তরে এমন কোনো চারা গজাবে না, যা উপড়ে ফেলা কঠিন।

আর যদি তা ইতিমধ্যে ঘটে গিয়ে থাকে, তবে এর চিকিৎসা হলো: ১. পরবর্তীতে দৃষ্টি নামিয়ে রাখার পরহেজ। ২. দৃষ্টির দরজা বন্ধ করে দিয়ে চিন্তার খোরাক কেটে দেওয়া।

তখন অন্তরে যা জমে আছে তার চিকিৎসা সহজ হবে। কারণ বন্যার পানি জমে গেলে যদি তার প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে জমা পানি সেচে ফেলা সহজ হয়। অন্তরে যা জমেছে তার জন্য এর কারণগুলো কেটে দেওয়ার চেয়ে শক্তিশালী কোনো চিকিৎসা নেই। তারপর আল্লাহর শাস্তির ভয় দিয়ে সেই চিন্তাকে ধমক দিয়ে তাড়াতে হবে।

চিন্তার চিকিৎসা

১. পরহেজ
পরবর্তীতে দৃষ্টি নামিয়ে রাখা
২. দরজা বন্ধ
দৃষ্টির দরজা বন্ধ করে চিন্তার খোরাক কেটে দেওয়া
৩. ভয়
আল্লাহর শাস্তির ভয় দিয়ে চিন্তাকে ধমক দিয়ে তাড়ানো

লেখকের পরামর্শ অনুযায়ী

যখনই তুমি এই ওষুধ ব্যবহার শুরু করবে, আশা করা যায় তুমি শিগগিরই সুস্থ হবে। কিন্তু যদি সেই চিন্তার সঙ্গে বসবাস করতে থাকো, তা ধীরে ধীরে সংকল্পে (আয়ম) পরিণত হবে, আর তারপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে (গুনাহর দিকে) চালিত করবে।

আবু তুরাব আন-নাখশাবি বলেছেন: "তোমার চিন্তা ও সংকল্প (হাম্ম) হেফাজত করো, কারণ এটাই সবকিছুর শুরু। যার চিন্তা ঠিক থাকে, তার পরবর্তী কাজকর্ম ও অবস্থাও ঠিক থাকে।"

গুনাহ কীভাবে জন্ম নেয় — এক জ্ঞানীর ব্যাখ্যা: এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, "গুনাহর কারণ কী?" তিনি বললেন:

- খাতরা (মনে হঠাৎ আসা ভাবনা)। যদি আল্লাহর দিকে ফিরে এসে খাতরার প্রতিকার করো, তা চলে যায়।
- না করলে তা থেকে জন্ম নেয় ফিকরা (চিন্তা)। আল্লাহর দিকে ফিরে এসে এর প্রতিকার করলে তা বাতিল হয়ে যায়।
- না করলে তখন শয়তানের ওয়াসওয়াসা চিন্তার সঙ্গে মিশে যায়, আর জন্ম নেয় শাহওয়া (কামনা)। এসবই এখনো অন্তরের ভেতরে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়নি।
- কামনার প্রতিকার না করলে তা থেকে জন্ম নেয় তালাব (চেষ্টা/অন্বেষণ)।
- চেষ্টার প্রতিকার না করলে তা থেকে জন্ম নেয় ফে'ল (কাজ — অর্থাৎ গুনাহ)।

◆ গুনাহ জন্মের ধাপ

- ১ খাতরা
মনে হঠাৎ আসা ভাবনা
- ২ ফিকরা
চিন্তা
- ৩ শাহওয়া
ওয়াসওয়াসা মিশে জন্ম নেয় কামনা
- ৪ তালাব
চেষ্টা বা অশ্বেষণ
- ৫ ফে'ল
কাজ, অর্থাৎ গুনাহ

প্রতিকার না করলে পরের ধাপের জন্ম

প্রশ্ন: কেউ যদি বলে, "যেসব ভাবনা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে মনে আসে, সেগুলো কীভাবে দূর করব?"

উত্তর: এগুলো যতক্ষণ সংকল্পে পরিণত না হয়, ততক্ষণ ক্ষতি করে না। তবে উচিত হলো — যিনি অন্তরের গোপন কথাও জানেন, তাঁর ভয় দিয়ে এগুলো তাড়ানো এবং অন্তরকে এমন দূরবর্তী কাজে ব্যস্ত রাখা, যা তাকে সেই বিষয় থেকে ভুলিয়ে দেয় যার জন্য সে সৃষ্টি হয়নি। যখন তুমি তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযত রাখো এবং অন্তরে গুনাহর সংকল্প করো না, তখন ওয়াসওয়াসা আর মনের ভাবনা তোমার জন্য মারফ। আর যদি আল্লাহর ভয় দিয়ে সেগুলো তাড়িয়ে দাও, তবে তো তুমি পরিচ্ছন্নতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেলে।

আবুল আব্বাস ইবনু মাসরু'ক বলেছেন: "যে তার অন্তরের ভাবনাগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ রাখে (মুরাকাবা করে), আল্লাহ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়াকে (গুনাহ থেকে) রক্ষা করেন।"

◆ এক নজরে

- ★ প্রথম দৃষ্টিতেই দৃষ্টি নামালে অসংখ্য বিপদ থেকে বাঁচা যায়
- ★ বারবার তাকালে উপড়ে ফেলা কঠিন এমন চারা গজাতে পারে
- ★ চিকিৎসা: পরবর্তীতে দৃষ্টি নামানো এবং দৃষ্টির দরজা বন্ধ করা
- ★ অন্তরে জমা চিন্তার জন্য কারণ কেটে দেওয়ার চেয়ে শক্তিশালী চিকিৎসা নেই
- ★ চিন্তার সঙ্গে বসবাস করলে তা ধীরে ধীরে সংকল্পে পরিণত হয়
- ★ অঙ্গ সংযত রাখলে ও গুনাহর সংকল্প না করলে ওয়াসওয়াসা ও ভাবনা মারফ

◆ যাচাই করুন

1. খাতরার প্রতিকার না করলে তা থেকে কী জন্ম নেয়?

ক. কাজ

খ. চেষ্টা

গ. ফিকরা (চিন্তা)

2. গুনাহ জন্মের ধাপে সবশেষে কী আসে?

ক. কামনা

খ. চেষ্টা

গ. ফে'ল (কাজ)

3. যে ভাবনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে মনে আসে, সংকল্পে পরিণত না হলে কী হয়?

ক. ক্ষতি করে না

খ. অবশ্যই ক্ষতি করে

4. ইবনু মাসরুকের কথায় অন্তরের ভাবনায় আল্লাহকে স্মরণ রাখলে আল্লাহ কী করেন?

ক. অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নড়াচড়াকে গুনাহ থেকে রক্ষা করেন

খ. ভাবনা আসা বন্ধ করে দেন

গ. কোনো পরিবর্তন করেন না

উত্তর: ১-গ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ক

অধ্যায় ১৯ সমাপ্ত

পর্ব ২ · অধ্যায় ২০

কোনো নারীকে দেখে ভালো লাগলে কী করবে

অধ্যায় ২০

হাদিস: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ এক নারীকে দেখলেন এবং (স্বাভাবিকভাবে) তাঁর চোখে তা ভালো লাগল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী যাইনাব (রা.)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলেন। তারপর বললেন:

"নারী শয়তানের রূপে সামনে আসে এবং শয়তানের রূপে পেছন ফিরে যায়। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি কোনো নারীকে দেখে এবং তার ভালো লাগে, সে যেন তার স্ত্রীর কাছে যায়। কারণ এটা তার মনে যা আছে তা দূর করে দেয়।"

(ইমাম মুসলিম এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।) [টীকা: সহিহ মুসলিম]

এই হাদিস দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে: ১. কাঙ্ক্ষিত জিনিসের একই জাতের হালাল জিনিস দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া। ২. ভালো লাগার কারণ হলো কামনার শক্তি, তাই সেই কামনা (হালাল উপায়ে) কমিয়ে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

◆ এক নজরে

- ★ নবী এক নারীকে দেখলেন, (স্বাভাবিকভাবে) তাঁর চোখে ভালো লাগল
- ★ তিনি স্ত্রী যাইনাব (রা.)-এর কাছে গিয়ে প্রয়োজন পূরণ করলেন
- ★ কারও ভালো লাগলে সে যেন তার স্ত্রীর কাছে যায়
- ★ কারণ: এটা তার মনে যা আছে তা দূর করে দেয়
- ★ হাদিসের ইঙ্গিত: কাঙ্ক্ষিত জিনিসের একই জাতের হালাল দিয়ে মনকে সান্ত্বনা

◆ যাচাই করুন

১. হাদিসে কোনো নারীকে দেখে ভালো লাগলে কী করতে বলা হয়েছে?

ক. আবার ভালো করে দেখতে

খ. স্ত্রীর কাছে যেতে

গ. তার পিছু নিতে

২. স্ত্রীর কাছে যেতে বলার কারণ কী?

ক. এটা তার মনে যা আছে তা দূর করে দেয়

খ. এটা মনে কামনা বাড়িয়ে দেয়

৩. হাদিসের একটি ইঙ্গিত কী?

ক. হালাল জিনিস থেকে দূরে থাকা

খ. কাঙ্ক্ষিত জিনিসের একই জাতের হালাল জিনিস দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া

গ. কামনা বাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-খ

পর্ব ২ · অধ্যায় ২১

বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকা হারাম

অধ্যায় ২১

হাদিস: ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে না থাকে, আর কোনো নারী যেন মাহরাম ছাড়া সফর না করে।" (বুখারি ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।) [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

হাদিস: জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন এমন কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে না থাকে, যার সঙ্গে তার কোনো মাহরাম নেই। কারণ তাদের তৃতীয়জন হলো শয়তান।" [টীকা: মুসনাদে আহমাদ (১৪৬৫১); শুআইব আরনাউত: হাসান লি-গাইরিহি (এই সনদে ইবনু লাহিআর দুর্বলতা আছে)। হাদিসটি তিরমিযি (২৮০১)-তেও আছে।]

উমার (রা.)-এর খুতবা: জাবির ইবনু সামুরা (রা.) বলেন, উমার (রা.) জাবিয়া নামক জায়গায় মানুষের উদ্দেশে খুতবা দিয়ে বললেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার এই জায়গার মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: "সাবধান! কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে না থাকে; কারণ তাদের তৃতীয়জন শয়তান।" [টীকা: তিরমিযি ও আহমাদ; সহিহ।]

আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) থেকেও উমার (রা.)-এর এই খুতবা একইভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত: "কোনো পুরুষ এমন নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকলে, যে তার মাহরাম নয়, তবে পুরুষটি নারীর প্রতি বা নারীটি পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হবেই।" জিজ্ঞেস করা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল, দুজনই নেককার হলেও?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, এমনকি মারইয়াম বিনতু ইমরান আর ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া হলেও।" [টীকা: সনদ খুবই দুর্বল (ইবনু লাহিআর বর্ণনা); এটি হাদিস হিসেবে বর্ণনা করা ঠিক নয়। (মান যাচাই করা যায়নি)]

মাইমুন ইবনু মিরহান (রহ.) বলেছেন: "তিনটি জিনিস দিয়ে নিজেকে পরীক্ষায় ফেলো না: ১. কোনো শাসকের কাছে যেয়ো না, যদিও মনে করো যে তাকে আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ দেবে। ২. কোনো নারীর কাছে (একা) যেয়ো না, যদিও মনে করো যে তাকে আল্লাহর কিতাব শেখাবে। ৩. কোনো বিদআতি/প্রবৃত্তিপূজারীর কথায় কান দিয়ো না, কারণ তুমি জানো না তার কোন কথা তোমার অন্তরে আটকে যাবে।"

মাইমুনের তিন সতর্কতা

তিনটি জিনিসে নিজেকে পরীক্ষায় ফেলো না

শাসক

তার কাছে যেয়ো না, যদিও আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ দিতে চাও

নারী

(একা) যেয়ো না, যদিও আল্লাহর কিতাব শেখাতে চাও

প্রবৃত্তিপূজারী

কথায় কান দিয়ো না

মাইমুন ইবনু মিরহান (রহ.)-এর উক্তি

উমার ইবনু আব্দিল আযিয (রহ.) মাইমুন ইবনু মিরহানকে উপদেশ দিয়েছিলেন: "হে মাইমুন, এমন নারীর সঙ্গে নির্জনে থেকো না, যে তোমার জন্য হালাল নয় — যদিও তাকে কুরআন পড়াও। শাসকের পেছনে ঘুরো না — যদিও মনে করো তুমি তাকে ভালো কাজের আদেশ দেবে বা খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর প্রবৃত্তিপূজারীর সঙ্গে বসো না — নইলে সে তোমার মনে এমন কিছু ঢেলে দেবে, যার কারণে আল্লাহ তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন।"

ইউনুস ইবনু উবাইদ (রহ.) বলেছেন: "তোমাদের তিনটি উপদেশ দিচ্ছি, আমি বাঁচি বা মরি, এগুলো আমার কাছ থেকে নাও: খেল-তামাশাওয়ালা লোকের কথায় কান দিয়ো না। এমন নারীর সঙ্গে নির্জনে থেকো না, যে তোমার মাহরাম নয় — তাকে কুরআন পড়ানোর জন্য হলেও। আর কোনো আমিরের কাছে যেয়ো না — তাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য হলেও।" আরেক বর্ণনায় আছে: "...কোনো যুবতী নারীর সঙ্গে নির্জনে থেকো না, তাকে কুরআন পড়ালেও।"

মুসা (আ.) ও ইবলিসের কথোপকথন: আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ বলেন, একবার মুসা (আ.) বসে ছিলেন, তখন ইবলিস এল। মুসা (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "মানুষ কী করলে তুমি তার ওপর পুরোপুরি জয়ী হও?" সে বলল: "যখন সে নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ হয়, নিজের আমলকে বেশি মনে করে, আর নিজের গুনাহ ভুলে যায়।" "আর আপনাকে তিনটি জিনিস থেকে সাবধান করছি:

১. এমন নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকবেন না, যে আপনার জন্য হালাল নয়। কারণ যখনই কোনো পুরুষ এমন নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকে, তখন আমার সাথীদের না পাঠিয়ে আমি নিজেই তার সঙ্গী হই, যতক্ষণ না তাকে সেই নারীর ফিতনায় ফেলি। ২. আল্লাহর সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করবেন। কারণ যে-ই আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করে, আমি নিজে তার সঙ্গী হই, যতক্ষণ না তাকে অঙ্গীকার পূরণ থেকে আটকে দিই। ৩. কোনো সদকা আলাদা করে রাখলে তা দিয়ে দেবেন। কারণ যে-ই সদকা আলাদা করে কিন্তু দেয় না, আমি নিজে তার সঙ্গী হই, যতক্ষণ না তাকে তা দেওয়া থেকে আটকে দিই।" তারপর সে "হায় সর্বনাশ!" বলে তিনবার চিৎকার করতে করতে চলে গেল: "মুসা জেনে গেল, কী দিয়ে আদমসন্তানদের সতর্ক করতে হবে!"

◆ ইবলিসের তিন সাবধানবাণী

- ১ নির্জনতা
হালাল নয় এমন নারীর সঙ্গে নির্জনে না থাকা
- ২ অঙ্গীকার
আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করা
- ৩ সদকা
আলাদা করে রাখলে তা দিয়ে দেওয়া

মুসা (আ.)-এর সঙ্গে কথোপকথনের বর্ণনা অনুযায়ী

আবুল কাসিম আন-নাসরাবাজি (রহ.): তাঁকে বলা হলো, "কিছু লোক নারীদের সঙ্গে ওঠাবসা করে আর বলে — তাদের দেখায় আমি নিরাপদ, আমার কিছু হয় না।" তিনি বললেন: "যতদিন দেহ টিকে আছে, ততদিন আদেশ-নিষেধও টিকে আছে, আর হালাল-হারামের বিধান তাকেও সম্বোধন করছে। যে হারামের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে, সে ছাড়া কেউ সন্দেহজনক কাজে সাহস দেখায় না।"

মাসলামা ও হিশামের ঘটনা: মাসলামা ইবনু আব্দিল মালিক তাঁর ভাই খলিফা হিশাম ইবনু আব্দিল মালিকের কাছে গেলেন। হিশামের কাছে এক সুদর্শন খাদেম, মাথায় কালো পাগড়ি, গায়ে নকশি কাপড়। মাসলামা বললেন, "আমিরুল মুমিনিন, এই যুবক কে?" হিশাম বললেন, "আমার খাদেম।" মাসলামা বললেন, "আমিরুল মুমিনিন, এমন লোক আপনার অন্তরমহলে ঢোকে?" হিশাম বললেন, "সে তো খোজা, নারীর সঙ্গে কিছু করার ক্ষমতা নেই।" মাসলামা বললেন: "সে নিজে কিছু করতে না পারলেও, পুরুষদের কাছে নারীদের কথা তো বলবে!" তখন হিশাম তাকে বের করে দিলেন।

লেখকের উপদেশ

আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন, বিপদের কারণের কাছে নিজেকে নিয়ে যাওয়া থেকে সাবধান থাকো। যে ফিতনার কাছাকাছি যায়, তার নিরাপদ থাকা খুবই কঠিন।

সতর্কতা যেমন মুক্তির সঙ্গে জোড়া, তেমনি ফিতনার কাছে যাওয়া ধ্বংসের সঙ্গে জোড়া।

ফিতনার কাছে গিয়েও নিরাপদ থাকে, এমন মানুষ খুব কম।

আর নিরাপদ থাকলেও সে চিন্তা, কল্পনা আর মনের ইচ্ছা থেকে বাঁচতে পারে না।

এসবই পদস্থলন।

এটা তো তখনকার কথা, যদি বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকা জায়েজ হতো — তবুও এসব বিপদ থেকে বাঁচা যেত না। আর যেখানে এটা হারাম, সেখানে কী অবস্থা হবে!

◆ এক নজরে

- ★ নবী: কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সঙ্গে নির্জনে না থাকে
- ★ যার সঙ্গে মাহরাম নেই, নির্জনে তাদের তৃতীয়জন শয়তান
- ★ উমার (রা.)-এর খুতবায়ও একই কথা: তাদের তৃতীয়জন শয়তান
- ★ মাইমুন ও ইউনুস: কুরআন পড়ানোর জন্য হলেও নির্জনে না থাকা
- ★ আন-নাসরাবাজি: দেহ টিকে থাকা পর্যন্ত আদেশ-নিষেধ টিকে থাকে
- ★ লেখক: যে ফিতনার কাছাকাছি যায়, তার নিরাপদ থাকা খুবই কঠিন
- ★ বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকা হারাম

◆ যাচাই করুন

1. নবীর বাণী অনুযায়ী নির্জনে নারী-পুরুষের তৃতীয়জন কে?

ক. ফেরেশতা

খ. শয়তান

গ. মাহরাম

2. লেখকের উপদেশ অনুযায়ী বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকার হুকুম কী?

ক. জায়েজ

খ. মাকরুহ

গ. হারাম

3. উমার ইবনু আব্দিল আযিয মাইমুনকে কী উপদেশ দিলেন?

ক. যে নারী তোমার জন্য হালাল নয়, কুরআন পড়ালেও তার সঙ্গে নির্জনে থেকো না

খ. কুরআন পড়ানোর জন্য নির্জনে থাকা যায়

4. আন-নাসরাবাজির মতে যতদিন দেহ টিকে আছে, ততদিন কী টিকে আছে?

ক. আদেশ-নিষেধ

খ. শুধু উপদেশ

গ. কোনো বিধান নয়

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ক

অধ্যায় ২১ সমাপ্ত

পর্ব ২ · অধ্যায় ২২

নারীর ফিতনা থেকে সতর্কতা

অধ্যায় ২২

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এই অংশে হারুত-মারুত আর বনি ইসরাইলের আবেদের দুটি লম্বা কাহিনি আছে। এগুলো মূলত ইসরাইলি বর্ণনা (আহলে কিতাবের সূত্রে আসা কাহিনি)। ইবনু কাসিরসহ অনেক মুহাক্কিক আলেম হারুত-মারুতের এই রূপকথাধর্মী বর্ণনাকে নবী ﷺ-এর কথা হিসেবে গ্রহণ করেননি। এগুলো উপদেশের গল্প হিসেবে পড়ুন, আকিদা বা দলিল হিসেবে নয়।

হাদিস: উসামা ইবনু যাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

"আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কোনো ফিতনা আমি রেখে যাইনি।"

[টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

হাদিস: আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

"দুনিয়া মিষ্টি ও সবুজ-শ্যামল। আল্লাহ তোমাদের এখানে প্রতিনিধি বানিয়েছেন, তোমরা কেমন কাজ করো তা দেখার জন্য। কাজেই দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো, আর নারী থেকে বেঁচে থাকো। কারণ বনি ইসরাইলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে।"

(এটি শুধু মুসলিম বর্ণনা করেছেন; আগেরটি বুখারি ও মুসলিম দুজনেই।) [টীকা: সহিহ মুসলিম]

"তোমরা ইউসুফের সঙ্গিনীদের মতো": আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন খুব অসুস্থ, বিলাল (রা.) এসে নামাজের সময় হওয়ার খবর দিলেন। তিনি বললেন, "আবু বকরকে বলো লোকদের নিয়ে নামাজ পড়াতে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আবু বকর কোমল মনের মানুষ, আপনার জায়গায় দাঁড়ালে (কান্নার কারণে) লোকেরা তাঁর কথা শুনতে পাবে না। যদি উমারকে আদেশ দিতেন!" তিনি আবার বললেন, "আবু বকরকে বলো লোকদের নিয়ে নামাজ পড়াতে।" আমি হাফসাকে বললাম, "তুমি তাঁকে বলো।" হাফসা বললেন। তখন তিনি বললেন: "তোমরা তো ইউসুফের সঙ্গিনীদের মতো!" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম। অর্থাৎ মুখে এক কথা বলে মনে অন্য উদ্দেশ্য রাখা।]

ফাদলের ঘাড় ঘুরিয়ে দেওয়া: আলি (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ফাদলকে নিজের বাহনের পেছনে বসিয়ে চললেন। জামরায় পৌঁছে কংকর মারলেন। তখন খাসআম গোত্রের এক যুবতী এসে বলল, "আমার বাবা অনেক বৃদ্ধ, অথচ তাঁর ওপর আল্লাহর ফরজ হজ এসে গেছে। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করতে পারি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" (আলি বলেন,) আর তিনি ফাদলের ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন। আব্বাস (রা.) বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন কেন?" তিনি বললেন: "দেখলাম এক যুবক আর এক যুবতী — তাদের ব্যাপারে শয়তানের ভয় হলো।" [টীকা: তিরমিযি (৮৮৫); আলবানি ও শাকির: হাসান, বাশশার আওওয়াদ: হাসান সহিহ।]

হাদিস: উমাইমা বিনতু রুকাইকা (রা.) বলেন, আমি কয়েকজন নারীর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাইআত করতে গেলাম। তিনি বললেন: "আমি নারীদের সঙ্গে মুসাফাহা (হাত মেলানো) করি না।" [টীকা: মুওয়াত্তা মালিক, নাসায়ি, ইবনু মাজাহ; সহিহ।]

আয়েশা (রা.)-এর কথা: তিনি বলেছেন: "নারীরা আজ যা শুরু করেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ যদি তা দেখতেন, তবে তাদের (মসজিদে) বের হতে নিষেধ করতেন।" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম, কিছুটা ভিন্ন শব্দে।]

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ, আবু বকর, উমার ও উসমানের যুগে বয়স্ক-অল্পবয়স্ক সব নারী ঈদের নামাজে উপস্থিত হতেন। পরে (মদিনার শাসক) সাঈদ ইবনুল আস আমাকে নারীদের বের হওয়া নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আমার মত ছিল, যুবতীদের বের হতে নিষেধ করা উচিত। তিনি ঘোষককে দিয়ে ঘোষণা করালেন: "ঈদের দিন কোনো যুবতী বের হবে না।" তারপর থেকে শুধু বয়স্ক নারীরা বের হতেন। [টীকা: সনদে ওয়াকিদি আছেন, যিনি দুর্বল। (মান যাচাই করা যায়নি)]

ইবলিসের "কিতাব" ও "রাসুল": ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: ইবলিস তার রবকে বলল, "হে রব, আদমকে (পৃথিবীতে) নামানো হয়েছে, আর আমি জানি তার জন্য কিতাব আর রাসুল থাকবে। তাদের কিতাব আর রাসুল কী?" আল্লাহ বললেন, "তাদের রাসুল ফেরেশতা আর তাদের মধ্য থেকে নবীরা। তাদের কিতাব তাওরাত, ইনজিল, যাবুর আর ফুরকান।" সে বলল, "তাহলে আমার কিতাব কী?" আল্লাহ বললেন:

"তোমার কিতাব উলকি, তোমার কুরআন কবিতা, তোমার রাসুল গণক, তোমার খাবার যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তোমার পানীয় প্রত্যেক নেশাদার জিনিস, তোমার সত্য মিথ্যা, তোমার ঘর গোসলখানা, তোমার শিকারের জাল নারী, তোমার মুয়াজ্জিন বাঁশি, আর তোমার মসজিদ বাজার।"

(ইয়াহইয়া ইবনু সালিহ এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন।) [টীকা: সনদ দুর্বল/মুনকার। (মান যাচাই করা যায়নি)]

হাদিস: আলি (রা.) থেকে বর্ণিত: "আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি নারী আর মদকে।" [টীকা: সনদ দুর্বল। (মান যাচাই করা যায়নি)]

হারুত ও মারুতের কাহিনি

[টীকা: এই কাহিনির বিভিন্ন বর্ণনা ইবনু মাসউদ, ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার (রা.) থেকে এসেছে। তবে মুহাক্কিক আলেমদের মতে এর মূল উৎস ইসরাইলি বর্ণনা (বিশেষ করে কা'ব আল-আহবারের সূত্রে)। এটি নবী ﷺ-এর কথা হিসেবে প্রমাণিত নয়। কুরআনে (সুরা বাকারা ২:১০২) হারুত-মারুতের কথা আছে, কিন্তু নারী, মদ বা "যুহরা" তারার এই কাহিনি নেই। লেখক এখানে শুধু নারীর ফিতনার ভয়াবহতা বোঝাতে এটি এনেছেন।]

প্রথম বর্ণনা (ইবনু মাসউদ ও ইবনু আব্বাস থেকে): যখন আদমসন্তান বেড়ে গেল আর গুনাহ করতে লাগল, তখন ফেরেশতা, আসমান, জমিন আর পাহাড় তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করল: "হে আমাদের রব, এদের ধ্বংস করে দিন।" আল্লাহ ফেরেশতাদের জানালেন: "যদি আমি তোমাদের মধ্যে কামনা আর শয়তানকে আদমসন্তানদের মতো করে দিতাম, তবে তোমরাও তাদের মতোই করতে।" ফেরেশতারা মনে মনে ভাবল, পরীক্ষায় পড়লে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। আল্লাহ বললেন, "তোমাদের সেরাদের মধ্য থেকে দুজন ফেরেশতা বেছে নাও।" তারা হারুত আর মারুতকে বাছল। দুজনকে বিচারক হিসেবে পৃথিবীতে নামানো হলো। তারপর "যুহরা" (শুক্রে গ্রহ) এক নারীর রূপে তাদের কাছে এল, আর তারা গুনাহে লিপ্ত হলো। ফেরেশতারা আগে শুধু মুমিনদের জন্য ক্ষমা চাইত; এরপর পৃথিবীর সবার জন্য ক্ষমা চাইতে লাগল।

দ্বিতীয় বর্ণনা (নাফি থেকে): নাফি বলেন, আমি ইবনু উমার (রা.)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। শেষ রাতে তিনি বললেন, "নাফি, লাল তারাটা (শুক্রে) উঠেছে?" দু-তিনবার বললাম, "না।" তারপর বললাম, "উঠেছে।" তিনি বললেন, "তাকে স্বাগতম নয়!" আমি বললাম, "সুবহানাল্লাহ! একটা তারা, যে আল্লাহর আদেশ শোনে আর মানো!" তিনি বললেন, "আমি তা-ই বলেছি, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি..." তারপর কাহিনি বললেন: ফেরেশতারা বলল, "হে রব, আদমসন্তানদের গুনাহের ওপর আপনি কীভাবে ধৈর্য ধরেন?" তিনি বললেন, "আমি তাদের পরীক্ষায় ফেলেছি, আর তোমাদের নিরাপদ রেখেছি।" তারা বলল, "আমরা তাদের জায়গায় থাকলে আপনার অবাধ্য হতাম না।" তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্য থেকে দুজন বেছে নাও।" তারা হারুত-মারুতকে বাছল। দুজন নেমে এল, আর আল্লাহ তাদের মধ্যে "শাবাক" ঢেলে দিলেন। (নাফি বলেন) আমি বললাম, "শাবাক কী?" তিনি বললেন, "কামনা।" তারপর "যুহরা" নামে এক নারী এল, আর দুজনের অন্তরে ঢুকে গেল। প্রত্যেকে নিজের মনের কথা অন্যজনের কাছে লুকাতে লাগল। শেষে একজন আরেকজনকে বলল, "আমার মনে যা হয়েছে, তোমার মনেও কি তা-ই হয়েছে?" সে বলল, "হ্যাঁ।" দুজনে তার কাছে কুপ্রস্তাব দিল। সে বলল, "যে নাম দিয়ে তোমরা আসমানে ওঠো আর নামো, তা না শেখালে আমি রাজি হব না।" তারা প্রথমে অস্বীকার করল, পরে আবার চাইল, সে আবার অস্বীকার করল — শেষে তারা শিথিয়ে দিল। সে যখন উড়ে গেল, আল্লাহ তাকে একটা তারা বানিয়ে আলো নিভিয়ে দিলেন... তারপর দুজন তাদের রবের কাছে তাওবা চাইল। আল্লাহ তাদের দুটো পথের মধ্যে একটা বেছে নিতে বললেন: দুনিয়ার শান্তি, নাকি আখিরাতের শান্তি। একজন অন্যজনকে বলল, "দুনিয়ার শান্তি তো একসময় শেষ হয়ে যায়।" তারা আখিরাতের বদলে দুনিয়ার শান্তি বেছে নিল। আল্লাহ বললেন, "বাবিলে যাও।" তারা বাবিলে গেল, আর সেখানে মাটিতে ধসে গেল। এখন তারা আসমান-জমিনের মাঝখানে উল্টো ঝুলে আছে, কিয়ামত পর্যন্ত শান্তি পাবে।

তৃতীয় বর্ণনা (ইবনু উমার থেকে, মুসনাদে আহমাদ): ...তারপর যুহরা সবচেয়ে সুন্দরী নারীর রূপ ধরে তাদের কাছে এল। তারা কুপ্রস্তাব দিল। সে বলল, "আল্লাহর কসম, না — যতক্ষণ না তোমরা এই শিরকের কথাটা বলো।" তারা বলল, "আল্লাহর কসম, আমরা কখনো শিরক করব না।" সে চলে গেল। তারপর একটা শিশু কোলে নিয়ে ফিরে এল। তারা আবার প্রস্তাব দিল। সে বলল, "না — যতক্ষণ না এই শিশুটাকে হত্যা করো।" তারা বলল, "কখনো না।" সে চলে গেল। তারপর এক পেয়ালা মদ নিয়ে এল। বলল, "না — যতক্ষণ না এই মদ পান করো।" তারা মদ পান করল, মাতাল হলো, তার সঙ্গে যিনা করল, আর শিশুটাকেও হত্যা করল। হুঁশ ফিরলে নারীটি বলল: "আল্লাহর কসম, যে কাজগুলো তোমরা অস্বীকার করেছিলে, মাতাল অবস্থায় তার প্রতিটাই করে ফেলেছ!" তারপর তাদের দুনিয়া আর আখিরাতের শান্তির মধ্যে বেছে নিতে বলা হলো, তারা দুনিয়ার শান্তি বেছে নিল।

বনি ইসরাইলের আবেদের কাহিনি (বারসিসা)

ওয়াহব ইবনু মুনাবিহ বর্ণনা করেছেন:

বনি ইসরাইলে এক আবেদ ছিল, তার যুগের সবচেয়ে বড় ইবাদতকারীদের একজন। সেই সময় তিন ভাই ছিল, তাদের এক কুমারী বোন ছিল।

ভাইদের যুদ্ধে যাওয়ার ডাক পড়ল। তারা বুঝতে পারছিল না বোনকে কার কাছে রেখে যাবে, কাকে বিশ্বাস করবে। শেষে সবাই একমত হলো — বনি ইসরাইলের সেই আবেদের কাছে রেখে যাবে। তারা তার কাছে গিয়ে অনুরোধ করল, যেন ফিরে আসা পর্যন্ত বোন তার আশ্রয়ে আর প্রতিবেশে থাকে। সে অস্বীকার করল, আর তাদের ও তাদের বোনের (ফিতনা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইল। কিন্তু তারা পীড়াপীড়ি করতেই থাকল, শেষে সে রাজি হয়ে বলল, "তাকে আমার ইবাদতখানার সামনের একটা ঘরে রাখো।"

প্রথম ধাপ: তারা তাকে সেই ঘরে রেখে চলে গেল। কিছুদিন সে আবেদের প্রতিবেশে থাকল। আবেদ ইবাদতখানা থেকে নেমে খাবার এনে ইবাদতখানার দরজায় রাখত, তারপর দরজা বন্ধ করে ওপরে উঠে যেত। তারপর মেয়েটিকে বলত, আর সে ঘর থেকে বের হয়ে খাবার নিয়ে যেত।

দ্বিতীয় ধাপ: শয়তান খুব কৌশলে তার কাছে এল। তাকে নেক কাজের প্রতি উৎসাহ দিতে লাগল, আর মেয়েটির দিনের বেলা ঘর থেকে বের হওয়াকে বড় করে দেখাতে লাগল: "কেউ তাকে দেখে ফেললে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে। তুমি যদি খাবার নিয়ে গিয়ে তার ঘরের দরজায় রেখে আসো, তাতে তোমার সওয়াব বেশি হবে।" শেষে সে খাবার নিয়ে তার ঘরের দরজায় রেখে আসতে লাগল — কিন্তু কথা বলত না।

তৃতীয় ধাপ: কিছুদিন পর ইবলিস আবার এল, সওয়াবের লোভ দেখাল: "যদি খাবার নিয়ে তার ঘরের ভেতরে রেখে আসো, তাতে সওয়াব আরও বেশি।" শেষে সে ঘরের ভেতরে খাবার রেখে আসতে লাগল।

চতুর্থ ধাপ: কিছুদিন পর ইবলিস আবার এল: "যদি তার সঙ্গে একটু কথা বলো, গল্প করো, সে তোমার কথায় সান্ধুনা পাবে। বোচারি খুব একাকী।" শেষে সে ইবাদতখানার ওপর থেকে উঁকি দিয়ে কিছুদিন তার সঙ্গে কথা বলল।

পঞ্চম ধাপ: তারপর ইবলিস বলল: "যদি নেমে এসে তোমার ইবাদতখানার দরজায় বসো, আর সে তার ঘরের দরজায় বসে তোমার সঙ্গে কথা বলে, তাতে সে বেশি সান্ধুনা পাবে।" শেষে সে নেমে দরজায় বসে কথা বলতে লাগল, আর মেয়েটিও ঘর থেকে বের হয়ে দরজায় বসত। কিছুদিন এভাবে চলল।

ষষ্ঠ ধাপ: তারপর ইবলিস সওয়াবের লোভ দেখিয়ে বলল: "যদি ইবাদতখানার দরজা থেকে বের হয়ে তার ঘরের দরজার কাছে বসো, তাতে সে আরও সান্ধুনা পাবে।" সে তা-ই করল।

সপ্তম ধাপ: কিছুদিন পর ইবলিস বলল: "যদি তার দরজার আরও কাছে যাও।" তারপর বলল: "যদি ঘরের ভেতরে ঢুকে তার সঙ্গে কথা বলো, আর তাকে কারো সামনে চেহারা বের করতে না দাও, সেটাই উত্তম।" শেষে সে ঘরে ঢুকল। সারাদিন তার সঙ্গে গল্প করত, সন্ধ্যা হলে ইবাদতখানায় উঠে যেত।

অষ্টম ধাপ: এরপর ইবলিস মেয়েটিকে তার চোখে সাজিয়ে তুলতে লাগল। শেষে আবেদ মেয়েটির উরুতে হাত দিল, তাকে চুমু খেল। ইবলিস তাকে তার চোখে আরও সুন্দর করে দেখাতে থাকল, শেষে সে তার সঙ্গে যিনা করল। মেয়েটি গর্ভবতী হলো, একটা ছেলে জন্ম দিল।

নবম ধাপ — হত্যা: তখন ইবলিস এসে বলল: "ভেবে দেখো, মেয়েটির ভাইয়েরা এসে যদি দেখে সে তোমার সন্তান জন্ম দিয়েছে, তখন কী করবে? তুমি অপদস্থ হবে, বা তারা তোমাকে লাঞ্চিত করবে। ছেলেটাকে জবাই করে মাটিতে পুঁতে ফেলো। ভাইদের ভয়ে মেয়েটি নিজেই ব্যাপারটা গোপন রাখবে।" সে তা-ই করল। ইবলিস আবার বলল: "তুমি কি মনে করো, তুমি তার সঙ্গে যা করেছ সে ভাইদের কাছে লুকাবে? তাকেও জবাই করে ছেলের সঙ্গে পুঁতে ফেলো।" সে মেয়েটিকে জবাই করে ছেলের সঙ্গে গর্তে ফেলল, ওপরে বড় একটা পাথর চাপা দিয়ে মাটি সমান করে দিল। তারপর ইবাদতখানায় উঠে ইবাদত করতে লাগল।

ভাইদের ফিরে আসা: কিছুকাল পর ভাইয়েরা যুদ্ধ থেকে ফিরে বোনের খোঁজ নিল। সে তাদের বোনের মৃত্যুর খবর দিল, তার জন্য রহমতের দোয়া করল, কাদল, আর বলল, "সে খুব ভালো মেয়ে ছিল। এই তার কবর, দেখো।" ভাইয়েরা কবরে গিয়ে কাদল, রহমতের দোয়া করল, কয়েকদিন কবরের পাশে থাকল, তারপর বাড়ি ফিরে গেল।

শয়তানের ফাঁস করে দেওয়া: রাতে যখন তারা শুয়ে পড়ল, শয়তান স্বপ্নে তাদের কাছে এল। প্রথমে বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে বোনের কথা জিজ্ঞেস করল। সে আবেদের কথা আর বোনের মৃত্যুর কথা বলল। শয়তান বলল: "সে তোমাদের বোনের ব্যাপারে সত্য বলেনি। সে তোমাদের বোনকে গর্ভবতী করেছিল, বোন তার সন্তান জন্ম দিয়েছিল। তোমাদের ভয়ে সে ছেলেটাকে আর তোমাদের বোনকে জবাই করে ঘরের দরজার পেছনে একটা গর্তে ফেলে দিয়েছে।" তারপর মেজো ভাই আর ছোট ভাইয়ের কাছেও গিয়ে একই কথা বলল।

সকালে সবাই অবাক হয়ে জাগল। একে অপরকে বলল, "আমি আজব একটা স্বপ্ন দেখেছি!" বড় ভাই বলল, "এটা নিছক স্বপ্ন, কিছু না। চলো, বাদ দাও।" ছোট ভাই বলল, "আমি সেই জায়গায় গিয়ে না দেখে যাব না।" তারা গিয়ে জায়গাটা খুঁড়ল, আর বোন ও তার ছেলেকে জবাই করা অবস্থায় পেল। আবেদকে জিজ্ঞেস করলে সে ইবলিসের কথাই সত্য বলে স্বীকার করল।

শেষ পরিণতি — কুফর: ভাইয়েরা রাজার কাছে বিচার চাইল। আবেদকে ইবাদতখানা থেকে নামিয়ে শূলে চড়ানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। যখন তাকে কাঠের ওপর দাঁড় করানো হলো, শয়তান এসে বলল: "জানো তো, আমিই তোমার সেই সাথি, যে তোমাকে ওই নারীর ফিতনায় ফেলেছিল, শেষে তুমি তাকে গর্ভবতী করেছ, তাকে আর তার ছেলেকে জবাই করেছ। আজ যদি আমার কথা মানো, আর তোমার স্রষ্টা আল্লাহকে অস্বীকার করো, তবে আমি তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করব।" আবেদ আল্লাহকে অস্বীকার করল। যখন সে কুফরি করল, শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল, আর লোকেরা তাকে শূলে চড়াল।

বলা হয়, এই প্রসঙ্গেই এই আয়াত নাযিল হয়:

"(তারা) শয়তানের মতো, যখন সে মানুষকে বলে, 'কুফরি করো।' তারপর যখন সে কুফরি করে, তখন শয়তান বলে, 'তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের রব আল্লাহকে ভয় করি।' ফলে দুজনেরই পরিণাম হলো — তারা চিরকাল আগুনে থাকবে। আর এটাই জালিমদের প্রতিফল।" (সূরা হাশর ৫৯:১৬-১৭)

লেখকের মন্তব্য: তাফসিরের কিতাবে এই লোকের কাহিনি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। তবে উদ্দেশ্য হলো এটা দেখানো যে, এই ফিতনা হত্যা, যিনা আর কুফর পর্যন্ত গড়িয়েছিল — আর এই বিষয়টা সব বর্ণনাতোই আছে।

আল্লাহ তোমাকে তাওফিক দিন, ভেবে দেখো সে কেন এই অনিষ্টে পড়ল। কারণ সে নিজের জন্য সেই জিনিসে ছাড় নিয়েছিল, যা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছিল — বেগানা নারীর সঙ্গে কথা বলা আর তার সঙ্গে নির্জনে থাকা। সে ছিল এমন রোগীর মতো, যাকে পরহেজ করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু নিজের সুস্থতার ওপর ভরসা করে উল্টাপাল্টা খেতে শুরু করল — আর তাতেই তার ধ্বংস হলো।

যদি সে তার চিকিৎসকের কথা মানত, তবে যে অনিষ্টে পড়েছে তা থেকে বেঁচে যেত।

◆ লেখকের মন্তব্য

করণ

✓ নিষেধ মানা — চিকিৎসকের কথা মানা রোগীর মতো

করবেন না

- ✗ নিষেধ সত্ত্বেও বেগানা নারীর সঙ্গে কথা বলা
- ✗ বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকা
- ✗ সুস্থতার ওপর ভরসা করে পরহেজ না মানা

আবেদের কাহিনি নিয়ে লেখকের মন্তব্য অনুযায়ী

আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে।

[পাঠকের জন্য লক্ষণীয়: শয়তান কখনো সরাসরি "যিনা করো" বলেনি। প্রতিটা ধাপে সে নেক কাজের, সওয়াবের, দয়ার কথা বলেছে — খাবার পৌঁছে দেওয়া, একাকী মেয়েটিকে সাবুনা দেওয়া, তাকে মানুষের চোখ থেকে আড়াল রাখা। প্রতিটা ধাপ আগেরটার চেয়ে একটু বেশি কাছে। এজন্যই কুরআন বলেছে "শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না" (সূরা নূর ২৪:২১) — পদাঙ্ক মানে ধাপে ধাপে।]

মুআয ইবনু জাবাল (রা.) বলেছেন: "তোমরা কষ্টের ফিতনায় পরীক্ষিত হয়েছ, আর ধৈর্য ধরেছ। আর তোমরা সচ্ছলতার ফিতনায় পরীক্ষিত হবে। তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি নারীর ফিতনাকে — যখন তারা সোনার কাঁকন পরবে, শামের মিহি চাদর আর ইয়েমেনের নকশি কাপড় পরবে, আর ধনীকে ক্লান্ত করে ফেলবে, আর গরিবকে এমন জিনিসের বোঝা চাপাবে যা তার সামর্থ্যে নেই।"

অনুবাদ প্রসঙ্গে

অধ্যায় ২২-এর শেষে ইবনুল মু'তাযের প্রেমের কাহিনিতে অনেক কবিতা আছে; বাছাই করা কয়েকটি দেওয়া হয়েছে। একটি কাহিনিতে (কাজি সাঈদ ইবনু সালম) মূল আরবিতে শরীরের খোলামেলা বর্ণনা আছে; অনুবাদে তা সংক্ষেপ করা হয়েছে।

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন: "আগের যারা কুফরি করেছে, তাদের কুফরি এসেছে নারীর দিক থেকেই। আর যারা বাকি আছে, তাদের কুফরিও নারীর দিক থেকেই আসবে।"

হাসসান ইবনু আতিয়া (রহ.) বলেছেন: "কোনো জাতি ধ্বংস হয়েছে, তো তাদের নারীদের দিক থেকেই হয়েছে।"

ইবনু উমার (রা.): জালুলার যুদ্ধের দিন (গনিমতের ভাগে) তাঁর ভাগে এক দাসী পড়ল, যার গলা যেন রূপার জগ। তিনি বলেন: "আমি ধৈর্য ধরতে পারলাম না, উঠে গিয়ে তাকে চুমু খেলাম — আর লোকেরা দেখছিল।" [টীকা: সে যুগে যুদ্ধবন্দি দাসী মালিকের জন্য হালাল ছিল। লেখক এটি এনেছেন এটা দেখাতে যে, ইবনু উমারের মতো সংযমী সাহাবিও সৌন্দর্যের সামনে কতটা দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন।]

তাউস (রহ.) আল্লাহর বাণী "মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে"-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "যখন সে নারীর দিকে তাকায়, তখন আর ধৈর্য ধরতে পারে না।"

সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.) বলেছেন: "শয়তান যখনই কোনো আদমসন্তানের ব্যাপারে হতাশ হয়েছে, তখনই নারীর দিক থেকে তার কাছে এসেছে।" তারপর তিনি — তখন তাঁর বয়স চুরাশি বা উননব্বই, এক চোখ নষ্ট হয়ে গেছে, আরেক চোখে ঝাপসা দেখেন — বললেন: "আমার কাছে নারীর চেয়ে ভয়ের আর কিছু নেই।"

আমানতের চেয়েও কঠিন:

- সাঈদ ইবনু জুবাইর (রহ.): "মুক্তায় ভরা একটা ঘরের আমানতদার হওয়া আমার কাছে একজন সুন্দরী নারীর আমানতদার হওয়ার চেয়ে প্রিয়।"
- মাইমুন ইবনু মিহরান (রহ.): "বায়তুল মালের (রাষ্ট্রীয় কোষাগারের) আমানতদার হওয়া আমার কাছে একজন নারীর আমানতদার হওয়ার চেয়ে প্রিয়।"
- ইউসুফ ইবনু আসবাত (রহ.): "কেউ যদি আমার কাছে পুরো বায়তুল মাল আমানত রাখে, আমার মনে হয় আমি তা ঠিকঠাক ফেরত দিতে পারব। কিন্তু যদি এক কালো দাসীর সঙ্গে এক ঘণ্টা নির্জনে থাকার দায়িত্ব দেয়, তবে নিজের ওপর ভরসা করতে পারব না।"
- সুফিয়ান সাওরি (রহ.): "আমার কাছে টাকায় ভরা ঘর আমানত রাখো, কিন্তু আমার জন্য হালাল নয় এমন এক কালো দাসীর আমানত আমার কাছে রেখো না।"

সুফিয়ান সাওরি আরও বলেছেন: "আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যাঁর ব্যাপারে নারীর ফিতনার ভয় করা হয়নি।"

হাক্কাম ইবনু সালম বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরির কাছে ছিলাম। এক নারী এসে বলল, "আমি আপনাকে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই।" তিনি বললেন: "দরজাটা ভেজিয়ে দাও, তারপর দরজার আড়াল থেকে কথা বলো।"

সুফিয়ান আরও বলেছেন, বলা হয় ইবলিস বলেছে: "আমার সেই তীর, যা ছুড়লে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না — তা হলো নারী।"

মদিনার সাত ফকিহ ও এক কবিতা: আবু যিনাদ বলেন, হুযাইল গোত্রের এক সুন্দরী নারী মদিনায় এল। অনেকে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল, আর সে প্রায় বেশিরভাগ মানুষের বুদ্ধি কেড়ে নিচ্ছিল। তখন উবাইদুল্লাহ ইবনু আদিল্লাহ ইবনু উতবা (নিজেও মদিনার সাত ফকিহর একজন) তার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখলেন:

তোমাকে এমন ভালোবাসি, যার সামান্যও যদি জানতে, তবে দয়া করতে, কোনো কঠিন কিছুই তোমার কাছে কঠিন থাকত না... হে শিশুর মা, তোমার প্রেম আমাকে দিশেহারা করেছে — আমার সাক্ষী আবু বকর, সে-ই সাক্ষী। আর জানে কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, উরওয়া, আর সাঈদ — আমার কী অবস্থা, সুলাইমানও জানে, আর খারিজা বারবার আমাদের কথা বলে।

সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বললেন: "তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো যে সে আমাদের জিজ্ঞেস করবে না। আর জিজ্ঞেস করলেও আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দেব — এমন আশা কারো না!" (কবিতায় যাদের সাক্ষী মানা হয়েছে, তাঁরাই মদিনার সাত ফকিহ: আবু বকর ইবনু আদিল রহমান, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, উরওয়া ইবনু যুবাইর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, সুলাইমান ইবনু ইয়াসার, খারিজা ইবনু যাইদ — আর কবি নিজেও তাঁদের একজন।)

খালিদ ইবনু ইয়াযিদ ও রামলার ঘটনা: খলিফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান হজ করলেন। সঙ্গে ছিলেন খালিদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মুআবিয়া — কুরাইশের গণ্যমান্য ও জ্ঞানী ব্যক্তি, খলিফার কাছে অত্যন্ত সম্মানিত। কাবা তাওয়াফের সময় খালিদের চোখ পড়ল রামলা বিনতুয যুবাইর ইবনুল আওয়ামের ওপর। তিনি তাঁর প্রেমে গভীরভাবে পড়ে গেলেন। খলিফা যখন ফেরার প্রস্তুতি নিলেন, খালিদ পেছনে থেকে যেতে চাইলেন। খলিফার সন্দেহ হলো, ডেকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। খালিদ বললেন: "আমিরুল মুমিনিন, রামলা বিনতুয যুবাইরকে তাওয়াফ করতে দেখেছি — সে আমার বুদ্ধি উড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহর কসম, ধৈর্যের শেষ সীমায় না পৌঁছা পর্যন্ত আপনাকে বলিনি। চোখের সামনে ঘুম এনে রেখেছি, চোখ তা নেয়নি; অন্তরের সামনে ভুলে যাওয়া এনে রেখেছি, অন্তর তা মানেনি।" আব্দুল মালিক অনেকক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। বললেন, "আমি তো ভাবিনি প্রবৃত্তি তোমার মতো মানুষকেও কাবু করতে পারে!" খালিদ বললেন: "আপনার অবাক হওয়ার চেয়ে আমি নিজে বেশি অবাক। আমি ভাবতাম, প্রেম শুধু দুই শ্রেণির মানুষকে কাবু করে — কবি আর বেদুইন।"

- কবির অস্তরকে সবসময় নারী আর প্রেমের চিন্তায় ব্যস্ত রাখে, ফলে তাদের আকাঙ্ক্ষা নারীর দিকে ঝুঁকে যায়, অন্তর প্রেম ঠেকাতে দুর্বল হয়ে পড়ে, আর তারা আত্মসমর্পণ করে।
- আর বেদুইন তার স্ত্রীর সঙ্গে একা থাকে, তার ভালোবাসা ছাড়া মনে আর কিছু থাকে না, কিছুই তাকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখে না — ফলে প্রেম তাদের ওপর জেঁকে বসে। মোটকথা, আমার এই একটা দৃষ্টির মতো আর কোনো দৃষ্টি দেখিনি, যা আমার আর আমার দৃঢ়তার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর গুনাহে লিপ্ত হওয়াকে আমার চোখে সুন্দর করে দেখিয়েছে।" আব্দুল মালিক হেসে বললেন, "এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে?" খালিদ বললেন, "আল্লাহর কসম, এই রাতের আগে কখনো এমন অবস্থা হয়নি।" খলিফা যুবাইরের পরিবারে খালিদের জন্য রামলার বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। রামলা বললেন, "আল্লাহর কসম, না — যতক্ষণ না সে তার স্ত্রীদের তলাক দেয়।" খালিদ তাঁর দুই স্ত্রীকে তলাক দিলেন — একজন কুরাইশের, আরেকজন আযদ গোত্রের — আর রামলাকে বিয়ে করে শামে নিয়ে গেলেন।

ইয়াস ইবনু মুআবিয়ার মজলিস: যিয়াদ ইবনু মিখরাক প্রখ্যাত বিচারক ইয়াস ইবনু মুআবিয়ার মজলিসে বসতেন। দু-তিন দিন আসলেন না। ইয়াস লোক পাঠিয়ে জানলেন তিনি অসুস্থ, তাই দেখতে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?" যিয়াদ বললেন, "একটা অসুখ।" ইয়াস বললেন: "আল্লাহর কসম, তোমার জ্বরও নেই, আমার চেনা কোনো অসুখও নেই। সত্যি বলো, কী হয়েছে?" তিনি বললেন: "আবু ওয়াসিলা, এক নারী আপনার কাছে (মামলা নিয়ে) এসেছিল। আপনার কাছ থেকে উঠে যাওয়ার সময় নেকাবের ফাঁক দিয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম, আর সে আমার অন্তরে ঢুকে গেছে। এটাই সেই অসুখ।"

এক কাজির পতন: হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ সাঈদ ইবনু সালমকে কান্দাবিল ও কিরমানের কাজি নিযুক্ত করলেন। কিরমানে আরযাক নামে এক অনারব নারী ছিল, অসাধারণ সুন্দরী, আর সে টাকার বিনিময়ে অসামাজিক কাজ করত। কাজি তার খবর পেয়ে তাকে ধরে আনালেন। দেখে বললেন, "আল্লাহর দুশমন! শহরের যুবকদের তুমি ফিতনায় ফেলেছ, নষ্ট করেছ!" তারপর (শাস্তি বা তদন্তের নামে) তাকে মাথার কাপড় সরিয়ে বললেন, তারপর গায়ের জামা খুলতে বললেন... সে যা দেখাল তাতে কাজি হতভম্ব হয়ে গেলেন, বুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন, নিজেকে সামলাতে পারলেন না — আর তার সঙ্গে সেই গুনাহ করে বসলেন, যার জন্য তাকে ধরে আনা হয়েছিল। হাজ্জাজ খবর পেয়ে বললেন: "অপরাধীর ওপর কামনার যে প্রকোপ আসে, এটা তারই কিছু।" আর সাঈদকে বরখাস্ত করলেন। [এই কাহিনির শিক্ষা: যে নিজেকে বিচারক ভেবে ফিতনার দিকে তাকানো শুরু করল, সে-ই শেষে অপরাধী হলো।]

কাজি আল-আনবারির ঘটনা: বসরায় "মুতাইয়াম" নামে এক গায়িকা দাসী ছিল, অপরূপ সুন্দরী আর অত্যন্ত দক্ষ। সে কাজি হাসান ইবনু উবাইদিল্লাহ আল-আনবারির কাছে এসে তাওবা প্রকাশ করল, আর অনুরোধ করল যেন কাজি নিজে তার বিক্রির দায়িত্ব নেন। কাজি রাজি হলেন। সে মুখ খুলে দিলে মানুষ তার রূপে মুগ্ধ হলো, আর কিছু লোক রটাল যে কাজি নিজেও মুগ্ধ হয়ে গেছেন। কবি আব্দুস সামাদ ইবনুল মু'য়াযযাল বললেন:

মুতাইয়াম যখন মুখের নেকাব সরাল, আনবারি নিজেই "মুতাইয়াম" (প্রেমে দিশেহারা) হয়ে ফিরল। ইবনু উবাইদিল্লাহ ছিল তার বিচারক, কিন্তু দেখল, তার একটা চোখ এখন তার ওপর বিচারক!

ইবনুল মু'তায়ের কাহিনি: কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ আন-নুমাইরি বলেন: আব্বাসি বংশের যুবক বা প্রৌঢ় কাউকে আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মু'তায়ের চেয়ে বেশি আত্মসংযমী, নিজের লোকদের ব্যাপারে সতর্ক, আর জিহ্বা ও লজ্জাস্থানে পবিত্র দেখিনি। তিনি প্রেমাসক্তির খুব নিন্দা করতেন, বলতেন: "প্রেম হলো বোকামির একটা অংশ।" আমাদের কাউকে আনমনা বা চিন্তামগ্ন দেখলে বলতেন, "আল্লাহর কসম, অমুক, তুমি পড়ে গেছ! তোমার বুদ্ধি কমে গেছে, তুমি হালকা হয়ে গেছ!" তারপর একসময় আমরা দেখলাম, তাঁর মধ্যেই প্রচণ্ড অন্যমনস্কতা, সারাক্ষণ চিন্তা, একটার পর একটা দীর্ঘশ্বাস। তাঁকে কবিতা আবৃত্তি করতে শুনলাম:

প্রেম এক আমিরকে বন্দি করেছে, যে এর আগে কখনো বন্দি হয়নি। দয়া করো সেই সম্মানিতের অপমানে, যে এখন আশ্রয়প্রার্থী দাস।

আমরা বললাম, "আমরা আপনার জন্য কুরবান হই! এসব জিনিসের জন্যই তো আপনি আমাদের দোষ দিতেন, এখন আমরা আপনার মধ্যে তা দেখছি!" তিনি কিছুটা ভান করে অস্বীকার করতেন, কিন্তু লুকানো জিনিস বেশিদিন লুকিয়ে থাকল না — আমরা নিশ্চিত হলাম তিনি প্রেমে পড়েছেন। একদিন তিনি নিজেই বললেন: "আবুত তাইয়িব, আমি ইবলিসের অবাধ্যতা করেছি তার চেয়েও বেশি, যতটা সে তার রবের অবাধ্যতা করেছে — শেষে সে আমাকে তার জালে ফেলেছে।" আবু বকর আস-সুলি বলেন: ইবনুল মু'তায় অসুস্থ হলে তাঁর বাবা (খলিফা মু'তায়) দেখতে এসে বললেন, "বাবা, তোমার কী হয়েছে?" তিনি আবৃত্তি করলেন:

হে তিরস্কারকারীরা, আমাকে তিরস্কার কোরো না, তার সুন্দর মুখের দিকে তাকাও — তারপর আমাকে মাফ করবে। দেখো তো, তার চেয়ে সুন্দর কাউকে পাও কি না — তার মতো কাউকে দেখলে তবে আমাকে তিরস্কার কোরো। আমার পাগলামি নেই — আছে প্রেমের পাগলামি, আর প্রেমের পাগলামি হলো পাগলামিরও পাগলামি।

বাবা খোঁজ নিয়ে সেই দাসীকে বের করলেন, যার প্রতি ছেলে আসক্ত হয়েছিল, আর সাত হাজার দিনারে তাকে কিনে ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। [লক্ষণীয়: যিনি প্রেমকে "বোকামি" বলে উপহাস করতেন, তিনিও নিজেকে নিরাপদ মনে করে শেষে পড়ে গেলেন। কেউই নিজেকে এর উর্ধ্বে ভাবতে পারে না।]

নারী সম্পর্কে দুটি কবিতা (ইবনুল আ'রাবি থেকে):

সে বাঁকা পাজর, তুমি তাকে সোজা করতে পারবে না — জেনে রাখো, পাজর সোজা করার মানেই ভেঙে ফেলা। একই সঙ্গে দুর্বলতা আর পুরুষের ওপর ক্ষমতা — আশ্চর্য নয় কি, তার দুর্বলতা আর তার ক্ষমতা!

আরেকজন বলেছেন:

আল্লাহই জানেন, ঘোমটার ভেতরের ওই চোখগুলো আমাদের সঙ্গে কী করল — গলায় ছুরির চেয়েও তা বেশি ধারালো, অন্তরের আরও গভীরে পৌঁছায়।

◆ হাদিসে সতর্কতার চিত্র

নবীর বাণী ও আমল

উসামা (রা.)

পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর
ফিতনা রেখে যাইনি

আবু সাঈদ (রা.)

দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো, নারী থেকেও

আবু সাঈদ (রা.) — কারণ

বনি ইসরাইলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীকে
কেন্দ্র করে

ফাদলের ঘটনা

যুবক-যুবতীর ব্যাপারে শয়তানের ভয় হলো

উমাইমা (রা.)

নবী: আমি নারীদের সঙ্গে মুসাফাহা করি না

হাদিসের ভাষায়

◆ এক নজরে

- ★ উসামা (রা.): নবী পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাননি
- ★ আবু সাঈদ (রা.): দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো, আর নারী থেকে বেঁচে থাকো
- ★ ফাদলের ঘটনায় নবী: যুবক-যুবতীর ব্যাপারে শয়তানের ভয় হলো
- ★ নবী: আমি নারীদের সঙ্গে মুসাফাহা করি না
- ★ লেখক: আবেদ ছাড় নিয়েছিল বেগানা নারীর সঙ্গে কথা বলা আর নির্জনে থাকায়
- ★ লেখক: সে পরহেজ ভুলে সুস্থতায় ভরসা করা রোগীর মতো

◆ যাচাই করুন

1. উসামা (রা.)-এর বর্ণনায় নবী পুরুষদের জন্য কী রেখে যাননি?

ক. কোনো ফিতনাই রেখে যাননি

খ. নারীর চেয়ে বেশি ক্ষতিকর কোনো ফিতনা

গ. ধনসম্পদের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ফিতনা

2. ফাদলের ঘাড় ঘুরিয়ে দেওয়ার কারণ নবী কী বললেন?

ক. ফাদল ক্লান্ত ছিলেন

খ. যুবক-যুবতীর ব্যাপারে শয়তানের ভয় হলো

গ. পথে ধুলো ছিল

3. বাইআতের সময় নবী নারীদের সম্পর্কে কী বললেন?

ক. আমি সবার সঙ্গে মুসাফাহা করি

খ. আমি নারীদের সঙ্গে মুসাফাহা করি না

4. আবেদের অনিষ্টে পড়ার কারণ লেখকের মতে কী?

ক. নিষিদ্ধ জিনিসে ছাড় নিয়েছিল — কথা বলা আর নির্জনে থাকা

খ. সে ইবাদত ছেড়ে দিয়েছিল

গ. সে যুদ্ধে গিয়েছিল

5. লেখকের উপমায় রোগীর ধ্বংসের কারণ কী ছিল?

ক. চিকিৎসকের কথা মানা

খ. সুস্থতার ওপর ভরসা করে উল্টাপাল্টা খাওয়া

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-খ

অধ্যায় ২২ সমাপ্ত

পর্ব ৩

গুনাহের পরিণতি, তাওবা ও পবিত্রতা

২৩ ফিতনা ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে সতর্কতা

২৪ গুনাহ থেকে সতর্কতা ও তার কুফল

২৫ যিনার নিন্দা

২৬ লূত (আ.)-এর কওমের কাজ থেকে সতর্কতা

২৭ সমকামিতার দুনিয়াবি শাস্তি

২৮ সমকামিতার আখিরাতের শাস্তি

২৯ শাস্তি (উকুবাৎ) থেকে সতর্কতা

৩০ তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি উৎসাহ

৩১ পবিত্রতা (ইফফাহ) নিয়ে গর্ব

৩২ যে তার রবকে স্মরণ করে গুনাহ ছেড়ে দিল, তার মর্যাদা

পর্ব ৩ · অধ্যায় ২৩

ফিতনা ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে সতর্কতা

অধ্যায় ২৩

অনুবাদ প্রসঙ্গে

২৮শ অধ্যায়ের হাদিসগুলোর সনদ প্রধানত দুর্বল বা অগ্রহণযোগ্য — দাউদ ইবনুল মুহাঝার-এর মতো বর্ণনাকারী আছেন, যাকে মুহাদ্দিসরা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। ওগুলোকে শরিয়তের দলিল নয়, ভয়-দেখানো বর্ণনা হিসেবে পড়ুন। শাস্তি-সংক্রান্ত ফিকহি মাসআলা (হদ) রাষ্ট্র ও বিচারব্যবস্থার বিষয়, ব্যক্তির নয়।

আয়েশা (রা.) থেকে (সহিহ মুসলিম): রাসূল ﷺ এক রাতে আমার কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমি ঈর্ষান্বিত হলাম। তিনি ফিরে এসে আমার অবস্থা দেখে বললেন, "আয়েশা, তোমার কী হয়েছে? ঈর্ষা হয়েছে?" আমি বললাম, "আমার মতো মানুষ আপনার মতো মানুষের ওপর ঈর্ষা করবে না কেন?" তিনি বললেন, "তোমার শয়তান কি তোমাকে ধরেছে?" আমি বললাম, "আমার সাথেও কি শয়তান আছে?" বললেন, "হ্যাঁ।" বললাম, "প্রত্যেক মানুষের সাথেই?" বললেন, "হ্যাঁ।" বললাম, "আপনার সাথেও, ইয়া রাসূলুল্লাহ?" বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু আমার রব আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন, ফলে সে অনুগত হয়েছে (বা আমি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়েছি)।"

ইবনুল জাওযি নোট করেছেন: অধিকাংশ বর্ণনাকারী "ফা-আসলামা" পড়েছেন (শয়তান ইসলাম গ্রহণ করেছে/অনুগত হয়েছে); সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা পড়েছেন "ফা-আসলামু" (আমি তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়েছি)। ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সহিহ মুসলিমের বর্ণনা ("ফা-লা ইয়া'মুরুনি ইল্লা বিখাইর" — সে আমাকে কল্যাণ ছাড়া আদেশ করে না) প্রথম পাঠকে সমর্থন করে।

সাফিয়া (রা.) থেকে (বুখারি-মুসলিম): "শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে।"

মুআবিয়া (রা.): আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি: "দুনিয়ায় এখন শুধু বিপদ ও ফিতনাই বাকি আছে।"

আনাস (রা.): "শয়তান তার খুতনি আদম-সন্তানের অন্তরে রাখে; সে আল্লাহর যিকির করলে পিছিয়ে যায়, আল্লাহকে ভুলে গেলে অন্তরটাকে গিলে ফেলে।" (সনদ নিয়ে আলেমদের আপত্তি আছে, তবে অর্থ বহু বর্ণনায় সমর্থিত।)

খালিদ ইবনে মাদান: "প্রত্যেক মানুষের পিঠের মেরুদণ্ডে একটি শয়তান লেগে থাকে, ঘাড় কাঁধের ওপর বাঁকানো, মুখ হাঁ করে অন্তরের দিকে।"

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর উপদেশ: "আমি তোমাদের আল্লাহর তাকওয়া ও কুরআনের উপদেশ দিচ্ছি, কারণ কুরআন অন্ধকার রাতের আলো, দিনের পথনির্দেশ। কষ্ট ও দারিদ্র্য যা-ই আসুক, তা অনুযায়ী আমল করো। বিপদ এলে নিজের সম্পদ নিজের জীবনের আগে দাও; বিপদ আরও বাড়লে সম্পদ ও জীবন দুটোই দ্বীনের জন্য দাও। প্রকৃত বঞ্চিত সে, যার দ্বীন বঞ্চিত হয়েছে; প্রকৃত লুপ্তিত সে, যার দ্বীন লুপ্তিত হয়েছে। জাহান্নামের পর কোনো সচ্ছলতা নেই, জাহান্নামের পর কোনো অভাব নেই। জাহান্নামের বন্দি মুক্তি পায় না, তার দরিদ্র ধনী হয় না।"

মুতাররিফ (রহ.): "আমি ভেবে দেখলাম, আদম-সন্তান আল্লাহ ও ইবলিসের মাঝে পড়ে আছে। আল্লাহ চাইলে তাকে রক্ষা করেন; ছেড়ে দিলে ইবলিস তাকে নিয়ে যায়।"

কাতাদা (রহ.): "ইবলিসের একটি শয়তান আছে, নাম ক/বকা/ব। সে চল্লিশ বছর ধরে একটি ছেলেকে (গোমরাহির জন্য) তৈরি করে। যখন ছেলেটি এই পথে ঢোকে, সে বলে — 'এই নাও! এরই জন্য তো আমি তোমাকে চল্লিশ বছর তৈরি করছিলাম।'" (এটি কাতাদার উক্তি, হাদিস নয়।)

আবদুল আযিয ইবনে রুফাই: "মুমিনের রুহ যখন আসমায়ে ওঠানো হয়, ফেরেশতারা বলে — 'পবিত্র সেই সত্তা, যিনি এই বান্দাকে শয়তান থেকে বাঁচিয়েছেন! হায়, সে কীভাবে বাঁচল!'"

সাদ্দ ইবনে জুবাইর (রহ.)-কে এক সন্ন্যাসী: "ফিতনায় (পরীক্ষায়) স্পষ্ট হয়ে যায় কে আল্লাহর ইবাদত করে আর কে তাগুতের।"

ইবনুল মুবারক (রহ.): এক লোক বলল, "আমি এক লোককে এক তরুণকে চুমু খেতে দেখলাম, আর মনে মনে ভাবলাম আমি তার চেয়ে ভালো।" তিনি বললেন, "তার গুনাহর চেয়ে নিজের ওপর তোমার নিশ্চিন্ততা বেশি ভয়ংকর।"

শয়তান ও ফিতনা

শয়তান ও ফিতনা

প্রত্যেকের সাথে

নবীর সাথেও; তবে রব তাঁকে সাহায্য করেছেন

রক্তের মতো

সাফিয়া (রা.)-এর হাদিসে: মানুষের মধ্যে চলাচল

আল্লাহ ও ইবলিস

মুতাররিফ: আল্লাহ চাইলে রক্ষা করেন

নিশ্চিন্ততা

ইবনুল মুবারক: গুনাহর চেয়ে ভয়ংকর

ফিতনায় স্পষ্ট হয়

এক সম্মাসীর কথা: কে আল্লাহর ইবাদত করে

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.): "যদি তোমরা তাদের দেখতে, যারা আমার সাথে বসত — আর আমি এই ছেলেদের দ্বারা পরীক্ষিত হলাম, ফিতনার উপকরণ তাদের দিয়ে ফেললাম, ফলে আমি তাদের থেকে প্রায় নিস্তার পাচ্ছি না।" তিনি আরও বলেন, শামের প্রবীণদের থেকে ইবনুল মুবারক তাঁকে বলেছেন: "যে প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে ফিতনার উপকরণ দিয়ে ফেলে, শেষে সে মুক্তি পায় না — যতই চেষ্টা করুক।"

উবাইদা বিনতে আব্বি কিলাব: সালামা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কী চান?" তিনি বললেন, "মৃত্যু।" "কেন?" "কারণ, আল্লাহর কসম, প্রতিদিন সকালে আমি ভয় পাই — আমি নিজের ওপর এমন কোনো অপরাধ করে ফেলব কি না, যার জন্য আখিরাতে আমাকে ভুগতে হবে।"

এক নজরে

- ★ আয়েশা (রা.): প্রত্যেক মানুষের সাথেই শয়তান আছে, নবীর সাথেও
- ★ নবী: আমার রব আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন
- ★ সাফিয়া (রা.): শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে
- ★ জুনদুব (রা.): কুরআন অন্ধকার রাতের আলো, দিনের পথনির্দেশ
- ★ মুতাররিফ: আল্লাহ চাইলে রক্ষা করেন, ছেড়ে দিলে ইবলিস নিয়ে যায়
- ★ ইবনুল মুবারক: নিজের ওপর নিশ্চিন্ততা গুনাহর চেয়ে বেশি ভয়ংকর

◆ যাচাই করুন

1. আয়েশা (রা.)-এর হাদিস অনুযায়ী শয়তান কার সাথে থাকে?

ক. শুধু গুনাহগারের সাথে

খ. প্রত্যেক মানুষের সাথে, নবীর সাথেও

গ. নবীর সাথে থাকে না

2. সাফিয়া (রা.)-এর হাদিসে শয়তান মানুষের মধ্যে কীভাবে চলাচল করে?

ক. বাতাসের মতো

খ. আলোর মতো

গ. রক্তের মতো

3. মুতাররিফের কথায় আদম-সন্তান কাদের মাঝে পড়ে আছে?

ক. আল্লাহ ও ইবলিস

খ. দুনিয়া ও আখিরাত

4. ইবনুল মুবারকের মতে কোনটি বেশি ভয়ংকর?

ক. নিজের ওপর নিশ্চিততা

খ. দেখা লোকটির গুনাহ

5. জুনদুব (রা.)-এর উপদেশে কুরআন কীসের মতো?

ক. দিনের অন্ধকার

খ. অন্ধকার রাতের আলো

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ক, ৫-খ

অধ্যায় ২৩ সমাপ্ত

পর্ব ৩ · অধ্যায় ২৪

গুনাহ থেকে সতর্কতা ও তার কুফল

অধ্যায় ২৪

আবু হুরায়রা (রা.) (বুখারি-মুসলিম): রাসূল ﷺ বলেছেন: "আল্লাহ আত্মমর্যাদাবোধ (গাইরাহ) রাখেন, মুমিনও গাইরাহ রাখে। আল্লাহর গাইরাহ হলো, মুমিন তা করুক যা তিনি হারাম করেছেন।"

ইবনে মাসউদ (রা.) (বুখারি-মুসলিম): "আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ আর কারও নেই; তাই তিনি প্রকাশ্য-গোপন সব অশ্লীলতা হারাম করেছেন। আর প্রশংসা আল্লাহর চেয়ে বেশি আর কারও প্রিয় নয়।"

নু'মান ইবনে বাশির (রা.) (বুখারি-মুসলিম): "জেনে রাখো, প্রত্যেক বাদশাহর একটি সংরক্ষিত এলাকা আছে। আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা তাঁর হারামকৃত বিষয়।"

মাকহুল (মুরসাল): "আল্লাহ কিছু ফরজ নির্ধারণ করেছেন — সেগুলো নষ্ট করো না। কিছু সীমা নির্ধারণ করেছেন — সেগুলো অতিক্রম করো না। কিছু বিষয় হারাম করেছেন — সেগুলো লঙ্ঘন করো না। আর কিছু বিষয়ে নীরব থেকেছেন রহমত হিসেবে, ভুলে নয় — সেগুলো নিয়ে খোঁচাখুঁচি করো না।"

জাবির (রা.): জিজ্ঞাসা করা হলো, "কোন হিজরত শ্রেষ্ঠ?" তিনি বললেন, "যা আল্লাহ তোমার ওপর হারাম করেছেন তা ত্যাগ করা।"

আবু হুরায়রা (রা.): "হারাম থেকে বেঁচে থাকো, তাহলে তুমি সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী হবে।" (তিরমিযিতে এই অর্থে বর্ণনা আছে, হাসান।)

আনাস (রা.): "নেকির জন্য অন্তরে আলো, চেহারা সৌন্দর্য ও আমলে শক্তি আছে; আর গুনাহর জন্য অন্তরে কালিমা, আমলে দুর্বলতা ও চেহারা কদর্যতা।" (সনদ দুর্বল; অর্থ ইবনে আব্বাস প্রমুখের উক্তি হিসেবেও পরিচিত।)

ইবনে আব্বাস (রা.): "হে গুনাহগার, গুনাহর মন্দ পরিণতি থেকে নিরাপদ থেকো না। গুনাহর পরে যা আসে তা (জানলে) গুনাহর চেয়েও বড়:

- ডানে-বামের ফেরেশতাদের প্রতি তোমার লজ্জাহীনতা, গুনাহ করার সময় — গুনাহর চেয়েও বড়।
- তুমি জানো না আল্লাহ তোমার সাথে কী করবেন, অথচ তুমি হাসছ — গুনাহর চেয়েও বড়।
- গুনাহ করতে পেরে তোমার আনন্দ — গুনাহর চেয়েও বড়।
- গুনাহ করতে না পারলে তোমার দুঃখ — গুনাহ করতে পারার চেয়েও বড়।
- গুনাহর সময় বাতাসে দরজার পর্দা নড়লে তুমি ভয় পাও, অথচ আল্লাহ তোমাকে দেখছেন এ কথায় তোমার অন্তর কাঁপে না — গুনাহর চেয়েও বড়।"

গুনাহর চেয়েও বড়

গুনাহর চেয়েও বড় (ইবনে আব্বাস)

ফেরেশতাদের প্রতি
গুনাহর সময় লজ্জাহীনতা

হাসি
আল্লাহ কী করবেন জানো না, তবু হাসা

আনন্দ
গুনাহ করতে পেরে

দুঃখ
গুনাহ করতে না পারলে

না-কাঁপা অন্তর
আল্লাহ দেখছেন, তবু অন্তর কাঁপে না

আয়েশা (রা.) মুআবিয়াকে চিঠিতে: "বান্দা যখন আল্লাহর অবাধ্যতা করে, তখন তার প্রশংসাকারী মানুষই তার নিন্দাকারী হয়ে যায়।"

ওয়াহাব ইবনে মুনাবিহ (বনি ইসরাইলকে আল্লাহর কথা): "আমি আনুগত্য পেলে সন্তুষ্ট হই; সন্তুষ্ট হলে বরকত দিই, আর আমার বরকতের কোনো সীমা নেই। অবাধ্যতা হলে রাগ করি; রাগ করলে অভিসম্পাত দিই, আর আমার অভিসম্পাত সপ্তম প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছায়।" (ইসরাইলি বর্ণনা — দলিল নয়।)

হাসান বসরি: "কোনো বান্দা আল্লাহর অবাধ্যতা করে না, কিন্তু আল্লাহ তাকে অপমানিত করেন।"

উমর ইবনে আবদুল আযিয (রহ.) খুতবায় বলতেন: "সর্বোত্তম ইবাদত ফরজ আদায় করা ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা।"

বিলাল ইবনে সাঈদ: "গুনাহ কত ছোট তা দেখো না; দেখো কার অবাধ্যতা করছ।"

হাসান বসরি: "হে আদম-সন্তান! গুনাহ ছেড়ে দেওয়া তাওবা চাওয়ার চেয়ে সহজ।"

মুতামির ইবনে সুলাইমানের পিতা: "মানুষ গোপনে গুনাহ করে, আর সকালে উঠে তার ওপর তার লাঞ্ছনা প্রকাশ পায়।"

মুহারিব ইবনে দিসার: "মানুষ গুনাহ করে, তারপর নিজের অন্তরে তার জন্য দুর্বলতা অনুভব করে।"

মালিক ইবনে দিনার: শুনেছি এক যুবক অতীতে একটি গুনাহ করেছিল। সে গোসলের জন্য নদীতে এল, গুনাহ মনে পড়ল, লজ্জিত হয়ে থেমে ফিরে চলল। নদী ডেকে বলল, "ওহে গুনাহগার! কাছে এলে আমি তোমাকে ডুবিয়ে দিতাম!" (প্রবাদসদৃশ গল্প, দলিল নয়।)

সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহ.)-কে বলা হলো, "এই মসজিদের যুবকদের চেয়ে বেশি ইবাদতকারী দেখিনি; দুপুরের গরমে বেরিয়ে আসরের সময় পর্যন্ত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকে।" তিনি বললেন, "আমরা এটাকে ইবাদত গণ্য করতাম না।" জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে ইবাদত কী?" বললেন, "আল্লাহর বিষয়ে চিন্তা এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা (ওয়ারা)।"

উহাইব ইবনুল ওয়ারদ: জিজ্ঞাসা করা হলো — "অবাধ্য কি ইবাদতের স্বাদ পায়?" বললেন, "না, এমনকি যে গুনাহর ইচ্ছাও করে সেও না।"

হাসান বসরি গুনাহগারদের কথা বললে বলতেন: "তারা আল্লাহর কাছে তুচ্ছ হয়েছে বলেই অবাধ্য হয়েছে; তারা সম্মানিত হলে আল্লাহ তাদের রক্ষা করতেন।"

মুহাম্মদ ইবনে কাব আল-কুরায়ি: "ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হলো গুনাহ ত্যাগ।"

ফুযাইল: "গুনাহ তোমার চোখে যত ছোট হয়, আল্লাহর কাছে তত বড় হয়; তোমার চোখে যত বড়, আল্লাহর কাছে তত ছোট।"

ফুযাইলের কথা

তোমার চোখে	আল্লাহর কাছে
গুনাহ যত ছোট	তত বড়
গুনাহ যত বড়	তত ছোট

বিশর: "বান্দা গুনাহ করে, তার ফলে তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হয়।"

সাহল: "এমন আমল আছে যা পুণ্যবান-পাপী সবাই করে; গুনাহ থেকে কেবল সিদ্দিকই বাঁচে।"

বাল্লান আল-হাম্মাল: "যাকে ক্ষতিকর জিনিস আনন্দ দেয়, সে কবে সফল হবে?"

আবুল হাসান আল-মুয়াইয়িন: "গুনাহর পর গুনাহ — গুনাহর শাস্তি; নেকির পর নেকি — নেকির পুরস্কার।"

অনুচ্ছেদ: গুনাহর পরিণতি নিয়ে ভাবুন

জেনে রাখুন, গুনাহর পরিণতি কুৎসিত, শেষ মন্দ। তার তাৎক্ষণিক স্বাদ আনন্দ দিলেও পরবর্তী ক্ষতি আনে, আর কখনো ক্ষতি দ্রুতই এসে যায়। যে সুখের জীবন চায়, সে তাকওয়া আঁকড়ে ধরুক।

আবু হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ বলেন: "আমার বান্দারা যদি আমার আনুগত্য করত, আমি রাতে তাদের বৃষ্টি দিতাম, দিনে সূর্য উদিত করতাম, আর তাদের বজ্রের শব্দ শোনাতাম না।" (এটি মুসনাদ আহমদে বর্ণিত; সনদে আপত্তি আছে।)

এক বৃদ্ধ লোকের মজলিসে মজলিসে ঘুরে বলত: "যে চায় তার সুস্থতা স্থায়ী হোক, সে আল্লাহকে ভয় করুক।"

জীবনে কখনো কোনো অবস্থায় ঘোলা-ভাব দেখলে একটি গুনাহর কথা স্মরণ করুন যা হয়ে গেছে। ফুযাইল ইবনে ইয়ায: "আমি আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তা আমার বাহন ও দাসীর আচরণেও টের পাই।" আবু সুলাইমান আদ-দারানি: "যে পরিষ্কার থাকে, তার জন্য সব পরিষ্কার হয়; যে ঘোলা করে, তার জন্য সব ঘোলা হয়। যে রাতে ভালো করে, দিনে প্রতিদান পায়; যে দিনে ভালো করে, রাতে প্রতিদান পায়।"

একজন সৎ ব্যক্তির জুমার দিকে ছুটে যাওয়ার সময় জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেল। তিনি বললেন: "এটা ছিঁড়ল, কারণ আমি জুমার জন্য গোসল করিনি।" (সালাফের অতি সূক্ষ্ম আত্মসমালোচনার উদাহরণ।)

ভাবুন: গুনাহর স্বাদ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার বোঝা থাকে। সুফিয়ান সাওরি প্রায়ই আবৃত্তি করতেন:

"হারাম থেকে স্বাদ নিলে সে স্বাদ ফুরিয়ে যায়, থাকে গুনাহ আর লজ্জা। মন্দ পরিণতি থেকে যায় — যে স্বাদের পরে আগুন, তাতে কোনো কল্যাণ নেই।"

আরেক কবি (হুসাইন ইবনে মুতাইর):

"তোমার আত্মা অনেক জিনিসের চেয়ে বেশি সম্মানিত; তোমার এর পর আর কোনো আত্মা ধার করে আনার নেই। হারাম কাজের কাছেও যেয়ো না — তার মিস্তি ফুরোয়, তিজতা থেকে যায়।"

গুনাহ থেকে যে লজ্জা আসে তা ভাবুন। আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদের মৃত্যুশয্যায় বলা হলো, "ক্ষমার সুসংবাদ নিন।" তিনি বললেন, "যে বিষয়ের ক্ষমা, তার লজ্জা কোথায় যাবে?"

এক জ্ঞানী বলতেন: "পারলে তোমার প্রিয়জনের সাথে মন্দ আচরণ করো না।" "মানুষ প্রিয়জনের সাথে কীভাবে মন্দ করে?" "আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তুমি নিজের সাথেই মন্দ করো, আর সে-ই তোমার সবচেয়ে প্রিয়।"

এক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "কে সবচেয়ে বেশি প্রতারণিত?" তিনি বললেন, "যে গুনাহকে সবচেয়ে বেশি তুচ্ছ করে।" তাঁকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো, কীসের জন্য? বললেন, "গুনাহর ঘণ্টাগুলোর জন্য।" "আর কীসে আফসোস?" "গাফলতের ঘণ্টাগুলোয়।"

আরেক জ্ঞানী: "ধরে নাও গুনাহগার ক্ষমা পেয়েছে। তবু কি সে সৎকর্মীদের সওয়াব হারাল না?"

আবু আলী রুযবারি: "প্রতারণার একটি রূপ হলো: তুমি মন্দ করছ, আর তোমার প্রতি ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে, ফলে তুমি তাওবা ছেড়ে দিচ্ছ — ভাবছ ছোটখাটো ভুল মাফ করা হয়।"

◆ এক নজরে

- ★ নু'মান ইবনে বাশির (রা.): আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা তাঁর হারামকৃত বিষয়
- ★ জাবির (রা.): শ্রেষ্ঠ হিজরত হলো আল্লাহর হারাম করা বিষয় ত্যাগ করা
- ★ উমর ইবনে আবদুল আযিয: সর্বোত্তম ইবাদত ফরজ আদায় ও হারাম থেকে বাঁচা
- ★ বিলাল ইবনে সাঈদ: গুনাহ কত ছোট নয়, কার অবাধ্যতা তা দেখে
- ★ হাসান বসরি: গুনাহ ছেড়ে দেওয়া তাওবা চাওয়ার চেয়ে সহজ
- ★ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব: ইবাদত হলো চিন্তা ও হারাম থেকে বিরত থাকা

◆ যাচাই করুন

1. জাবির (রা.)-এর মতে কোন হিজরত শ্রেষ্ঠ?

ক. যা আল্লাহ হারাম করেছেন তা ত্যাগ করা

খ. শুধু শহর ছেড়ে চলে যাওয়া

2. নু'মান ইবনে বাশির (রা.)-এর হাদিসে আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা কী?

ক. তাঁর হারামকৃত বিষয়

খ. তাঁর ফরজ ইবাদত

3. ফুযাইলের কথায় গুনাহ চোখে যত ছোট, আল্লাহর কাছে তা কেমন?

ক. তত বড়

খ. তত ছোট

4. হাসান বসরির কথায় কোনটি সহজ?

ক. তাওবা চাওয়া

খ. গুনাহ ছেড়ে দেওয়া

5. উমর ইবনে আবদুল আযিযের খুতবায় সর্বোত্তম ইবাদত কী?

ক. শুধু রাতের নফল

খ. ফরজ আদায় ও হারাম থেকে বেঁচে থাকা

উত্তর: ১-ক, ২-ক, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ

অধ্যায় ২৪ সমাপ্ত

পর্ব ৩ · অধ্যায় ২৫

যিনার নিন্দা

অধ্যায় ২৫

আল্লাহ বলেন: "আর তোমরা যিনার কাছেও যেও না; এটি অশ্লীলতা ও মন্দ পথ" (সূরা ইসরা ১৭:৩২)।

হাদিস

১. আবু হুরায়রা (রা.) (বুখারি-মুসলিম): "চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না; ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মুমিন থাকে না।" (অর্থাৎ ঈমানের পূর্ণতা বা ঈমানের নূর তখন থাকে না।)

২. আবু হুরায়রা (রা.) (বুখারি-মুসলিম): "আদম-সন্তানের জন্য যিনার একটি অংশ নির্ধারিত আছে: চোখের যিনা তাকানো; হাতের যিনা ধরা; পায়ের যিনা হাঁটা; মুখের যিনা চুম্বন; অন্তর কামনা করে ও আকাঙ্ক্ষা করে; আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়ন করে বা মিথ্যা প্রমাণ করে।" (সহিহ; আরেক বর্ণনায় আছে জিহ্বার যিনা কথা।)

আদম-সন্তানের যিনার অংশ

যিনার অংশ (সহিহ হাদিস)

চোখ
তাকানো

হাত
ধরা

পা
হাঁটা

মুখ
চুম্বন

অন্তর
কামনা ও আকাঙ্ক্ষা

লজ্জাস্থান
সত্যায়ন করে বা মিথ্যা প্রমাণ করে

৩. আয়েশা (রা.) (সহিহ বুখারি): "হে মুহাম্মদের উম্মত! আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধী কেউ নেই যে তাঁর বান্দা বা বান্দি যিনা করুক।"

৪. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) (সহিহ বুখারি, স্বপ্নের দীর্ঘ হাদিস থেকে সংক্ষেপ): রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি রাতে স্বপ্নে দুজনকে দেখলাম। তাঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন তন্দুরের মতো এক ঘরে — ওপরটা সরু, নিচটা প্রশস্ত, নিচে আগুন জ্বলছে; তাতে নগ্ন নারী-পুরুষ, আগুন উঠলে তারা ওপরে উঠে আসে, নিভলে ফিরে যায়। জিজ্ঞাসা করলাম, "এরা কারা?" তাঁরা বললেন, "ব্যভিচারীরা।"

৫. আনাস (রা.): "প্রতি জুমার দিন আমার উম্মতের আমল পেশ করা হয়; আল্লাহর সবচেয়ে কঠিন ক্রোধ ব্যভিচারীদের ওপর।" (সনদ দুর্বল।)

৬. আবু হুরায়রা (রা.): "ঈমান একটি পোশাক, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পরান। বান্দা যিনা করলে এ পোশাক তার থেকে খুলে নেওয়া হয়; তাওবা করলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।" (এই অর্থে আবু হুরায়রা, ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা আছে; মারফু সনদ দুর্বল।)

৭. হাইসাম ইবনে মালিক আত-তাঈ (মুরসাল): "শিরকের পর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ সেই বীর্য, যা কোনো পুরুষ তার জন্য অবৈধ জরায়ুতে রাখে।" (সনদ দুর্বল।)

৮. আনাস (রা.): "যিনা থেকে সাবধান! তাতে ছয়টি দোষ — তিনটি দুনিয়ায়, তিনটি আখিরাতে। দুনিয়ায়: চেহারার নূর চলে যায়, রিজিক কাটা পড়ে, আয়ু কমে যায়। আখিরাতে: রবের ক্রোধ, কঠিন হিসাব, জাহান্নামে দীর্ঘ থাকা।" হুযাইফা (রা.)-এর নামেও একই রকম বর্ণনা আছে। (এই হাদিসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল বলে মুহাদ্দিসরা আখ্যা দিয়েছেন; ঈমানের শিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য, কিন্তু নিশ্চিত দলিল নয়।)

৯. আবু উমামা (রা.): রাসূল ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, একদল লোক ভীষণ ফোলা, দুর্গন্ধযুক্ত, যেন পায়খানার গন্ধ। জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? বলা হলো — ব্যভিচারী পুরুষ-নারী।

১০. মাকহুল (মুরসাল): "জান্নাতবাসীরা একটি সুগন্ধ পাবে; বলবে, 'প্রভু, জান্নাতে ঢুকে এর চেয়ে ভালো গন্ধ পাইনি।' আল্লাহ বলবেন, 'এটি রোজাদারদের মুখের গন্ধ।' জাহান্নামবাসীরা একটি গন্ধ পাবে; বলবে, 'এর চেয়ে দুর্গন্ধ পাইনি।' আল্লাহ বলবেন, 'এটি ব্যভিচারীদের লজ্জাস্থানের গন্ধ।'" (মুরসাল ও দুর্বল।)

১১. ইবনে আব্বাস (রা.): "কোনো জাতি মাপে কম দিলে আল্লাহ তাদের বৃষ্টি বন্ধ করেন; যে জাতিতে যিনা প্রকাশ পায়, তাদের মধ্যে মৃত্যু (মহামারি) প্রকাশ পায়; যে জাতিতে লুতের কওমের কাজ প্রকাশ পায়, তাদের মধ্যে ভূমিধস প্রকাশ পায়।" (সনদ নিয়ে আপত্তি আছে; অর্থ আরও কিছু বর্ণনায় সমর্থিত।)

১২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.): আল্লাহ মুসা (আ.)-কে ওহি করলেন: "আমি হত্যাকারীদের হত্যাকারী এবং ব্যভিচারীদের দরিদ্র বানাই।" (ইসরাইলি স্বভাবের বর্ণনা।)

১৩. আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা.) নবী ﷺ-এর খুতবা থেকে (অতি দুর্বল সনদ, দাউদ ইবনুল মুহাঝার-এর বর্ণনা): "যে কোনো নারী বা দাসীকে হারাম অবস্থায় পেয়ে সংগম করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন ও জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন; যে কোনো নারীর দিকে হারাম দৃষ্টিতে তাকায়, আল্লাহ তার চোখ আগুনে ভরে দেবেন..." — এই বর্ণনা কঠোর, কিন্তু এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল; মুহাদ্দিসরা একে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন না। ভয় দেখানো উদ্দেশ্য হলেও নবীর নামে অনিশ্চিত কথা চালানো ঠিক নয়, তাই আমি এখানে পুরোটা অনুবাদ করিনি।

১৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.): "মানুষের মধ্যে আল্লাহ প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা তার লজ্জাস্থান; বলেছেন — 'এটি আমার আমানত তোমার কাছে; একে তার হক ছাড়া কোথাও রেখো না।'"

১৫. ইবনে আব্বাস (রা.) গোলামদের প্রতি: "বিয়ে করো। দাস যিনা করলে আল্লাহ তার থেকে ঈমানের নূর তুলে নেন।"

আতা আল-খুরাসানি: "জাহান্নামের সাতটি দরজা; তার মধ্যে সবচেয়ে কষ্টের, গরমের, দুর্গন্ধের দরজা সেই ব্যভিচারীদের জন্য, যারা জেনে-বুঝে গুনাহ করেছে।" তিনি আরও বলেছেন: "যিনা ছড়ালে মৃত্যু বাড়ে; সুদ খেলে ভূমিধস ও ভূমিকম্প হয়; শাসকরা অন্যায় করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়; জাকাত আটকালে গবাদি পশু ধ্বংস হয়।"

আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.): "হত্যার পর যিনার চেয়ে কঠিন গুনাহ আর নেই।"

অনুচ্ছেদ: যিনার মধ্যেও তারতম্য আছে

যিনা বড় গুনাহ, কিন্তু এর মধ্যেও কোনোটি অন্যটির চেয়ে বেশি জঘন্য:

- মাহরাম আত্মীয়ের সাথে যিনা সবচেয়ে জঘন্য। (ইবনুল জাওযি আগামী অধ্যায়ে এমন ঘটনা আনার কথা বলেছেন, যেখানে প্রেমাসক্তি মাহরামের সাথে যিনায় টেনে নিয়েছিল।)
- অন্যের স্ত্রীর সাথে যিনা — তাতে বংশ ও সন্তান মিশে যায়।
- আরও জঘন্য — যদি সে প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের স্ত্রী হয়।

◆ যিনার মধ্যে তারতম্য

যিনার তারতম্য

মাহরাম আত্মীয়ের সাথে
সবচেয়ে জঘন্য

অন্যের স্ত্রীর সাথে
বংশ ও সন্তান মিশে যায়

প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের স্ত্রী হলে
আরও জঘন্য

আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রা.) (বুখারি-মুসলিম): আমি বললাম, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়?" বললেন, "আল্লাহর সাথে শরিক করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" বললাম, "তারপর?" "তোমার সন্তান তোমার সাথে খাবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা।" বললাম, "তারপর?" "তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।"

মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা.): রাসূল ﷺ-কে যিনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, "হারাম; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল একে হারাম করেছেন।" এবং বললেন: "কোনো পুরুষ দশজন নারীর সাথে যিনা করা তার জন্য প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করার চেয়ে সহজ (কম গুরুতর)।" (মুসনাদ আহমদ; আলবানি প্রমুখ সহিহ বলেছেন।)

আলী (রা.)-এর বক্তব্য (সনদ দুর্বল): আলোচনা হচ্ছিল, আল্লাহর কাছে কোন যিনা সবচেয়ে বড়। বললেন, "কোনো বান্দা কোনো মুসলিম ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে যিনা করল; ফলে সে যিনাকারী হলো এবং একজন মুসলিমের স্ত্রীকে তার জন্য নষ্ট করল।" তিনি

আরও বললেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের ওপর এমন দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস ছাড়া হবে, যাতে নেককার-বদকার সবাই কষ্ট পাবে। যখন তা অসহ্য হয়ে যাবে, একজন ঘোষণা করবে — 'এই বাতাস কীসের জানো?' তারা বলবে, 'না।' বলা হবে — 'এটি সেই ব্যভিচারীদের লজ্জাস্থানের দুর্গন্ধ, যারা যিনা নিয়ে আল্লাহর সামনে এসেছে এবং তাওবা করেনি।'"

(সব গুনাহর ক্ষেত্রেই তাওবার দরজা খোলা — এ কথা সব সময় মনে রাখতে হবে। এই অধ্যায়ের হুঁশিয়ারি তাওবা থেকে নিরাশ করার জন্য নয়, ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য।)

◆ এক নজরে

- ★ সূরা ইসরা ১৭:৩২: যিনার কাছেও যেও না; এটি অশ্লীলতা ও মন্দ পথ
- ★ ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মুমিন থাকে না (বুখারি-মুসলিম)
- ★ চোখ, হাত, পা ও মুখেরও যিনা আছে; অন্তর কামনা করে
- ★ আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধী কেউ নেই (আয়েশা (রা.), বুখারি)
- ★ বড় গুনাহের তালিকায় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার (বুখারি-মুসলিম)
- ★ আহমদ ইবনে হাম্বল: হত্যার পর যিনার চেয়ে কঠিন গুনাহ নেই

◆ যাচাই করুন

১. সূরা ইসরার আয়াতে যিনা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?

ক. যিনার কাছেও যেও না; এটি অশ্লীলতা ও মন্দ পথ

খ. যিনা শুধু বিবাহিতদের জন্য নিষিদ্ধ

২. হাদিস অনুযায়ী চোখের যিনা কী?

ক. ধরা

খ. তাকানো

গ. হাঁটা

৩. হাদিস অনুযায়ী পায়ের যিনা কী?

ক. তাকানো

খ. চুম্বন

গ. হাঁটা

৪. আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদিসে কার আত্মমর্যাদাবোধ সবচেয়ে বেশি?

ক. আল্লাহর

খ. বান্দার

৫. ইবনে মাসউদ (রা.)-এর প্রশ্নের জবাবে বড় গুনাহের তালিকায় তৃতীয় কোনটি?

ক. আল্লাহর সাথে শরিক করা

খ. সন্তান হত্যা করা

গ. প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-গ

পর্ব ৩ · অধ্যায় ২৬

লূত (আ.)-এর কওমের কাজ থেকে সতর্কতা

অধ্যায় ২৬

নোট: এই অধ্যায় ও পরের দুটিতে সমকামিতার নিন্দা, তার শাস্তি-সম্পর্কিত বর্ণনা আছে। আমি বর্ণনাগুলো ও সালাফের ফিকহি মতভেদ মূল অর্থে দিয়েছি, তবে আপত্তিকর শারীরিক বিবরণ সংক্ষেপ করেছি।

ইবনে আব্বাস (রা.): রাসূল ﷺ বলেছেন: "অভিশপ্ত, অভিশপ্ত যে লূতের কওমের কাজ করে" — আরেক বর্ণনায় তিনবার: "আল্লাহ লানত করেছেন যে লূতের কওমের কাজ করে।" (মুসনাদ আহমদ; সনদের মান নিয়ে মুহাদ্দিসদের মতভেদ আছে, তবে তিরমিযি-আবু দাউদে এই অর্থের সমর্থক হাদিস আছে।)

জাবির (রা.): "আমার উম্মতের ওপর আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি লূতের কওমের কাজ।" (তিরমিযি ও ইবনে মাজাহতে এই অর্থে বর্ণনা আছে, হাসান বলা হয়েছে।) আরেক বর্ণনায় (দুর্বল): "আমার উম্মত আযাবের অপেক্ষা করুক যখন পুরুষ পুরুষের সাথে এবং নারী নারীর সাথে (অবৈধ সম্পর্কে) জড়াবে।"

ইবনে আব্বাস (রা.): "আল্লাহ সেই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে অন্য পুরুষ বা নারীর পায়ুপথে গমন করে।" (তিরমিযি ও অন্যত্র এ অর্থে বর্ণিত; মুহাদ্দিসরা এই সূত্রে কিছু আপত্তি করেছেন।)

ইবনে উমর (রা.) (অতি দুর্বল সনদ): নবী ﷺ বলেছেন, লূতের কওমের আগে কোনো পুরুষ পুরুষের ওপর চড়ত না। যখন তা হলো, আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠল; ফেরেশতারা বলল — "হে রব! আপনি কি জমিনকে আদেশ করবেন না তাদের শাস্তি দিতে, আসমানকে পাথর ছুঁড়তে?" আল্লাহ বললেন, "আমি সহনশীল; আমার হাত থেকে কিছু ফসকে যায় না।"

ইবনে আব্বাস (রা.) (ওই অর্থে): "মানুষ যখন এ কাজ করে, তাদের নিচের জমিন ও ওপরের আকাশ আতর্নাদ করে; ঘর ও ছাদ বলে — 'হে রব! আমাদের একে অপরের ওপর ধসে পড়তে অনুমতি দিন, তাদের শিক্ষা বানাই।' আল্লাহ বলেন — 'আমার সহনশীলতা তাদের পরিবাণ্ড করেছে; তারা আমাকে এড়াতে পারবে না।'"

সুফিয়ান সাওরি (রহ.): "কেউ যদি কামনার উদ্দেশ্যে কোনো ছেলের সাথে এমনকি পায়ের দুই আঙুলের মাঝেও খেলা করে, সেটিও লূতের কাজ।"

অনুচ্ছেদ: নারী-নারীর সম্পর্ক

ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা.): রাসূল ﷺ বলেছেন: "নারীদের পরস্পর সমকাম তাদের মধ্যে যিনা।" (সনদ দুর্বল বলে পরিচিত, তবে ফকিহরা এ বিষয়ে একমত যে এটি নিষিদ্ধ।)

◆ এক নজরে

- ★ জাবির (রা.): উম্মতের ওপর সবচেয়ে বেশি ভয় লূতের কওমের কাজ
- ★ সুফিয়ান সাওরি: কামনার উদ্দেশ্যে ছেলের সাথে খেলা করাও লূতের কাজ

◆ যাচাই করুন

1. জাবির (রা.)-এর হাদিসে নবী উম্মতের ওপর সবচেয়ে বেশি কীসের ভয় করেছেন?

ক. লুতের কওমের কাজ

খ. দারিদ্র্য

2. সুফিয়ান সাওরির মতে কামনার উদ্দেশ্যে ছেলের সাথে খেলা করা কী?

ক. সাধারণ খেলা

খ. লুতের কাজ

উত্তর: ১-ক, ২-খ

অধ্যায় ২৬ সমাপ্ত

পর্ব ৩ · অধ্যায় ২৭

সমকামিতার দুনিয়াবি শাস্তি

অধ্যায় ২৭

আল্লাহ লূতের কওমের ঘটনা কুরআনে বিস্তারিত বলেছেন, তাদের অশ্লীলতার প্রতি ঝাঁক ও তার ফলে ধ্বংসের কথা — এমনকি তাদের কুফরের চেয়েও বেশি বিস্তারিত। অথচ কুফর অশ্লীলতার চেয়েও বড় গুনাহ; কিন্তু আল্লাহ এ কাজ থেকে সতর্ক করতে চেয়েছেন। তাদের দুনিয়ায় পাথর বর্ষণ ও শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

হাদিস ও সাহাবাদের মত

- ইবনে আব্বাস (রা.): নবী ﷺ বলেছেন: "তোমরা লূতের কওমের কাজ যে করে তাকে হত্যা করো — কর্তা ও কর্মে সম্মতিদাতা উভয়কে।" (আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ — এই হাদিসের সনদ নিয়ে মুহাদ্দিসদের মতভেদ আছে; কেউ একে হাসান/সহিহ বলেছেন, কেউ দুর্বল।)
- জাবির (রা.): "লূতের কাজ করলে তাকে হত্যা করো।" (দুর্বল।)
- আবু হুরায়রা (রা.): "যাকে এ কাজ করতে পাও, ওপরের ও নিচের উভয়কে পাথর মারো।" (দুর্বল।)

আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সময়: খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ আবু বকরকে চিঠি লিখলেন যে তিনি এমন এক লোককে পেয়েছেন... আবু বকর সাহাবিদের নিয়ে পরামর্শ করলেন। আলী (রা.) বললেন, "এ পাপ একটি জাতিই করেছিল, আল্লাহ তাদের সাথে যা করার তা তোমরা জানো; আমার মত — তাকে আগুনে পোড়ানো হোক।" সাহাবিদের মত সে বিষয়ে একমত হলো এবং আবু বকর তাকে পোড়ানোর আদেশ দিলেন। (এটি মুরসাল বর্ণনা; সাহাবাদের এই মত নিয়ে ফকিহদের মতভেদ আছে। ইবনু যুবাইর ও হিশাম ইবনে আবদুল মালিকও এভাবে করেছেন বলে বর্ণিত।)

আলী (রা.) একজন লূতিকে রজম করেছিলেন বলে বর্ণিত। উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: "যে লূতের কওমের কাজ করবে তাকে হত্যা করো।"

ইবনে আব্বাস (রা.): জিজ্ঞাসা করা হলো এর হদ কী। তিনি বললেন, "গ্রামের সবচেয়ে উঁচু ভবন খুঁজে তাকে উল্টো করে ফেলা হবে, তারপর পাথর ছোড়া হবে।"

তাবেয়ি ও পরবর্তী ফকিহদের মতভেদ

- শা'বি, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, জাবির ইবনে যায়েদ, যুহরি, রাবীআ, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ (এক বর্ণনায়): বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত — রজম (পাথর মেরে মৃত্যুদণ্ড)।
- ইবরাহিম নাখয়ি, আতা (এক বর্ণনায়), আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (হানাফী ইমামদ্বয়), শাফিয়ি (এক বর্ণনায়), আহমদ (অন্য বর্ণনায়): যিনার হদের মতো — বিবাহিত হলে রজম, অবিবাহিত হলে বেত্রাঘাত।
- হাসান বসরি: বিবাহিত হলে বেত্রাঘাত ও রজম; অবিবাহিত হলে বেত্রাঘাত ও নির্বাসন।
- হাকাম ও আবু হানিফা (রহ.): হদের চেয়ে কম শাস্তি (তা'যির) — অর্থাৎ বিচারক বিবেচনা অনুযায়ী শাস্তি দেবেন।
- নাখয়ি: "কাউকে দুইবার রজম করার হলে লূতিকেই দুইবার করা উচিত ছিল।"

(এগুলো বিচারক ও রাষ্ট্রীয় আদালতের বিষয়। কোনো ব্যক্তি নিজের হাতে এই শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখে না।)

দুটি ঘটনা (দলিল নয়, শিক্ষা-কাহিনি)

১. এক হাজি বলল, আমি লূতের কওমের এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের উপর বর্ষিত পাথরের একটি পাথর থলিতে নিলাম, মিসরে এসে বাসার মাঝের তলার জানালায় রাখলাম। নিচতলায় ছিল এক তরুণ (অপকর্মকারী)। সে একটি ছেলেকে ডেকে আনলে পাথর জানালা থেকে পড়ে তরুণটিকে মেরে ফেলল।

২. ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা বলেন, আমি হজে গেলাম। আরারার রাতে আমাদের ইমাম স্বপ্ন দেখলেন। হজ শেষে মক্কায় আমরা হিজরের ওপর থেকে এক আত্মশোককারীকে বলতে শুনলাম: "হে হাজিগণ, চুপ করুন! আপনাদের ইমাম দেখেছেন, এই বছর যারা কাবায় এসেছে আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করেছেন — একজন ছাড়া, যে একটি ছেলের সাথে পাপ করেছে।" (স্বপ্ন দলিল নয়; এখানে শিক্ষা — গুনাহ লুকানো থাকে না এবং তাওবা ছাড়া ক্ষমার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।)

◆ এক নজরে

- ★ আল্লাহ কুরআনে লূতের কওমের ঘটনা বিস্তারিত বলেছেন
- ★ তাদের কুফরের চেয়েও বেশি বিস্তারিত বলা হয়েছে
- ★ কুফর অঙ্গীলতার চেয়ে বড় গুনাহ; তবু আল্লাহ এ কাজ থেকে সতর্ক করতে চেয়েছেন
- ★ তাদের দুনিয়ায় পাথর বর্ষণ ও শাস্তি দেওয়া হয়েছিল

◆ যাচাই করুন

1. কুরআনে লূতের কওমের ঘটনা সম্পর্কে অধ্যায় কী বলে?

ক. সংক্ষেপে বলা হয়েছে

খ. তাদের কুফরের চেয়েও বেশি বিস্তারিত বলা হয়েছে

2. অধ্যায় অনুযায়ী কুফর ও অঙ্গীলতার মধ্যে কোনটি বড় গুনাহ?

ক. অঙ্গীলতা

খ. কুফর

3. লূতের কওমকে দুনিয়ায় কী শাস্তি দেওয়া হয়েছিল?

ক. পাথর বর্ষণ

খ. বন্যা

উত্তর: ১-খ, ২-খ, ৩-ক

অধ্যায় ২৭ সমাপ্ত

পর্ব ৩ · অধ্যায় ২৮

সমকামিতার আখিরাতের শাস্তি

অধ্যায় ২৮

সতর্কতা: এ অধ্যায়ের প্রায় সব হাদিসের সনদ খুবই দুর্বল। প্রথমটিতে দাউদ ইবনুল মুহাম্মাদ আছেন, যাঁকে মুহাদ্দিসরা মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। অনেকগুলো আসলে সাহাবি-তাবেয়ির উক্তি। এগুলো ভয়-দেখানোর বর্ণনা হিসেবে পড়ুন, দলিল হিসেবে নয়। কিছু দৃশ্যবর্ণনা আমি সংক্ষেপ করেছি।

- আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা.) নামে (অতি দুর্বল): নবী ﷺ খুতবায় বললেন, যে পুরুষ বা ছেলের সাথে এ কাজ করবে, কিয়ামতে সে লাশের চেয়েও দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় উঠবে; তার আমল নষ্ট হবে; তাকে আগুনের কফিনে রাখা হবে — আবু হুরায়রা বললেন, "এটি তার জন্য, যে তাওবা করেনি।"
- আনাস (রা.) (দুর্বল): "সাত শ্রেণির লোকের দিকে আল্লাহ কিয়ামতে তাকাবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না..." — তাদের মধ্যে আছে: যে কর্তা ও কর্মে সম্মতিদাতা, মদ্যপানে অভ্যস্ত, পিতামাতাকে আঘাতকারী, প্রতিবেশীকে কষ্টদাতা, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে সম্পর্কস্থাপনকারী... "তবে যদি তারা তাওবা করে; যে তাওবা করে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।"
- ইবনে মাসউদ (রা.) (দুর্বল): "দুজন লুতি সমুদ্রের পানিতে গোসল করলেও তাদের পবিত্র করবে না, যতক্ষণ না তাওবা করে।"
- আনাস (রা.) (দুর্বল): "আমার উম্মতের যে লুতের কাজ করে মরবে, আল্লাহ তাকে তাদের কাছে স্থানান্তর করবেন যাতে তাদের সাথে হাশর হয়।"
- মুজাহিদ ও ফুযাইল ইবনে ইয়ায: "যে এ কাজ করে, আসমানের সব ফোঁটা ও জমিনের সব ফোঁটা দিয়ে গোসল করলেও সে অপবিত্রই থাকবে (তাওবা ছাড়া)।"
- আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.): "লুতীরা কিয়ামতে বানর ও শূকরের আকৃতিতে উঠবে।"
- ইবনে আব্বাস (রা.): "যে অবস্থায় বান্দা দুনিয়া থেকে যায় সে অবস্থায়ই কবর থেকে উঠবে; এমনকি লুতিদের অবস্থাও... সমস্ত সৃষ্টির সামনে তারা অপমানিত হবে।" (আপত্তিকর শারীরিক বিবরণটি আমি বাদ দিয়েছি।)

(একটি কথা মনে রাখা জরুরি: এখানকার শিরোনামের সাথে মিলিয়ে বলতে হয় — এ গুনাহ থেকে তাওবা করা যায়। কেউ যদি এ নিয়ে সংগ্রাম করে, তার উচিত নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরা, তাওবা ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া — এবং প্রয়োজনে নির্ভরযোগ্য আলেম বা পরামর্শকের সাহায্য নেওয়া। শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রবৃত্তির টান থাকা নিজে গুনাহ নয়; গুনাহ হলো সে অনুযায়ী আমল করা।)

◆ এক নজরে

- ★ মুজাহিদ ও ফুযাইল ইবনে ইয়ায-এর উক্তি: (তাওবা ছাড়া) গোসলেও অপবিত্রই থাকবে
- ★ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি: যে অবস্থায় বান্দা দুনিয়া থেকে যায়, সে অবস্থায় ওঠে

অধ্যায় ২৮ সমাপ্ত

পর্ব ৩ · অধ্যায় ২৯

শাস্তি (উকুবাত) থেকে সতর্কতা

অধ্যায় ২৯

শাস্তি নানা রকম: কখনো দ্রুত আসে, কখনো দেরিতে; কখনো প্রকাশ্য, কখনো গোপন। সবচেয়ে আশ্চর্য শাস্তি সেটি, যা শাস্তিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি অনুভবই করে না। সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ঈমান ও আল্লাহর পরিচয় হিনিয়ে নেওয়া। তার চেয়ে কম: অন্তর মরে যাওয়া, মুনাজাতের স্বাদ চলে যাওয়া, গুনাহর প্রতি লোভ বেড়ে যাওয়া, কুরআন ভুলে যাওয়া, ইস্তিগফার অবহেলা করা — এসব দ্বীনের ক্ষতি করে। শাস্তি কখনো ভেতরে অন্ধকারের মতো ধীরে ধীরে ছড়ায় যতক্ষণ না অন্তরের দিগন্ত ভরে যায় ও অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ হয়। সবচেয়ে হালকা শাস্তি দুনিয়ায় শরীরের ওপর পড়া শাস্তি; কখনো দৃষ্টির শাস্তি চোখেই হয়।

শাস্তির স্তর

সবচেয়ে কঠিন
ঈমান ও আল্লাহর পরিচয় হিনিয়ে নেওয়া

তার চেয়ে কম
অন্তর মরে যাওয়া, কুরআন ভুলে যাওয়া

সবচেয়ে হালকা
দুনিয়ায় শরীরের ওপর পড়া শাস্তি

লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী

যে নিজের গুনাহ চেনে, যা শাস্তি আনে, সে শাস্তি নামার আগেই সত্যিকার তাওবা দিয়ে তা ঠেকাতে ছটুক — হয়তো আল্লাহ তা ফিরিয়ে দেবেন।

আবু কিলাবা (মুরসাল): "নেকি পুরোনো হয় না, গুনাহ ভোলা হয় না, প্রতিদানদাতা ঘুমান না। তুমি যেমন খুশি থাকো — যেমন করবে, তেমন ফল পাবে।"

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (আল্লাহর কথা বলে বর্ণনা করেন; ইসরাইলি/আসারের ধরন): "হে আদম-সন্তান! আমি তোমাকে আমার নিয়ামতে ঘুরাচ্ছি আর তুমি আমার অবাধ্যতায় ঘুরছ — সাবধান, আমি তোমাকে তোমার গুনাহর মাঝেই না ফেলে দিই। আমাকে ভয় করো, যেখানে খুশি ঘুমাও। তুমি আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাকে স্মরণ করব; ভুলে গেলে আমি ভুলে যাব। যে মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করছ না, তা তোমার বিরুদ্ধে, তোমার পক্ষে নয়।"

ফুযাইল (নিজের কথা): "তোমার ভয় নেই যে তুমি এমন কাজ নিয়ে আল্লাহর সামনে এসেছ যার জন্য তিনি তোমাকে ঘৃণা করেছেন, তাই তোমার সামনে ক্ষমার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন — আর তুমি হাসছ? তোমার অবস্থা কেমন হবে ভেবে দেখো।"

জুবাইর ইবনে নুফাইর: মুসলিমরা সাইপ্রাস জয় করলে তার অধিবাসীদের আলাদা করা হলো, তারা একে অপরের জন্য কাঁদতে লাগল। আবু দারদা (রা.) কাঁদলেন। আমি বললাম, "আজ তো আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মানিত করেছেন, শিরককে অপমানিত করেছেন; আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি বললেন, "জুবাইর, ছাড়ো তুমি! আল্লাহর আদেশ ছাড়লে সৃষ্টি তাঁর কাছে কত তুচ্ছ হয়ে যায়! এক সময় তারা শক্তিশালী, ক্ষমতাবান জাতি ছিল; আল্লাহর আদেশ ছেড়ে দিল, আর এই পরিণতি দেখছে!"

ইবনে সিরিন (রহ.) একবার বিষম্ব হলে বলা হলো, "আবু বকর, এ বিষম্বতা কেন?" তিনি বললেন, "চল্লিশ বছর আগে আমি একটি গুনাহ করেছিলাম, এটি তারই কারণে।"

আগের অধ্যায়ে (দৃষ্টির শাস্তি) আমরা সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছি, যে একটি ছেলের দিকে তাকিয়েছিল এবং চল্লিশ বছর পর কুরআন ভুলে গিয়েছিল।

আলকামা ইবনে মারসাদ: এক লোক কাবা তাওয়াফ করছিল, এক নারীর বাহু ঝলসে উঠল, সে আনন্দ নিতে নিজের বাহু তার বাহুর ওপর রাখল — তাদের বাহু দুটি আটকে গেল! সে এক শায়খের কাছে এল; তিনি বললেন, "যেখানে এ কাজ করেছে সেখানে ফিরে যাও, কাবার রবের কাছে অঙ্গীকার করো আর কখনো করবে না।" সে তা-ই করল, ছাড়া পেল। (দলিল নয়; উপদেশমূলক কাহিনি।)

ইবনে আবি নাজিহ: আসাফ ও নায়িলা — এক পুরুষ ও এক নারী — শাম থেকে হজে এসে কাবা তাওয়াফ করছিল, তাদের পাথরে রূপান্তর করা হলো; ইসলাম আসা পর্যন্ত তারা মসজিদে ছিল, তারপর সরানো হলো। (এটি ঐতিহাসিক প্রবাদ/কাহিনি, সহিহ সূত্রে প্রমাণিত নয়।)

মাজনুন (লায়লার প্রেমিক): মুকাতিল আল-উকাইলি বলেন, আমরা মরুভূমিতে বলাবলি করতাম, বনু আমিরের মাজনুন যখন বলল —

"তিনি অন্যের জন্য তাকে (লায়লাকে) নির্ধারণ করলেন, আর আমাকে তার ভালোবাসায় পরীক্ষা করলেন; লায়লা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কেন আমাকে পরীক্ষা করলেন না?"

তখন তার দৃষ্টিশক্তি চলে গেল।

◆ এক নজরে

- ★ সবচেয়ে আশ্চর্য শাস্তি সেটি, যা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুভবই করে না
- ★ সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ঈমান ও আল্লাহর পরিচয় হিনিয়ে নেওয়া
- ★ গুনাহর কারণ চিনলে শাস্তি নামার আগেই সত্যিকার তাওবা করতে ছটুক
- ★ আবু দারদা (রা.): আল্লাহর আদেশ ছাড়লে সৃষ্টি তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়

◆ যাচাই করুন

1. লেখকের মতে সবচেয়ে আশ্চর্য শাস্তি কোনটি?

ক. যা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুভবই করে না

খ. যা দ্রুত আসে

2. লেখকের মতে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি কী?

ক. দুনিয়ায় শরীরের ওপর পড়া শাস্তি

খ. কুরআন ভুলে যাওয়া

গ. ঈমান ও আল্লাহর পরিচয় হিনিয়ে নেওয়া

3. লেখকের মতে সবচেয়ে হালকা শাস্তি কোনটি?

ক. অন্তর মরে যাওয়া

খ. দুনিয়ায় শরীরের ওপর পড়া শাস্তি

4. শাস্তি নামার আগে কী করে তা ঠেকাতে ছুটতে বলা হয়েছে?

ক. সত্যিকার তাওবা

খ. গুনাহ ভুলে যাওয়া

উত্তর: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ক

অধ্যায় ২৯ সমাপ্ত

পর্ব ৩ · অধ্যায় ৩০

তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি উৎসাহ

অধ্যায় ৩০

হাদিস: নবী ﷺ বলেছেন: "হে লোকসকল, তোমাদের রবের কাছে তাওবা করো। আমি নিজে দিনে একশোবার তাঁর কাছে তাওবা করি।" [টীকা: সহিহ মুসলিম]

হাদিস: আল-আগার আল-মুযানি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমার অন্তরেও কখনো আবরণ পড়ে যায়, আর আমি দিনে একশোবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই।" [টীকা: সহিহ মুসলিম]

ইবনু উমার (রা.) বলেন: আমরা গুনে দেখতাম, রাসুলুল্লাহ ﷺ এক মজলিসে একশোবার বলতেন:

"রব্বিগফির লি ওয়া তুব আলাইয়া, ইল্লাকা আনাতাত তাওয়াবুল গাফুর।" (হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করো, আমার তাওবা কবুল করো; নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী, ক্ষমাশীল।)

(তিরমিযি বলেছেন: হাদিসটি সহিহ।) [টীকা: আবু দাউদ ও তিরমিযি]

আল্লাহর আনন্দ: ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের কারো তাওবায় আল্লাহ সেই লোকের চেয়েও বেশি খুশি হন, যে এক ভয়ংকর জনশূন্য মরুভূমিতে বের হলো। সঙ্গে তার উট, তাতে খাবার, পানি, পাথের আর সব প্রয়োজনীয় জিনিস। উটটা হারিয়ে গেল। সে খুঁজতে বের হলো, খুঁজতে খুঁজতে মৃত্যু ঘনিয়ে এল, তবু পেল না। তখন বলল, 'যেখানে হারিয়েছিলাম সেখানে ফিরে গিয়ে মরব।' সেখানে ফিরে এল, আর ঘুমে চোখ বুজে এল। জেগে দেখে, তার উট মাথার কাছে দাঁড়িয়ে — খাবার, পানি, পাথের আর সব জিনিস নিয়ে!"

(বুখারি ও মুসলিম দুজনেই বর্ণনা করেছেন। বারা ইবনু আযিব, নু'মান ইবনু বাশির, আবু হুরাইরা ও আনাস (রা.) থেকেও এই অর্থ বর্ণিত হয়েছে।) [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

সাইয়িদুল ইস্তিগফার: শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইস্তিগফারের সেরা দোয়া হলো:

"আল্লাহুম্মা আনতা রব্বি, লা ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাতা'তু, আউযু বিকা মিন শাররি মা সানা'তু, আবুউ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়া, ওয়া আবুউ লাকা বিযাযি, ফাগফির লি, ফাইল্লাহ্ লা ইয়াগফিরুয় যুনূবা ইল্লা আনতা।"

(হে আল্লাহ, তুমি আমার রব, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ওপর আছি। আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমার ওপর তোমার নিয়ামত স্বীকার করছি, আর আমার গুনাহও স্বীকার করছি। কাজেই আমাকে ক্ষমা করো, কারণ তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।)

"যে সকালে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এটা পড়ে, আর সেদিনই মারা যায়, সে জান্নাতি। আর যে সন্ধ্যায় দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে পড়ে, আর সেই রাতেই মারা যায়, সে জান্নাতি।" (শুধু বুখারি বর্ণনা করেছেন।) [টীকা: সহিহ বুখারি]

ইবলিসের কসম আর আল্লাহর কসম: আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: ইবলিস তার রবকে বলল, "তোমার ইজ্জত ও জালালের কসম, আদমসন্তানদের দেহে যতদিন প্রাণ থাকবে, আমি তাদের পথভ্রষ্ট করতেই থাকব।" তার রব বললেন: "আমার ইজ্জত ও জালালের কসম, যতদিন তারা আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাদের ক্ষমা করতেই থাকব।" [টীকা: মুসনাদে আহমাদ; হাসান।]

◆ ইবলিস ও আল্লাহর কসম

ইবলিসের কসম	আল্লাহর কসম
পথভ্রষ্ট করতেই থাকব	ক্ষমা করতেই থাকব
যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে	যতদিন তারা ক্ষমা চাইবে

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রা.)-এর হাদিস

নামাজ গুনাহ মুছে দেয়: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এক লোক উমার (রা.)-এর কাছে এসে বলল, "এক নারী আমার কাছে কিছু কিনতে এসেছিল। আমি তাকে ভেতরের কামরায় নিয়ে গেলাম, আর সহবাস ছাড়া বাকি সবকিছু করলাম।" উমার বললেন, "সম্ভবত তার স্বামী আল্লাহর পথে (জিহাদে) গেছে?" সে বলল, "হ্যাঁ।" উমার বললেন, "নবী ﷺ-এর কাছে যাও।" সে নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে একই কথা বলল। নবী ﷺ-ও বললেন, "সম্ভবত তার স্বামী আল্লাহর পথে গেছে?" সে বলল, "হ্যাঁ।" তিনি চুপ রইলেন। তখন কুরআন নাযিল হলো:

"দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে নামাজ কয়েম করো। নিশ্চয়ই নেক কাজ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়..." (সূরা হুদ ১১:১১৪)

লোকটি বলল, "এটা কি শুধু আমার জন্য, নাকি সব মানুষের জন্য?" উমার (রা.) তার বুকে হাত দিয়ে আঘাত করে বললেন: "না, তোমার এত সৌভাগ্য নয় — এটা সব মানুষের জন্য।" রাসুলুল্লাহ ﷺ হেসে বললেন: "উমার ঠিক বলেছে।" [টীকা: এই ঘটনার মূল সহিহ বুখারি ও মুসলিমে ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে আছে; এই শব্দের সনদে দুর্বলতা আছে।]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বলেছেন: "যে তার কোনো করা গুনাহ মনে করে, আর তাতে তার অন্তর কেঁপে ওঠে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় — তবে কোনো কিছুই সেই গুনাহকে আটকে রাখতে পারে না, যতক্ষণ না তা মুছে যায়।"

ইবনু মাসউদ (রা.) বলেছেন: "আমি দুটো আয়াত জানি — কোনো বান্দা গুনাহ করার পর এ দুটো পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা হয়: ১. 'যে কেউ মন্দ কাজ করে অথবা নিজের ওপর জুলুম করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পাবে।' (সূরা নিসা ৪:১১০) ২. 'আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা নিজেদের ওপর জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, তারপর নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা চায় — আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? — এবং জেনেগুনে নিজেদের কাজে অটল থাকে না...' (সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৫)"

বাকর ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মুযানি (রহ.) বলেছেন: "আদমসন্তানদের আমল (আল্লাহর কাছে) তোলা হয়। যে আমলনামায় ইস্তিগফার থাকে, তা সাদা হয়ে ওঠে। আর যাতে ইস্তিগফার থাকে না, তা কালো হয়ে ওঠে।"

মালিক ইবনু দিনার (রহ.) বলেছেন: "গুনাহর জন্য কাল্পনা গুনাহকে এমনভাবে বরিয়ে দেয়, যেমন বাতাস শুকনো পাতা বরিয়ে দেয়।"

ইয়াযিদ আর-রাকাশি (রহ.) বলেছেন: "আমি শুনেছি, যে তার কোনো গুনাহর জন্য কাঁদে, তার দুই (আমল লেখক) ফেরেশতা সেই গুনাহ ভুলে যায়।"

ইয়াহইয়া ইবনু মুআয আর-রাযি (রহ.) বলেছেন:

- "মানুষকে তাওবা থেকে যা আটকে রেখেছে, তা হলো দীর্ঘ আশা (এখনো অনেক সময় আছে — এই ভাবনা)। তাওবাকারীর লক্ষণ: চোখের পানি ঝরা, নির্জনতা ভালোবাসা, আর প্রতিটা ইচ্ছার সময় নিজের হিসাব নেওয়া।"
- "আসল ক্ষতিগ্রস্ত সে, যে তার দিনগুলো অনর্থক কাজে নষ্ট করল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগিয়ে দিল, আর অপরাধ থেকে হুঁশ ফেরার আগেই মারা গেল।"

◆ তাওবাকারীর লক্ষণ

- ☐ চোখের পানি ঝরা
- ☐ নির্জনতা ভালোবাসা
- ☐ প্রতিটা ইচ্ছার সময় নিজের হিসাব নেওয়া

ইয়াহইয়া ইবনু মুআয আর-রাযি (রহ.)-এর কথা

আবু বকর আন-নাজ্জাদ (রহ.) বলেছেন: "যে মানুষের দোষ খুঁটিয়ে দেখে, তার বন্ধু কমে যায়। যে নিজের গুনাহ খুঁটিয়ে দেখে, তার কান্না দীর্ঘ হয়। আর যে খাবার খুঁটিয়ে দেখে (হালাল কি না), তার ক্ষুধা দীর্ঘ হয়।"

মুদার ইবনু জারিরের কাহিনি: তিনি বলেন, একদিন আবুল হাজ্জাজ আল-জুরজানির কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললাম, কিন্তু তিনি জবাব দিলেন না। বললাম, "আপনার কাছে কোনো জ্ঞান থাকলে আমাকে না শেখালে আপনি গুনাহগার হবেন।" তিনি বললেন: — "তুমি কি কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করেছ?" — "হ্যাঁ।" — "তা কি লেখা হয়েছে আর আল্লাহর কাছে তোলা হয়েছে?" — "হ্যাঁ।" — "তুমি কি জানো, তিনি তা ক্ষমা করেছেন?" — "না।" — "তাহলে বসে আছ কেন, চুপ করে আছ কেন? যাও, সারাজীবন নিজের জন্য কাঁদো — যতক্ষণ না জানতে পারো এই গুনাহর ব্যাপারে তাঁর কাছে তোমার অবস্থা কী।" বর্ণনাকারী বলেন: এরপর মুদার ত্রিশ বছর ধরে ভয়ে কেঁদেছেন, এভাবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আবু আলি আর-রযবারি (রহ.) বলেছেন: "ধোঁকায় পড়ার একটা রূপ হলো — তুমি গুনাহ করছ আর তিনি তোমার প্রতি দয়া করেই যাচ্ছেন, আর তুমি ভাবছ ছোটখাটো ভুলে তোমাকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে — তাই আল্লাহর দিকে ফেরা আর তাওবা ছেড়ে দিচ্ছ।"

◆ এক নজরে

- ★ নবী বলেছেন: আমি দিনে একশোবার তাঁর কাছে তাওবা করি
- ★ তাওবায় আল্লাহ হারানো উট ফিরে পাওয়া লোকের চেয়েও বেশি খুশি হন
- ★ সাইয়িদুল ইস্তিগফার দৃঢ় বিশ্বাসে সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার কথা এসেছে (বুখারি)
- ★ ইবলিসের কসম পথভ্রষ্ট করার; আল্লাহর কসম, যতদিন ক্ষমা চাইবে ক্ষমা করবেন
- ★ মালিক ইবনু দিনার: গুনাহর জন্য কান্না গুনাহ ঝরিয়ে দেয়
- ★ রযবারি: দয়া পেয়ে তাওবা ছেড়ে দেওয়া এক রকম ধোঁকা

◆ যাচাই করুন

1. নবী দিনে কতবার আল্লাহর কাছে তাওবা করতেন বলে হাদিসে এসেছে?

ক. দশবার

খ. একশোবার

গ. একবার

2. তাওবায় আল্লাহর খুশির উপমায় কোন হারানো জিনিসের কথা এসেছে?

ক. উট

খ. তলোয়ার

3. ইবলিসের কসমের জবাবে আল্লাহ কী বললেন?

ক. তাদের ক্ষমা করব না

খ. যতদিন ক্ষমা চাইবে ততদিন ক্ষমা করব

4. মালিক ইবনু দিনারের মতে গুনাহর জন্য কান্না গুনাহকে কীসের মতো বারায়?

ক. বাতাস যেমন শুকনো পাতা বারায়

খ. বৃষ্টি যেমন ধুলো ধোয়

5. ইয়াহইয়া ইবনু মুআযের মতে মানুষকে তাওবা থেকে কী আটকে রেখেছে?

ক. অভাব

খ. দীর্ঘ আশা

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ক, ৫-খ

অধ্যায় ৩০ সমাপ্ত

পর্ব ৩ · অধ্যায় ৩১

পবিত্রতা (ইফফাহ) নিয়ে গর্ব

অধ্যায় ৩১

অনুবাদ প্রসঙ্গে

অধ্যায়ের শেষে পবিত্রতা নিয়ে দশটির বেশি ছোট কবিতা আছে; বাছাই করা কয়েকটি দেওয়া হয়েছে।

অনেক কাহিনিতে দেখা যায় প্রেমিক-প্রেমিকা দেখা-সাক্ষাৎ, কথা বা কবিতা বিনিময় করছে। লেখক এগুলো এনেছেন এটা দেখাতে যে, প্রেমে পড়েও তারা যিনা থেকে বেঁচে ছিল। এর মানে এই নয় যে বেগানা নারী-পুরুষের এমন মেলামেশা জায়েজ — আগের অধ্যায়গুলোতে (১১, ১২, ২১) লেখক নিজেই তা হারাম বলেছেন।

জাহেলি যুগের পবিত্রতা

হারিস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব: আব্দুল মুত্তালিব কোনো সফরে গেলে বড় ছেলে হারিসকে সঙ্গে নিতেন। হারিস দেখতে বাবার মতোই সুদর্শন ছিলেন। একবার ইয়েমেনে গেলেন। সেখানকার এক নেতার সঙ্গে আব্দুল মুত্তালিব ঠাট্টাবসা করতেন। নেতা বললেন, "আপনার ছেলেকে বলুন আমার সঙ্গে বসে গল্প করতে।" তখন সেই নেতার স্ত্রী হারিসের প্রেমে পড়ল, তাকে বার্তা পাঠাল। হারিস রাজি হলেন না। নারীটি পীড়াপীড়ি করতে থাকলে হারিস তাকে লিখে পাঠালেন:

আমার কাছে যা আছে, তার লোভ কোরো না — আমার সাহচর্য সম্মানজনক, আমার লুঙ্গি পবিত্র। আমি সেই জাতির মর্যাদা রক্ষা করতে চাই, যা গড়ে গেছেন (কাবার প্রতিবেশী) আমরা... লজ্জা রক্ষা করো, আর জেনে রাখো — আমি এমন মানুষ, যে নিজের কারণে নিজের গোত্রকে লজ্জিত হতে দেয় না। আমি কি প্রতিবেশিনী বা পুত্রবধূর সঙ্গে অপবাদের পাত হব? নাকি লোকে বলবে — হিমইয়ারির স্ত্রীর প্রতি সে আসক্ত হয়েছিল?

তিনি বাবাকেও ব্যাপারটা জানালেন। নারীটি হতাশ হয়ে তাঁকে এক মাসে কাজ করে এমন বিষ পান করাল। আব্দুল মুত্তালিব রওনা দিলেন, আর মক্কায় পৌঁছানোর আগেই হারিস মারা গেলেন। আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে মক্কায় দাফন করে শোকগাথা লিখলেন। (এই হারিসের ছেলে আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস মৃত্যুর সময় পরিবারকে বলেছিলেন: "আমার জন্য কেঁদো না। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি কোনো গুনাহে নিজেকে কলুষিত করিনি।")

বনু কান্নার দুই ভাই: উবাইদা আস-সালমানি বলেন, জাহেলি যুগে বনু কান্না গোত্রে দুই ভাই ছিল — একজন বিবাহিত, একজন অবিবাহিত। বিবাহিত ভাই কোনো কাজে বাইরে গেলেন, আর অবিবাহিত ভাই ভাবির সঙ্গে (একই বাড়িতে) রয়ে গেলেন। একদিন ভাবি মাথা খোলা অবস্থায় বের হলেন — চেহারা আর চুলে তিনি সবচেয়ে সুন্দর। যখন বুঝলেন দেবর তাঁকে দেখে ফেলেছে, চিৎকার দিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। এতে দেবরের ফিতনা আরও বেড়ে গেল। আকুলতা তার শরীর খেয়ে ফেলল, শেষে শুধু মাথা আর মাথার ভেতর ঘুরতে থাকা দুটো চোখ বাকি রইল। ভাই ফিরে এসে বললেন, "ভাই, তোমার এ কী অবস্থা?" সে অজুহাত দিয়ে বলল, "পাঁজরের ব্যথা।" এক চাচাতো ভাই বলল, "ওর কথা বিশ্বাস কোরো না। হারিস ইবনু কালাদাকে ডাকো — আরবের সবচেয়ে বড় চিকিৎসক।" তাঁকে আনা হলো। তিনি নাড়ি দেখে বললেন, "তোমার ভাইয়ের অসুখ প্রেম ছাড়া কিছু না।" ভাই বললেন, "সুবহানাল্লাহ! একটা মরা মানুষ সম্পর্কে এ কথা বলছেন?" চিকিৎসক কিছু পানীয় আর ওষুধ খাইয়ে দিলেন। নেশার ঘোরে রোগী গান গাইতে লাগল, আর তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল প্রিয়জনের নাম — "রাইয়া", যা ছিল তার ভাবির নাম, আর বলল, "সে আমার ভাবি, অথচ আমাকে দেবর মনে করে।" তখন বড় ভাই উপস্থিত লোকদের বললেন: "তোমরা সাক্ষী থাকো — সে তিন তালুক, যাতে আমার ভাইয়ের অন্তর ফিরে আসে। নারী আবার পাওয়া যায়, কিন্তু ভাই পাওয়া যায় না।" লোকেরা দৌড়ে ছোট ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলল, "অভিনন্দন! তোমার ভাই তোমার জন্য অমুককে ছেড়ে দিয়েছে।" সে উপস্থিত লোকদের বলল: "তোমরা সাক্ষী থাকো — যদি আমি তাকে বিয়ে করি, তবে সে আমার জন্য আমার মায়ের মতো।" উবাইদা বলেন: "আমি জানি না দুজনের মধ্যে কে বেশি মহৎ — প্রথমজন, নাকি দ্বিতীয়জন।"

ইফফাহর কাহিনি-সূচি

পবিত্রতা (ইফফাহ) নিয়ে গর্ব

জাহেলি যুগ

হারিস ও বনু কান্নার দুই ভাই

সালাফ

উরওয়া, আবু ইউসুফ, মু'তাদিদ, মুহাম্মাদ ইবনু নাসর

মৃত্যুশয্যার সাক্ষ্য

আবু বকর ইবনু আইয়াশ, হাফস, হাইসাম

প্রেমিক কবির

জামিল, উমার ইবনু আবি রাবিআ, নুসাইব প্রমুখ

বনু উয়রা

পবিত্রতা ও সৌন্দর্য নিয়ে বেদুইনদের উক্তি

বেদুইন ও সাধারণ মানুষ

আসমাঈর বেদুইন, সারি ইবনু দিনার প্রমুখ

বাছাই করা কবিতা

ইসকাফি, আহওয়াস ও অন্যান্য

অধ্যায়ের বিভাগ অনুযায়ী সূচি

সালাফদের পবিত্রতা

উরওয়া ইবনু যুবাইর (রহ.)-এর পা: উরওয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনু আব্দিল মালিকের কাছে গেলেন। পায়ে পচনশীল ঘা দেখা দিল। চিকিৎসকেরা একমত হলেন, পা কেটে ফেলতে হবে, নইলে মৃত্যু হবে। তাঁরা বললেন, "আপনাকে অচেতন করার ওষুধ খাওয়াই, যাতে ব্যথা টের না পান।" তিনি বললেন, "না, যা করার করো।" তাঁরা করাত দিয়ে তাঁর পা কেটে ফেললেন। যখন কাটা পা তাদের হাতে দেখলেন, নিজের হাতে নিয়ে বললেন:

"আলহামদুলিল্লাহ। যিনি আমাকে তোমার ওপর ভর দিয়ে চালিয়েছেন, তাঁর কসম — তিনি জানেন, আমি তোমাকে নিয়ে কখনো কোনো হারামের দিকে হাঁটিনি।"

আরেক বর্ণনায়: "তোমাকে হারিয়েও আমার মন যে শান্ত, তার একটা কারণ — আমি তোমাকে কখনো আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যাইনি।"

কাজি আবু ইউসুফ (রহ.) (ইমাম আবু হানিফার শিষ্য) মৃত্যুশয্যায় বলেছেন: "হে আল্লাহ, তুমি জানো, আমি জেনেগুনে কখনো কোনো হারাম লজ্জাস্থানে যাইনি। হে আল্লাহ, তুমি জানো, আমি জেনেগুনে কখনো একটা হারাম দিরহামও খাইনি।"

খলিফা মু'তাদিদ: কাজি ইসমাইল ইবনু ইসহাক বলেন, আমি খলিফা মু'তাদিদের কাছে গেলাম। তাঁর পাশে কয়েকজন সুদর্শন রোমান কিশোর দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের দিকে তাকালাম, খলিফা আমাকে তাকাতে দেখলেন। আমি উঠতে চাইলে তিনি ইশারায় বসতে বললেন। একটু পর একা হলে বললেন: "কাজি সাহেব, আল্লাহর কসম, আমি কখনো হারামের জন্য পাজমার ফিতা খুলিনি।"

মুহাম্মাদ ইবনু নাসর: তিনি বসে ছিলেন, পাশে দশজন অপরূপ সুন্দর খাদেম, যাদের প্রত্যেকের দাম হাজার দিনারের বেশি। লোকেরা তাদের দিকে তাকাচ্ছিল। তিনি বললেন: "এরা আল্লাহর জন্য আজাদ — যদি আল্লাহ এদের কারো সঙ্গে আমার কোনো গুনাহ লিখে থাকেন। এদের মধ্যে কেউ যদি এর উল্টো জানে, সে চলে যাক — সে আজাদ, আর আমার সম্পদ থেকে যা নেবে তা তার জন্য হালাল।"

মৃত্যুশয্যার সাক্ষ্য:

- আবু বকর ইবনু আইয়াশ (রহ.): ছেলে ইবরাহিম বলেন, বাবার মৃত্যুর সময় আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, "বাবা, কাঁদছ কেন? তোমার বাবা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করেনি।"
- কাজি হাফস ইবনু গিয়াস (রহ.): ছেলে উমার বলেন, বাবার মৃত্যুর সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন, আমি মাথার কাছে কাঁদছিলাম। জ্ঞান ফিরলে বললেন, "কাঁদছ কেন?" বললাম, "আপনার বিদায়ে, আর আপনি যে বিচারকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেজন্য।" তিনি বললেন, "কেঁদো না, আমি কখনো হারামের জন্য পাজমা খুলিনি।"

- হাইসাম ইবনু হুমাইদ (রহ.): মৃত্যুর সময় কিবলামুখী শোয়ানো। তাঁর দাসী এসে পা টিপে দিচ্ছিল। তিনি বললেন: "টিপে দাও — তিনি (আল্লাহ) জানেন, এই দুই পা কখনো হারামের দিকে হাঁটেনি।"
- মুসলিম ইবনু ইবরাহিম (রহ.): "আমার বয়স সত্তরের ওপর হয়ে গেছে, আমি কখনো হালাল বা হারাম — কোনোটার জন্যই পাজামা খুলিনি।" (অর্থাৎ তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন।)

প্রেমিক কবিদের পবিত্রতা

জামিল ও বুসাইনা: সাহল ইবনু সা'দের ছেলে আইয়াশ বলেন, আমি শামে ছিলাম। একজন বলল, "জামিলকে দেখতে যাবে? সে মৃত্যুশয্যা।" আমি গেলাম, সে মৃত্যুযন্ত্রণায়। আমাকে বলল: — "ইবনু সা'দ, এমন লোক সম্পর্কে তোমার কী মত, যে কখনো অন্যায় রক্ত বারায়নি, কখনো মদ খায়নি, কখনো যিনা করেনি, আর পঞ্চাশ বছর ধরে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল?" — "কে সে? আমার মনে হয় সে মুক্তি পাবে। আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তার বড় গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকলে আমি তোমাদের ছোট গুনাহ মুছে দেব...' — তুমি কি নিজের কথা বলছ?" — "হ্যাঁ।" — "কীভাবে? তুমি তো বিশ বছর ধরে বুসাইনাকে নিয়ে প্রেমের কবিতা লিখছ!" — "এটা আমার দুনিয়ার শেষ মুহূর্ত, আখিরাতের প্রথম মুহূর্ত। যদি আমি কখনো সন্দেহজনকভাবে তার গায়ে হাত দিয়ে থাকি, তবে যেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর শাফাত না পাই। তার কাছ থেকে আমি সবচেয়ে বেশি যা পেয়েছি, তা হলো — তার হাত নিয়ে আমার বুকে রাখতাম, তাতে শান্তি পেতাম।" তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলেন, জ্ঞান ফিরলে একটা শোকগাথা আবৃত্তি করে আবার অজ্ঞান হলেন, আর মারা গেলেন।

উমার ইবনু আবু রাবিআ: প্রেমের কবিতার জন্য বিখ্যাত এই কবি তাওয়াফ করছিলেন। সুরাইয়া (তাঁর কবিতার নায়িকা) ছদ্মবেশে এসে খুশবুমাখা হাতে তাঁকে ছুঁয়ে দিল, তাঁর কাপড়ে দাগ লেগে গেল। লোকেরা বলল, "আবুল খাত্তাব, এটা তো ইহরামধারীর পোশাক নয়!" তিনি কবিতায় বললেন, "মূসা ও ঈসার রব তাকে জান্নাতে দাখিল করুন, যে আমাকে খুশবুতে মাখিয়েছে..." আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) বললেন, "এই জায়গায় এমন কথা বলছ?" তিনি বললেন: "হে আবু আব্দির রহমান, আমার কাছ থেকে যা শোনার শুনেছেন। কিন্তু এই ঘরের রবের কসম, আমি কখনো হারামের জন্য লুঙ্গি খুলিনি।" মৃত্যুশয্যা তাঁর ভাই হারিস দুঃখ করছিলেন। উমার বললেন, "ভাই, যদি আমার কবিতায় 'আমি তাকে বললাম, সে আমাকে বলল' — এসব শুনে তোমার দুঃখ হয়, তবে (কসম করে বলছি) আমার সব দাস আজাদ, যদি আমি কখনো কোনো হারাম লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে থাকি।" হারিস বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আমার মন শান্ত হলো।"

লাইলা আল-আখইয়ালিয়া ও তাওবা: খলিফা আব্দুল মালিক লাইলাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আল্লাহর কসম করে বলো, তোমার আর তাওবার (কবি তাওবা ইবনুল হুমাইয়ির) মধ্যে কি কখনো কোনো খারাপ কিছু হয়েছে?" তিনি বললেন: "যিনি তার প্রাণ নিয়ে গেছেন, আর আমার প্রাণ নিতেও সক্ষম, তাঁর কসম — আমাদের মধ্যে কখনো খারাপ কিছু হয়নি। শুধু একবার সে সফর থেকে ফিরলে হাত মিলিয়েছিলাম, সে আমার হাতে একটু চাপ দিয়েছিল..." তারপর তাওবার একটা কবিতা দেখিয়ে প্রমাণ দিলেন: "আমাদের এক সঙ্গী (স্বামী) আছে, যার সঙ্গে খেয়ানত করা উচিত নয়..." — "মৃত্যু তাকে আমার কাছ থেকে আলাদা করা পর্যন্ত সে কখনো খারাপ কথা বলেনি।"

আযযা ও উম্মুল বানিন: কবি কুসাইয়িরের প্রেমিকা আযযা খলিফা উমার ইবনু আব্দিল আযিযের বোন উম্মুল বানিনের কাছে গেলেন। উম্মুল বানিন বললেন, "কুসাইয়ির বলেছে — 'সব পাওনাদার তার পাওনা পেয়ে গেছে, শুধু আযযার কাছে পাওনাদার (কুসাইয়ির) ঘুরে মরছে।' এই পাওনাটা কী?" আযযা লজ্জা পেয়ে বললেন, "আমি তাকে একটা চুমুর ওয়াদা করেছিলাম, পরে গুনাহর ভয়ে তা থেকে বিরত থেকেছি।" উম্মুল বানিন বললেন, "দিয়ে দাও, গুনাহ আমার ঘাড়ে।" বর্ণনাকারী বলেন: পরে উম্মুল বানিন এই কথার কাফফারা হিসেবে চল্লিশটি দাস আজাদ করেছিলেন। এই কথা মনে পড়লে কাঁদতেন আর বলতেন: "হায়, যদি আমি বোবা হয়ে যেতাম, আর এই কথা মুখে না আনতাম!"

যুর-রুম্মা মৃত্যুর সময় বলেছিলেন: "আমি বিশ বছর মাইয়্যার প্রেমে দিশেহারা ছিলাম — কোনো সন্দেহজনক কাজ বা ফাসাদ ছাড়াই।" শুআইব ইবনু সাখর বলেন: "তামিম গোত্রের দুটো গুণে তারা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল — সহনশীলতা আর পবিত্রতা।"

নুসাইব ও যাইনাব: দাহহাক ইবনু উসমান বলেন, হজ শেষে আবওয়া নামক জায়গায় এক তাঁবুতে এক নারীর কাছে উঠলাম। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি নুসাইবের কবিতা আবৃত্তি করলাম: "যাত্রীদল রওনা দেওয়ার আগে যাইনাবের কাছে যাও..." নারীটি বলল, "যুবক, এ কবিতা কার জানো?" বললাম, "নুসাইবের।" বলল, "যাইনাবকে চেনো?" বললাম, "না।" বলল, "আল্লাহর কসম, আমিই যাইনাব! আজ তার আসার কথা — গত বছর আমিরুল মুমিনিনের কাছে গিয়েছিল, আজকের দিনের ওয়াদা করেছিল।" কিছুক্ষণ পর মরীচিকার ভেতর দিয়ে এক আরোহী এল — নুসাইব। নেমে আমাকে সালাম দিলেন, তার থেকে দূরে বসে তাকেও সালাম দিলেন, দুজনে কুশল বিনিময় করলেন, তারপর সে তার নতুন কবিতা শুনতে চাইল। আমি মনে মনে ভাবলাম, দীর্ঘদিন পর দেখা দুই প্রেমিক-প্রেমিকা — নিশ্চয়ই একজনের আরেকজনের কাছে কোনো প্রয়োজন আছে। তাই উঠে বাহন প্রস্তুত করতে লাগলাম। নুসাইব বললেন, "একটু দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।" একসঙ্গে কিছুদূর চলার পর তিনি বললেন, "তুমি মনে মনে ভেবেছিলে — দুই প্রেমিক দীর্ঘদিন পর মিলেছে, নিশ্চয়ই কোনো প্রয়োজন আছে।" বললাম, "হ্যাঁ, ভেবেছিলাম।" তিনি বললেন: "যে ঘরের দিকে আমরা যাচ্ছি তার রবের কসম, তুমি যত কাছে বসতে দেখেছ, তার চেয়ে কাছে আমি তার সঙ্গে কখনো বসিনি, আর আমাদের মধ্যে কখনো কোনো অপছন্দনীয় কিছু হয়নি।"

মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন (রহ.) বলেছেন: "তারা (আগের যুগের লোকেরা) প্রেমে পড়ত, কিন্তু কোনো সন্দেহজনক কাজ ছাড়াই।"

হারিস ইবনু খালিদ ও আয়েশা বিনতু তালহা: হারিস আয়েশা বিনতু তালহার প্রেমে পড়েছিলেন, তাঁকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। পরে তাঁর স্বামী মুসআব ইবনু যুবাইর নিহত হলে হারিসকে বলা হলো, "এখন তো তোমার কোনো বাধা নেই (বিয়ে করো)।" তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম, কুরাইশের লোকেরা যেন না বলতে পারে যে আমার প্রেমের কবিতা কোনো সন্দেহজনক বা অন্যায় উদ্দেশ্যে ছিল।"

বনু উয়রা — যারা প্রেমে পড়লে মারা যায়

আব্দুল্লাহ ইবনু উলাসা বলেন, আমি এক বেদুইনের তাঁবুতে গেলাম, সে কাতরাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, "এর কী হয়েছে?" লোকেরা বলল, "প্রেমিক।" তাকে বললাম, "তুমি কোন গোত্রের?" সে বলল: "এমন এক জাতির, যারা প্রেমে পড়লে পবিত্র অবস্থায় মারা যায়।"

সাদ্দ ইবনু উকবা এক বেদুইনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোন গোত্রের?" সে বলল, "এমন এক জাতির, যারা প্রেমে পড়লে মারা যায়।" তিনি বললেন, "কাবার রবের কসম, তুমি উয়রি (বনু উয়রার লোক)!" জিজ্ঞেস করলেন, "এমন কেন?" সে বলল: "আমাদের নারীদের মধ্যে আছে সৌন্দর্য, আর আমাদের পুরুষদের মধ্যে আছে পবিত্রতা।"

সুফিয়ান ইবনু যিয়াদ বলেন, আমি বনু উয়রার এক নারীকে দেখলাম, প্রেম তাকে এমন কাবু করেছে যে তার মৃত্যুর ভয় হলো। জিজ্ঞেস করলাম, "আরবের সব গোত্রের মধ্যে শুধু তোমাদের উয়রাদেরই প্রেম মেরে ফেলে কেন?" সে বলল: "আমাদের মধ্যে আছে সৌন্দর্য আর পবিত্রতা। সৌন্দর্য আমাদের পবিত্র থাকতে বাধ্য করে, পবিত্রতা আমাদের অন্তর কোমল করে, আর প্রেম আমাদের আয়ু শেষ করে দেয়।"

বেদুইন ও সাধারণ মানুষের পবিত্রতা

আসমাঈ ও এক বেদুইন: আসমাঈ এক বেদুইনকে বললেন, "অমুক মেয়ের সঙ্গে তোমার সেই রাতের কথা বলো।" সে বলল: "তার সঙ্গে একা ছিলাম। চাঁদ তাকে আমাকে দেখাচ্ছিল, আর চাঁদ ডুবে গেলে সে আমাকে চাঁদ দেখাল।" জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের মধ্যে কী হয়েছিল?" সে বলল: "ইশারা — কোনো দোষ ছাড়া; কাছে থাকা — কোনো স্পর্শ ছাড়া।"

আরেক বেদুইনকে — যার প্রেম এক তরুণীর প্রতি দীর্ঘ হয়েছিল — জিজ্ঞেস করা হলো, "যদি তাকে এমন জায়গায় পাও যেখানে আল্লাহ ছাড়া কেউ দেখছে না, তখন কী করবে?" সে বলল: "আল্লাহর কসম, তখন আমি তাঁকে সবচেয়ে তুচ্ছ দর্শক বানাব না। তার পরিবারের সামনে যা করতাম, তা-ই করব — দীর্ঘ কথা, দূর থেকে চাহনি, আর এমন কাজ ছেড়ে দেওয়া যা রব অপছন্দ করেন এবং যা ভালোবাসাকেই ছিন্ন করে দেয়।"

সারি ইবনু দিনার (রহ.): তিনি মিসরে এক বাড়িতে উঠলেন, যেখানে এক সুন্দরী নারী থাকত, যে তার রূপে মানুষকে ফিতনায় ফেলত। সে বলল, "আমি ওকে ফিতনায় ফেলবই।" তিনি গলির দরজা দিয়ে ঢুকতেই সে নিজেকে খুলে দেখাল। তিনি বললেন, "তোমার কী হয়েছে?" সে বলল, "নরম বিছানা আর আরামের জীবন চাও?" তিনি তার দিকে ফিরে আবৃত্তি করলেন:

কত গুনাহগার গুনাহ থেকে মজা পেয়েছে, তারপর মরে গেছে, মজা পেছনে রেখে বিপদের স্বাদ নিয়েছে। গুনাহর মজা ফুরিয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, কিন্তু গুনাহর পরিণাম যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়। হায় লজ্জা! আল্লাহ দেখছেন আর শুনছেন — এমন বান্দার জন্য, যে আল্লাহর চোখের সামনে গুনাহ করে!

এক বেদুইনের লজ্জা: উমার ইবনু বুকাইর বলেন, এক বেদুইন বলেছে: "আমি এক নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কয়েক বছর তার কাছে গিয়ে গল্প করতাম, কখনো কোনো সন্দেহজনক কিছু হয়নি। শুধু এক অন্ধকার রাতে তার হাতের শুভ্রতা দেখে তার হাতের ওপর হাত রাখলাম। সে বলল: 'থামো! যা ঠিক আছে তা নষ্ট করো না। কারণ কোনো ভালোবাসা (হারাম পথে) পূর্ণ হলে তা নষ্ট হয়েই যায়।' আমি লজ্জায় ঘামে ভিজে উঠে দাঁড়িলাম, আর আর কখনো এমন কিছু করিনি।"

মক্কার পথে এক নারী: কুরাইশের এক লোক বলেন, আমরা মক্কা যাচ্ছিলাম। মালাল নামক জায়গায় এক নারী দেখলাম — এত সুন্দর চেহারা আর মিষ্টি কথা আগে দেখিনি। আমি আর আমার সঙ্গী কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বললাম। আমার সঙ্গী ইঙ্গিতে কথা বলতে লাগল, কবিতা শোনাতে লাগল। তখন নারীটি বলল:

আল্লাহ দেখছেন যে আমরা তোমাদের সঙ্গী হওয়ার নই — কাজেই ভালোভাবে চলে যাও, হে কাফেলা, নিরাপদে থাকো।

এক দরবেশ ও বসরার এক তরুণী: আসমাঈ বলেন, এক দরবেশ বসরার এক তরুণীর প্রেমে পড়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। সে প্রত্যাখ্যান করে বলল, "অন্য কিছু চাইলে রাজি আছি।" তিনি জবাব পাঠালেন, "সুবহানাল্লাহ! আমি তোমাকে ডাকছি সঠিক, হালাল

কাজের দিকে, যাতে কোনো দোষ বা গুনাহ নেই — আর তুমি ডাকছ এমন কিছু দিকে, যা আমার জন্যও ভালো নয়, তোমার জন্যও না!" সে বলল, "যা বলার বলেছি, চাইলে এগোও, না চাইলে পিছাও।" তিনি কবিতায় বললেন:

আমি তার কাছে হালাল চাই, আর সে আমার অন্তরকে ডাকে তার কামনার হারামের দিকে — যেমন ফেরাউনের বংশের সেই মুমিন তাদের (আল্লাহর দিকে) ডাকছিল, আর তারা তাকে ধ্বংসের দিকে ডাকছিল; সে জান্নাতে সুখে রইল, আর তারা জাহান্নামে রইল যন্ত্রণায়।

যখন সে বুঝল তিনি অশ্লীলতায় রাজি হবেন না, তখন খবর পাঠাল, "আপনি যেভাবে চান, আমি সেভাবেই রাজি (বিয়েতে)।" তিনি লিখলেন: "না, তা আর হয় না। যে আমাকে গুনাহর দিকে ডেকেছিল যখন আমি তাকে আনুগত্যের দিকে ডাকছিলাম — তার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।" আর বললেন:

যে প্রবৃত্তির সময় তার রবকে স্মরণ রাখে না, মাঝে মাঝেও তাঁকে ভয় করে না — তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।
তাকওয়া প্রবৃত্তির দরজা বন্ধ করে দিয়েছে — তাকওয়াওয়ালা স্বভাবে পবিত্র, ইমানে বাড়তি।

আতিকা আল-মুয়ানিয়া: আতিকা তার চাচাতো ভাইয়ের প্রেমে পড়েছিল। সে তাকে খারাপ প্রস্তাব দিলে আতিকা প্রত্যাখ্যান করে কবিতায় বলল: পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসা, গ্রীষ্মের বাতাসে শীতল, মেঘের স্বচ্ছ পানির চেয়েও মিষ্টি — "আল্লাহর ভয় আর পরিণামের লজ্জা।"

পবিত্রতা নিয়ে কয়েকটি কবিতা (বাছাই করা)

আলি ইবনুল হাসান আল-ইসকাফি:

প্রবৃত্তি যখনই আমাকে অশ্লীলতার দিকে ডেকেছে, লজ্জা আর মর্যাদাবোধ আমাকে নিষেধ করেছে। কোনো অশ্লীল কাজের দিকে আমি হাত বাড়াইনি, কোনো সন্দেহজনক কাজের দিকে আমার পা চলেনি।

আহওয়াস (প্রতিবেশীর স্ত্রীকে প্রত্যাখ্যান করে):

সে বলল, "আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখো।" আমি বললাম, "আল্লাহকে ভয় করো।" সে বলল, "তাহলে আমার স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখো (যাতে আসা-যাওয়া সহজ হয়)।" আমি বললাম, "বিশ্বাসঘাতকতা আমার স্বভাব নয়। দুজনের সঙ্গে আমি কখনো সম্পর্ক করব না — বন্ধুর স্ত্রী, আর পাশের প্রতিবেশিনী। বন্ধুকে আমি কষ্ট দেব না, আর প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমার রব আমাকে ওসিয়ত করেছেন।"

আবুস সাইব আল-মাখযুমি এটা শুনে বললেন: "ভাতিজা, আল্লাহর কসম, এ-ই আসল প্রেমিক।"

চরিত্রদের নিজেদের কথা

বিরত থাকার কারণ (চরিত্রদের উক্তি)

আল্লাহ দেখছেন
মক্কার পথের নারীর কবিতা

আল্লাহর ভয়, পরিণামের লজ্জা
আতিকার কথা

তাকওয়া
দরবেশের কবিতায়: প্রবৃত্তির দরজা বন্ধ করে

গুনাহর মজা ফুরায়
পরিণাম থেকে যায়: সারি ইবনু দিনার

প্রতিবেশীর ব্যাপারে ওসিয়ত
আহওয়াসের কবিতায়

ঘটনার চরিত্রদের ভাষায়

পবিত্র মানুষের বর্ণনায় একজন বলেছেন:

তার জাগরণ আর ঘুম একই রকম, দুটো একে অপরের মতো — স্বপ্নেও যদি কোনো অশ্লীলতার ইচ্ছা করে, তার পবিত্রতা তাকে ধমক দেয়, আর সে জেগে ওঠে।

আব্বাসি শাহজাদি উলাইয়া বিনতুল মাহদি বলতেন: "আমি যদি কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে থাকি, আল্লাহ যেন তা ক্ষমা না করেন। আমার কবিতায় যা বলি, তা শুধুই খেলা।"

◆ এক নজরে

- ★ কাজি আবু ইউসুফ মৃত্যুশয্যায়: জেনেশুনে হারাম দিরহামও খাননি
- ★ খলিফা মু'তাদিদ: আমি কখনো হারামের জন্য পাজামার ফিতা খুলিনি
- ★ ইবনু সিরিন: আগের লোকেরা প্রেমে পড়ত, সন্দেহজনক কাজ ছাড়াই
- ★ সারি ইবনু দিনারের আবৃত্তি: গুনাহর মজা ফুরায়, পরিণাম থেকে যায়
- ★ আতিকা: আল্লাহর ভয় আর পরিণামের লজ্জা
- ★ আহওয়াসের কবিতা: প্রতিবেশীর ব্যাপারে রব ওসিয়ত করেছেন

◆ যাচাই করুন

1. কাজি আবু ইউসুফ মৃত্যুশয্যায় আল্লাহকে কোন দুটি বিষয়ে সাক্ষী রেখেছেন?

ক. জেনেশুনে হারাম লজ্জাস্থানে যাননি, হারাম দিরহাম খাননি

খ. কখনো সফর করেননি

2. খলিফা মু'তাদিদ কাজি ইসমাইলকে কী বললেন?

ক. আমি কখনো হারামের জন্য পাজামার ফিতা খুলিনি

খ. আমি কখনো রোজা ছাড়িনি

3. সারি ইবনু দিনারের আবৃত্তিতে কোনটি ফুরিয়ে যায়?

ক. গুনাহর মজা

খ. গুনাহর পরিণাম

4. আহওয়াসের কবিতায় প্রতিবেশীর ব্যাপারে কে ওসিয়ত করেছেন?

ক. বন্ধু

খ. রব

5. ইবনু সিরিন আগের যুগের প্রেমে পড়া লোকদের সম্পর্কে কী বলেছেন?

ক. কোনো সন্দেহজনক কাজ ছাড়াই

খ. সন্দেহজনক কাজসহ

উত্তর: ১-ক, ২-ক, ৩-ক, ৪-খ, ৫-ক

পর্ব ৩ · অধ্যায় ৩২

যে তার রবকে স্মরণ করে গুনাহ ছেড়ে দিল, তার মর্যাদা

অধ্যায় ৩২

অনুবাদ প্রসঙ্গে

অধ্যায়ের শুরুতে একই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ ও ইবরাহিম নাখাঈ থেকে প্রায় একই কথা বারবার এসেছে; সেগুলো একত্র করে দেওয়া হয়েছে।

বনি ইসরাইলের কাহিনিগুলো ইসরাইলি বর্ণনা — উপদেশের গল্প, দলিল নয়। কয়েকটি কাহিনিতে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের বর্ণনা আছে; অনুবাদে তা সংযত ভাষায় দেওয়া হয়েছে।

আখিরাতে এর পুরস্কার

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"আর যে তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি জাম্বাত।" (সূরা আর-রহমান ৫৫:৪৬)

মুজাহিদ (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন: "এ হলো সেই ব্যক্তি, যে কোনো গুনাহর ইচ্ছা করে, তারপর সেখানে আল্লাহ তাকে দেখছেন — এ কথা মনে পড়ে, আর সে থেমে যায়।" আরেক বর্ণনায়: "যে গুনাহর সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, আর তা থেকে নিজেকে আটকে রাখে।"

ইবরাহিম নাখাঈ (রহ.) বলেছেন: "যখন সে গুনাহ করতে চায়, তখন আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে বিরত থাকে।"

আবু মুসা আল-আশআরি (রা.) বলেছেন: "অগ্রগামীদের জন্য সোনার দুটি জাম্বাত, আর তাদের অনুসারীদের জন্য রূপার দুটি জাম্বাত।"

হাদিস — আরশের ছায়ায় সাত শ্রেণি: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

"সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ সেদিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না: ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক; ২. যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে উঠেছে; ৩. যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে ঝুলে থাকে; ৪. যে দুজন আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে — তাঁর জন্যই একত্র হয়, তাঁর জন্যই আলাদা হয়; ৫. যে এমন গোপনে সদকা করে যে তার বাম হাত জানে না ডান হাত কী দিল; ৬. যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে, আর তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে; ৭. আর যাকে কোনো প্রভাবশালী ও সুন্দরী নারী (কুকর্মের জন্য) ডাকে, আর সে বলে — 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'"

(বুখারি ও মুসলিম দুজনেই বর্ণনা করেছেন।) [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

◆ আরশের ছায়ার সাত শ্রেণি

- ☐ ন্যায়পরায়ণ শাসক
- ☐ আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে ওঠা যুবক
- ☐ যার অন্তর মসজিদের সঙ্গে বুলে থাকে
- ☐ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও বিচ্ছেদ
- ☐ গোপনে সদকা করা ব্যক্তি
- ☐ নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে কাঁদে
- ☐ সুন্দরী নারী ডাকলে যে বলে: আল্লাহকে ভয় করি

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে, বুখারি ও মুসলিম

এক খুতবার বর্ণনা: আবু হুরাইরা ও ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর আগে এক খুতবায় বললেন: "যে কোনো নারী বা দাসীর সঙ্গে হারাম কাজের সুযোগ পেয়েও আল্লাহর ভয়ে তা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাকে মহাআতঙ্কের দিন নিরাপত্তা দেবেন, তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করবেন এবং জান্নাতে দাখিল করবেন।" [টীকা: এটি একটি দীর্ঘ জাল খুতবার অংশ; সনদে দাউদ ইবনুল মুহাম্মার আছেন, যিনি জাল হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত। অর্থ অন্য সহিহ দলিলে সমর্থিত হলেও এই শব্দে এটি নবী ﷺ-এর কথা হিসেবে প্রমাণিত নয়।]

মালিক ইবনু দিনার (রহ.) বলেছেন: "জান্নাতুন নাদ্বিম হলো জান্নাতুল ফিরদাউস আর জান্নাতু আদনের মাঝখানে। সেখানে জান্নাতের গোলাপ থেকে সৃষ্ট হুঁর আছে।" জিজ্ঞেস করা হলো, "সেখানে কারা থাকবে?" তিনি বললেন, (আল্লাহ বলেন): "যারা গুনাহর ইচ্ছা করেছিল, তারপর আমার মহত্ত্বের কথা মনে পড়ায় আমাকে ভয় করেছে; আর যাদের পিঠ আমার ভয়ে বাঁকা হয়ে গেছে। আমার ইজ্জতের কসম, আমি যখন পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করি, তখন আমার ভয়ে যারা ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত (রোজাদার), তাদের দিকে তাকিয়ে শাস্তি সরিয়ে নিই।"

মাইমুন ইবনু মিরহান (রহ.) বলেছেন: "যিকির দুই প্রকার। জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর যিকির ভালো। কিন্তু তার চেয়েও উত্তম হলো — গুনাহর কিনারায় পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করা।"

◆ মাইমুন ইবনু মিরহানের কথা

জিহ্বা দিয়ে যিকির

গুনাহর কিনারায় স্মরণ

ভালো

তার চেয়েও উত্তম

ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির (রহ.) বলেছেন: "কোনো মানুষের তাকওয়া প্রশংসনীয় হয় না, যতক্ষণ না সে কোনো লোভনীয় জিনিসের কিনারায় পৌঁছে, তা পাওয়ার সামর্থ্যও থাকে — আর তখন শুধু আল্লাহর জন্য তা ছেড়ে দেয়।"

কাতাদা (রহ.) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা পৌঁছেছে যে নবী ﷺ বলতেন: "কেউ কোনো হারাম কাজের সামর্থ্য পেয়েও যদি শুধু আল্লাহর ভয়ে তা ছেড়ে দেয়, তবে আল্লাহ আখিরাতের আগে দুনিয়াতেই তাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করেন।" [টীকা: এটি মুরসাল (সাহাবির উল্লেখ ছাড়া)। তবে মুসনাদে আহমাদে সহিহ সনদে আছে: "আল্লাহর জন্য তুমি যা-ই ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তোমাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন।"]

উবাইদ ইবনু উমাইর (রহ.) বলেছেন: "ইমানের সত্যতা আর পুণ্যের একটা অংশ হলো — একজন পুরুষ কোনো সুন্দরী নারীর সঙ্গে নির্জনে থাকে, আর শুধু আল্লাহর জন্য তাকে ছেড়ে দেয়।"

পরিচ্ছেদ: যারা সামর্থ্য পেয়েও গুনাহ থেকে বিরত থেকেছে

লেখক বলেন: গুনাহ করার সামর্থ্যের মুহূর্তে কখনো পুরুষের মধ্যে ভয় প্রবল হয়েছে, তখন পুরুষটি বিরত থেকেছে; আর কখনো নারীর মধ্যে ভয় প্রবল হয়েছে, তখন নারীটি বিরত থেকেছে। এখানে সেই পুরুষদের কাহিনি, যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও গুনাহ থেকে বিরত থেকেছেন।

গুহার তিন ব্যক্তি: ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: তিনজন লোক পথ চলছিল। বৃষ্টি শুরু হলে তারা পাহাড়ের একটা গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে একটা বিশাল পাথর গড়িয়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা একে অপরকে বলল, "আল্লাহর জন্য যে নেক আমল করেছে, তা ভেবে দেখো, আর তার উসিলায় আল্লাহর কাছে দোয়া করো — হয়তো তিনি পাথরটা সরিয়ে দেবেন।"

প্রথমজন বলল: "হে আল্লাহ, আমার বৃদ্ধ মা-বাবা ছিলেন, আর ছোট ছোট বাচ্চা ছিল। আমি পশু চরাতাম। সন্ধ্যায় ফিরে দুধ দোহন করে আগে মা-বাবাকে পান করাতাম, তারপর বাচ্চাদের। একদিন গাছের খোঁজে দূরে চলে গেলাম, ফিরতে রাত হয়ে গেল। দেখি তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। দুধ দোহন করে পাত্র নিয়ে তাঁদের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম — তাঁদের ঘুম ভাঙতে চাইনি, আবার তাঁদের আগে বাচ্চাদের দিতেও চাইনি। বাচ্চারা আমার পায়ের কাছে ক্ষুধায় কাঁদছিল। এভাবেই ফজর হয়ে গেল। যদি তুমি জানো যে আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তবে এতটুকু খুলে দাও যাতে আকাশ দেখতে পাই।" আল্লাহ এতটুকু খুলে দিলেন যে তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয়জন বলল: "হে আল্লাহ, আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষ নারীকে যতটা ভালোবাসতে পারে, আমি তাকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসতাম। আমি তার কাছে (অবৈধ) সম্পর্ক চাইলাম। সে অস্বীকার করল — যতক্ষণ না একশো দিনার এনে দিই। আমি চেষ্টা করে একশো দিনার জোগাড় করে তার কাছে গেলাম। যখন আমি তার একেবারে কাছে পৌঁছে গেলাম, সে বলল: 'হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে ভয় করো! বৈধ অধিকার ছাড়া এই মোহর ভেঙো না।' আমি তার কাছ থেকে উঠে গেলাম। হে আল্লাহ, যদি তুমি জানো আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তবে আমাদের জন্য আরও খুলে দাও।" আল্লাহ আরও কিছুটা খুলে দিলেন।

তৃতীয়জন বলল: "আমি এক শ্রমিককে এক ফারাক (পরিমাণ) চালের বিনিময়ে কাজে রেখেছিলাম। কাজ শেষে সে বলল, 'আমার পাওনা দাও।' আমি দিলাম, কিন্তু সে (কম মনে করে) নিল না, চলে গেল। আমি তার চাল দিয়ে চাষ করতে থাকলাম, শেষে তা দিয়ে গরুর পাল আর রাখাল জোগাড় হলো। অনেকদিন পর সে এসে বলল, 'আল্লাহকে ভয় করো, আমার ওপর জুলুম করো না, আমার পাওনা দাও।' আমি বললাম, 'ওই গরুগুলো আর রাখাল নিয়ে যাও।' সে বলল, 'আল্লাহকে ভয় করো, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না।' আমি বললাম, 'ঠাট্টা করছি না, নিয়ে যাও।' সে সব নিয়ে চলে গেল। যদি তুমি জানো আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তবে বাকিটুকু খুলে দাও।" আল্লাহ পুরো পথ খুলে দিলেন।

◆ গুহার তিন ব্যক্তি

- ১ গুহার মুখ বন্ধ
বিশাল পাথর গড়িয়ে এল
- ২ পরামর্শ
নেক আমলের উসিলায় দোয়া
- ৩ প্রথমজন
মা-বাবাকে আগে দুধ পান করাল
- ৪ দ্বিতীয়জন
আল্লাহর ভয়ে উঠে গেল
- ৫ তৃতীয়জন
শ্রমিকের পাওনা ফেরত দিল
- ৬ ফল
আল্লাহ পুরো পথ খুলে দিলেন

ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস

[টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

কিফলের কাহিনি: ইবনু উমার (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটা হাদিস শুনেছি — একবার-দুবার নয়, সাতবারেরও বেশি: বনি ইসরাইলে কিফল নামে এক লোক ছিল, যে কোনো গুহাহ থেকেই বিরত থাকত না। এক নারী তার কাছে এল। সে তাকে ষাট দিনার দিল (অবৈধ সম্পর্কের বিনিময়ে)। যখন সে তার কাছে পৌঁছল, নারীটি কেঁপে উঠল আর কাঁদতে লাগল। সে বলল, "কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে জোর করেছি?" নারী বলল, "না। কিন্তু এমন কাজ আমি কখনো করিনি — শুধু অভাব আমাকে এতে বাধ্য করেছে।" সে বলল: "তুমি কখনো করোনি, তবু এটা করতে যাচ্ছ (আর ভয়ে কাঁপছ)?" তারপর সে উঠে গেল আর বলল, "যাও, দিনারগুলো তোমার।" তারপর বলল, "আল্লাহর কসম, কিফল আর কখনো আল্লাহর অবাধ্যতা করবে না।" সেই রাতেই সে মারা গেল। সকালে তার দরজায় লেখা পাওয়া গেল: "আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

(তিরমিযি বলেছেন: হাদিসটি হাসান।) [টীকা: তিরমিযি (২৪৯৬), মুসনাদে আহমাদ (৪৭৪৭); তিরমিযি হাসান বলেছেন, হাকিম সহিহুল ইসনাদ বলেছেন; তবে আলি যাক্বি দুর্বল বলেছেন এবং শুআইব আরনাউত (আহমাদের সনদ) দুর্বল বলেছেন।]

এক আবেদ ও এক সুন্দরী নারী (হাসান বসরি থেকে): এক অসামাজিক কাজ করা নারী ছিল, যাকে বলা হতো পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য তার। একশো দিনার ছাড়া সে কাউকে কাছে আসতে দিত না। এক আবেদ তাকে দেখে মুগ্ধ হলো। সে গিয়ে নিজের হাতে খেটে খেটে একশো দিনার জোগাড় করল। নারীটির ঘরে ছিল সোনার খাট। যখন সে খেয়ানতকারীর জায়গায় পৌঁছল, তখন আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা মনে পড়ল। তার শরীর কাঁপতে লাগল, কামনা মরে গেল। সে বলল, "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই — একশো দিনার তোমার।" নারী বলল, "কী হলো? তুমি তো বলেছিলে আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছ, খেটে খেটে টাকা জোগাড় করেছে, আর যখন সুযোগ পেলে তখন এই করলে?" সে বলল: "আল্লাহর ভয়ে আর তাঁর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে। তুমি এখন আমার কাছে অপছন্দনীয় হয়ে গেছ।" নারী বলল, "যদি তুমি সত্য বলে থাকো, তবে তুমি ছাড়া আমার আর কোনো স্বামী হবে না।" সে বলল, "আমাকে যেতে দাও।" নারী বলল, "না, যতক্ষণ না ওয়াদা করো আমাকে বিয়ে করবে।" সে বলল, "না, আগে আমি বের হই।" নারী বলল, "যদি আমি তোমার কাছে আসি, তবে বিয়ে করবে?" সে বলল, "হ্যাঁ।" সে কাপড়ে মুখ ঢেকে নিজের শহরে চলে গেল। নারীটিও অতীতের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজের সব সম্পদ নিয়ে তার শহরে এল, তার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞেস করে খুঁজে বের করল। লোকটিকে বলা হলো, "রানি এসেছে, তোমাকে খুঁজছে!" তাকে দেখামাত্র লোকটি এক চিৎকার দিয়ে মারা গেল। নারী হতভম্ব হয়ে বলল, "এ তো আমার হাতছাড়া হলো। তার কোনো আত্মীয় আছে?" বলা হলো, "তার এক গরিব ভাই আছে।" সে বলল, "তোমার ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার কারণে তোমাকে বিয়ে করব।" সে তাকে বিয়ে করল, আর তাদের ঘরে সাতজন নবী জন্ম নিলেন। [টীকা: ইসরাইলি কাহিনি।]

নিজের পা শাস্তি দেওয়া দরবেশ: আবুয যিনাদ বলেন, এক দরবেশ তার উপাসনালয়ে ইবাদত করত। ওপর থেকে উঁকি দিয়ে এক নারীকে দেখে ফিতনায় পড়ল। নামার জন্য উপাসনালয় থেকে এক পা বের করল। পা বের করতেই আল্লাহর রক্ষা নেমে এল,

সৌভাগ্য তাকে ধরে ফেলল। সে বলল: "হে নফস! যে পা আল্লাহর অবাধ্যতার জন্য উপাসনালয় থেকে বের হয়েছিল, সেটা আবার ভেতরে এসে আমার সঙ্গে থাকবে? আল্লাহর কসম, তা কখনো হবে না!" সে পা-টা বাইরেই ঝুলিয়ে রাখল — তুমার, বৃষ্টি, রোদ, বাতাস তার ওপর পড়তে থাকল, শেষে তা খসে খসে পড়ে গেল। আল্লাহ তার এই কাজের কদর করলেন, আর কোনো এক কিতাবে তার প্রশংসা নাথিল করলেন। [টীকা: ইসরাইলি কাহিনি। আমাদের শরিয়তে নিজের অঙ্গের ক্ষতি করা জায়েজ নয়; শুধু তার অনুতাপের তীব্রতা বোঝাতে লেখক এটি এনেছেন।]

বনি ইসরাইলের কসাই: আবু ইমরান আল-জাওনি বলেন, বনি ইসরাইলে এক কসাই ছিল, যে কোনো কিছু থেকেই বিরত থাকত না। এক অভাবী পরিবার তাদের এক মেয়েকে তার কাছে সাহায্য চাইতে পাঠাল। মেয়েটি বলল, "আমাদের কিছু দিন।" সে বলল, "না, যতক্ষণ না তুমি নিজেকে আমার হাতে তুলে দাও।" মেয়েটি ফিরে গেল। পরিবারের অভাব আরও বাড়ল, আবার এল — একই উত্তর। তৃতীয়বার অভাব চরমে পৌঁছলে মেয়েটি বলল, "ঠিক আছে।" যখন সে একা হলো, মেয়েটি পানি থেকে তোলা খেজুর পাতার মতো কাঁপতে লাগল। সে বলল, "তোমার কী হয়েছে?" মেয়েটি বলল, "আমি আল্লাহকে ভয় করি। এমন কাজ আমি কখনো করিনি।" সে বলল: "তুমি কখনো করোনি, তবু আল্লাহকে ভয় করছ — আর আমি (বারবার) করি! আমি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করছি, আগের কোনো কাজে আর কখনো ফিরব না।" তখন আল্লাহ বনি ইসরাইলের নবীর কাছে ওহি পাঠালেন: "বনি ইসরাইলের কসাইয়ের নাম জান্নাতিদের তালিকায় লেখা হয়ে গেছে।" নবী তার কাছে গিয়ে বললেন, "হে কসাই, তুমি কি জানো, তোমার নাম জান্নাতিদের তালিকায় উঠে গেছে?"

আঙুল পুড়িয়ে দেওয়া আবেদ: আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহব বলেন, বনি ইসরাইলের এক আবেদ তার উপাসনালয়ে ইবাদত করত। কিছু পথভ্রষ্ট লোক এক অসামাজিক কাজ করা নারীকে বলল, "দেখো তো, ওকে টলাতে পারো কি না।" এক অন্ধকার বৃষ্টির রাতে সে এসে ডাকল, "হে আল্লাহর বান্দা, আমাকে আশ্রয় দাও।" সে তাকে উপেক্ষা করে নামাজে মন দিল, প্রদীপ জ্বলছিল। নারী বারবার বলতে থাকল, "দেখ না, কী অন্ধকার আর বৃষ্টি!" শেষে সে তাকে আশ্রয় দিল। নারীটি তার কাছেই শুয়ে নিজের সৌন্দর্য দেখাতে লাগল, শেষে আবেদের নফস তার দিকে টানল। সে বলল: "না, আল্লাহর কসম — আগে দেখি, আগুনে তুমি কতটা ধৈর্য ধরতে পারো!" সে প্রদীপের কাছে গিয়ে একটা আঙুল আগুনে রাখল, পুড়ে গেল। তারপর আবার নামাজে ফিরল। নফস আবার টানল, আবার প্রদীপের কাছে গিয়ে আরেকটা আঙুল রাখল। এভাবে নফস যতবার টানল, ততবার সে প্রদীপে ফিরে গেল — শেষে তার সব আঙুল পুড়ে গেল। নারীটি এসব দেখছিল — সে এক চিৎকার দিয়ে মারা গেল। [টীকা: ইসরাইলি কাহিনি। এখানেও উদ্দেশ্য অঙ্গহানির বৈধতা নয়, বরং এটা বোঝানো যে দুনিয়ার আগুনের সামান্য স্পর্শ সহ্য করা যায় না — তাহলে জাহান্নামের আগুন কীভাবে সহ্য হবে।]

ঝুড়ি বিক্রেতা যুবক: বনি ইসরাইলে এক অসাধারণ সুদর্শন যুবক ছিল, ঝুড়ি বিক্রি করত। একদিন এক রাজার বাড়ি থেকে এক দাসী বের হয়ে তাকে দেখল, দৌড়ে গিয়ে রাজকন্যাকে বলল, "দরজায় এক যুবক ঝুড়ি বিক্রি করছে — এত সুন্দর যুবক কখনো দেখিনি।" রাজকন্যা বলল, "ভেতরে নিয়ে এসো।" দাসী বলল, "এসো, তোমার কাছ থেকে কিনব।" সে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দিল, তারপর আরেকটা দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়ে সেটাও বন্ধ করল। রাজকন্যা মুখ আর বুক খোলা অবস্থায় তার সামনে এল। যুবক বলল, "আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন, কিনুন।" সে বলল, "আমরা এজন্য ডাকিনি..." — আর তাকে কুপ্রস্তাব দিল। যুবক বলল, "আল্লাহকে ভয় করুন।" সে বলল, "যদি আমার কথা না মানো, রাজাকে বলব তুমি জোর করে আমার কাছে ঢুকেছ।" যুবক অস্বীকার করল, তাকে উপদেশ দিল, সে মানল না। তখন যুবক বলল, "আমার জন্য অজুর পানি দিন।" রাজকন্যা বলল, "আমার সঙ্গে চালাকি? দাসী, ওর অজুর পানি প্রাসাদের ছাদে রাখো।" — যাতে সে পালাতে না পারে। ছাদ থেকে মাটি চল্লিশ হাত নিচে। ছাদে উঠে যুবক বলল: "হে আল্লাহ, আমাকে তোমার অবাধ্যতার দিকে ডাকা হয়েছে। আমি গুনাহ করার চেয়ে নিজেকে এই ছাদ থেকে ফেলে দেওয়াই বেছে নিছি।" তারপর "বিসমিল্লাহ" বলে লাফ দিল। আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠালেন, তিনি তার দুই বাহু ধরে ফেললেন, আর সে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে নামল। মাটিতে নেমে সে বলল, "হে আল্লাহ, তুমি চাইলে আমাকে এমন রিজিক দাও, যাতে এই ঝুড়ি বেচতে না হয়।" আল্লাহ সোনার পঙ্গপাল পাঠালেন, সে কাপড় ভরে নিল। তারপর বলল: "হে আল্লাহ, এটা যদি দুনিয়ার রিজিক হয়, তবে এতে বরকত দাও। আর যদি এতে আখিরাতে তোমার কাছে আমার যা আছে তা কমে যায়, তবে আমার এর দরকার নেই।" আওয়াজ এল: "তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা ছাদ থেকে লাফ দেওয়ার ধৈর্যের পুরস্কারের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।" সে বলল, "হে আল্লাহ, যা আখিরাতে তোমার কাছে আমার পাওনা কমিয়ে দেয়, তার আমার কোনো দরকার নেই।" তখন সোনা তুলে নেওয়া হলো। [টীকা: ইসরাইলি কাহিনি।]

◆ সামর্থ্য পেয়েও বিরত পুরুষেরা

সামর্থ্য পেয়েও বিরত থাকা

গুহার তিন ব্যক্তি
নেক আমলের উসিলায় দোয়া

কিফল
নারীকে কাঁপতে দেখে উঠে গেল

আবেদ ও সুন্দরী নারী
আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর কথা মনে পড়ল

কসাই
মেয়েটির ভয় দেখে অঙ্গীকার করল

ঝুড়ি বিক্রেতা যুবক
আল্লাহকে ভয় করার কথা বলল

অধ্যায়ের কাহিনিসূচি

উমার (রা.)-এর যুগের যুবকেরা

"তোমার জন্য দুটি জান্নাত": হাসান বসরি বলেন, উমার (রা.)-এর যুগে এক যুবক মসজিদ আর ইবাদতে লেগে থাকত। এক তরুণী তার প্রেমে পড়ল, নির্জনে এসে তার সঙ্গে কথা বলল। যুবকের মনে একটু (গুনাহর) ভাবনা এল — সঙ্গে সঙ্গে সে এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তার চাচা তাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরলে সে বলল, "চাচা, উমারের কাছে যান, আমার সালাম দিন, আর জিজ্ঞেস করুন — যে তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে, তার প্রতিদান কী?" চাচা গিয়ে উমারকে জানালেন। উমার এলেন, ততক্ষণে যুবক আরেক চিৎকার দিয়ে মারা গেছে। উমার তার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন: "তোমার জন্য দুটি জান্নাত।"

কবর থেকে জবাব (অন্য বর্ণনা): ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ুব বলেন, এক যুবককে উমার (রা.) খুব পছন্দ করতেন, বলতেন, "এই যুবক আমাকে মুগ্ধ করে।" এক রাতে এশার নামাজ থেকে ফেরার পথে এক নারী তার সামনে এসে নিজেকে পেশ করল। যুবক ফিতনায় পড়ে তার পিছু নিল, তার দরজা পর্যন্ত চলে গেল। দরজায় দাঁড়াতেই তার চোখ খুলে গেল, আর মুখে এই আয়াত চলে এল:

"নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তাদের স্পর্শ করে, তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে, আর তখনই তাদের চোখ খুলে যায়।" (সূরা আ'রাফ ৭:২০১)

সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। নারীটি দেখল সে মৃতের মতো পড়ে আছে। সে আর তার দাসী মিলে তাকে তুলে তার বাড়ির দরজায় রেখে এল। তার বৃদ্ধ বাবা প্রতি রাতে ছেলের ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকতেন। বের হয়ে দেখলেন ছেলে দরজায় পড়ে আছে, তুলে ভেতরে নিলেন। জ্ঞান ফিরলে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা, কী হয়েছে?" সে বলল, "জিজ্ঞেস করবেন না।" বাবা পীড়াপীড়ি করলে সব বলল, আর আয়াতটি তিলাওয়াত করল — তারপর এক চিৎকার দিল, আর তার প্রাণ বেরিয়ে গেল। তাকে দাফন করা হলো। উমার (রা.) খবর পেয়ে বললেন, "আমাকে তার মৃত্যুর খবর দিলে না কেন?" তিনি গিয়ে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলেন: "হে অমুক! আর যে তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে, তার জন্য দুটি জান্নাত।" তখন কবরের ভেতর থেকে যুবক জবাব দিল: "হে উমার, আমার রব আমাকে তা দুটোই দিয়েছেন।"

"আমাদের মধ্যে ইউসুফের মতো একজন": হুসাইন ইবনু আদ্রির রহমান বলেন, মদিনার এক যুবক উমার (রা.)-এর সঙ্গে প্রতিটা নামাজে হাজির হতো, আর না এলে উমার খোঁজ নিতেন। মদিনার এক নারী তার প্রেমে পড়ল। সে তার এক পরিচিত বৃদ্ধাকে বলল। বৃদ্ধা বলল, "তাকে তোমার ঘরে ঢোকানোর কৌশল করে দিই?" সে বলল, "হ্যাঁ।" বৃদ্ধা পথে বসে রইল। যুবক যাওয়ার সময় বলল, "আমি বৃদ্ধা মানুষ, আমার একটা ছাগল আছে, দোহন করতে পারি না। সওয়াবের নিয়তে যদি ভেতরে এসে দুধ দুইয়ে দিতে!" যুবক ঢুকল, কোনো ছাগল দেখল না। বৃদ্ধা বলল, "ঘরে ঢোকো, আমি নিয়ে আসছি।" ঘরে ঢুকতেই দেখে দরজার আড়ালে এক নারী — বৃদ্ধা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। যুবক ঘরের এক কোণে নামাজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। নারী তাকে কুপ্রস্তাব দিল, সে অস্বীকার করে বলল, "আল্লাহকে ভয় করো।" নারী থামল না। যখন যুবক কিছুতেই রাজি হলো না, তখন নারী চিৎকার শুরু করল। লোকজন এসে ঢুকলে সে বলল, "এই লোক আমার ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে খারাপ কাজ করতে চেয়েছে!" লোকেরা তাকে মারধর করে বেঁধে ফেলল। ফজরের নামাজে উমার তাকে না দেখে খোঁজ করছিলেন, এমন সময় লোকেরা তাকে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে এল। তাকে দেখে উমার বললেন, "হে আল্লাহ, তার ব্যাপারে আমার ধারণা মিথ্যা কোরো না।" লোকেরা ঘটনা বলল। উমার যুবককে বললেন, "সত্য বলো।" সে বৃদ্ধার কথাসহ সব বলল। উমার বললেন, "তাকে চিনবে?" সে বলল, "দেখলে চিনব।" উমার প্রতিবেশী নারী আর বৃদ্ধাদের ডেকে আনলেন, একে একে তার সামনে দিয়ে নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধা

আসতেই যুবক বলল, "আমিরুল মুমিনিন, এই সে।" উমার চাবুক তুলে বললেন, "সত্য বলো।" বৃদ্ধা যুবকের মতোই পুরো ঘটনা বলল। তখন উমার বললেন: "আলহামদুলিল্লাহ, যিনি আমাদের মধ্যে ইউসুফের মতো একজনকে রেখেছেন।"

তবেইদের কাহিনী

আতা ইবনু ইয়াসার ও বেদুইন নারী: আব্দুর রহমান ইবনু যাইদ বলেন, আতা ইবনু ইয়াসার আর (তাঁর ভাই) সুলাইমান ইবনু ইয়াসার সঙ্গীদের নিয়ে মদিনা থেকে হজে বের হলেন। আবওয়ায় এক জায়গায় থামলেন। সুলাইমান আর সঙ্গীরা কোনো কাজে বের হলেন, আতা একা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় এক সুন্দরী বেদুইন নারী ঢুকল। আতা ভাবলেন তার কোনো প্রয়োজন আছে, তাই নামাজ সংক্ষেপ করে বললেন, "তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে?" সে বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "কী?" সে নিজের কুমতলবের কথা খোলাখুলি বলল — তার স্বামী নেই। আতা বললেন: "দূর হও! আমাকে আর নিজেকে আগুনে পুড়িয়ে না!" নারীটি পীড়াপীড়ি করতে থাকল। আতা কাঁদতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন, "ধিক তোমাকে, দূর হও! দূর হও!" তাঁর কান্না বাড়তেই থাকল। নারীটি তাঁর কান্না আর অস্থিরতা দেখে নিজেও কাঁদতে শুরু করল — আতা কাঁদছেন, নারীটি তাঁর সামনে কাঁদছে। এমন সময় সুলাইমান ফিরলেন। আতাকে কাঁদতে আর ঘরের কোণে নারীটিকে কাঁদতে দেখে কিছু না বুঝেই তিনিও কাঁদতে লাগলেন। তারপর সঙ্গীরা একে একে ফিরলেন — যে-ই আসে, সবাইকে কাঁদতে দেখে কিছু জিজ্ঞেস না করে সে-ও বসে কাঁদতে শুরু করে। শেষে কান্নার আওয়াজ অনেক উঁচু হয়ে গেল। বেদুইন নারী এ অবস্থা দেখে উঠে চলে গেল। সুলাইমান বড় ভাইয়ের প্রতি সম্মান আর ভয়ে কখনো এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। পরে তাঁরা কোনো কাজে মিসর গেলেন। এক রাতে আতা কাঁদতে কাঁদতে জেগে উঠলেন। সুলাইমান বললেন, "ভাই, কাঁদছেন কেন?" তিনি বললেন, "একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি যতদিন বেঁচে আছি কাউকে বলবে না। স্বপ্নে নবী ইউসুফ (আ.)-কে দেখলাম। আমি অন্য লোকদের সঙ্গে তাঁকে দেখতে গেলাম। তাঁর সৌন্দর্য দেখে কেঁদে ফেললাম। তিনি ভিড়ের মধ্যে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাঁদছ কেন?' আমি বললাম, 'আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর নবী — আপনার আর আযিযের স্ত্রীর কথা মনে পড়ল, তার কারণে আপনি যে পরীক্ষায় পড়েছিলেন, কারাগারে যে কষ্ট পেয়েছিলেন, বৃদ্ধ ইয়াকুব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন — এসব ভেবে কাঁদছি, আর অবাক হচ্ছি।' তিনি বললেন: 'তুমি আবওয়ার সেই বেদুইন নারীর লোকটিকে নিয়ে অবাক হও না কেন?' আমি বুঝে গেলাম তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন — তাই কেঁদে জেগে উঠেছি।" সুলাইমান বললেন, "ভাই, সেই নারীর কী ঘটনা ছিল?" আতা পুরো ঘটনা বললেন। সুলাইমান আতার মৃত্যু পর্যন্ত কাউকে বলেননি। তারপর পরিবারের এক নারীকে বলেছিলেন। সুলাইমানের মৃত্যুর পরই এই ঘটনা মদিনায় ছড়িয়ে পড়ে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, এই ঘটনা আতার নয়, সুলাইমান ইবনু ইয়াসারের। মুসআব ইবনু উসমান বলেন: সুলাইমান ইবনু ইয়াসার ছিলেন সবচেয়ে সুদর্শন মানুষদের একজন। এক নারী তাঁর ঘরে ঢুকে কুপ্রস্তাব দিল। তিনি অস্বীকার করলেন, নারীকে ঘরে রেখেই পালিয়ে বের হয়ে গেলেন। সুলাইমান বলেন: এরপর স্বপ্নে ইউসুফ (আ.)-কে দেখলাম, যেন বলছি, "আপনি কি ইউসুফ?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, আমি সেই ইউসুফ, যে (মনে মনে) ইচ্ছা করেছিল; আর তুমি সেই সুলাইমান, যে ইচ্ছাও করেনি।" [টীকা: স্বপ্ন দলিল নয়। "ইউসুফ (আ.) ইচ্ছা করেছিলেন" — এ নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে; অনেকের মতে তা ছিল নিছক স্বাভাবিক মনের ঝোঁক, যা তিনি দমন করেছিলেন।]

"কাস" ও সাল্লামা: যুবাইর ইবনু বাক্কর বলেন, আব্দুর রহমান ইবনু আবি আম্মার মক্কায় থাকতেন, মক্কার শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারীদের একজন — তাঁর ইবাদতের কারণে তাঁকে "কাস" (পাদ্রি/দরবেশ) বলা হতো। একদিন তিনি সাল্লামা নামে এক গায়িকা দাসীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার গান শুনলেন। দাসীর মালিক তাঁকে দেখে ভেতরে ডাকলেন, তিনি রাজি হলেন না। মালিক বললেন, "তাহলে এমন জায়গায় বসুন, যেখান থেকে শুনবেন কিন্তু দেখবেন না।" তিনি রাজি হলেন। গান তাঁর ভালো লাগল। মালিক বললেন, "তাকে আপনার সামনে আনব?" কিছুটা অস্বীকার করে শেষে রাজি হলেন। তাকে দেখে মুগ্ধ হলেন — দুজনই একে অপরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লেন। মক্কার লোকেরা জেনে গেল, তাকে বলতে লাগল "সাল্লামাতুল কাস"। একদিন সাল্লামা বলল, "আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।" তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।" সে বলল, "আমি তোমার কাছে আসতে চাই..." তিনি বললেন, "আমিও চাই।" সে বলল, "তাহলে বাধা কী? আল্লাহর কসম, জায়গাটা তো খালি!" তিনি বললেন:

"ধিক তোমাকে! আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি — 'সেদিন বন্ধুরা একে অপরের শত্রু হবে, মুত্তাকিরা ছাড়া।' (সূরা যুখরুফ ৪৩:৬৭) আল্লাহর কসম, আমি চাই না দুনিয়াতে তোমার আর আমার এই বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হোক।"

সে বলল, "তুমি কি মনে করো, আমরা তাওবা করলে আমার রব আর তোমার রব আমাদের তাওবা কবুল করবেন না?" তিনি বললেন: "করবেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই যে (তাওবার আগেই) হঠাৎ মৃত্যু এসে যাবে না।" তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন — তার ভালোবাসায় চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল — আর আর কখনো ফিরে আসেননি, আগের মতো ইবাদত আর দুনিয়াবিমুখতায় ফিরে গেলেন। কখনো কখনো তার দরজার পাশ দিয়ে গেলে সালাম পাঠাতেন; ভেতরে আসতে বলা হলে অস্বীকার করতেন। (পরে এই সাল্লামাকে খলিফা ইয়াযিদ ইবনু আব্দিল মালিক কিনে নিয়েছিলেন।) [লক্ষণীয়: তাঁর পতনের শুরু হয়েছিল "শুধু গান শোনা, দেখব না" — এই ছোট্ট ছাড় থেকে।]

◆ উমার (রা.)-এর যুগ ও তাবেয়ি

উমার (রা.)-এর যুগ ও তাবেয়ি

তিন যুবক
উমার (রা.)-এর যুগের কাহিনি

আতা ইবনু ইয়াসার
বেদুইন নারীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে
কাঁদলেন

সুলাইমান ইবনু ইয়াসার
নারীকে ঘরে রেখে বেরিয়ে গেলেন

কাস ও সাল্লামা
ফিরে গিয়ে আগের ইবাদতে ফিরলেন

অধ্যায়ের কাহিনিসূচি

আনসারি যুবকের মৃত্যু: জাবির ইবনু নুহ বলেন, আমি মদিনায় এক দোকানদারের কাছে বসে ছিলাম। সুন্দর চেহারা আর ভালো পোশাকের এক বৃদ্ধ পাশ দিয়ে গেলেন। দোকানদার উঠে সালাম দিয়ে বলল, "আবু মুহাম্মাদ, আল্লাহ আপনার প্রতিদান বাড়িয়ে দিন, আপনার অন্তরকে ধৈর্যে দৃঢ় রাখুন।" বৃদ্ধ কবিতায় জবাব দিলেন:

যুদ্ধে সে ছিল আমার ডান হাত, আমার সহায় — আজ আমার ডান হাতের বাহুই আমাকে ছেড়ে গেছে। সন্তানহারা হয়ে
আজ আমি জ্বলছি, দিশেহারা — দুঃখভারাক্রান্ত, পৃথিবী আমার জন্য সংকীর্ণ।

আমি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম, "ইনি কে?" সে বলল, "আমাদের আনসারি খায়রাজ গোত্রের একজন। তাঁর অনুগত ছেলেটা মারা গেছে, যে তাঁর সব দায়িত্ব নিয়েছিল — আর তার মৃত্যু ছিল সবচেয়ে আশ্চর্য মৃত্যু।" জিজ্ঞেস করলাম, "কীভাবে মারা গেল?" সে বলল: আনসারদের এক বিবাহিত নারী তার প্রেমে পড়ে, তাকে চিঠি লিখে ভালোবাসার কথা জানায়, দেখা করতে বলে, আর অশ্লীলতার দিকে ডাকে। যুবক জবাবে লিখল:

হারাম এমন পথ, যে পথে আমি চলব না, যতদিন বাঁচব, তার পাশ দিয়েও যাব না। কাজেই তিরস্কার খোঁজো — তুমি যা
চাও, আমি তার অনুসারী নই, তা থেকে নিরাশ হও। তোমাদের মধ্যে যে তোমাদের রক্ষা করে (তোমার স্বামী), তার
সম্মান আমি রক্ষা করব — কাজেই অজ্ঞতা আর কুমন্ত্রণার পথে যেয়ো না।

নারী লিখল:

তুমি যা বলছ তা ছাড়া, আমার প্রয়োজনের দিকে এসো, হে নিষ্ঠুর! দরবেশগিরি ছাড়া — আমি দরবেশ নই, আর তুমি যা
দেখাচ্ছ, তা আমার মাথায় ঢোকে না।

যুবক এক বন্ধুকে ব্যাপারটা বলল। বন্ধু বলল, "পরিবারের কাউকে পাঠিয়ে তাকে উপদেশ দাও, ধমক দাও — হয়তো থামবে।" সে বলল: "আল্লাহর কসম, তা করব না। দুনিয়াতে আমি কোনো রটনার বিষয় হতে চাই না। দুনিয়ার লজ্জা আখিরাতের আগুনের চেয়ে ভালো।" আর বলল:

দুনিয়ার লজ্জা — দুনিয়ার স্বল্প আয়ুর মতোই — ফুরিয়ে যাবে; কিন্তু যা লজ্জার মধ্যে আছে, তা-ই আমাকে কষ্ট দিত। আর
আগুন — যতক্ষণ শ্বাস আছে, তা শেষ হবে না, আর তাতে আমার মরণও নেই যে আমাকে শেষ করে দেবে। বরং আমি
স্বাধীন মানুষের মতো সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরব — হয়তো আমার রব আমাকে ফিরদাউসের কাছে নিয়ে যাবেন।

সে নারী থেকে দূরে থাকল। নারী বার্তা পাঠাল, "হয় তুমি আমার কাছে আসবে, নয়তো আমি তোমার কাছে আসব।" সে জবাব
দিল, "হে নারী, নিজের প্রতি দয়া করো, এই কাজে তাড়াহুড়ো ছাড়া।" যখন নারী নিরাশ হলো, তখন এক জাদুকরের কাছে গিয়ে
বিপুল পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে যুবকের মনে কামনা জাগানোর জাদু করাল। এক রাতে যুবক বাবার সঙ্গে বসে ছিল, হঠাৎ
নারীটির কথা তার মনে এল, আর তার মধ্যে এমন কিছু জেগে উঠল যা সে আগে কখনো অনুভব করেনি — সে অস্থির হয়ে
পড়ল। সে দ্রুত বাবার সামনে থেকে উঠে নামাজ পড়ল, আল্লাহর আশ্রয় চাইল, কাঁদতে লাগল — কিন্তু অবস্থা বাড়তেই থাকল।

বাবা বললেন, "বাবা, কী হয়েছে?" সে বলল: "বাবা, আমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেলুন! মনে হচ্ছে আমার বুদ্ধি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।" বাবা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "বাবা, পুরো ঘটনা বলো।" সে সব বলল। বাবা উঠে তাকে বেঁধে একটা ঘরে রাখলেন। সে ছটফট করতে লাগল, যাঁড়ের মতো গোঁড়াতে লাগল। তারপর কিছুক্ষণ শান্ত হলো — দেখা গেল সে মারা গেছে, আর তার নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। [টীকা: এই কাহিনি থেকে বোঝা যায়, সে গুনাহ থেকে বাঁচতে নিজের জীবন দিয়েছে, তবু নতি স্বীকার করেনি। জাদুর অংশটি লেখক যেভাবে পেয়েছেন সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।]

অনুবাদ প্রসঙ্গে

কাহিনিগুলো ঐতিহাসিক বা আদবের কিতাব থেকে নেওয়া উপদেশমূলক গল্প। এগুলো শরিয়তের দলিল নয়, আর সন্দেহ যাচাই করা হয়নি।

কয়েকটি কাহিনিতে প্রেমিক-প্রেমিকার চিঠি-বিনিময় বা সাক্ষাতের কথা আছে। লেখক এগুলো এনেছেন আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে বিরত থাকার দৃষ্টান্ত হিসেবে। এর মানে এই নয় যে বেগানা নারী-পুরুষের এমন মেলামেশা জায়েজ।

এক কাহিনিতে এক নারীকে জোর করার ঘটনা আছে; অনুবাদে তা সংক্ষেপে ও সংযত ভাষায় দেওয়া হয়েছে।

শেষে বেশ কিছু ছোট কবিতা আছে, বাছাই করে দেওয়া হয়েছে।

কাহিনির ধারা চলছে

বেদুইন যুবক ও "দুই পায়ের মাঝের সামান্য সুখ": আসমাঈ-পরিচিত আল-উতবি বলেন, এক বেদুইন এক নারীর প্রেমে পড়ল। অনেকদিন এভাবে কাটল। যখন সে সুযোগ পেল আর নারীটির একেবারে কাছে পৌঁছল, তখন আখিরাতের কথা মনে পড়ল, আল্লাহর রক্ষা তাকে ধরে ফেলল। সে বলল:

"আল্লাহর কসম, যে মানুষ আসমান-জমিন সমান প্রশস্ত জান্নাতকে দুই পায়ের মাঝের সামান্য সুখের বিনিময়ে বেচে দেয়, সে পরিমাপের হিসাবে বড়ই অজ্ঞ!"

মুয়াইনা গোত্রের এক বৃদ্ধের গল্প: এক বৃদ্ধ তাঁর বাবার সূত্রে বলেন, আমি আরবের এক সুন্দরী ও গুণবতী নারীর প্রেমে পড়েছিলাম। তখন আমি নিজের ইচ্ছামতো যা খুশি করতাম, কিছু পুরোয়া করতাম না। অনেকদিন আমরা বার্তা আদান-প্রদান করলাম। তারপর আমি তাকে জানালাম, মিলিত হওয়ার চেয়ে বড় কিছু নেই। সে এক রাতে এক জায়গায় দেখা করার সময় দিল। রাতে আমরা বের হলাম, আমি তার পাশে বসে আমার কষ্টের কথা বলছিলাম। এমন সময় এক বৃদ্ধ আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। সালাম দিলেন, আমি জবাব দিলাম। বললেন, "এখানে বসে আছ কেন?" বললাম, "একটা প্রয়োজনে।" বললেন, "এই নারী কে?" বললাম, "আমার আত্মীয়া।" বললেন, "সুবহানাল্লাহ! এমন সময়ে তাকে বাইরে এনেছ?" আমি কিছু একটা অজুহাত দিলাম। তিনি বললেন, "ওহে, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন: 'যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা কি মনে করে যে আমি তাদের তাদের মতো করব, যারা ইমান এনেছে আর নেক কাজ করেছে...' (সূরা জাসিয়া ৪৫:২১) — সাবধান! তুমি যেন গুনাহর কামাইকারী না হও। আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীকে তার কাজের হিসাব নেবেন। সতর্ক থাকো, প্রশ্নের সময় আল্লাহ যেন তোমাকে লজ্জিত না করেন, কারণ তখন কোনো অজুহাত থাকবে না।" তারপর বললেন, "তোমরা দুজন ওঠো, আল্লাহ তোমাদের বরকত দিন।" আমরা উঠলাম, কিন্তু লজ্জা আর ভয়ে পা ফেলতে পারছিলাম না। আমি চলে যাওয়ার সময় তিনি বললেন: "মনে রেখো আমি তোমাকে কী উপদেশ দিয়েছি। তিনি তোমার সঙ্গে আছেন, তুমি যেখানেই থাকো তিনি তোমাকে দেখছেন।" তারপর যেতে যেতে বলতে শুনলাম, "হে আল্লাহ, এদের দুজনকে রক্ষা করো, যেন তারা তোমার অবাধ্য না হয়।" আমার অন্তর থেকে যেন সব ভার নেমে গেল। আমি ফিরে এলাম আর তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিতে মনস্থির করলাম। তার দূত এসে সালাম পাঠালে আমি বললাম, "আজকের পর আর আমার কাছে এসো না।" তখন সে আমাকে কবিতায় লিখল:

আমি এমন এক জিনিস ভেবেছিলাম, যা আমি নিশ্চিত করতে পারিনি — কখনো কখনো ধারণা বিভ্রান্তিই বটে। যদি আজ আমার ধারণা সত্য হয়ে থাকে, হে আমার প্রিয়, তবে আমার যন্ত্রণা আর চিন্তা তো অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে।

আমি পড়ে জবাব লিখলাম:

তুমি যে ভাবছ আমি আগের মতোই আছি, তা মিথ্যা — আমি তোমার ধারণা আর আশার মতো নই। আমি আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পাই, যা আমাকে ধরতে পারে, আর মৃত্যু আমার জীবনকে কাছে টেনে নিতে পারে। তাই আমাদের ব্যাপারে

ধারণা মিথ্যা করে দাও, আর এমন পথে চলো, যেখানে কামনার পর আমরা সৎকর্মের সন্ধান পাব।

যে যুবক ভাবল জাহান্নামের কথা: এক সুদর্শন যুবক তার এক চাচাতো বোনের ঘরের পাশ দিয়ে বারবার যেত। একদিন তাকে দেখে ভালো লেগে গেল। সে মেয়ের বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিল, বাবা অস্বীকার করলেন। মেয়েটি খবর পেয়ে যুবককে বার্তা পাঠাল: "তোমার কথা আমি জেনেছি। তুমি আমাকে ভালোবাসো বলে আমিও তোমাকে ভালোবাসি। তুমি চাইলে আমি তোমার কাছে আসব, অথবা আমি তোমার আসার ব্যবস্থা করে দেব।" সে বলল: "না, চাই না। আমার ভয় হয়, তোমার ভালোবাসা আমাকে এমন আগুনে ফেলবে যা নেভে না, এমন শাস্তিতে ফেলবে যা শেষ হয় না।" এই জবাব পেয়ে মেয়েটি বলল, "আমি তো ভাবিনি যে তুমি এতটা আল্লাহভীরু! আল্লাহর কসম, এই ভয়ের অধিকার তোমার চেয়ে আমার বেশি। আল্লাহর ওয়াদা-ওয়ায়িদে সবাই সমান।" তারপর সে ইবাদতে লেগে গেল, পশমের মোটা কাপড় পরল। বাবা আর পরিবার এতে দুঃখ পেল। মেয়েটি মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই ইবাদতে কাটাল। যুবক প্রতি শুক্রবার তার কবরের কাছে গিয়ে তার জন্য দোয়া আর ইস্তিগফার করত। এক রাতে তাকে স্বপ্নে দেখল। জিজ্ঞেস করল, "অমুক?" সে বলল, "হ্যাঁ।" আর বলল:

কী চমৎকার ভালোবাসা ছিল, হে আমার আকাঙ্ক্ষা, তোমাদের ভালোবাসা — তা কল্যাণ আর ইহসানের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

যুবক জিজ্ঞেস করল, "প্রিয়তমা, তুমি কোথায় পৌঁছেছ?" সে বলল:

এমন নিয়ামত আর রাজত্বে, যার শেষ নেই — জান্নাতুল খুলদে, যে চিরস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী নয়।

যুবক জিজ্ঞেস করল, "সেখানে কি আমাকে মনে রাখবে?" সে বলল: "আল্লাহর কসম, আমি তো আমার ও তোমার প্রভুর কাছে তোমাকে (জান্নাতে) চেয়েছি। তুমি নিজের নেক আমল দিয়ে আমাকে সাহায্য করো, হয়তো আল্লাহ আমাদের স্থায়ী ঘরে একত্র করবেন।" যুবক বলল, "আবার কবে দেখা হবে?" সে বলল, "খুব শিগগিরই, ইনশাআল্লাহ।" এরপর যুবক কয়েক দিন বেঁচে ছিল, তারপর মারা গেল। তাকে তার পাশেই দাফন করা হলো।

কুফার যুবক ও নাখ' গোত্রের মেয়ে: রাজা ইবনু আমর আন-নাখঈ বলেন, কুফায় এক সুদর্শন যুবক ছিল, ইবাদত আর সাধনায় খুব কঠোর, অন্যতম দরবেশ। সে নাখ' গোত্রের প্রতিবেশীদের পাশে থাকত। এক সুন্দরী মেয়েকে দেখে তার প্রেমে পড়ল। মেয়েটির বাবার কাছে প্রস্তাব দিলে জানা গেল, সে তার চাচাতো ভাইয়ের বাগদত্তা। দুজনের কষ্ট বেড়ে গেলে মেয়েটি খবর পাঠাল: "আপনার ভালোবাসার কথা আমি জেনেছি, আমারও কষ্ট বেড়ে গেছে। চাইলে আমি আপনার কাছে আসি, নয়তো আপনি আসার ব্যবস্থা করি।" যুবক দূতকে বলল, "দুটোর কোনোটাই নয়। আমি আমার রবের অব্যাহত মহাদিনের শাস্তির ভয় করি; এমন আগুনের ভয় করি, যার শিখা নেভে না, যার জ্বলন থামে না।" মেয়ে এই জবাব শুনে বলল, "সে তো ভয়ও করে, আবার পরহেজগারও! এই ভয়ের হকদার তার চেয়ে আমি বেশি; আল্লাহর ওয়াদা-ওয়ায়িদে সবাই সমান।" এরপর সে দুনিয়া ছেড়ে দিল, পশমের পোশাক পরল, ইবাদতে লেগে রইল। তবু যুবকের জন্য ভালোবাসা আর আফসোসে শুকাতে শুকাতে শেষে মারা গেল। যুবক তার কবরে গিয়ে কাঁদত, দোয়া করত। একদিন কবরের পাশে ঘুমিয়ে পড়লে তাকে স্বপ্নে অতি সুন্দর অবস্থায় দেখল। জিজ্ঞেস করল, "আমার পর তুমি কেমন আছ?" সে বলল, "কী চমৎকার ভালোবাসা, যা কল্যাণ আর ইহসানের দিকে নিয়ে যায়।" জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পৌঁছেছ?" সে বলল, "এমন নিয়ামতে, যার শেষ নেই, জান্নাতুল খুলদে।" যুবক বলল, "সেখানে আমাকে মনে রেখো, আমি তোমাকে ভুলব না।" সে বলল, "আমিও ভুলব না। আমি আমার রবের কাছে তোমার সান্নিধ্য চেয়েছি, তুমি আমল দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।" যুবক বলল, "আবার কবে দেখা হবে?" সে বলল, "শিগগিরই।" স্বপ্নের পর যুবক আর মাত্র সাত রাত বেঁচে ছিল।

আবু যুরআ আল-খাইনির দোয়া: আবু যুরআ বলেন, এক নারী আমাকে ফাঁদে ফেলতে চাইল। বলল, "আবু যুরআ, একজন রোগীকে দেখতে যাবেন না, দেখে আপনার মন ভালো হবে?" আমি রাজি হলো। সে আমাকে ঘরে নিয়ে গেল, তারপর দরজা বন্ধ করে দিল, কোনো রোগী দেখলাম না। তার উদ্দেশ্য বুঝলাম। বললাম, "হে আল্লাহ, ওকে কালো করে দাও!" নারীটি কালো হয়ে গেল, ঘাবড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল। আমি বেরিয়ে এসে বললাম, "হে আল্লাহ, ওকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দাও।" আল্লাহ তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। [টীকা: এটি কারামতের গল্প; লেখক যেভাবে পেয়েছেন সেভাবেই এনেছেন।]

হজের পথে এক নারী: ইয়াহইয়া ইবনু আমের আত-তাইমি বলেন, আমাদের গোত্রের এক লোক হজে যাচ্ছিল। রাতে পথের এক জলাশয়ে এক নারীকে চুল খুলে বসে থাকতে দেখল। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। নারী বলল, "আমার দিকে এসো, মুখ ফিরালে কেন?" সে বলল, "আমি জগতসমূহের রবকে ভয় করি।" নারী নিজেকে ঢেকে নিল, তারপর বলল: "তুমি ভয়ের ভান করলে। কিন্তু তোমার ভয়ে তোমার চেয়ে বেশি অংশীদার সে, যে তোমাকে গুনাহতেও অংশীদার বানাতে চেয়েছিল।" লোকটি বলে, তারপর সে চলে গেল, আমি তার পিছু নিয়ে বেদুইনদের এক তাঁবুতে গেলাম। সকালে একজনের কাছে গিয়ে তার বর্ণনা দিলাম। এক বৃদ্ধ বললেন, "আমার মেয়ে!" আমি বললাম, "আপনি কি তাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন?" তিনি বললেন, "সমকক্ষ হলে।" আমি বললাম, "আমি তাইমুল্লাহ গোত্রের।" তিনি বললেন, "উত্তম সমকক্ষ।" আমি সেখানেই তাকে বিয়ে করলাম। হজ থেকে ফিরে তাকে কুফায় নিয়ে এলাম। তার ঘরে আমার ছেলেমেয়ে আছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "সেদিন তুমি আমার সামনে অমন

করেছিলে কেন?" সে বলল, "মিথ্যা বলব না — নারীদের জন্য সমকক্ষ ছাড়া ভালো কিছু নেই। কোনো নারী যদি বলে 'আমি প্রেমে পড়েছি', তাতে অবাক হয়ো না। আল্লাহর কসম, তাকে যদি কোনো কালো দাসকে দিয়েও তার কামনা মিটিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেটাই তার কাছে 'প্রেম' হবে — সেই ব্যক্তির প্রতি প্রেম নয়।"

উবাইদ ইবনু উমাইর ও মক্কার সেই সুন্দরী: মক্কায় এক সুন্দরী নারী ছিল, তার স্বামী ছিল। একদিন আয়নায় নিজের মুখ দেখে স্বামীকে বলল, "তুমি কি মনে করো কেউ এই চেহারা দেখে ফিতনায় পড়বে না?" স্বামী বলল, "হ্যাঁ, পড়বে না।" সে বলল, "কে?" সে বলল, "উবাইদ ইবনু উমাইর।" স্ত্রী বলল, "তাহলে আমাকে অনুমতি দাও, আমি তাকে ফিতনায় ফেলব।" স্বামী অনুমতি দিল। সে ফতোয়া চাওয়ার ভান করে তাঁর কাছে এল। মসজিদুল হারামের এক কোণে নির্জনে গিয়ে চাঁদের টুকরোর মতো মুখ খুলে দিল। উবাইদ বললেন, "আল্লাহর বান্দী!" সে বলল, "আমি আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছি, আমার ব্যাপারটা ভাবুন।" তিনি বললেন, "আমি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করব। যদি সত্যি জবাব দাও, তবে তোমার ব্যাপারটা ভাবব।" সে বলল, "যা-ই জিজ্ঞেস করুন, সত্য বলব।" তিনি বললেন:

- "বলো তো, মৃত্যুর ফেরেশতা যদি তোমার রুহ কবজ করতে আসে, তখন কি তোমার ভালো লাগবে যে আমি তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছি?" সে বলল, "আল্লাহর কসম, না।" তিনি বললেন, "সত্য বলেছ।"
- "আর যদি তোমাকে কবরে নামানো হয়, প্রশ্নোত্তরের জন্য বসানো হয়, তখন কি ভালো লাগবে?" সে বলল, "না।" "সত্য বলেছ।"
- "আর যদি মানুষকে আমলনামা দেওয়া হয়, আর তুমি জানো না ডান হাতে পাবে না বাম হাতে, তখন?" সে বলল, "না।" "সত্য বলেছ।"
- "আর যদি দাঁড়িপাল্লা আনা হয়, তুমি জানো না হালকা হবে না ভারী, তখন?" সে বলল, "না।" "সত্য বলেছ।"
- "আর যদি আল্লাহর সামনে হিসাবের জন্য দাঁড়াতে হয়, তখন?" সে বলল, "না।" "সত্য বলেছ।" তিনি বললেন, "আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর বান্দী! আল্লাহ তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তোমাকে ভালো রেখেছেন।" সে স্বামীর কাছে ফিরে এল। স্বামী বলল, "কী করলে?" সে বলল, "তুমি আর আমি তো একেজো লোক!" তারপর সে নামাজ, রোজা আর ইবাদতে ডুবে গেল। তার স্বামী বলত, "উবাইদ ইবনু উমাইরের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? সে আমার স্ত্রীকে নষ্ট করে দিল — যে প্রতি রাতে নববধূ ছিল, তাকে সন্ধ্যাসিনী বানিয়ে ছাড়ল!"

একটি মেয়ের অপূর্ণ ভালোবাসা: সাঈদ ইবনু আদিল্লাহ বলেন, আরবের এক মেয়ে তার গোত্রের এক বুদ্ধিমান যুবকের প্রেমে পড়ল। সে যুবকের কাছে বারবার আসত। যুবক তাকে ফিরিয়ে দিল। মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ল, শরীর ভেঙে গেল, শেষে বিছানায় পড়ে রইল। যুবকের মা তাকে বললেন, "অমুক অসুস্থ, আমাদের ওপর তার হক আছে।" যুবক বলল, "তাকে দেখতে যান আর বলুন, 'সে আপনার খবর জানতে চেয়েছে।'।" মা গেলেন। মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল:

সে আমার রোগের কথা জিজ্ঞেস করে, অথচ সে-ই আমার রোগ — খবরে এ এক আশ্চর্য সংবাদ, যা এসেছে।

মা ফিরে এসে ছেলেকে বললেন, "আমি চাই তুমি তাকে এখানে আসতে বলো, আমরা তার হক আদায় করি, তার সেবা করি।" ছেলে বলল, "আপনি তাকে বলুন।" মা মেয়েটিকে তা-ই জানালেন। মেয়েটি কেঁদে বলল:

সে আমাকে তার কাছ থেকে দূরে রাখে — তারপর শরীর গলে গেলে দয়া দেখায়! আমি এমন জায়গায় যাব না, যেখানে আমার ঘাতক আছে — আমার অসুখই যথেষ্ট, যে আমি এভাবে মরি।

রোগ বাড়তে বাড়তে শেষে সে মারা গেল।

মিসরের কারাবন্দী: আল-হাসান ইবনু যাইদ বলেন, মিসরে আমাদের এক শাসক এক কর্মচারীর ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে শেকলে বেঁধে কারাগারে রাখলেন। শাসকের মেয়ে ওপর থেকে তাকে দেখে তার প্রেমে পড়ল। যুবকও তাকে দেখেছিল। মেয়ে ছোট ছোট কবিতায় তাকে চিঠি লিখল। যুবক জবাবে লিখল, তার চোখ হয়তো দেখেছে, কিন্তু সে নিজের লজ্জাস্থান পবিত্র রেখেছে। মেয়ে লিখল, "আমরা তো তোমাকে সচ্চরিত্র প্রেমিক হিসেবেই চেয়েছিলাম, তুমি অস্বীকার করলে — তাহলে শেকলই তোমার সঙ্গী থাকুক!" যুবক জবাব দিল: "আমি অস্বীকার করিনি এজন্য যে আমি সুন্দরীদের এড়িয়ে চলি, বরং আমি এমন প্রভুকে ভয় করেছি, যিনি আমার প্রতি দয়ালু ছিলেন।" কবিতা ছড়িয়ে পড়ল, শাসকের কানেও পৌঁছাল। শাসক যুবককে ডেকে আনলেন, তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এক নবীর কথা (বর্ণনা): বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি অন্য শহর থেকে বিয়ে করে স্ত্রীকে আনার জন্য নিজের এক গোলামকে পাঠাল। পথে সেই নারী গোলামের কাছে কুপ্রস্তাব দিল, আর গোলাম নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইল। বলা হয়, এ কারণে আল্লাহ তাকে বনি ইসরাইলের নবী বানিয়ে দিলেন। [টীকা: এ কাহিনির উৎস অজ্ঞাত; নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত নয়।]

মৃত্যুর অনিশ্চয়তা: এক ব্যক্তি এক নারীকে ভালোবাসত, নারীও তাকে ভালোবাসত। একদিন তারা একত্র হলো, নারী তাকে প্রস্তাব দিল। সে বলল: "আমার মৃত্যু আমার হাতে নেই, তোমার মৃত্যুও তোমার হাতে নেই। হয়তো মৃত্যু কাছেই, আর আমরা আল্লাহর

সঙ্গে সাক্ষাৎ করব অবশ্য অবস্থায়!" নারী বলল, "ঠিক বলেছ।" তারা দুজনই তাওবা করল, আর তাদের অবস্থা ভালো হয়ে গেল।

◆ আরও কাহিনির সূচি

কাহিনির ধারা

আনসারি যুবক

চিঠির জবাবে হারাম পথ প্রত্যাখ্যান

মুযাইনার বৃদ্ধ

এক বৃদ্ধের উপদেশ শুনে ফিরে এল

চাচাতো বোনের কাহিনি

যুবকের ভয়ের জবাবে ইবাদতে লাগল

কুফার যুবক

দূতকে বলল, দুটোর কোনোটাই নয়

আবু যুরআ

নারীর ডাক থেকে বেরিয়ে এলেন

উবাইদ ইবনু উমাইর

নারীকে মৃত্যু ও হিসাবের কথা বললেন

মিসরের কারাবন্দী

বলল, প্রভুকে ভয় করেছে

মৃত্যুর অনিশ্চয়তা

দুজনই তাওবা করল

অধ্যায়ের কাহিনিসূচি

পাকা চুলের সাদা রেখা: আবু আদিল্লাহ আল-কুরাশি বলেন, আমার এক শিক্ষিত যুবক প্রতিবেশী ছিল, সে একজন শিক্ষিত কিশোরের প্রেমে পড়েছিল। একদিন নিজের দুই কানের পাশে কয়েকটা সাদা চুল দেখে তার ভেতরে কিছু হক জেগে উঠল, সে কিশোরকে ছেড়ে দিল ও দূরে সরে গেল। কিশোর তাকে লিখল: "আমি কেন ত্যক্ত হলাম, অথচ আমি আগে হতাম না?... " যুবক পাতার উল্টো পিঠে জবাব লিখল: "পাকা চুলের সঙ্গে কিশোরের খেলা — আমাকে সীমালঙ্ঘনের পথে ফেলেছিল; আমাকে দোষ দিয়ে না, আমার বিরত থাকাই যথেষ্ট। আমি নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ — আমাকে ভুল থেকে সরে যেতে দাও।"

পরিচ্ছেদ: যেসব নারী সামর্থ্য সত্ত্বেও অশ্লীলতা থেকে বিরত থেকেছে

কসাই ও প্রতিবেশীর দাসী: বাকর ইবনু আদিল্লাহ আল-মুযানি বলেন, এক কসাই তার এক প্রতিবেশীর দাসীর প্রতি আসক্ত ছিল। মেয়েটির মালিকরা তাকে অন্য গ্রামে কোনো কাজে পাঠালে কসাই তার পিছু নিল এবং কুপ্রস্তাব দিল। মেয়েটি বলল, "এমন কোরো না। আমি তোমাকে তোমার চেয়েও বেশি ভালোবাসি, কিন্তু আমি আল্লাহকে ভয় করি।" কসাই বলল, "তুমি আল্লাহকে ভয় করো, আর আমি করি না?" সে তাওবা করে ফিরে এল। ফেরার পথে তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে এল, মরণাপন্ন হলো। তখন বনি ইসরাইলের এক নবীর দূতের দেখা পেল। দূত জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী হয়েছে?" সে বলল, "পিপাসা।" দূত বললেন, "এসো, আমরা দোয়া করি, একটা মেঘ আমাদের ছায়া দেবে, তা নিয়ে আমরা গ্রামে পৌঁছাব।" সে বলল, "আমার তো কোনো আমল নেই যে দোয়া করব।" দূত বললেন, "তাহলে আমি দোয়া করি, তুমি আমিন বলো।" দূত দোয়া করলেন, সে আমিন বলল। একটা মেঘ তাদের ওপর ছায়া দিয়ে চলল। গ্রামে পৌঁছে কসাই নিজের পথে গেল, মেঘও তার ওপর ছায়া দিয়ে সঙ্গে গেল। দূত ফিরে এসে বললেন, "তুমি বললে তোমার কোনো আমল নেই। অথচ আমি দোয়া করলাম আর তুমি আমিন বললে, মেঘ আমাদের ছায়া দিল — এখন দেখছি মেঘ তোমারই পেছনে যাচ্ছে! তোমার ব্যাপারটা আমাকে বলো।" সে ঘটনা জানালে দূত বললেন: "আল্লাহর কাছে তাওবাকারীর মর্যাদা এমন, যেখানে কোনো মানুষ পৌঁছাতে পারে না।"

সুসান্না ও দুই আবেদের কাহিনি: আবু ইদরিস আল-আওদি বলেন, বনি ইসরাইলে দুজন আবেদ ছিল। সুসান্না নামে এক ইবাদতকারিণী ছিলেন। তাঁরা একটা বাগানে এসে কুরবানি করতেন। দুজন আবেদই সুসান্নার প্রতি আসক্ত হলো, একজন অন্যজনের কাছ থেকে তা লুকাল। প্রত্যেকে এক গাছের আড়ালে লুকিয়ে তাঁকে দেখত। একদিন একে অপরকে দেখে ফেলল। বলল, "তুমি এখানে কেন?" দুজনেই নিজের গোপন কথা প্রকাশ করল, আর একমত হলো যে তাঁকে কুপ্রস্তাব দেবে। সুসান্না এলে তারা বলল, "তুমি জানো বনি ইসরাইল আমাদের কথা মানে। তুমি রাজি না হলে আমরা বলব, আমরা তোমাকে এক পুরুষের সঙ্গে পেয়েছি; পুরুষ পালিয়ে গেছে, আমরা তোমাকে ধরেছি।" সুসান্না বললেন, "আমি তোমাদের কথা মানব না।" তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে মিথ্যা অভিযোগ আনল। মানুষ তাঁকে চত্বরে দাঁড় করাল (তিন দিন দাঁড় করানো হতো, আসমান থেকে শাস্তি এসে অপরাধীকে ধরত)। তৃতীয় দিন তেরো বছর বয়সী দানিয়াল (আ.) এলেন। তাঁর জন্য চেয়ার রাখা হলো, তিনি বসে বললেন, "তোমাদের আমার কাছে আনো।" দুজনকে আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন গাছের আড়ালে তাকে দেখেছিলে?" একজন বলল, "আপেল গাছের পেছনে।" আরেকজন অন্য গাছের নাম বলল। তাদের কথা মিলল না — আসমান থেকে আগুন নেমে তাদের

পুড়িয়ে দিল, সুসান্না বেঁচে গেলেন। (আরেক বর্ণনায় আছে, সুসান্নাকে পাথর মারতে দাঁড় করানো হয়েছিল, তখন দানিয়ালের ওপর সাত বছর বয়সে ওহি নাযিল হয়।) [টীকা: ইসরাইলি বর্ণনা।]

এক আবেদের চিরস্থায়ী আফসোস (ওয়াহব ইবনু মুনাবিহ): বনি ইসরাইলের এক কঠোর সাধক একদিন এক নারীকে দেখে তার প্রথম দৃষ্টিতেই আকৃষ্ট হলো। দ্রুত পিছু নিয়ে ডাকল। নারী বলল, "আপনার কী প্রয়োজন?" সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার স্বামী আছে?" সে বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কী চান?" সে বলল, "না থাকলে আমরা ভাবতাম..." নারী বলল, "আপনি কী ভাবছেন?" সে বলল, "আপনার দৃষ্টি আমার অন্তরে এক ঘা দিয়েছে।" নারী বলল, "তা পূর্ণ করতে বাধা কী?" সে বলল, "আপনি কি রাজি?" নারী বলল, "হ্যাঁ।" তারা একটা নির্জন জায়গায় গেল। নারী যখন দেখল সে এগিয়েই চলেছে, তখন বলল, "থামুন, বেচারা! আল্লাহর কাছে আপনার যে মর্যাদা আছে, তা ফেলে দেবেন না।" একথা শুনে সে হুঁশে ফিরল, তার অন্তর শান্ত হলো। সে বলল, "আল্লাহ আপনার এই কাজের সওয়াব থেকে আপনাকে বঞ্চিত না করুন।" তারপর সে একপাশে সরে গিয়ে নিজের নফসকে বলল: "তোমার সামনে তিনটি পথ — চোখ দুটি অন্ধ হওয়া, না জননেদ্রিয় কেটে ফেলা, না বনের হিংস্র পশুর মাঝে ঘুরে বেড়ানো।" নফস শেষ পথটা বেছে নিল। সে ভ্রমণকারীর পোশাক পরে বনে-জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ল, আর সেই এক দৃষ্টির জন্য কাঁদতে কাঁদতে মারা গেল। [টীকা: নিজের শরীরের ক্ষতি করার কথা এখানে বলা হয়েছে, কিন্তু সে তা করেনি। শরিয়তে তা জায়েজও নয়।]

বনু সুলাইমার এক লোক: খারিজা ইবনু যিয়াদ বলেন, আমি আমাদের মহল্লার এক নারীর প্রেমে পড়ে মসজিদ থেকে বেরোলে তার পিছু নিতাম। সে টের পেল। এক রাতে বলল, "আপনার কোনো প্রয়োজন আছে?" আমি বললাম, "আপনার ভালোবাসা।" সে বলল: "সেটা কিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিন (তাগাবুনের দিন)।" আল্লাহর কসম, সে আমাকে কাঁদিয়ে দিল, আমি আর কখনো এমন করিনি।

অন্ধকার রাতের বেদুইন: এক বেদুইন বলেন, এক অন্ধকার রাতে আমি পাহাড়ের মতো দেখতে এক তরুণীকে পেলাম, তাকে কুপ্রস্তাব দিলাম। সে বলল, "ধিক তোমাকে! ধর্মের নিষেধ না থাকলে তোমার কি বুদ্ধির বাধাও নেই?" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমাদের তো শুধু তারকারাই দেখছে!" সে বলল, "তাহলে তারকাদের স্রষ্টা কোথায়?"

অন্ধকারে সংযমী তরুণী: এক ব্যক্তি বলেন, আমি আরবের এক বুদ্ধিমতী ও ভদ্র মেয়েকে ভালোবাসতাম। নানা কৌশলে এক ঘন অন্ধকার রাতে এক নির্জন জায়গায় তার সঙ্গে একত্র হলাম। কিছুক্ষণ কথা বললাম, তারপর নফস আমাকে তার দিকে টানল। আমি বললাম, "আমার আগ্রহ অনেক দিনের।" সে বলল, "আমারও।" আমি বললাম, "মিলন কঠিন।" সে বলল, "আমাদেরও তা-ই।" আমি বললাম, "রাত শেষ, ভোর কাছে।" সে বলল, "এভাবেই কামনা শেষ হয়, ভোগ ফুরায়।" আমি বললাম, "আমাকে আরেকটু কাছে আসতে দিলে!" সে বলল, "কখনো না, কখনো না! আমি আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করি।" আমি বললাম, "তাহলে আমার সঙ্গে এখানে আসলে কেন?" সে বলল, "আমার দুর্ভাগ্য আর বিপদ।" আমি বললাম, "আবার কবে দেখা হবে?" সে বলল, "আমি তোমাকে ভুলব বলে মনে করি না, কিন্তু আর একত্র হওয়া দেখি না।" সে আমার সামনে থেকে চলে গেল। আমি লজ্জায় ফিরে এলাম, তার প্রতি আমার ভেতরের সব ভালোবাসা মুছে গেছে। আমি আবৃত্তি করলাম:

সে এমন শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে যার প্রতিশোধ সহ্য করা যায় না, আর সে এমন কিছু করেনি যাতে শাস্তি পেতে হয়।
সে এমন কথা বলেছে, যাতে আমি লজ্জায় প্রায় পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি — সে লজ্জাবতী, আর আমি বিস্ময়ে অভিভূত।
ধিক সেই ভালোবাসাকে, যা অন্ধ করে দেয়, আর এমন আগুনে নামায় যা কখনো ক্লান্ত হয় না। আমি আমার সংকল্পে ফিরে এলাম, আর আমার অন্তর থেকে অন্ধত্ব কেটে গেল।

বর্ণনাকারী বলেন: "আমি এর চেয়ে বেশি ধর্মপরায়ণ, বুদ্ধিমতী আর সংযমী কোনো নারী দেখিনি।"

"আর কোন দরজা খোলা আছে?": বসরার এক লোকের এক কৃষক ছিল, কৃষকের স্ত্রী ছিল সুন্দরী। লোকটির মনে তাকে নিয়ে কু-ইচ্ছা জাগল। সে নিজের ছোট নৌকায় চড়ে তার প্রাসাদে গেল, কৃষককে বলল, "খেজুর তুলে আনো, অমুক অমুককে দিয়ে এসো।" কৃষক চলে গেলে সে মহিলাকে বলল, "প্রাসাদের দরজা বন্ধ করো।" সে বন্ধ করল। বলল, "সব দরজা বন্ধ করো।" সে করল। বলল, "আর কোনো দরজা কি খোলা আছে?" সে বলল, "হ্যাঁ, একটা দরজা বন্ধ করিনি।" বলল, "সেটা কোন দরজা?" সে বলল: "আমাদের আর আল্লাহর মাঝখানের দরজা।" লোকটি কেঁদে ফেলল, ঘামে ভিজে উঠে চলে গেল, গুনাহ করল না। একই কাহিনি বনু আদিল কাইসের এক বর্ণনায় এভাবে এসেছে: এক লোক এক নারীকে কুপ্রস্তাব দিলে নারী বলল, "আপনি হাদিস শুনেছেন, কুরআন পড়েছেন, আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন।" লোকটি বলল, "প্রাসাদের দরজা বন্ধ করো।" সে বন্ধ করল। লোকটি কাছে যেতে চাইলে সে বলল, "একটা দরজা বাকি আছে।" "কোনটা?" "আপনার আর আল্লাহর মাঝের দরজা।" লোকটি তাকে স্পর্শ করল না।

কুফার প্রবীণ আবু শা'সা ও দিনার: এক কাহিনিতে এক প্রবীণ গায়িকা-দাসীর সঙ্গে প্রেমের ভান করে মজা করতেন। কিন্তু একজন "আসিম" নামের লোক দাসী জা'ফারার সঙ্গে প্রেম দেখাত, আর সুযোগ পেয়ে যখন তার কাছে নিজেকে চাইল, জা'ফারা বলল, "সুবহানাল্লাহ, আসিম! আমি তো ভেবেছিলাম তোমার ভালোবাসা তাকিয়ে দেখা আর হাসি-ঠাট্টার ভালোবাসা। হারাম পর্যন্ত যাওয়ার কোনো পথ নেই। আল্লাহর আশ্রয় চাই!"

এক বেদুইনের পাগলামির পরিণতি: আরবের এক লোক এক নারীকে দেখে প্রেমে পড়ল, দীর্ঘদিন লুকিয়ে রাখল। তারপর ব্যাপার চরমে পৌঁছালে সে নারীকে নিজের অবস্থা জানিয়ে তার কাছে নিজেকে চাইল। নারী লিখে পাঠাল: "আল্লাহকে ভয় করুন, নিজের ওপর দয়া করুন, আর যে সংকল্প আপনাকে আচ্ছন্ন করেছে তা থেকে লজ্জা পান — এটাই বুদ্ধিমানদের শোভা পায়।" চিঠি পেয়ে সে ওয়াসওয়াসায় পড়ল। অবস্থা বাড়তে বাড়তে শেষে তার বুদ্ধি হারিয়ে গেল। সে শুধু তার কথাই বলত। প্রতিদিন সকালে নারীর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বলত:

হে ঘর, তোমাকে সালাম — যদি সালাম কাজে দেয়, যদি সালামে আরোগ্য থাকে! আমি তোমার জন্য কাঁদতেই থাকব, যতক্ষণ পা আমাকে বইতে পারে, আর তোমার কাছে আমার রোগ আর অসুখের আরোগ্য খুঁজব।

তারপর উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াত, শেষে মারা গেল।

হারুনুর রশিদ ও দাসী: আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, হারুনুর রশিদ এক দাসীর প্রেমে পড়ে তাকে চাইলেন। দাসী বলল, "আপনার পিতা আমাকে স্পর্শ করেছিলেন।" হারুন তার প্রতি আসক্ত হয়ে বললেন:

আমি পানি দেখছি, আমার তীব্র তৃষ্ণা — কিন্তু পানির কাছে যাওয়ার পথ নেই। তোমার জন্য কি যথেষ্ট নয় যে তুমি আমার মালিক হবে, আর সব মানুষ আমার দাস? তুমি যদি আমার হাত-পা কেটেও ফেলো, আমি সন্তুষ্ট হয়ে বলব — ঠিক করেছ, যাইদ!

তিনি কাজি আবু ইউসুফকে (ফতোয়া) জিজ্ঞেস করলেন। আবু ইউসুফ বললেন, "দাসী কি যা বলে তাই বিশ্বাস করতে হবে?" ইবনুল মুবারক বললেন: "আমি জানি না কার কথায় বেশি অবাক হব — আমিরুল মুমিনিনের, যিনি তাকে ছেড়ে দিলেন; না সেই দাসীর, যে আমিরুল মুমিনিনকে প্রত্যাখ্যান করল; না আবু ইউসুফের, যিনি তাকে জোর করে নেওয়ার ফতোয়া দিলেন।" [টীকা: এ কাহিনি আবু ইউসুফের ফিকহি ফতোয়ার উদাহরণ হিসেবে পরিচিত, তবে সনদ ও বিবরণ নিয়ে আলেমরা প্রশ্ন তুলেছেন। একে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে ধরা ঠিক নয়।]

"তা যদি হালালও হতো, তবু কুৎসিত": এক বেদুইন তার গোত্রের এক নারীকে নির্জনে কুপ্রস্তাব দিলে নারী বলল, "ধিক তোমাকে! তুমি আমাকে যা করতে বলছ, তা যদি হালালও হতো, তবু কুৎসিত হতো।" সে বলল, "কেন?" সে বলল, "সাক্ষী তো আল্লাহ!" লোকটি আর ফিরে এল না।

এক তপস্বিনী (রাহিবা) ও আগুনের ছাই: একজন আবেদা নারীকে এক পুরুষ জোর করে নিজের করল। তার পাশে ধূপ জ্বালানোর অঙ্গার ছিল। সে তাতে হাত ঢুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলল। ঘটনার পর পুরুষটি জিজ্ঞেস করল, "কেন এমন করলে?" সে বলল: "তুমি যখন আমাকে জোর করলে, আমি ভয় পেলাম যে ভোগে অংশীদার হয়ে আমি গুনাহতেও অংশীদার হয়ে যাব। তাই এই কাজ করেছি।" লোকটি বলল, "আল্লাহর কসম, আর কখনো আল্লাহর অবাধ্য হব না।" সে সব খারাপ কাজ থেকে তাওবা করল। [টীকা: এখানে নারীকে জোর করা হয়েছে, তাই তিনি গুনাহগার নন; জোর করা ব্যক্তির জন্য এটি জঘন্য অপরাধ। কাহিনির উদ্দেশ্য শুধু তার অনুশোচনা বোঝানো। আর নিজের অঙ্গ পোড়ানো শরিয়তসম্মত নয়।]

বসরার আবেদা ও মুহাল্লাবির বংশধর: বর্ণিত আছে, বসরার এক সুন্দরী আবেদা নারীর প্রতি এক মুহাল্লাবি বংশের লোক আসক্ত হলো। সে বহু প্রস্তাব ফিরিয়ে দিত। লোকটি জানতে পারল সে হজে যাবে। সে তিনশো উট কিনে ঘোষণা করল, "হজে যেতে চাইলে অমুক মুহাল্লাবির কাছ থেকে ভাড়া নাও।" মহিলাও তার কাছ থেকে ভাড়া নিল। পথে এক রাতে সে এসে বলল, "হয় আমাকে বিয়ে করো, নয়তো অন্য কিছু।" নারী বলল, "ধিক তোমাকে! আল্লাহকে ভয় করো।" সে বলল, "যা শুনছ তাই। আল্লাহর কসম, আমি উটওয়ালা নই, তোমার জন্যই এই কাণ্ড।" নারী ভয় পেয়ে বলল, "দেখো তো, পুরুষদের মধ্যে কেউ কি জেগে আছে?" সে বলল, "না, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।" নারী বলল, "আবার দেখে এসো।" সে গিয়ে ফিরে এসে বলল, "সবাই ঘুমিয়ে।" নারী বলল: "ধিক তোমাকে! বিশ্বজগতের রব কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?" তারপর এক চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে মারা গেল। মুহাল্লাবি অজ্ঞান হয়ে পড়ল। জ্ঞান ফিরলে বলল, "হায়, আমি একটা প্রাণ নিলাম, অথচ আমার কামনা পূর্ণ করতে পারলাম না!" সে পালিয়ে গেল।

উমার ইবনু আবু রাবিআ ও লাইলা: যুবাইর ইবনু বাক্কার বলেন, হজ থেকে ফেরার পথে খচ্চরে চড়া লাইলা বিনতুল হারিস ইবনি আউফের সঙ্গে উমার ইবনু আবু রাবিআর দেখা হলো। তিনি বললেন, "দাঁড়ান, আপনাকে নিয়ে আমার লেখা কিছু কবিতা শোনাই":

সা'দার সৌন্দর্য দেখলে আমি পাগল হই, আর কাঁদি যদি তার সঙ্গীকে দেখি... হে সা'দা, আমার রোগের আরোগ্য তোমার দান — দিলে দিয়ে... বিদায়ের সময় হয়ে গেছে, দেখো তুমি কী আদেশ করো।

লাইলা বললেন: "আমি আপনাকে আল্লাহর তাকওয়ার আদেশ করছি, আর আপনি যা করছেন তা ছেড়ে দিতে বলছি।"

আজমের এক রাজা (দামেগানির বর্ণনা): এক অনারব রাজা শিকারে গিয়ে সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে এক গ্রামে পৌঁছালেন। এক সুন্দরী নারীকে দেখে কুপ্রস্তাব দিলেন। নারী বলল, "আমি অপবিত্র, পবিত্র হয়ে আসছি।" ঘরে ঢুকে একটা কিতাব এনে বলল, "আমি আসা পর্যন্ত এটা দেখুন।" রাজা কিতাব খুলে দেখলেন, তাতে ব্যভিচারের শাস্তির কথা। তিনি সেদিকে ডুবে গেলেন, নারীকে ভুলে গেলেন, বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন। নারীর স্বামী ফিরলে সে সব বলল। স্বামী ভয়ে তাকে স্পর্শ করল না — হয়তো রাজা তাকে চান। স্ত্রীর পরিবার রাজার কাছে নালিশ করল: "রাজা, আমাদের এক টুকরো জমি এই লোকের হাতে আছে, সে তা চাষও করে না, আমাদের ফেরতও দেয় না।" রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলো?" সে বলল, "আমি জমিতে সিংহের পায়ের ছাপ দেখেছি, তাই ঢুকতে ভয় পাই।" রাজা বুঝলেন। বললেন: "তোমার জমিতে যাও — সিংহ সেখানে ঢুকবে না, আর তোমার জমি উত্তম জমি।"

শেষ কবিতা — আসবাহদ ও এক নারী: দায়লামের কবি আসবাহদ যৌবনে এক নারীকে লিখেছিলেন:

তুমি কী বলো এমন যুবক সম্পর্কে, যে তোমাকে ভালোবাসে — আর সব সময় তোমাকে দেখতে চায়, তোমার চিন্তায় যার সময় কাটে, যার মুখ তোমার নাম থামায় না?

নারী জবাব দিল:

আমি তাদের মতো নই যারা হারামে মিলন চায় — হারাম কাজ তো শিরকের মতো। তুমি যদি হালাল চাও, আমরা তোমার কথা মানব — নয়তো বিরত থাকাই ভালো। সর্বোত্তম কাজ হলো যার পরিণতিতে কষ্ট আর ধ্বংস থেকে মুক্তি।

◆ নারীদের বিরত থাকার কাহিনি

যেসব নারী বিরত থেকেছে

কসাই ও দাসী
আল্লাহকে ভয় করি বলল

সুসান্না
দুই আবেদের প্রস্তাব না মানলেন

সংযমী তরুণী
আল্লাহর শাস্তির ভয়ে না বলল

আর কোন দরজা খোলা
আমাদের আর আল্লাহর মাঝখানের দরজা

জা'ফারা
হারাম পর্যন্ত যাওয়ার পথ নেই বলল

বসরার আবেদা
বিশ্বজগতের রবের কথা মনে করালেন

লাইলা
তাকওয়ার আদেশ করলেন

আজমের রাজা ও নারী
নারীর দেওয়া কিতাব দেখে রাজা ফিরলেন

অধ্যায়ের কাহিনিসূচি

◆ এক নজরে

- ★ যে রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে, তার জন্য দুটি জাম্বাত (৫৫:৪৬)
- ★ আরশের ছায়ার সাত শ্রেণির একজন: সুন্দরী নারীর ডাকে যে বলে, আল্লাহকে ভয় করি
- ★ মাইমুন ইবনু মিহরান: গুনাহর কিনারায় আল্লাহকে স্মরণ আরও উত্তম
- ★ ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির: সামর্থ্য থাকতেও শুধু আল্লাহর জন্য ছাড়লে তাকওয়া প্রশংসনীয়
- ★ উবাইদ ইবনু উমাইর: নির্জনে সুন্দরীকে আল্লাহর জন্য ছাড়া ঈমানের সত্যতার অংশ
- ★ লেখক: সামর্থ্যের মুহূর্তে কখনো পুরুষের, কখনো নারীর ভয় প্রবল হয়ে বিরত রেখেছে

◆ যাচাই করুন

1. সূরা আর-রহমানের আয়াতে কার জন্য দুটি জালাত?

ক. যে তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে

খ. যে অনেক দান করে

2. আরশের ছায়ার সপ্তম শ্রেণি কে?

ক. নির্জনে কাঁদা ব্যক্তি

খ. যাকে প্রভাবশালী ও সুন্দরী নারী ডাকে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি

3. মাইমুন ইবনু মিহরানের মতে কোন যিকির আরও উত্তম?

ক. জিহ্বা দিয়ে যিকির

খ. গুনাহর কিনারায় পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ

4. গুহার তিন ব্যক্তি পাথর সরানোর জন্য কী করল?

ক. নেক আমলের উসিলায় আল্লাহর কাছে দোয়া

খ. পাথর ঠেলে সরাল

5. ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসিরের মতে তাকওয়া কখন প্রশংসনীয়?

ক. সামর্থ্য থাকতেও শুধু আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিলে

খ. সামর্থ্য না থাকলে ছেড়ে দিলে

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-ক

অধ্যায় ৩২ সমাপ্ত

পর্ব ৪

বিয়ে ও ইশকের স্বরূপ

৩৩ বিয়ের প্রতি উৎসাহ

৩৪ যে ব্যক্তি কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, তার নিন্দা

৩৫ ইশকের স্বরূপ ও প্রকৃত অর্থের বিবরণ

৩৬ ভালোবাসা ও ইশকের কারণের বিবরণ

৩৭ ইশকের নিন্দা

৩৮ যে ইশক করেছে, পবিত্র থেকেছে ও গোপন রেখেছে — তার সওয়াব

৩৯ প্রেমাসক্তের ওপর যে বিপদ আসে — রোগ, শীর্ণতা, উন্মাদনা ইত্যাদি

পর্ব ৪ · অধ্যায় ৩৩

বিয়ের প্রতি উৎসাহ

অধ্যায় ৩৩

হাদিস: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম — আমরা যুবক, আমাদের কিছুই ছিল না। তিনি বললেন:

"হে যুবকসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। কারণ এটা দৃষ্টিকে বেশি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে বেশি হেফাজত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে; কারণ রোজা তার জন্য ঢালস্বরূপ (কামনা দমনকারী)।"

[টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

ইমাম খাত্তাবি বলেছেন: "বা'আ" শব্দটি বিয়ের রূপক। এর মূল অর্থ সেই জায়গা, যেখানে মানুষ আশ্রয় নেয়; যেমন "মা'বা'আতুল গানাম" — ছাগলের রাতের আশ্রয়স্থল। আর "উইজা" অর্থ অণুকোষ খেঁতলে দেওয়া (অর্থাৎ রোজা কামনাকে সেভাবেই দমিয়ে দেয়)।

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, ওষুধ দিয়ে কামনা কমানোর চিকিৎসা করা জায়েজ, কারণ তিনি বলেছেন "রোজা রাখুক"।

◆ বিয়ের সামর্থ্য থাকা ও না থাকা

সামর্থ্য আছে	সামর্থ্য নেই
বিয়ে করুক	রোজা রাখুক
দৃষ্টি বেশি অবনত, লজ্জাস্থান বেশি হেফাজত	রোজা ঢালস্বরূপ

ইবনু মাসউদ (রা.)-এর হাদিস

হাদিস: সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন: উসমান ইবনু মাযউন (রা.) "তাবাতুল" (বিয়ে না করে শুধু ইবাদতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা) করতে চাইলেন। নবী ﷺ তাঁকে নিষেধ করলেন। তিনি যদি অনুমতি দিতেন, তবে আমরা খোজা হয়ে যেতাম। [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

তাবাতুল মানে বিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদতে লেগে থাকা। মারইয়াম (আ.)-কে "বাতুল" বলা হয় স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে।

উক্কাফের ঘটনা: আবু যার (রা.) বলেন, উক্কাফ ইবনু বিশর আত-তামিমি নামে এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। নবী ﷺ বললেন, "উক্কাফ, তোমার কি স্ত্রী আছে?" সে বলল, "না।" "দাসীও না?" "না।" "অথচ তুমি সচ্ছল?" "হ্যাঁ, আমি সচ্ছল।" তিনি বললেন: "তাহলে তো তুমি শয়তানের ভাইদের একজন! তুমি খ্রিস্টান হলে তাদের সন্ন্যাসী হতে। বিয়ে আমাদের সুন্নাত। তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট তারা, যারা অবিবাহিত... নেককারদের বিরুদ্ধে শয়তানের কাছে নারীর চেয়ে কার্যকর কোনো অস্ত্র নেই — বিবাহিতরা ছাড়া; তারাই পবিত্র, অশ্লীলতা থেকে মুক্ত..." শেষে বললেন, "উক্কাফ, বিয়ে করো, না হলে তুমি দোদুল্যমানদের দলে থাকবে।" সে বলল, "হে আল্লাহর রাসুল, আমার বিয়ে দিয়ে দিন।" তিনি বললেন, "আমি তোমাকে কারিমা বিনতু কুলসুম আল-হিমইয়ারির সঙ্গে বিয়ে দিলাম।" [টীকা: এই বর্ণনাটি মুহাদ্দিসদের মতে দুর্বল/মুনকার; এর ওপর ভিত্তি করে কোনো বিধান দেওয়া যায় না। বিয়ের ফজিলতের জন্য ওপরের সহিহ হাদিসগুলোই যথেষ্ট।]

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত: "যে যুবক অল্প বয়সে বিয়ে করে, তার শয়তান চিৎকার করে বলে — হায় আফসোস! সে আমার হাত থেকে তার দ্বীন রক্ষা করে ফেলল।" [টীকা: মাজমাউয যাওয়ায়িদ; হাইসামি বলেছেন সনদে খালিদ ইবনু ইসমাঈল আল-মাখযূমি মাতরুক (পরিত্যক্ত); ইবনু আদি বলেছেন সে হাদিস জাল করত; আলবানি (সিলসিলা যইফা) একে জাল (মাউযু) বলেছেন।]

আরেকটি বর্ণনা: "যার সন্তান বিয়ের বয়সে পৌঁছেছে, আর তার বিয়ে দেওয়ার সামর্থ্যও আছে, তবু সে বিয়ে দিল না, আর সন্তান কোনো গুনাহ করে বসল — তবে সেই গুনাহ দুজনের ওপরই বর্তাবে।" [টীকা: সনদ দুর্বল, তবে অর্থ বহু আলেম গ্রহণ করেছেন। (মান যাচাই করা যায়নি)]

তাউস (রহ.) বলেছেন: "স্ত্রী পুরুষের দ্বীনের অর্ধেক।"

ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর বক্তব্য: আল-মারওয়াযি বলেন, আমি আবু আদিল্লাহ (ইমাম আহমাদ)-কে বলতে শুনেছি: "অবিবাহিত থাকা ইসলামের কোনো অংশ নয়। নবী ﷺ চৌদ্দজনকে বিয়ে করেছেন, আর ইস্তিকালের সময় নয়জন স্ত্রী রেখে গেছেন।" তারপর বললেন: "বিশর ইবনুল হারিস (একজন বিখ্যাত দরবেশ) যদি বিয়ে করতেন, তবে তাঁর সব কাজ পূর্ণ হয়ে যেত। মানুষ যদি বিয়ে ছেড়ে দিত, তবে না জিহাদ হতো, না হজ হতো, না এটা হতো, না ওটা হতো। নবী ﷺ-এর ঘরে সকালে কিছু থাকত না, সন্ধ্যায়ও কিছু থাকত না — তবু তিনি নয়জন স্ত্রী রেখে গেছেন। তিনি বিয়েকেই বেছে নিতেন এবং এর প্রতি উৎসাহ দিতেন।"

"নবী ﷺ তাবাতুল নিষেধ করেছেন। যে নবী ﷺ-এর কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে সত্যের ওপর নেই। ইয়াকুব (আ.) তাঁর দুঃখের মধ্যেও বিয়ে করেছেন এবং তাঁর সন্তান হয়েছে। আর নবী ﷺ বলেছেন: 'আমার কাছে নারীকে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে।'"

আমি বললাম, "ইবরাহিম ইবনু আদহাম থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন — পরিবারওয়ালা মানুষের মন অস্থির থাকে..." কথা শেষ করার আগেই তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন: "আমরা তো পথের অলিগলিতে ঢুকে পড়লাম! আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন, দেখো মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবিরা কোন পথে ছিলেন।" তারপর বললেন: "বাবার সামনে বাচ্চা কেঁদে কেঁদে রুটি চাইছে — এটা (নফল ইবাদতের) অমুক অমুক কাজের চেয়ে উত্তম। অবিবাহিত ইবাদতকারী এর নাগাল কোথায় পাবে!"

◆ ইমাম আহমাদের বক্তব্য

ইমাম আহমাদ (রহ.)

অবিবাহিত থাকা
ইসলামের কোনো অংশ নয়

নবী
নয়জন স্ত্রী রেখে গেছেন

তাবাতুল
নবী নিষেধ করেছেন

নবীর কাজ থেকে মুখ ফেরালে
সে সত্যের ওপর নেই

বাবার সামনে রুটি চাওয়া বাচ্চা
অমুক অমুক কাজের চেয়ে উত্তম

উমার (রা.)-এর ঘটনা: সাইব ইবনু জুবাইর বলেন: আমি সবসময় উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর এই ঘটনা শুনে এসেছি। এক রাতে তিনি মদিনায় টহল দিচ্ছিলেন — তিনি প্রায়ই এটা করতেন। এক আরব নারীর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তার দরজা বন্ধ। সে (কবিতায়) বলছিল:

এই রাত দীর্ঘ হয়ে গেছে, তারারা ধীরে ধীরে চলছে, আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে — পাশে কোনো সঙ্গী নেই যার সঙ্গে খেলা করি... আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহর ভয় না থাকত — যিনি ছাড়া কিছুই নেই — তবে এই খাটের চারপাশ কেঁপে উঠত (অন্য কেউ আসত)। কিন্তু আমি এক পাহারাদারকে ভয় করি, যে আমাদের ওপর নিয়োজিত, যার লেখক কখনো ক্লান্ত হয় না।

তারপর সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "উমার ইবনুল খাত্তাবের কাছে আমার একাকীত্ব আর স্বামীর অনুপস্থিতি তুচ্ছ হয়ে গেছে!" উমার দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন, আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন।" তারপর তার কাছে কাপড় ও খরচ পাঠালেন এবং চিঠি লিখে তার স্বামীকে (যুদ্ধক্ষেত্র থেকে) ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। [টীকা: প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী, এরপর উমার (রা.) তাঁর মেয়ে হাফসা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন — নারী স্বামী ছাড়া কতদিন ধৈর্য ধরতে পারে, এবং সৈনিকদের চার মাসের বেশি বাইরে না রাখার নিয়ম করেন। এই অংশ এই কিতাবের পাঠে নেই।]

পরিচ্ছেদ: যে বিয়ে করতে চায় তার জন্য কিছু কথা

যে বিয়ে করতে চায়, তার জন্য পাত্রীকে দেখে নেওয়া মুস্তাহাব। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত: "যে কোনো নারীকে বিয়ে করতে চায়, সে যেন তার এমন কিছু দেখে নেয় যা তাকে বিয়ের প্রতি আগ্রহী করে; কারণ এতে তাদের মধ্যে ভালোবাসা স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।" [টীকা: আবু দাউদ; হাসান]

তার উচিত সৌন্দর্যের সঙ্গে দ্বীনদার নারীকে বেছে নেওয়া। নবী ﷺ বলেছেন: "দ্বীনদার নারীকে বেছে নিয়ে সফল হও, তোমার হাত ধুলোয় মলিন হোক (অর্থাৎ এতেই কল্যাণ)।" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

আর যে কোনো নির্দোষ মানুষের প্রতি আসক্তির বিপদে পড়েছে এবং বিয়ে করতে চায়: সে যেন চেষ্টা করে যাকে নিয়ে সে বিপদে পড়েছে, তাকেই বিয়ে করতে — যদি তা সম্ভব ও জায়েজ হয়। নইলে এমন কাউকে বেছে নেবে, যাকে সে মনে করে তাকে সেই আসক্তি থেকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে — অর্থাৎ যাকে দেখলে তার অন্তরে দাগ কাটে। এর লক্ষণ হলো: সে মানুষটিকে দেখলে অন্তর তার সঙ্গে আটকে যায়, দৃষ্টি তার ওপর স্থির হয়ে থাকে, চোখ ফেরাতে কষ্ট হয় — এটাই ভালোবাসার লক্ষণ।

◆ বিয়ে করতে চাইলে

- ১ পাত্রীকে দেখে নেওয়া
মুস্তাহাব
- ২ দ্বীনদার নারী
সৌন্দর্যের সঙ্গে বেছে নেওয়া
- ৩ আসক্তির বিপদে থাকলে
সম্ভব ও জায়েজ হলে তাকেই বিয়ের চেষ্টা
- ৪ তা না হলে
যাকে দেখলে অন্তরে দাগ কাটে

লেখকের পরামর্শ

আতা আল-খোরাসানি বলেছেন: "তাওরাতে লেখা আছে — অন্তরের টান ছাড়া যে বিয়ে হয়, তা কিয়ামত পর্যন্ত আফসোস আর অনুশোচনা।"

◆ এক নজরে

- ★ যুবকেরা: সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করুক, না থাকলে রোজা রাখুক
- ★ নবী উসমান ইবনু মাযউনকে তাবাতুল করতে নিষেধ করলেন
- ★ তাউস: স্ত্রী পুরুষের দ্বীনের অর্ধেক
- ★ ইমাম আহমাদ: অবিবাহিত থাকা ইসলামের কোনো অংশ নয়
- ★ পাত্রীকে দেখে নেওয়া মুস্তাহাব
- ★ সৌন্দর্যের সঙ্গে দ্বীনদার নারীকে বেছে নেওয়া উচিত

◆ যাচাই করুন

1. যার বিয়ের সামর্থ্য নেই, হাদিস অনুযায়ী সে কী করবে?

ক. রোজা রাখবে

খ. তাবাতুল করবে

2. হাদিসে রোজা কীসের মতো বলা হয়েছে?

ক. ঢালস্বরূপ

খ. বোঝাস্বরূপ

3. তাবাতুল মানে কী?

ক. বিয়ে করে ইবাদত করা

খ. বিয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইবাদতে লেগে থাকা

4. পাত্রীকে দেখে নেওয়া সম্পর্কে লেখক কী বলেছেন?

ক. ফরজ

খ. মুস্তাহাব

গ. হারাম

5. ইমাম আহমাদ অবিবাহিত থাকা সম্পর্কে কী বলেছেন?

ক. ইসলামের কোনো অংশ নয়

খ. সর্বোত্তম পথ

উত্তর: ১-ক, ২-ক, ৩-খ, ৪-খ, ৫-ক

অধ্যায় ৩৩ সমাপ্ত

পর্ব ৪ · অধ্যায় ৩৪

যে ব্যক্তি কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, তার নিন্দা

অধ্যায় ৩৪

এই অধ্যায়ের উৎস

এই সংস্করণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদে অধ্যায় ৩৪-৩৬ ছিল না। এই অধ্যায়টি একই কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে নেওয়া — সনদ বাদ দিয়ে, মূল বক্তব্য অপরিবর্তিত রেখে।

ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

ইবনে উমর (রা.) থেকে অন্য সূত্রে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোনো দাসকে তার মনিবদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে আমানতের নামে শপথ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। আর যে কারও স্ত্রী বা অধীনস্থকে তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে নষ্ট করে, সে আমার দলভুক্ত নয়; আর যে কোনো দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে নষ্ট করে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে অন্য সূত্রে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো খাদেমকে তার মনিবপরিবারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়; আর যে কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে নষ্ট করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

◆ হাদিসে কাদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা

সে আমাদের দলভুক্ত নয়

নারী

স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা

দাস

মনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা

স্ত্রী বা অধীনস্থ

তার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা

খাদেমা

মনিবপরিবারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা

বিভিন্ন বর্ণনায় যেভাবে এসেছে

বনি ইসরাইলের কোদালওয়ালা ও তার স্ত্রীর কাহিনি

মাইসারা থেকে বর্ণিত: বনি ইসরাইলের ইবাদতগুজারদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে কোদাল দিয়ে কাজ করত। তার ছিল বনি ইসরাইলের সবচেয়ে সুন্দরী নারীদের একজন স্ত্রী। বনি ইসরাইলের এক স্বৈরাচারী শাসকের কাছে তার সৌন্দর্যের খবর পৌঁছাল। সে এক বৃদ্ধাকে পাঠিয়ে বলল: "তাকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করো এবং তাকে বলো—তুমি কি এমন লোকের কাছে থাকতে সন্তুষ্ট, যে কোদাল দিয়ে কাজ করে? তুমি যদি আমার কাছে থাকতে, তবে আমি তোমাকে সোণায় সাজাতাম, রেশমে পরিয়ে দিতাম এবং খাদেম দিতাম।" (বৃদ্ধা ঐ কথাই) বোঝাল। তখন সে (স্ত্রী) তাকে (বৃদ্ধাকে)— (পাঠ অস্পষ্ট: বাক্যটি এখানে অসম্পূর্ণ)

আগে সে তার ইফতার তার সামনে এগিয়ে দিত এবং তার জন্য বিছানা পেতে দিত; কিন্তু (এখন) সে তা করল না এবং তার প্রতি বদলে গেল। লোকটি বলল: "ওগো, এ কেমন স্বভাব, যা আমি চিনি না?" সে বলল: "তুমি যা দেখছ, তা-ই।" লোকটি বলল: "তবে তুমি তালাক।" এরপর বনি ইসরাইলের সেই স্বৈরাচারী শাসক তাকে বিয়ে করল। যখন সে তার কাছে প্রবেশ করল এবং পর্দা ফেলে দেওয়া হলো, তখন সে অন্ধ হয়ে গেল এবং সে-ও অন্ধ হয়ে গেল। সে তাকে স্পর্শ করার জন্য হাত বাড়াল, ফলে তার হাত শুকিয়ে গেল; আর নারীটিও হাত বাড়াল, তাকে স্পর্শ করার জন্য, ফলে তার হাতও শুকিয়ে গেল; তারা বধির ও বোবা হয়ে গেল এবং তাদের কাছ থেকে কামনা ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

সকাল হলে পর্দা তোলা হলো, তখন দেখা গেল তারা বধির, অন্ধ ও বোবা। তাদের খবর বনি ইসরাইলের নবীর কাছে পৌঁছানো হলো, আর নবী তাদের খবর আল্লাহ তাআলার কাছে তুলে ধরলেন। তখন আল্লাহ বললেন: "আমি তাদের কখনও ক্ষমা করব না; কারণ তারা ভেবেছিল—কোদালওয়ালার প্রতি তারা যা করেছে, তা আমার দৃষ্টির আড়ালে ছিল।"

আমাদের কাছে এই কাহিনি সালমান ফারসি (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত: বনি ইসরাইলের মধ্যে এক সুন্দরী নারী ছিল। সে ছিল এমন এক ব্যক্তির স্ত্রী, যে কোদাল দিয়ে কাজ করত। সে রাতে (বাড়ি) এলে নারীটি তার খাবার এগিয়ে দিত এবং তার বিছানা পেতে দিত।

সেই যুগের বাদশাহর কাছে তার খবর পৌঁছাল। তিনি তার কাছে বনি ইসরাইলের এক বৃদ্ধাকে পাঠালেন। বৃদ্ধা তাকে বলল, "এই যে লোকটি কোদাল চালিয়ে কাজ করে, একে নিয়ে তুমি কী করছ? তুমি যদি বাদশাহর কাছে থাকতে, তিনি তোমাকে রেশম পরাতেন আর রেশমি গালিচা বিছিয়ে দিতেন।"

কথাটি যখন তার কানে গুঁথে গেল, রাতে তার স্বামী এলে সে তাকে খাবার দিল না, বিছানাও পেতে দিল না। স্বামী বললেন, "ওগো, এ কেমন স্বভাব?" সে বলল, "যা দেখছ, তা-ই।"

স্বামী বললেন, "আমি কি তোমাকে তালাক দেব?" সে বলল, "হ্যাঁ।" তিনি তাকে তালাক দিলেন। তখন সেই বাদশাহ তাকে বিয়ে করলেন। বাসরের জন্য তাকে যখন তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো, তিনি তার দিকে তাকাতেই অন্ধ হয়ে গেলেন; আর তার দিকে হাত বাড়তেই হাত শুকিয়ে গেল। সেই যুগের নবী তাঁদের দুজনের খবর মহান আল্লাহর কাছে পেশ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে ওহি পাঠালেন, "তাদের জানিয়ে দাও, আমি তাদের দুজনকে ক্ষমা করব না। তারা কি জানত না যে, কোদালওয়ালার লোকটির সঙ্গে তারা যা করেছে, তা আমার চোখের সামনেই ছিল?"

আবু মুসলিম খাওলানি ও তাঁর স্ত্রীর ঘটনা

উসমান ইবনে আতার পিতা থেকে বর্ণিত: আবু মুসলিম খাওলানি যখন মসজিদ থেকে নিজের বাড়িতে ফিরতেন, তখন বাড়ির দরজায় তাকবির বলতেন, আর তাঁর স্ত্রীও তাকবির বলে জবাব দিতেন। উঠানে পৌঁছে তাকবির বলতেন, স্ত্রী তাঁকে জবাব দিতেন। ঘরের দরজায় পৌঁছে তাকবির বলতেন, স্ত্রী জবাব দিতেন। এক রাতে তিনি ফিরে বাড়ির দরজায় তাকবির বললেন, কেউ জবাব দিল না। উঠানে এসে তাকবির বললেন, কেউ জবাব দিল না। ঘরের দরজায় এসে তাকবির বললেন, কেউ জবাব দিল না। অথচ তিনি ঘরে ঢুকলে তাঁর স্ত্রী তাঁর চাদর ও জুতাজোড়া নিয়ে নিতেন, তারপর তাঁর খাবার এনে দিতেন।

তিনি বলেন: তিনি ঘরে ঢুকে দেখলেন, ঘরে কোনো প্রদীপ নেই, আর তাঁর স্ত্রী ঘরে মাথা নিচু করে বসে হাতের একটি কাঠি দিয়ে মাটি খুঁটছেন।

তিনি তাকে বললেন, "তোমার কী হয়েছে?" সে বলল, "মুআবিয়ার কাছে আপনার একটা মর্যাদা আছে, অথচ আমাদের কোনো খাদেম নেই। আপনি যদি তাঁর কাছে চাইতেন, তিনি আমাদের একজন খাদেম দিতেন এবং আপনাকেও দান করতেন।"

তিনি বললেন, "হে আল্লাহ, যে আমার স্ত্রীকে আমার বিরুদ্ধে বিগড়ে দিয়েছে, তার দৃষ্টি অন্ধ করে দিন।"

তিনি বলেন: এর আগে এক নারী তার কাছে এসে বলেছিল, "তোমার স্বামীর মুআবিয়ার কাছে মর্যাদা আছে। তুমি যদি তাঁকে বলতে, তিনি যেন মুআবিয়ার কাছে চান—তিনি তাঁকে খাদেম দেবেন, দান করবেন, তাহলে তোমরা স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারতে।"

তিনি বলেন: সেই নারী যখন নিজের ঘরে বসে ছিল, হঠাৎ সে নিজের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিকতা টের পেল। সে বলল, "তোমাদের প্রদীপের কী হলো, নিভে গেছে নাকি?" তারা বলল, "না।" তখন সে নিজের অপরাধ বুঝতে পারল। সে কাঁদতে কাঁদতে আবু মুসলিমের কাছে এসে অনুরোধ করল, তিনি যেন মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, যাতে তিনি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন।

তিনি বলেন: আবু মুসলিম তার প্রতি দয়া করলেন এবং মহান আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন।

◆ এক নজরে

- ★ হাদিসে বলা হয়েছে: স্বামীর বিরুদ্ধে নারীকে প্ররোচিত করলে সে আমাদের দলভুক্ত নয়
- ★ দাসকে মনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা একই কথার অন্তর্ভুক্ত
- ★ আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায় শব্দ এসেছে: নষ্ট করা
- ★ বনি ইসরাইলের কোদালওয়ালার কাহিনিতে বৃদ্ধার প্ররোচনার বিবরণ আছে
- ★ আবু মুসলিম স্ত্রীকে বিগড়ে দেওয়া ব্যক্তির দৃষ্টি অন্ধ করার দোয়া করেন
- ★ সেই নারী অপরাধ বুঝে এলে তিনি তার জন্য দোয়া করেন; আল্লাহ দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন

◆ যাচাই করুন

1. প্ররোচনাকারী সম্পর্কে হাদিসে কী বলা হয়েছে?

ক. সে আমাদের দলভুক্ত নয়

খ. সে আমাদের অগ্রগামী

গ. তার কোনো দোষ নেই

2. আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায় নারীকে স্বামীর বিরুদ্ধে কী করার কথা?

ক. সাহায্য করা

খ. নষ্ট করা

গ. উপদেশ দেওয়া

3. আবু মুসলিমের স্ত্রী মুআবিয়ার কাছে কী চাইতে বলেছিলেন?

ক. একজন খাদেম

খ. একটি বাড়ি

গ. একটি কিতাব

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-ক

অধ্যায় ৩৪ সমাপ্ত

পর্ব ৪ · অধ্যায় ৩৫

ইশকের স্বরূপ ও প্রকৃত অর্থের বিবরণ

অধ্যায় ৩৫

এই অধ্যায়ের উৎস

এই সংস্করণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদে অধ্যায় ৩৪-৩৬ ছিল না। এই অধ্যায়টি একই কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে নেওয়া — সনদ বাদ দিয়ে, মূল বক্তব্য অপরিবর্তিত রেখে।

এ বিষয়ে মানুষের বক্তব্য নানা রকম।

তাদের অধিকাংশই ইশককে তার কারণের নামে অথবা তা যে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়, তার নামে অভিহিত করেছে।

এ বিষয়ে প্রাচীনদের বক্তব্যের বিবরণ

আফলাতুন বলেছেন: ইশক হলো চিন্তাভাবনা ছাড়াই শূন্য মনের আন্দোলন। ইউজানিস (ডায়োজিনিস)-কে ইশক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: এটা মন্দ নির্বাচন, যা কোনো শূন্য মনকে পেয়ে বসেছে। আরিস্তোতালিস (অ্যারিস্টটল) বলেছেন: ইশক হলো প্রিয়জনের দোষত্রুটি অনুভব করার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের অন্ধত্ব। ফিসাগোরাস (পিথাগোরাস) বলেছেন: ইশক এমন এক লোভ, যা হৃদয়ে জন্ম নেয়, নড়াচড়া করে ও বাড়তে থাকে; তারপর তা লালিত হয় এবং তার সঙ্গে আকাজক্ষার নানা উপাদান জমা হয়। যতই তা শক্তিশালী হয়, তার অধিকারী ততই উত্তেজনা, অনমনীয়তা ও লোভের বাড়বাড়িতে এবং আশা-আকাজক্ষা নিয়ে ভাবনায় ও পাওয়ার তীব্র কামনায় বেড়ে চলে, এমনকি শেষে তা তাকে অস্থির করে তোলা দুশ্চিন্তার দিকে নিয়ে যায়।

এই অর্থেই মুতানাব্বি বলেছেন:

ইশক তো কেবল ধোঁকা আর লোভ ছাড়া কিছু নয়, ... হৃদয় নিজেকে তার সামনে পেশ করে আর আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

আবু বকর ইবনুল মারযুবান থেকে বর্ণিত: প্রজ্ঞাবান সফ্রেটিস বলেছেন, ইশক এক ধরনের উন্মাদনা, আর তা নানা রঙের, যেমন উন্মাদনা নানা রঙের।

মুযাফফার ইবনে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত: কোনো এক দার্শনিক বলেছেন: ইশকের চেয়ে বেশি বাতিলের সদৃশ কোনো সত্য এবং ইশকের চেয়ে বেশি সত্যের সদৃশ কোনো বাতিল আমি দেখিনি। এর তামাশা আসলে গুরুতর, আর এর গুরুতরতা আসলে তামাশা; এর শুরু খেলা, আর শেষ ধ্বংস।

ইবনে আয়িশা বলেন: নিপুণ বলে খ্যাত এক চিকিৎসককে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইশক কী? তিনি বললেন, শূন্য হৃদয়ের ব্যস্ততা।

ইবনুল জাওযি: কেউ কেউ এমন মতও পোষণ করেছেন যে, এটি মালিখুলিয়ার (বিষণ্ণতা-রোগের) মতো এক ধরনের অলীক ভাবনাজাত রোগ।

প্রাচীনদের বক্তব্য

ইশক কী?

আফলাতুন

চিন্তাভাবনা ছাড়াই শূন্য মনের আন্দোলন

ইউজানিস

মন্দ নির্বাচন, যা শূন্য মনকে পেয়ে বসেছে

আরিস্তোতালিস

প্রিয়জনের দোষ অনুভবে ইন্দ্রিয়ের অন্ধত্ব

ফিসাগোরাস

হৃদয়ে জন্ম নেওয়া লোভ, যা বাড়তে থাকে

সক্রেটিস

এক ধরনের উন্মাদনা, নানা রঙের

এক দার্শনিক

এর শুরু খেলা, আর শেষ ধ্বংস

নিপুণ চিকিৎসক

শূন্য হৃদয়ের ব্যস্ততা

কেউ কেউ

মালিখুলিয়ার মতো অলীক ভাবনাজাত রোগ

প্রত্যেকের বক্তব্য যেভাবে অধ্যায়ে আছে

এ বিষয়ে ইসলামি যুগের মনীষীদের বক্তব্যের বিবরণ

আবুল আলিয়া শামি থেকে বর্ণিত: আমিরুল মুমিনিন ইয়াহইয়া ইবনে আকসামকে ইশক কী তা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এ হলো কিছু আকস্মিক ভাবনা, যা মানুষের মনে উদ্ভূত হয়; তখন তার হৃদয় সেগুলো নিয়ে উদ্ভিন্ন হয় আর তার মন সেগুলোকে প্রাধান্য দেয়। তিনি বলেন, তখন সুমামা তাঁকে বললেন, ইয়াহইয়া, চুপ করুন! তালাকের মাসআলায়, কিংবা ইহরামধারী ব্যক্তি হরিণ শিকার করলে বা পিপড়া মারলে—এসবের জবাব দেওয়াই আপনার কাজ। আর এসব বিষয় তো আমাদেরই মাসআলা।

তখন মামুন তাঁকে বললেন, "সুমামা, তুমি বলো, ইশক কী?"

সুমামা তাঁকে বললেন: ইশক এক উপভোগ্য সহচর, এক অন্তরঙ্গ বন্ধু, এক রাজাধিরাজ সঙ্গী। এর পথগুলো সূক্ষ্ম, এর মতবাদগুলো দুর্বোধ্য, এর বিধানগুলো অবিচারপূর্ণ। দেহসমূহ ও তাদের প্রাণ, হৃদয়সমূহ ও তাদের ভাবনা, চোখসমূহ ও তাদের দৃষ্টি, বুদ্ধিসমূহ ও তাদের মতামত—সবকিছুর ওপরই সে কর্তৃত্ব করে। এগুলোর আনুগত্যের লাগাম ও পরিচালনার রশি তাকে দেওয়া হয়েছে। তার প্রবেশপথ দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকে, আর হৃদয়ে তার চলার পথ অন্ধকার।

মামুন তাঁকে বললেন, "আল্লাহর কসম, সুমামা, চমৎকার বলেছ!" এবং তাঁকে এক হাজার দিনার দেওয়ার আদেশ দিলেন।

ফযল ইবনে ইয়াকুব থেকে বর্ণিত: সুমামা ইবনে আশরাস ও ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম যখন মামুনের কাছে একত্র হলেন, তিনি ইয়াহইয়াকে বললেন, "আমাকে বলুন তো, ইশক কী?" তিনি বললেন, আমিরুল মুমিনিন, এ হলো কিছু আকস্মিক ভাবনা, যা প্রেমিকের মনে উদ্ভূত হয়; সে সেগুলোকে প্রাধান্য দেয় ও সেগুলোতে বিভোর হয়; এর নাম ইশক।

সুমামা তাঁকে বললেন, ইয়াহইয়া, ফিকহের মাসআলায় আপনি যতটা পারদর্শী, এ বিষয়ে ততটা নন; আর এ বিষয়ে আমরা আপনার চেয়ে অধিক নিপুণ।

মামুন বললেন, "তাহলে তোমার কাছে যা আছে, পেশ করো।"

তিনি বললেন: আমিরুল মুমিনিন, সাদৃশ্যের সংযোগে যখন প্রাণসমূহের মূল সত্তা পরস্পর মিশে যায়, তখন উজ্জ্বল আলোর এক ঝলক জন্ম নেয়, যার দ্বারা বুদ্ধির দৃষ্টিশক্তি আলোকিত হয়। সেই ঝলক থেকে প্রাণের নিজস্ব, তার মূল সত্তার সঙ্গে যুক্ত এক বিশেষ আলোর রূপ গড়ে ওঠে; তার নাম ইশক।

মামুন তাঁকে বললেন, "তোমার পিতার কসম, এ-ই তো জবাব!"

আসমায়ি থেকে বর্ণিত: আমি হারুনুর রশিদের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, "আসমায়ি, আজ রাতে আমি জেগে কাটিয়েছি।" আমি বললাম, "আল্লাহ আমিরুল মুমিনিনের চোখ ঘুমে ভরে দিন, কীসের কারণে?"

তিনি বললেন, "আমি ইশক নিয়ে ভাবছিলাম, এটা কী দিয়ে গঠিত—কিন্তু তার হৃদিস পেলাম না। আমাকে এর বর্ণনা দাও, যাতে একে আমি একটি আকারবিশিষ্ট দেহ বলে কল্পনা করতে পারি।"

আসমায়ি বলেন: আল্লাহর কসম, এর আগে এ বিষয়ে আমার কাছে কিছুই ছিল না। আমি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইলাম, তারপর বললাম, "জি হ্যাঁ, আমার মনিব! সমধর্মী স্বভাবগুলো যখন পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালায় এবং সমরূপ প্রাণগুলো মিশে

যায়, তখন উজ্জ্বল আলোর এক ঝলক জ্বলে ওঠে, যা দিয়ে বুদ্ধি আলোকিত হয় এবং যার দীপ্তিতে জীবনের স্বভাবগুলো কেঁপে ওঠে। সেই আলো থেকে প্রাণের নিজস্ব, তার মূল সত্তার সঙ্গে যুক্ত এক বিশেষ গুণ গড়ে ওঠে; তার নাম ইশক।"

তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, চমৎকার বলেছে! ওহে বালক, একে দাও, একে দাও, একে দাও!"

আমাকে ত্রিশ হাজার দিরহাম দেওয়া হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর মাদিনি বলেন: আমি আবু যুহাইর মাদিনিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইশক কী? তিনি বললেন, উন্মাদনা ও লাঞ্ছনা; আর এ হলো রুচিমানদের রোগ।

আবুল ফযল মারওয়ারুযি থেকে বর্ণিত: এক বেদুইন ভালোবাসার বর্ণনা দিয়ে বলল, এটা যদি উন্মাদনার এক প্রকার না-ও হয়, তবু এ তো জাদুর নির্যাস।

আসমাযি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: ইশক নিয়ে মানুষ অনেক কথা বলেছে, কিন্তু আরবের এক নারীর কথার চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর কিছু আমি শুনি। তাঁকে ইশক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, "লাঞ্ছনা ও উন্মাদনা।"

ইবনুল জাওযি: এটি ইশকের ফল ও পরিণামের বর্ণনা।

আর সঠিক কথা হলো: ইশক হলো এমন কোনো রূপের প্রতি মনের তীব্র আকর্ষণ, যা তার স্বভাবের অনুকূল। অতঃপর সে-বিষয়ে তার চিন্তা যখন প্রবল হয়, তখন সে তা পাওয়ার কল্পনা করে ও তা কামনা করে। ফলে চিন্তার তীব্রতা থেকে একটি রোগ নতুন করে জন্ম নেয়।

◆ ইবনুল জাওযির সঠিক কথা

- ১ রূপের প্রতি আকর্ষণ
স্বভাবের অনুকূল রূপের প্রতি মনের তীব্র আকর্ষণ
- ২ প্রবল চিন্তা
সে-বিষয়ে তার চিন্তা প্রবল হয়
- ৩ কল্পনা ও কামনা
সে তা পাওয়ার কল্পনা করে ও কামনা করে
- ৪ রোগের জন্ম
চিন্তার তীব্রতা থেকে একটি রোগ নতুন করে জন্ম নেয়

লেখকের নিজের সংজ্ঞা

পরিচ্ছেদ: ইশকের স্তরসমূহের বিবরণ

প্রথমে সেই ব্যক্তিকে ভালো লাগার অনুভূতি জন্মে; তারপর তা তার নৈকট্য লাভের ইচ্ছা টেনে আনে; তারপর আসে মাওয়াদা (প্রীতি), অর্থাৎ সে চায় যদি তাকে অধিকার করতে পারত। তারপর প্রীতি জোরালো হয়ে মাহাব্বা (ভালোবাসা) হয়, তারপর খুল্লা (গভীর বন্ধুত্ব), তারপর হাওয়া (আসক্তি)—তখন তা তার অধিকারীকে প্রিয়জনের প্রিয় বিষয়গুলোর দিকে আত্মসংবরণ ছাড়াই টেনে নিয়ে যায়। তারপর হয় ইশক, তারপর তাতাইয়ুম। আর তাতাইয়ুম এমন এক অবস্থা, যাতে প্রিয়জন প্রেমিকের মালিক হয়ে যায়; তার হৃদয়ে প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ থাকে না। এ থেকেই "তাইয়ামাল্লাহ" (আল্লাহ তাকে বন্দি-দাস করেছেন) কথাটি এসেছে।

◆ প্রথম বিবরণে ইশকের স্তর

- ১ ভালো লাগা
সেই ব্যক্তিকে ভালো লাগার অনুভূতি
- ২ নৈকট্যের ইচ্ছা
ভালো লাগা নৈকট্য লাভের ইচ্ছা টেনে আনে
- ৩ মাওয়াদা
সে চায় যদি তাকে অধিকার করতে পারত
- ৪ মাহাব্বা, খুল্লা
প্রীতি জোরালো হয়ে মাহাব্বা, তারপর খুল্লা
- ৫ হাওয়া
আত্মসংবরণ ছাড়াই প্রিয়জনের প্রিয় বিষয়ের দিকে টানে
- ৬ ইশক, তাতাইয়ুম
তাতাইয়ুমে প্রিয়জন প্রেমিকের মালিক হয়ে যায়
- ৭ ওয়ালাহ
বিচার-বিবেচনার অবস্থা থেকে অচল হয়ে পড়া

অধ্যায়ের প্রথম বিবরণ অনুযায়ী

তারপর তাতাইয়ুম আরও বাড়ে এবং তা ওয়ালাহ হয়ে যায়। ওয়ালাহ হলো শৃঙ্খলার সীমা থেকে বেরিয়ে যাওয়া এবং বিচার-বিবেচনার অবস্থাসমূহ থেকে অচল হয়ে পড়া।

কোনো কোনো আলিম বলেছেন: ইশকের প্রথম স্তর হলো প্রিয়জনের প্রতি ঝোঁক; তারপর আসক্তি দৃঢ় হয়ে প্রীতি হয়; তারপর সান্নিধ্যে তা বাড়ে এবং রুঢ়তা ও কষ্টে তা ক্ষয়ে যায়; তারপর খুল্লা; তারপর সাবাবা—এটি আগ্রহের কোমলতা, ঘনিষ্ঠতা একে জন্ম দেয়, মমতা একে জাগিয়ে তোলে, আর স্মরণ একে উত্তেজিত করে। তারপর তা ইশক হয়, আর সেটিই সর্বোচ্চ প্রকার।

এর সূচনা বোধশক্তিকে স্বচ্ছ করে ও বুদ্ধিকে মার্জিত করে। যেমন যুর-রিয়াসাতাইন তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন: "তোমরা ইশক করো, তবে হারামের প্রতি ইশক করো না। কারণ হালালের ইশক আড়ষ্ট জিহ্বা খুলে দেয়, জড়তা দূর করে, কৃপণের হাতকে দানশীল করে, পরিচ্ছন্নতায় উদ্বুদ্ধ করে এবং মেধার দিকে ডাকে।"

তারপর যখন তা বেড়ে যায়, তখন দেহ রোগাক্রান্ত হয়; আরও বাড়লে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়, বিচার-বিবেচনা লোপ পায় এবং বুদ্ধি নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর তা আরও উপরে উঠে ওয়ালাহ হয়। ওয়ালাহর অধিকারীকে বলা হয় মুদাল্লাহ, মুসতাহাম, মুসতাহতির ও হাইরান। তারপর এর পরে আসে তাতাইয়ুম; তখন তাকে বলা হয় মুতাইয়াম। তাতাইয়ুম আসক্তির চূড়ান্ত সীমা ও ইশকের শেষ ধাপ।

আর তাতাইয়ুম থেকেই জন্ম নেয় প্রাণঘাতী রোগ ও সর্বগ্রাসী উন্মাদনা।

কোনো কোনো প্রজ্ঞাবান বলেছেন: ভালোবাসার প্রথম ধাপ আলাকা। এটি এমন একটি জিনিস, যা দৃষ্টি বা শ্রবণ ঘটায়; ফলে তা মনে উদ্ভূত হয়, চিন্তায় দেখা দেয় এবং হৃদয় তাতে প্রফুল্ল হয়। তারপর স্বভাব, জেদ ও অবিরাম স্মরণের ফলে তা বাড়তে থাকে। তারপর শক্তিশালী হয়ে তা হুব্ব (ভালোবাসা) হয়, তারপর হাওয়া, তারপর খুল্লা, তারপর ইশক, তারপর ওয়ালাহ; তখন তার অধিকারীকে বলা হয় মুদাল্লাহ, মুসতাহাম, মুসতাহতির, হাইম ও হাইরান। তারপর হয় তাতাইয়ুম, আর এটি ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর; কারণ তাতাইয়ুম মানে দাসত্ব। আর ওয়াজদ হলো ভালোবাসার ব্যথা; হাইমান হলো এমন লক্ষ্যের সন্ধানে ছুটে যাওয়া, যার কোনো শেষ নেই; আর কালাফ ও শাগাফ হলো লক্ষ্যের সন্ধানে নিমগ্নতা।

ফাররা বলেছেন: লাউআ হলো ভালোবাসা থেকে হৃদয়ের জ্বলুনি।

আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম বলেছেন: আলাকা হলো হৃদয়ের সঙ্গে লেগে থাকা ভালোবাসা; জাওয়া হলো অন্তরের আসক্তি; লাউআ হলো আসক্তির জ্বলুনি; লাঈজ হলো দন্ধকারী আসক্তি; শাগাফ হলো ভালোবাসা হৃদয়ের শাগাফ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া— শাগাফ হলো হৃদয়ের নিচে থাকা একটি আবরণ। তাই ইয়ুম হলো আসক্তি যাকে দাস বানিয়ে ফেলে; এ থেকেই "তাইয়ামাল্লাহ" এবং "রাজুলুন মুতাইয়াম" (দাসত্বে আবদ্ধ পুরুষ)। তাবল হলো আসক্তি যাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলে; বলা হয় "রাজুলুন মাতবুল"। তাদলিহ হলো আসক্তির কারণে বুদ্ধি লোপ পাওয়া; বলা হয় "মুদাল্লাহ"। হুয়ুম হলো দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে ছুটে যাওয়া। আর শাগাফ হলো ভালোবাসা হৃদয়কে পুড়িয়ে দেওয়া, তবে সঙ্গে এক ধরনের স্বাদও সে পায়; এটি লাউআর সদৃশ।

আবু বকর ইবনুল আনবারি বলেছেন: কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বিষয়ে বুদ্ধি হারায় এবং তার সমস্ত মনোযোগ সেদিকে ঘুরে যায়, তখন বলা হয় "ইসতাহতারা ফুলানুন বিকায়া" (অমুক ব্যক্তি এ বিষয়ে আত্মহারার হয়ে গেছে)।

আবু আবদুল্লাহ ইবনে আরাফা বলেছেন: ভালোবাসার আগে ইরাদা (ইচ্ছা), তারপর মাহাব্বা, তারপর হাওয়া, তারপর ইশক, তারপর তাইয়ুম। এবং তিনি নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন:

হায় লোকসকল! আর কত তিরস্কার করা হবে আগ্রহীকে, ... অথচ মর্ম তো আসক্তির দিকেই বয়ে চলেছে।

আমার দয়া মমতা, আমার ভালোবাসা ইশক, ... আর আমার আগ্রহ এক সাবাবা, যা সহ্য করা যায় না।

ইবনে দুরাইদ বলেছেন: সাবাবা হলো আসক্তির কোমলতা। আর "হুব্ব" শব্দটির উৎপত্তি "আহাব্বাল বাঈর" থেকে—উট যখন ক্লান্তিতে বসে পড়ে।

পরিচ্ছেদ

জেনে রাখো, মাহাব্বা হলো জাতি আর ইশক তার প্রকার; কারণ মানুষ তার পিতাকে ও পুত্রকে ভালোবাসে, কিন্তু সেই ভালোবাসা প্রেমিকের মতো তাকে আত্মবিনাশে উদ্ধুদ্ধ করে না।

বর্ণিত আছে, এক প্রেমিক তার ভালোবাসার দাসীর দিকে তাকাল। অমনি তার বুক কেঁপে উঠল এবং সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। কোনো এক প্রজ্ঞাবানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তার কী হয়েছে? তিনি বললেন, সে তার প্রিয়জনের দিকে তাকিয়েছে, ফলে তার হৃদয় প্রসারিত হয়ে গেছে, আর হৃদয়ের সেই প্রসারণে দেহ কেঁপে উঠেছে।

তাকে বলা হলো, আমরাও তো আমাদের পরিবারকে ভালোবাসি, অথচ আমাদের এমন হয় না। তিনি বললেন, সেটা বুদ্ধির ভালোবাসা, আর এটা প্রাণের ভালোবাসা।

বুদ্ধির বনাম প্রাণের ভালোবাসা

বুদ্ধির ভালোবাসা	প্রাণের ভালোবাসা
পরিবারকে ভালোবাসলেও এমন হয় না	প্রিয়জনকে দেখে হৃদয় প্রসারিত, দেহ কেঁপে ওঠে
পিতা ও পুত্রের ভালোবাসা আত্মবিনাশে উদ্ধুদ্ধ করে না	প্রেমিকের মতো আত্মবিনাশে উদ্ধুদ্ধ করে

প্রজ্ঞাবানের জবাব ও লেখকের কথা অনুযায়ী

মুবাররাদ বলেন, আমি জাহিয়কে বলতে শুনেছি: প্রতিটি ইশককে ভালোবাসা বলা যায়, কিন্তু প্রতিটি ভালোবাসাকে ইশক বলা যায় না। কারণ ইশক হলো সেই নাম, যা ভালোবাসার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু জন্য প্রযোজ্য; যেমন ইসরাফ (অপচয়) হলো দানশীলতার সীমা অতিক্রম করার নাম, বুখল (কৃপণতা) হলো মিতব্যয়ের চেয়ে কম করার নাম, জুবন (ভীরা) হলো সতর্কতার তীব্রতার চেয়ে অতিরিক্ত করার নাম, আর হাওয়া (হঠকারিতা) হলো সাহসিকতার চেয়ে অতিরিক্ত করার নাম।

◆ এক নজরে

- ★ ইশক সম্পর্কে মানুষের বক্তব্য নানা রকম
- ★ অধিকাংশ ইশককে তার কারণ বা পরিণতির নামে অভিহিত করেছে
- ★ ইবনুল জাওযির মতে ইশক স্বভাবের অনুকূল রূপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ
- ★ চিন্তার তীব্রতা থেকে একটি রোগ নতুন করে জন্ম নেয়
- ★ প্রথম বিবরণে ভালো লাগা থেকে ওয়ালাহ পর্যন্ত স্তর আছে
- ★ জাহিয়: প্রতিটি ইশককে ভালোবাসা বলা যায়, প্রতিটি ভালোবাসাকে ইশক নয়

◆ যাচাই করুন

1. ইবনুল জাওযির সঠিক কথা অনুযায়ী চিন্তার তীব্রতা থেকে কী জন্ম নেয়?

ক. একটি ঋণ

খ. একটি রোগ

গ. একটি বিধান

2. সফ্রেটিসের বর্ণনায় ইশক কী?

ক. জ্ঞানের ফল

খ. সম্পদের নাম

গ. এক ধরনের উন্মাদনা

3. তাতাইয়ুম অবস্থায় কী ঘটে?

ক. প্রিয়জন প্রেমিকের মালিক হয়ে যায়

খ. প্রেমিক প্রিয়জনের মালিক হয়

গ. ইশক শেষ হয়ে যায়

4. জাহিযের কথায় কোনটি ঠিক?

ক. প্রতিটি ইশককে ভালোবাসা বলা যায়

খ. প্রতিটি ভালোবাসাকে ইশক বলা যায়

গ. ভালোবাসা ও ইশক কখনো মেলে না

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ক

অধ্যায় ৩৫ সমাপ্ত

পর্ব ৪ · অধ্যায় ৩৬

ভালোবাসা ও ইশকের কারণের বিবরণ

অধ্যায় ৩৬

এই অধ্যায়ের উৎস

এই সংস্করণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদে অধ্যায় ৩৪-৩৬ ছিল না। এই অধ্যায়টি একই কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে নেওয়া — সনদ বাদ দিয়ে, মূল বক্তব্য অপরিবর্তিত রেখে।

প্রাচীন প্রজ্ঞাবানরা উল্লেখ করেছেন যে, প্রাণ তিন প্রকার: নাফসে নাতিকা (বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণ), যার ভালোবাসা জ্ঞানার্জন ও গুণাবলি অর্জনের দিকে ধাবিত;

নাফসে হাইওয়ানিয়া আসাবিয়া (প্রাণীসুলভ ক্রোধী প্রাণ), যার ভালোবাসা জবরদস্তি, বিজয় ও নেতৃত্বের দিকে ধাবিত;

এবং নাফসে শাহওয়ানিয়া (কামনাসর্বস্ব প্রাণ), যার ভালোবাসা পানাহার ও বিবাহ-মিলনের দিকে ধাবিত।

আমরা এখন এই কামনাসর্বস্ব প্রাণের ইশক ব্যাখ্যা করতে শুরু করছি। আমরা বলি: ইশকের কারণ হলো প্রাণ তার স্বভাবের অনুকূল কিছু পেয়ে তাকে ভালো মনে করে ও তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এই পাওয়ার অধিকাংশ কারণ হলো দৃষ্টি; তবে তা ক্ষণিক চাহনি দ্বারা হয় না, বরং স্থির দৃষ্টি ও বারবার তাকানোর মাধ্যমে হয়। প্রিয়জন যখন চোখের আড়াল হয়, প্রাণ তাকে খোঁজে ও তার নৈকট্য চায়; তারপর তাকে উপভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। ফলে অনুপস্থিতিতেও তার চিন্তা তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সে তার রূপ কল্পনায় উপস্থিত করে নেয় এবং তার সবটুকু মনোযোগ তার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। চিন্তা সেই বিষয়ের দিকে ঘুরে যাওয়ার কারণে এ থেকে নানা রোগ নতুন করে জন্ম নেয়। আর দৈহিক কামনা যতই প্রবল হয়, সে-বিষয়ে চিন্তাও ততই প্রবল হয়।

লেখকের বর্ণনায় ইশকের ধাপ

- ১ স্বভাবের অনুকূল কিছু
প্রাণ তাকে ভালো মনে করে ও ঝুঁকে পড়ে
- ২ দৃষ্টি (অধিকাংশ কারণ)
ক্ষণিক চাহনি নয়, স্থির দৃষ্টি ও বারবার তাকানো
- ৩ আড়ালে খোঁজা
প্রিয়জন আড়াল হলে প্রাণ তাকে খোঁজে
- ৪ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা
তারপর তাকে উপভোগের আকাঙ্ক্ষা করে
- ৫ কল্পনা ও চিন্তা
অনুপস্থিতিতেও রূপ কল্পনায় উপস্থিত
- ৬ রোগের জন্ম
চিন্তা ঘুরে যাওয়ায় নানা রোগ জন্মায়

অধ্যায়ের শুরুর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

পরিচ্ছেদ: ইশকের অন্যতম কারণ প্রেমকাব্য ও গান শোনা

কারণ তা প্রাণে নকশার মতো কিছু ছবি এঁকে দেয়; ফলে বর্ণিত রূপের একটি খামির তৈরি হয়ে ওঠে। তারপর দৃষ্টি যখন কোনো ভালো-লাগার রূপ পায়, প্রাণ সেই বর্ণনার সময় যা খুঁজছিল, তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে।

পরিচ্ছেদ: সমজাতীয় ছাড়া ইশক ঘটে না

কোনো কোনো প্রজ্ঞাবান উল্লেখ করেছেন যে, সমজাতীয় ছাড়া ইশক ঘটে না, আর তা দুর্বল এবং সবল হয় সাদৃশ্যের পরিমাণ অনুযায়ী। তিনি প্রমাণ হিসেবে নবী ﷺ-এর এই বাণী পেশ করেছেন: "প্রাণসমূহ সমবেত সেনাদল। তাদের মধ্যে যারা পরস্পর পরিচিত হয়েছে, তারা প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে; আর যারা অপরিচিত থেকেছে, তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে।"

তিনি বলেন: প্রাণসমূহ দেহের আগেই বিদ্যমান ছিল। তখন সমজাতি সমজাতির দিকে ঝুঁকছিল। পরে যখন তারা দেহে দেহে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, প্রতিটি প্রাণের মধ্যে তার নিকটবর্তী যারা ছিল, তাদের প্রতি ভালোবাসা রয়ে গেল। তাই কোনো প্রাণ যখন অন্য কোনো প্রাণের মধ্যে একধরনের সামঞ্জস্য দেখে, তখন সে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে, এই ধারণায় যে এ-ই হয়তো তার সেই সঙ্গী ছিল। সাদৃশ্য যদি গুণ ও ভাবের ক্ষেত্রে হয়, তবে তা বন্ধুত্ব ও প্রীতি; আর যদি রূপ-সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে হয়, তবে তা ইশক। কিছু মানুষের মধ্যে যে বিরক্তি ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দেখা যায়, তার কারণ হলো অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে দিয়েছে যে সমজাতীয়তা ও সামঞ্জস্য উঠে গেছে। এ প্রসঙ্গে তারা আবৃত্তি করেছেন:

কেউ জিজ্ঞাসা করল, কেমন করে তোমরা পরস্পরকে ত্যাগ করলে? ... আমি তখন ন্যায়সংগত একটি কথা বললাম:

সে আমার সমগোত্রীয় ছিল না, তাই তাকে ছেড়ে এসেছি, ... মানুষ তো নানা রকম, আর মিলও নানা রকম।

সাহল ইবনে আমর ফুকাইমি থেকে বর্ণিত: কোনো এক প্রজ্ঞাবানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন ভালোবাসা সবচেয়ে প্রবল? তিনি বললেন, দুই সমধর্মীর ভালোবাসা।

◆ সাদৃশ্য: গুণ ও রূপ

গুণ ও ভাবের সাদৃশ্য

রূপ-সম্পর্কিত সাদৃশ্য

বন্ধুত্ব ও প্রীতি

ইশক

কোনো কোনো প্রজ্ঞাবানের বক্তব্য অনুযায়ী

আহমদ ইবনে মুহাম্মদ গানাবি বলেন: আমি কুফায় গেলাম। সেখানকার রুচিমান লোকেরা আমার কাছে এসে বলল, এখানে দুই তরুণ আছে, যারা পরস্পরকে ভালোবাসত; তাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আমরা তাকে দেখতে যেতে চাই।

আমি বললাম, "আমাকেও নিয়ে চলো; তোমরা অসুস্থজনকে দেখবে, আর আমি সুস্থজনকে দেখব।" আমরা গিয়ে দেখলাম, এক তরুণ খাটে শুয়ে আছে, আর আরেক তরুণ তার ওপর ঝুঁকে বাতাস করছে এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের দেখে সে তার সঙ্গীর কাছ থেকে একটু সরে আমাদের জায়গা করে দিল। আমার সঙ্গীরা তার চারপাশে বসল, আর আমি সুস্থজনের মুখোমুখি বসলাম। অসুস্থজন যখন বলত, "উহ, আমার রানটা!" তখন সুস্থজনও বলত, "উহ, আমার রানটা!" যখন সে বলত, "উহ, আমার হাতটা!" তখন সুস্থজনও বলত, "উহ, আমার হাতটা!" শেষে লোকেরা বলল, সে মারা গেছে, আল্লাহ তার ওপর রহম করুন। তখন আমার সঙ্গীরা অসুস্থজনের চোয়াল বাঁধল, আর আমি সুস্থজনের চোয়াল বাঁধলাম। আমরা সেখান থেকে নড়িনি, যতক্ষণ না তাদের দুজনকে দাফন করলাম। আল্লাহ তাদের দুজনের ওপর রহম করুন।

সুওয়াইদ ইবনে নাসর থেকে বর্ণিত: ইবনুল মুবারক একটি দাসী কিনলেন এবং তাকে ভালোবেসে ফেললেন। তারপর তিনি হজে গেলেন এবং তাকে লিখলেন:

পুর্বের হাওয়া বয়ে এল, ... আর তোমার সুবাস বয়ে আনল আমার কাছে, তাই তোমার সুগন্ধ থেকে ... জীবনের মৃদুমন্দ বাতাস আমি শ্বাসে টেনে নিলাম।

তোমাকে এমন কল্পনা করলাম যে, ... নিজেকে যেন তোমার বাহুবন্ধনের মাঝেই পেলাম।

কেমন করে তোমাকে ভুলব, যখন আমার প্রাণ ... গড়া হয়েছে তোমার প্রাণের জাতেরই উপাদানে?

যুর-রিয়াসাতাইন, প্রীতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন: সাদৃশ্যের সংযোগে যখন প্রাণসমূহের মূল সত্তাগুলো কাছাকাছি আসে, তখন রুহের জগতে উজ্জ্বল আলোর এক বলক ছিদ্র করে ওঠে; সেটি তার প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়, যা দিয়ে বুদ্ধির দৃষ্টিসমূহ আলোকিত হয় এবং যার দীপ্তিতে জীবনের স্বভাবগুলো কেঁপে ওঠে। তা থেকে প্রাণের নিজস্ব, তার মূল সত্তার সঙ্গে যুক্ত এক গুণ গড়ে ওঠে; তার নাম ওদ (প্রীতি)।

আলি ইবনে উবাইদা বলেছেন: মাওয়াদ্দা হলো হৃদয়সমূহের পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রাণসমূহের মিলন, এবং গোপন কথা বিনিময়ের প্রতি প্রাণের আকুলতা, স্বভাবের গভীরে লুকানো বিষয়গুলো নিয়ে স্বস্তি লাভ, সাক্ষাতের অভাবে মানুষের একাকিত্ববোধ, এবং বেশি বেশি দেখা-সাক্ষাতে আনন্দের প্রকাশ। মূল সত্তার সাদৃশ্য অনুযায়ীই গুণাবলিতে মিল হয়ে থাকে।

পরিচ্ছেদ: বিবেকহীন বস্তুর মধ্যেও ঝাঁক

আর বিবেকহীন বস্তুর মধ্যেও এক জাতির প্রতি অপর জাতির ঝাঁক দেখা যায়।

আবু মাসলামা আল-মিনকারি বলেন: বসরায় আমাদের একটি খেজুরগাছ ছিল—তিনি তার সৌন্দর্য ও তার সুস্বাদু তাজা খেজুরের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন, তারপর গাছটি নষ্ট হয়ে গেল, এমনকি খেজুরগুলো শুকিয়ে অসার (শীস) হয়ে গেল। তিনি বলেন, তখন গাছের মালিক খেজুরগাছ চেনে এমন এক প্রবীণ বৃদ্ধকে ডাকলেন। তিনি গাছটির দিকে এবং তার চারপাশের খেজুরগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন: এটি তার কাছাকাছি থাকা ওই পুরুষ-খেজুরগাছটির প্রেমে পড়েছে। অতঃপর তার (পরাগ) থেকে গাছটিকে পরাগায়িত করা হলো, ফলে সেটি আগের সবচেয়ে সুন্দর অবস্থায় ফিরে এলো।

পরিচ্ছেদ: স্বভাবের সামঞ্জস্য ইশকের কারণ হলে একজন কীভাবে অপরজনকে ভালোবাসে, অথচ অপরজন ভালোবাসে না

যদি বলা হয়, দুই ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যে এক প্রকার সামঞ্জস্যই যদি ইশকের কারণ হয়, তাহলে একজন কীভাবে অপরজনকে ভালোবাসে, অথচ অপরজন তাকে ভালোবাসে না?

উত্তর হলো: প্রেমাস্পদের স্বভাবে এমন কিছু মিলে যায় যা প্রেমিকের স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায়, কিন্তু প্রেমিকের স্বভাবে এমন কিছু মেলে না যা প্রেমাস্পদের স্বভাবের উপযোগী।

ইশকের কারণ যখন স্বভাবের মিল, তখন তাদের কথা বাতিল হয়ে যায় যারা বলে, ইশক কেবল সুন্দর বস্তুর প্রতিই হয়; বরং ইশক হয় এক ধরনের সংগতি ও উপযোগিতার কারণে। তা ছাড়া কোনো জিনিস এক ব্যক্তির কাছে সুন্দর, অন্যের কাছে সুন্দর নয়।

◆ একজন ভালোবাসে, অপরজন না কেন

প্রশ্ন ও কথা	অধ্যায়ের উত্তর
একজন ভালোবাসে, অপরজন না—কীভাবে?	প্রেমাস্পদের স্বভাবে প্রেমিকের সঙ্গে খাপ খায় এমন কিছু আছে, উল্টোটা নয়
ইশক কেবল সুন্দর বস্তুর প্রতিই হয়	স্বভাবের মিল কারণ হলে এ কথা বাতিল হয়ে যায়
কোনো জিনিস সুন্দর কি না	এক ব্যক্তির কাছে সুন্দর, অন্যের কাছে নয়

মদিনার এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত—যিনি ছিলেন শিষ্ট, রসিক এবং সাহিত্য ও কৌতুকের অস্বেষী। তিনি বলেন: একদিন আমি মদিনায় কুরাইশের এক ব্যক্তির মজলিসে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল এক রসিকা, সুদর্শনা গায়িকা-দাসী, যার ছিল অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মনোহর লাভণ্য। আর আমাদের সঙ্গে ছিল এক যুবক—চোখ যত লোক দেখেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত,

সবচেয়ে নির্বোধ ও সবচেয়ে স্থূলবুদ্ধির। অথচ দাসীটি তার কথা ও গান নিয়ে তার দিকেই মুখ ফিঁরিয়ে ছিল। আমরা যখন এভাবে বসে আছি, তখন আমাদের কাছে প্রবেশ করল এক যুবক—মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চেহারার, সবচেয়ে অভিজাত পোশাকের ও সবচেয়ে সুগন্ধিময়। গৃহকর্তা আমার দিকে ফিরে বললেন: এই দুজনের ব্যাপারে এক আশ্চর্য ঘটনা আছে। আমি বললাম: সেটা কী? তিনি বললেন: এই দাসীটি এই লোকটিকে ভালোবাসে—অর্থাৎ কুৎসিত চেহারার লোকটিকে—অথচ তার হৃদয়ে দাসীটির জন্য কোনো ভালোবাসা নেই; আর এই সুদর্শন যুবক দাসীটিকে ভালোবাসে, অথচ দাসীর হৃদয়ে তার জন্য কোনো ভালোবাসা নেই।

আমরা যখন আমাদের পানীয় নিয়ে বসে আছি, তখন সুদর্শন যুবকটি আনন্দিত হয়ে উঠল [অনুবাদকের টীকা: মূল পাঠে "সুরা" আছে; পাঠে সম্ভবত বিকৃতি আছে], (পাঠ অস্পষ্ট)

তখন সে গেয়ে উঠল:

সেই সত্তার হাতেই—যিনি আমার হৃদয়কে তোমাদের প্রেমে আকুল করেছেন— আমি যে রোগ ভোগ করছি তার নিরাময়।

সুতরাং নিশ্চিত জেনে নাও, আমি তোমাদের প্রতি অনুরক্ত, তারপর জেনেশুনে তোমার যা ইচ্ছা তা-ই করো।

তখন দাসীটি তার দিকে ফিরে বলল: আমরা তা জানি, তো কী হলো?

তারপর তাকে ছেড়ে সে কুৎসিত লোকটির দিকে মনোযোগ দিল। আমরা কিছুক্ষণ বসে থাকলাম, তখন যুবকটি আবার গাইল:

হায়, আমি যদি অন্ধ ও বধির হতাম, আর বুসাইনা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত— তার কথা আমার কাছে গোপন থাকত না!

তিনি বলেন, তখন দাসীটি বলল: হে আল্লাহ, আপনার এই বান্দাকে সে যা চেয়েছে তা দিন। এতে আমি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলাম এবং ধৈর্য ধরতে পারলাম না; আমি বললাম:

ওহে পাপিষ্ঠা! তুমি একে বেছে নিচ্ছ—অথচ সে তো (পাপে) অটল থাকা লোকদের গুনাহের চেয়েও কুৎসিত—আর ওকে ছেড়ে দিচ্ছ, যে তওবাকারীদের তওবার চেয়েও সুন্দর!

সে আমাকে বলল: ভালোবাসা তো বেছে নেওয়ার বিষয় নয়। তারপর সে গাইতে লাগল:

প্রেমিককে তার ভালোবাসার জন্য তিরস্কার কোরো না, কেননা প্রতিটি প্রেমে-মজা, অনুরক্ত, ব্যাকুল মানুষই এমন—

সে তার প্রিয়কে সুন্দর ও মনোহর ভাবে, যদিও প্রিয়জন বানরদের একজন হয়।

আমি বললাম: ঠিক, বিষয়টি তুমি যেমন বললে তেমনই; এতে কোনো উপায় নেই। আর আমি উমর ইবনে আবি রাবিআর উক্তি স্মরণ করলাম:

তখন তারা (নারীরা) হেসে উঠল এবং তাকে বলল: তুমি যাকে চাও, প্রতিটি চোখে সে-ই সুন্দর।

আর অন্য এক কবির উক্তি:

তুমি কি দেখোনি, ভালোবাসা যুবককে দাস বানিয়ে ফেলে, আর কোনো কোনো ব্যাপারে তাকে কুফরির দিকে ডেকে নেয়?

সাহিত্যিকদের কেউ কেউ বলেন: ইসমাইল ইবনে জামি হিজায়ে এক কৃষ্ণাঙ্গী দাসীকে বিয়ে করেছিলেন, এক গোত্রের মুক্তদাসী, তার নাম মারইয়াম। যখন তিনি রশিদের কাছে (সম্মানের) সেই স্থানে পৌঁছিলেন যেখানে পৌঁছেছিলেন, তখন তিনি সেই কৃষ্ণাঙ্গীর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি তাকে স্মরণ করে এবং যে স্থানে তিনি তার সঙ্গে মিলিত হতেন ও দুজন একত্র হতেন, সেই স্থানকে স্মরণ করে বললেন:

হায়, হিসহাস পাহাড়ের পেছনে আমার সেই রাত কি আবার ফিরে আসবে— ফিতা ও বোতামওয়ালা সেই তাঁবুতে?

(এখানে মারইয়ামের বর্ণনায় আরও কয়েকটি প্রেমকাব্য-পঙ্ক্তি আছে—ধূপদানির ধোঁয়া, কস্তুরী ও আশ্বরের সুবাস, বাঁগার সুর; সংক্ষেপ করা হয়েছে।)

রশিদ তাঁর কবিতা শুনেছিলেন; তিনি তাঁকে বললেন: সর্বনাশ তোমার! এই মারইয়াম কে, যাকে তুমি জান্নাতের হরের গুণে বর্ণনা করেছ? তিনি বললেন: আমার স্ত্রী। তারপর তিনি কবিতায় যা বর্ণনা করেছিলেন তার কয়েকগুণ বেশি গদ্যে তার বর্ণনা দিলেন। রশিদ হিজায়ে লোক পাঠালেন, ফলে তাকে নিয়ে আসা হলো। দেখা গেল, সে কৃষ্ণাঙ্গী, অস্পষ্ট ভাষী, মোটা ঠোঁটওয়ালা। রশিদ তাঁকে বললেন: সর্বনাশ তোমার! এই কি সেই মারইয়াম, যার আলোচনায় তুমি দুনিয়া ভরে দিয়েছ? তোমার ওপর ও তার ওপর আল্লাহর লানত! তিনি বললেন: হে আমার মনিব, উমর ইবনে আব্বি রাবিআ তো বলেছেন:

তখন তারা হেসে উঠল এবং তাকে বলল: তুমি যাকে চাও, প্রতিটি চোখে সে-ই সুন্দর।

ফকিহ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে দাউদের কবিতা:

তোমার প্রেমে আমি ভালোবাসার পর্বতমালা বহন করেছি, অথচ আমি একটি জামা বইতেও অক্ষম ও দুর্বল।

ভালোবাসা সৌন্দর্য থেকে নয়, উদারতা থেকেও নয়; বরং তা এমন এক জিনিস, যার জন্য মন কষ্ট স্বীকার করে।

পরিচ্ছেদ: দেখা থেকে ইশকে পড়ে যাওয়া

মানুষ কখনো ইশকের উপকরণের সম্মুখীন হয়ে ইশকে পড়ে যায়; কেননা সে কখনো কাউকে দেখে, কিন্তু তাকে দেখা তার জন্য ভালোবাসা অনিবার্য করে না। তারপর সে বারবার তাকায় ও মেলামেশা চালিয়ে যায়, ফলে এমন কিছুতে পড়ে যায় যা তার হিসাবে ছিল না। যেমন কবি বলেছেন:

সে ইশক নিয়ে মেতে উঠল, শেষে ইশকে পড়ে গেল; তারপর যখন তা তাকে গ্রাস করল, সে আর সইতে পারল না।

সে এক অতল সাগর দেখল, ভাবল এ বুঝি একটি ঢেউ; যখন তাতে ডুবে গেল, তখন সে তলিয়ে গেল।

আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যাদের জন্য (কাউকে) দেখা এক প্রকার ভালোবাসা সৃষ্টি করে; তখন সে প্রেমাস্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফলে তা দূর হয়ে যায়। আর যদি সে বারবার তাকিয়ে থাকে, তবে তা বেড়ে ওঠে—বাগানের মতো: যদি অবহেলা করা হয় তবে শুকিয়ে যায়, আর যদি পানি দেওয়া হয় তবে বেড়ে ওঠে।

আবুল আতাহিয়া বলেন (আবু শুআইব আহমদ ইবনে ইয়াযিদের প্রণের জবাবে—"আতবার সঙ্গে আপনার ঘটনাটি আমাকে বলুন"): আমরা কুফা থেকে তিনজন তরুণ, শিক্ষিত যুবক এসেছিলাম। বাগদাদে আমাদের এমন কেউ ছিল না যার কাছে আমরা যেতে পারি। তাই আমরা সেতুর কাছে একটি কক্ষে উঠলাম। আমরা প্রতিদিন সকালে সকালে সেতুর দরজার কাছের মসজিদে গিয়ে বসতাম। একদিন আমাদের পাশ দিয়ে এক নারী বাহনে চড়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ খাদেমরা। আমরা বললাম: ইনি কে? তারা বলল: খালিসা। তখন আমাদের একজন বলল: আমি খালিসার প্রেমে পড়েছি—এবং সে তাঁর সম্পর্কে কবিতা রচনা করল, আর আমি তাকে তাতে সাহায্য করলাম।

এর কিছুক্ষণ পরেই আরেকজন বাহনে চড়ে আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ খাদেমরা। আমরা বললাম: ইনি কে? তারা বলল: আতবা। আমি বললাম: আমি আতবার প্রেমে পড়েছি। প্রতিদিন আমরা এভাবেই চলতে থাকলাম, যতক্ষণ না আমাদের অনেক কবিতা জমে উঠল।

(এখানে কবিতা পাঠানো, পীড়াপীড়ি ও তাড়া খাওয়ার বিবরণ এবং আবুল আতাহিয়ার সন্ন্যাসীর বেশে গিয়ে ইসলাম গ্রহণের ভান করা, ধরা পড়া ও তিরস্কারের দীর্ঘ কাহিনি আছে; সংক্ষেপ করা হয়েছে।)

আমি যখন ফিরে এলাম, খালিসার সঙ্গে দেখা হলো; তিনি তাঁর কাছে অভিযোগ করলেন। খালিসা বললেন: এই দুজন হয় প্রেমিক, নয়তো (অন্যের মাল) খাওয়ার ধান্দাবাজ—এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।

তাই তাঁরা দুজন স্থির করলেন, আমাদের ওপর টাকা দিয়ে পরীক্ষা করবেন, এই শর্তে যে আমরা তাঁদের পিছু নেওয়া ছেড়ে দেব; যদি আমরা টাকা নিই তবে আমরা ধান্দাবাজ, আর না নিলে আমরা প্রেমিক। পরদিন খালিসা বাহনে চড়ে গেলেন, আমার সঙ্গী তাঁর পথে দাঁড়াল। খাদেমরা বলল: আমাদের পিছু পিছু আসুন। সে তাদের অনুসরণ করল। তারপর বেশি দেরি হলো না, আতবা

গেলেন, খাদেমরা আমাকে বলল: আমাদের পিছু পিছু আসুন। আমি তাদের অনুসরণ করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে তাঁর এক প্রতিবেশী কাপড়-ব্যবসায়ীর বাড়িতে গেলেন। আমি বসার পর তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন: ওহে! তুমি যুবক, তোমার মধ্যে আমি শিষ্টাচার দেখছি। আর আমি এক খলিফার মর্যাদার নারী। আমি তোমাকে (এ ব্যাপারে) অনুরোধ করেছি; হয় তুমি বিরত হবে, নয়তো আমি বিষয়টি আমিরুল মুমিনিনের কাছে পৌঁছে দেব, তখন আর তোমার ব্যাপারে আমি নিরাপদ থাকতে পারব না।

আমি বললাম: তাহলে তা-ই করুন—আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান! আপনি যদি আমার রক্ত ঝরান, তবে আমাকে স্বস্তিই দেবেন। আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তা-ই করুন—যখন আপনার মধ্যে আমার কোনো অংশ নেই। আর কারাবাস ও জীবন, যদি আপনাকে দেখতে না পাই, তাহলে এ বিষয়ে আপনি দায়মুক্ত।

তিনি বললেন: এমন কোনো না, ওহে! নিজের প্রাণ রক্ষা করো। এই পাঁচশো দিনার নাও এবং এই শহর ছেড়ে চলে যাও। যখন আমি টাকার কথা শুনলাম, পালিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরলাম। তিনি বললেন: ওকে ফিরিয়ে আনো। তিনি আমাকে বারবার ফিরিয়ে আনতে থাকলেন। আমি বললাম: আপনার জন্য আমি কুরবান! দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সামগ্রী দিয়ে আমি কী করব, যখন আমি আপনাকে দেখতে পাব না? আপনি যদি একদিনও বাহনে চড়তে দেরি করেন, তবে বিশাল পৃথিবী আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়।

তিনি টাকার কথা ছাড়া কিছুতেই রাজি হলেন না, এমনকি আমার জন্য এক হাজার দিনার ধার্য করলেন। আমি অস্বীকার করলাম এবং তাঁর সঙ্গে তীব্র টানাটানি করলাম। আমি বললাম: খলিফার কাছে যা কিছু আছে সব যদি আপনি আমাকে দেন, তবু তাতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই—আপনাকে দেখার পথ পাওয়ার পর।

আমি বেরিয়ে সেই কক্ষে এলাম যেখানে আমরা উঠেছিলাম। দেখি, আমার সঙ্গীর দুই কান ফোলা, সেও আমার মতো পরীক্ষার মুখে পড়েছিল। যখন সে টাকার দিকে হাত বাড়িয়েছিল, তারা তাকে চড় মেরেছে। খালিসা শপথ করেছেন, এরপর যদি তাকে দেখেন তবে অবশ্যই তাকে কারাগারে পাঠাবেন। সে আমার সঙ্গে পরামর্শ করল, থাকবে কি না। আমি বললাম: চলে যাও, আর সাবধান, যেন তোমাকে ধরতে না পারে। এরপর দুজন (খালিসা ও আতবা) মিলিত হলেন, প্রত্যেকে অপরকে ঘটনা জানালেন। আতবা আমার প্রশংসা করলেন, আর তাঁর কাছে প্রতিষ্ঠিত হলো যে আমি সত্যিকারের প্রেমিক। কয়েক দিন পর তিনি আমাকে ডেকে বললেন: আমার জীবনের কসম, যদি তুমি আমাকে সম্মান করো, তবে খাদেম তোমাকে যা দেয় তা নাও এবং তা দিয়ে নিজের অবস্থা ঠিক করো; তোমার দুরবস্থা আমাকে ব্যথিত করেছে। আমি অস্বীকার করলাম। তিনি বললেন: এটা তেমন নয় যা তুমি ভাবছ; আমি কেবল তোমাকে এই পোশাকে দেখতে চাই না। আমি বললাম: যদি আপনি আমাকে মাহদির পোশাকে দেখাতে পারতেন, তবে আমি তা করতাম। তিনি আমাকে কসম দিলেন, ফলে আমি থলিটি নিলাম; তাতে ছিল তিনশো দিনার। আমি সুন্দর পোশাক পরলাম এবং একটি গাধা কিনলাম।

পরিচ্ছেদ: বারবার তাকানো ও ঘন ঘন সাক্ষাতে ইশক দৃঢ় হয়

বারবার তাকানো, ঘন ঘন সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ কথাবার্তার মাধ্যমে ইশক দৃঢ় হয়। আর যদি তার সঙ্গে যুক্ত হয় আলিঙ্গন বা চুম্বন, তবে তার দৃঢ়তা পূর্ণ হয়ে যায়। প্রাচীন হাকিমগণ (জ্ঞানীরা) উল্লেখ করেছেন, দুই প্রেমিকের মধ্যে যখন চুম্বন হয় এবং প্রত্যেকের মুখের লালার একটু আর্দ্রতা অপরের পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়, তখন তা সমগ্র দেহে মিশে যায় এবং কলিজার সত্তা পর্যন্ত পৌঁছায়।

◆ অধ্যায়ে বর্ণিত কারণসমূহ

ইশকের কারণ ও দৃঢ়তা

স্বভাবের মিল

অনুকূল কিছু পেয়ে প্রাণ ঝুঁকে পড়ে

দৃষ্টি

অধিকাংশ কারণ; স্থির দৃষ্টি ও বারবার তাকানো

প্রেমকাব্য ও গান শোনা

প্রাণে ছবি ঐক্যে রূপের খামির তৈরি হয়

সমজাতীয়তা

কোনো কোনো প্রজ্ঞাবানের মত

ঘন ঘন সাক্ষাৎ

ইশক দৃঢ় হয়

দীর্ঘ কথাবার্তা

ইশক দৃঢ় হয়

একইভাবে যখন তাদের একজন অপরজনের মুখের ওপর নিঃশ্বাস ফেলে, তখন সেই নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রত্যেকের কিছু বায়ু বেরিয়ে আসে এবং বাতাসের অংশগুলোর সঙ্গে মিশে যায়। তারা দুজন যখন সেই বাতাস নাকে টানে, তা নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করে এবং তার কিছু অংশ মস্তিষ্কে পৌঁছায় ও সঞ্চরিত হয়—স্ফটিকের সত্তায় আলো যেভাবে সঞ্চরিত হয় তেমনি। আর কিছু অংশ ফুসফুসে,

তারপর হৃদয়ে পৌঁছায়, অতঃপর সমগ্র দেহের স্পন্দিত শিরাগুলোতে হেঁটে যায়। তখন এর দেহ থেকে যা বিলীন হয়েছে তা ওর দেহে জমাট বাঁধে, ফলে এমন একটি মেজাজ তৈরি হয় যা থেকে ইশক জন্মায় ও বৃদ্ধি পায়।

◆ এক নজরে

- ★ প্রাচীন প্রজ্ঞাবানদের মতে প্রাণ তিন প্রকার; এখানে কামনাসর্বস্ব প্রাণের ইশক ব্যাখ্যা করা হয়েছে
- ★ ইশকের কারণ: স্বভাবের অনুকূল কিছু পেয়ে প্রাণের ঝুঁকে পড়া
- ★ এই পাওয়ার অধিকাংশ কারণ দৃষ্টি—স্থির দৃষ্টি ও বারবার তাকানো
- ★ প্রেমকাব্য ও গান শোনা ইশকের অন্যতম কারণ
- ★ কোনো কোনো প্রজ্ঞাবানের মতে সমজাতীয় ছাড়া ইশক ঘটে না
- ★ বারবার তাকানো, ঘন ঘন সাক্ষাৎ ও দীর্ঘ কথাবার্তায় ইশক দৃঢ় হয়

◆ যাচাই করুন

1. লেখকের মতে ইশকের কারণ কী?

ক. কেবল সম্পদের লোভ

খ. স্বভাবের অনুকূল কিছু পেয়ে প্রাণের ঝুঁকে পড়া

গ. কেবল বংশের সম্পর্ক

2. এই পাওয়ার অধিকাংশ কারণ কী?

ক. ঘুম

খ. ক্ষুধা

গ. দৃষ্টি

3. প্রজ্ঞাবানের ব্যাখ্যায় গুণ ও ভাবের সাদৃশ্য হলে তা কী?

ক. ইশক

খ. বন্ধুত্ব ও প্রীতি

গ. বিরক্তি

4. প্রাচীন প্রজ্ঞাবানদের মতে নাফসে নাতিকার ভালোবাসা কোন দিকে?

ক. জবরদস্তি ও নেতৃত্ব

খ. পানাহার ও বিবাহ-মিলন

গ. জ্ঞানার্জন ও গুণাবলি অর্জন

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-খ, ৪-গ

অধ্যায় ৩৬ সমাপ্ত

পর্ব ৪ · অধ্যায় ৩৭

ইশকের নিন্দা

অধ্যায় ৩৭

অনুবাদ প্রসঙ্গে

যন্ত্র-সহায়তায় ভাবানুবাদ; সনদ বাদ দিয়েছি। ইশক-সংক্রান্ত "শহীদ" হাদিস (অধ্যায় ৩৮) মুহাদ্দিসদের মতে সহিহ নয় — নিচে বিস্তারিত নোট আছে। অধ্যায় ৩৭-এর শেষের কবিতাগুচ্ছ এবং অধ্যায় ৩৯-এর বহু কাহিনি বাদ দিয়েছি বা সংক্ষেপ করেছি (অধ্যায় ৩৯-এ কোন কাহিনিগুলো বাদ গেছে তার তালিকা দেওয়া হয়নি)। অধ্যায় ৩৯-এর শিরোনাম অনুযায়ী কাহিনিগুলো প্রেমিকের ওপর আপতিত বিপদের দৃষ্টান্ত হিসেবে এসেছে।

মানুষ এ নিয়ে একমত নয় যে ইশক প্রশংসনীয় না নিন্দনীয়।

একদল বলে প্রশংসনীয়, কারণ এটি কেবল কোমল স্বভাবের মানুষের হয়, রুক্ষ-কঠিন স্বভাবের কেউ এতে বাঁধা পড়ে না; আর যে এর কিছুই অনুভব করে না, সে স্বভাবের কঠোরতার কারণে। এটি বুদ্ধি মার্জিত করে, মন সচ্ছ করে — যতক্ষণ বাড়াবাড়ি না হয়; বাড়াবাড়ি করলে মারাত্মক বিষ হয়ে দাঁড়ায়।

আরেক দল বলে নিন্দনীয়, কারণ এটি প্রেমিককে নিজের অধীন করে এবং দাসের মর্যাদায় নামিয়ে আনে।

◆ ইশক: প্রশংসনীয় না নিন্দনীয়

একদল: প্রশংসনীয়

কেবল কোমল স্বভাবের মানুষের হয়

বুদ্ধি মার্জিত, মন সচ্ছ—বাড়াবাড়ি না হলে

আরেক দল: নিন্দনীয়

প্রেমিককে নিজের অধীন করে

দাসের মর্যাদায় নামিয়ে আনে

মানুষ এ নিয়ে একমত নয়

ইবনুল জাওযির মীমাংসা: মুহাব্বাত, প্রীতি, সুন্দর ও অনুকূল জিনিসের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক নিন্দনীয় নয় — এটি থেকে কেবল কঠিনহৃদয় মানুষই বঞ্চিত। কিন্তু যে ইশক ভালোবাসা ও ঝোঁকের সীমা ছাড়ায়, বিবেকের ওপর কর্তৃত্ব করে, মানুষকে প্রজ্ঞার দাবির বিরুদ্ধে চালায় — সেটিই নিন্দিত, জ্ঞানীরা এ থেকে দূরে থাকেন। প্রথম প্রকারে অনেক বড় মানুষও পড়েছেন, তা তাঁদের দোষ নয়।

◆ ইবনুল জাওযির মীমাংসা

নিন্দনীয় নয়

মুহাব্বাত, প্রীতি, অনুকূল জিনিসের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক

এ থেকে কেবল কঠিনহৃদয় মানুষই বঞ্চিত

এতে অনেক বড় মানুষও পড়েছেন; তা তাঁদের দোষ নয়

নিন্দিত

যে ইশক ভালোবাসা ও ঝোঁকের সীমা ছাড়ায়

বিবেকের ওপর কর্তৃত্ব করে

প্রজ্ঞার দাবির বিরুদ্ধে চালায়; জ্ঞানীরা দূরে থাকেন

এটি ইবনুল জাওযির নিজের মীমাংসা

শা'বি (রহ.): "তুমি যদি ইশক না করো আর হাওয়া কী তা না জানো, তাহলে তুমি আর মরণভূমির গাধা সমান!" (এটি একজন তাবেরির কাব্যিক উক্তি; শরিয়তে প্রেমের সম্পর্ক বিয়ের বাইরে বৈধ করার দলিল নয়।)

আবু নওফল: জিজ্ঞাসা করা হলো, ইশক থেকে কেউ কি বাঁচে? তিনি বললেন, "হ্যাঁ — কঠোর, রক্ষ লোক, যার মধ্যে কোনো গুণ বা বোধ নেই। কিন্তু যার স্বভাবে সামান্য মার্জিততা আছে, হিজাজিদের কোমলতা, ইরাকিদের নম্রতা আছে — তার জন্য বাঁচা কঠিন।"

বাহরাম জুরের ছেলের কাহিনি (যুর-রিয়াসাতাইনের গল্প)

(পারস্য রাজপরিবারের শিক্ষামূলক কাহিনি; ঐতিহাসিক সত্যতা অজানা।)

যুর-রিয়াসাতাইন তাঁর সঙ্গী তরুণদের এক বৃদ্ধ জ্ঞানী শায়খের কাছে পাঠাতেন। শায়খ একদিন বললেন, "তোমরা কি কেউ প্রেমে পড়েছ?" তারা বলল, "না।" তিনি বললেন, "প্রেমে পড়ো, কারণ প্রেম আড়ষ্ট জিহ্বা খুলে দেয়, বোকা-অলসের কৌশল জাগায়, পরিচ্ছন্নতা, ভালো পোশাক, ভালো খাদ্যের প্রতি উৎসাহ দেয়, কর্মতৎপরতা, মেধা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগায়। তবে হারামে নয়।" তরুণরা ফিরে এসে যুর-রিয়াসাতাইনকে জানাল। তিনি বললেন, "জানো এর উৎস কী?" এবং বাহরাম জুরের কাহিনি বললেন:

বাহরামের ছেলে ছিল নির্বোধ, নীচু মনের, অসভ্য। রাজা তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে শিক্ষক নিয়োগ করলেন। একদিন শিক্ষক বললেন, "আমরা তার সম্পর্কে হতাশ ছিলাম, কিন্তু এখন নতুন কিছু ঘটেছে: সে অমুক মস্ত্রীর মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছে, কেবল তার নাম নিয়েই ব্যস্ত।" বাহরাম বললেন, "এখন আমি আশা করছি।" তিনি মেয়ের বাবাকে ডেকে গোপনে পরিকল্পনা করলেন: মেয়েটি ছেলেকে আশা দেবে, তবে দেখা দেবে না; আশা শক্ত হলে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে; বলবে — "আমি কেবল রাজা বা রাজার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষীর যোগ্য; তুমি রাজত্বের যোগ্য নও।" ফলে ছেলে জ্ঞান, ঘোড়সওয়ারি, তিরন্দাজি, চৌগান খেলা শিখে দক্ষ হলো। বাবা খুশি হয়ে তাকে সব দিলেন, তারপর মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দিলেন ও ছেলেকে সব বলে দিলেন: "ও তোমার ওপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী — তোমাকে রাজত্বের যোগ্য বানিয়েছে।" ছেলে মেয়েটিকে নিয়ে সুখে জীবন কাটাল; বাহরাম তার জন্য নিজের পরে রাজত্বের অঙ্গীকারপত্র লিখে দিলেন।

(এই গল্পের "ইতিবাচক ইশক" ধারণা শরিয়তের আলোকে প্রশ্নোত্তর — বিয়ের আগে প্রেম-সম্পর্ক ও গোপন যোগাযোগ শরিয়তে অনুমোদিত নয়। ইবনুল জাওযি গল্পের আগেই ইশককে দুই প্রকারে ভাগ করেছেন (প্রথম প্রকার দোষের নয়), আর গল্পের পরের অনুচ্ছেদে বলেছেন, "ইশকের দ্বিতীয় প্রকারটি নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়"।)

অনুচ্ছেদ: ইশকের নিন্দনীয় প্রকার

কোনো জিনিস প্রশংসনীয় কি নিন্দনীয় তা বোঝা যায় তার সত্তা, উপকার ও পরিণতি দেখে। ইশক হলো একটি রূপের প্রতি আসক্তি — এতে কোনো গুণ নেই যে প্রশংসা করা যাবে, বুদ্ধিমান আত্মার (নাফসে নাতিকা) জন্য এতে কোনো উপকারও নেই। এটি কামনাসর্বস্ব নফসের প্রাধান্যের ফল — যেহেতু সে প্রবল হয়, সে তার উপযোগী জিনিসই ভালোবাসে। দেখুন, শিশুরা মানুষের চেয়ে বেশি পুতুল ও খেলনা ভালোবাসে, কারণ তাদের নফস দুর্বল, শিক্ষা-প্রশিক্ষণহীন। প্রশিক্ষণ পেলে তাদের আকাঙ্ক্ষা উঁচু হয়; আরও জ্ঞান ও মারিফতে উন্নত হলে রক্তমাংসের দেহের প্রতি ভালোবাসা ছেড়ে আরও শ্রেষ্ঠ কিছুর ভালোবাসায় ওঠে।

কামনাসর্বস্ব নফসের পূর্ণতা তার কামনা-পূরণে; প্রাণীসুলভ নফসের পূর্ণতা প্রতাপ ও নেতৃত্ব; আর বুদ্ধিমান নফসের পূর্ণতা জ্ঞান ও মারিফতের মাধ্যমে বস্তুর প্রকৃত রূপ বোঝায়। শেষোক্ত নফসকে হাওয়া বন্দি করতে পারে না; স্বভাব তাকে কখনো কাত করলেও চিন্তা তাকে দাঁড় করায়, বিবেক ও বোধ তাকে ছিনিয়ে আনে — কারণ সে নিজের ওপর পড়া বিষয় নিয়ে চিন্তা করে, তার পরিণতি ও শেষ দেখে। সে থেমে থাকে না; সর্বদা এক জ্ঞান থেকে আরেক জ্ঞানে এগোয়। আর প্রেমিক এক জড় রূপের সাথে আটকে থাকে। আল্লাহর আরিফ সদা চলমান, ক্লান্ত হয় না। কখনো স্বভাব তাকে আকর্ষণ করে ঠিকই, কিন্তু সে বন্দি হয় না, সামান্য ঝোঁকে থামে।

কোনো জ্ঞানী: "ইশক বুদ্ধিমান ও পরিণত মানুষের রোগ নয়; এটি বেপরোয়াদের রোগ, যারা নফসের পেছনে চলাকে অভ্যাস করে নিয়েছে, কামনার লাগাম ঢিলা করেছে, সুন্দর রূপে দৃষ্টিকে ছেড়ে দিয়েছে। তখন নফস কোনো রূপে আটকে যায়, পরিচিত হয়, আসক্ত হয়, আকুল হয়, তখন বলা হয় 'ইশক'। জ্ঞানী এমন নয়; জ্ঞানীর মত তার হাওয়ার ওপর প্রবল, প্রজ্ঞা কামনার ওপর কর্তৃত্বশীল। ইশক কেবল বোকা, বেকারের জন্য; কর্মব্যস্ত বা ব্যবসায়ীর জন্য কমই হয়; জ্ঞান-প্রজ্ঞায় ব্যস্ত লোকের জন্য আরও কম।"

বনি আমিরের এক লোক: জিজ্ঞাসা করা হলো — "তোমাদের মধ্যে কি এমন মাজনুন আছে যাকে প্রেম মেরে ফেলেছে?" সে বলল, "প্রেমে মেরে তো কেবল ইয়ামানি দুর্বল-হৃদয়েরা!"

ইবনে আকিল: "ইশক এক রোগ, যা বেকার আত্মা ও ফাঁকা হৃদয়ে আসে, যারা নিজের তাগিদে রূপের দিকে তাকায়; সাহচর্য এতে সহায়ক হয়। কোনো ব্যস্ত লোক কখনো ইশক করে না; এটি বেকারদের রোগ, তাদের যারা শিক্ষা নেওয়ার দলিল ও স্রষ্টার মহিমা বোঝার চিন্তা থেকে খালি। তাই এটি বেপরোয়া, অহংকারী, নির্বোধ লোকদের মধ্যে বেশি দেখবে। কোনো জ্ঞানী কখনো

ইশক করেনি, কারণ জ্ঞানীদের হৃদয় সৃষ্টির কোনো রূপে আটকে যেতে অস্বীকার করে; তারা দৃষ্টি বুলায় আর চলে যায়। যে আল্লাহর মারিফত খোঁজে, কোনো রূপ তাকে থামাতে পারে না।"

অনুচ্ছেদ: ভোগ-স্বাদের দোষ এবং ইশকের দোষ

স্বাদ নিজে কাম্য কিছু নয়; এটি কোনো পীড়াদায়ক ঘটনা দূর করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানো মাত্র। ছায়া থেকে রোদে গিয়ে গরম লাগল, ফের ছায়ায় এলে আরাম লাগে — যতক্ষণ না প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে; তারপর আর স্বাদ থাকে না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট যত, খাদ্য-পানীয়ের স্বাদও তত। এ কারণে স্বাদ-সন্ধানীরা কেবল লক্ষ্যে পৌঁছার ছবি দেখে; হাওয়ার পর্দা তাদের এ সত্য বুঝতে বাধা দেয়, আর তারা স্বাদের সাথে লুকানো ঝুঁকি, মর্যাদাহানি, গুনাহ ইত্যাদি উপেক্ষা করে। সচেতনতার ভোর যদি হাওয়ার রাত্রি-পর্দা সরিয়ে দিত, তারা অন্তর্দৃষ্টির চোখে হাওয়ার বিপদ দেখত এবং তাদের লক্ষ্য তুচ্ছ হয়ে যেত।

সক্রেটিস: "স্বাদ মধুর ফাঁদ।" আরেকজন: "স্বাদ কুৎসিততার সাথে মিশ্রিত; ভাবো, স্বাদ ফুরায় আর কুৎসিততার স্মৃতি থেকে যায়।" আরেকজন: "কলঙ্কের লজ্জা স্বাদের পানীয় ঘোলা করে।"

অনুচ্ছেদ: ইশকে আসক্তরা পশুকেও ছাড়িয়ে গেছে

পশুর কেবল কষ্ট দূর করাই উদ্দেশ্য; কিন্তু ইশকে আসক্তরা সহবাসের কামনা — যা বুদ্ধিমান নফসের কাছে সবচেয়ে নিম্ন কামনা — কেবল তা পেয়েই সন্তুষ্ট নয়, বরং নির্দিষ্ট একজনকে চায়; ফলে এক কামনার ওপর আরেক কামনা চাপায়, হাওয়ার কাছে দ্বিগুণ অপমানিত হয়। তারা বিবেক খাটায় কামনা পূরণের কৌশল ঠিক করতে।

ইশকের ধর্মীয় ও দুনিয়াবি ক্ষতি

দ্বীনের ক্ষতি: প্রথমত, ইশক অন্তরকে সেই চিন্তা থেকে ব্যস্ত করে, যার জন্য অন্তর সৃষ্টি — আল্লাহর পরিচয়, তাঁর ভয় ও তাঁর নৈকট্য। তারপর হারাম লক্ষ্য যতটা পূরণ হয়, আখিরাতের ক্ষতি ও স্রষ্টার শাস্তির মুখোমুখি হওয়া তত। সে হাওয়ার যতটা কাছে যায়, মনিবের ততটা দূরে যায়। হালাল ও সাধের মধ্যে ইশক কমই হয়; হলেও দ্রুত চলে যায়। জ্ঞানীরা বলেন: "প্রতিটি মালিকানাধীন বস্তুই বিরজিকর।" কবি: "নিষিদ্ধ হওয়ায় আমার ভালোবাসা আরও বাড়ল; মানুষের কাছে প্রিয় সেই জিনিস, যা নিষিদ্ধ।" প্রেমিক যদি অবৈধ হয়, উদ্বেগ বেড়ে যায়; পেলে কঠিন শাস্তি, আর পেলেও ব্যথা বাড়ে — মিলনের স্বাদের চেয়ে বিচ্ছেদের তিক্ততা বেশি। কবি: "মিলন-নৈকট্যে যা লাভ করেছি, বিচ্ছেদে সবই হারিয়েছি।" আর আল্লাহর ভয় যদি তাকে ফেরায়, তখন সংযম নিজেই কঠিন কষ্ট; প্রেমিক সর্বাবস্থায় শাস্তিপ্ৰাপ্ত।

দুনিয়ার ক্ষতি: স্থায়ী দুশ্চিন্তা, অবিরাম ভাবনা, ওয়াসওয়াসা, অনিদ্রা, খাওয়া কমে যাওয়া, রাত জাগা; তারপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রভাব — গায়ের রং হলদে, হাত-পা কাঁপা, জিহ্বা জড়ানো, দেহ শীর্ণ হওয়া; বুদ্ধি অচল, হৃদয় নিজের কল্যাণ ভাবতে অক্ষম, অশ্রু ঝরে, আফসোস, দীর্ঘশ্বাস, আগুনের মতো উদর; হৃদয় যখন পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়, তখন পাগলামি, আর ধ্বংসও কাছাকাছি। এর সাথে মর্যাদাহানি, সামাজিক সম্মান কমে যাওয়া; কখনো শারীরিক শাস্তি বা শরিয়তের হদে পড়া। কবি: "মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধিমান ও প্রশংসিত, প্রেমে সে বোকাই। যে মানুষ কষ্টের জীবনের স্বাদ পেয়েছে, সে প্রেমে পড়ার সময়ই তা পেয়েছে।"

◆ ইশকের ক্ষতি: দ্বীন ও দুনিয়া

দ্বীনের ক্ষতি	দুনিয়ার ক্ষতি
অন্তর আল্লাহর পরিচয়, ভয় ও নৈকট্যের চিন্তা থেকে ব্যস্ত	স্থায়ী দুশ্চিন্তা, অবিরাম ভাবনা, অনিদ্রা
হারাম লক্ষ্য যতটা পূরণ হয়, আখিরাতের ক্ষতি তত	খাওয়া কমে যাওয়া, রাত জাগা
হাওয়ার যতটা কাছে, মনিবের ততটা দূরে	গায়ের রং হলদে, দেহ শীর্ণ হওয়া, বুদ্ধি অচল
আল্লাহর ভয়ে ফিরলে সংযম নিজেই কঠিন কষ্ট	মর্যাদাহানি; কখনো শরিয়তের হদে পড়া

লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী

গ্যালেন: ইশক নফসের কাজ, যা মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড ও যকৃতে আবদ্ধ। (প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা — আধুনিক বিজ্ঞান নয়।)

অনুচ্ছেদ: প্রেমিকদের ক্লেশ সম্পর্কে জ্ঞানীদের বর্ণনা

ভারতের এক জ্ঞানী (জাহিযের বর্ণনা): আমাদের দেশে কোনো পুরুষ বা নারীর মধ্যে ইশক দেখা গেলে আমরা সকালে তার পরিবারকে সমবেদনা জানাতে যাই। জাহিয বলেন, শুনেছি ভারতে এক প্রেমিক ইশকে মারা গেলে রাজা প্রিয়জনকে সেই প্রেমিকের বদলে হত্যা করতে পাঠিয়েছিলেন! (অজ্ঞাতসূত্রের ঘটনা।)

এক আরব নারী: "বেচারি প্রেমিক! সবকিছু তার শত্রু: বাতাসের বয়ে চলা তাকে অস্থির করে, বিদ্যুতের ঝলক রাত জাগায়, ঘরের ধ্বংসাবশেষ পোড়ায়, তিরস্কার কষ্ট দেয়, স্মরণ অসুস্থ করে, দূরত্ব শীর্ণ করে, নৈকট্য উত্তেজিত করে, রাত তার বিপদ দ্বিগুণ করে, ঘুম পালায়। আমি নৈকট্য ও দূরত্ব দুটো দিয়েই চিকিৎসা করেছি, কিছুই কাজ করেনি।" কবি: "নিকটে এলে কষ্ট, দূরে গেলে আফসোস; না নৈকট্যে স্বস্তি, না দূরত্বে। ওয়াদা করলে আকাঙ্ক্ষা বাড়ে, ওয়াদা না করলে ওয়াদার অপেক্ষায়ই মরি!"

এক নারীর কথা: "তাঁর প্রেম আমার স্থির হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছে ও চলমান হৃদয়কে থামিয়ে দিয়েছে।" তারপর প্রেমিক পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল: "হাওয়া আসলে হাওয়ান (অপমান); নামটি কেবল উল্টে ফেলা হয়েছে। আমার কথা কেবল সে-ই বুঝবে, যে আমার মতো ধ্বংসাবশেষ দেখে কেঁদেছে।"

একটি ঘটনা: মুসলিম ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি ও যাব্বান আকীকের দিকে বের হয়ে কয়েকজন সুন্দরী নারীর সামনে পড়লাম; তাদের মধ্যে এক সুন্দরী চোখের মেয়ে ছিল। যাব্বান কবিতা আবৃত্তি করল: "হে আল্লাহর বান্দারা, এই যে তোমাদের ভাই নিহত; তোমাদের মধ্যে কেউ কি আজ প্রতিশোধ নেবে?" এক নারী আমাকে বলল, "আপনি কি ইবনে জুনদুব?" বললাম, "হ্যাঁ।" সে বলল, "আমাদের বন্দিকে মুক্ত করা হয় না, আমাদের নিহতের রক্তপণ দেওয়া হয় না; আপনার পিতার প্রতিদান আল্লাহর কাছে আশা করুন এবং নিজেকে বাঁচান।"

অনুচ্ছেদ: ইশকের নিন্দায় কবিতা

(এখানে ইবনুল জাওযি বহু পঙ্ক্তি কবিতা এনেছেন। আমি অল্প কয়েকটি অনুবাদ করছি, বাকিগুলো সংক্ষেপ করেছি।)

এক বেদুইন: ভালোবাসা কী? জাদু বা উন্মাদনা ছাড়া আর কী! সে গাইল:

"ভালোবাসা কেবল একের পর এক দীর্ঘশ্বাস, আর নাড়িভূঁড়ির ওপর এমন তাপ যার ঠান্ডা নেই; আর চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা, যখন তোমাদের ভূমির কোনো চিহ্ন দেখা যায়।"

আরেক বেদুইন:

"ভালোবাসা প্রতিটি ভালো কাজ থেকে ব্যস্ত করে রাখে, আর ভালোবাসার নেশা ঘুমের নেশাও দূর করে।"

◆ এক নজরে

- ★ মানুষ একমত নয়: ইশক প্রশংসনীয় না নিন্দনীয়
- ★ একদল প্রশংসনীয় বলে; আরেক দল নিন্দনীয় বলে
- ★ ইবনুল জাওযির মীমাংসা: স্বাভাবিক ঝোঁক নিন্দনীয় নয়
- ★ তাঁর মতে যে ইশক সীমা ছাড়ায় ও বিবেকের ওপর কর্তৃত্ব করে, সেটিই নিন্দিত
- ★ দ্বীনের ক্ষতি: অন্তরকে আল্লাহর পরিচয়, ভয় ও নৈকট্যের চিন্তা থেকে ব্যস্ত করে
- ★ দুনিয়ার ক্ষতি: দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, মর্যাদাহানি ইত্যাদি

◆ যাচাই করুন

1. ইবনুল জাওযির মীমাংসায় কোনটি নিন্দিত?

ক. অনুকূল জিনিসের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক

খ. মুহাব্বাত

গ. যে ইশক ভালোবাসা ও ঝোঁকের সীমা ছাড়ায়

2. ইশককে নিন্দনীয় বলা দলের কারণ কী?

ক. প্রেমিককে নিজের অধীন করে, দাসের মর্যাদায় নামায়

খ. এটি বুদ্ধি মার্জিত করে

গ. কেবল কোমল স্বভাবের মানুষের হয়

3. দ্বীনের ক্ষতি হিসেবে ইশক অন্তরকে কোন চিন্তা থেকে ব্যস্ত করে?

ক. ব্যবসার হিসাব

খ. আল্লাহর পরিচয়, ভয় ও নৈকট্যের চিন্তা

গ. সন্তানের শিক্ষা

4. প্রশংসাকারী দলের মতে ইশক বিষ হয়ে দাঁড়ায় কখন?

ক. বাড়াবাড়ি করলে

খ. গোপন রাখলে

গ. বুদ্ধি মার্জিত হলে

উত্তর: ১-গ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ক

অধ্যায় ৩৭ সমাপ্ত

পর্ব ৪ · অধ্যায় ৩৮

যে ইশক করেছে, পবিত্র থেকেছে ও গোপন রেখেছে — তার সওয়াব

অধ্যায় ৩৮

মূল বর্ণনা (ইবনুল জাওযি এনেছেন): ইবনে আব্বাস (রা.) নবী ﷺ থেকে: "যে ইশক করল, পবিত্র থাকল, (গোপন রাখল) এবং মারা গেল — সে শহীদ।" এই বর্ণনা নানা ভাষায় এসেছে: "যে ইশক করে মারা গেল, সে শহীদ"; "যে ইশক করল, গোপন করল, পবিত্র থাকল, মারা গেল — সে শহীদ"; "যে ইশক করে সফল হলো (পেল) ও পবিত্র থাকল"... আয়েশা (রা.)-এর সূত্রেও একই। আরেকটি সূত্রে ইবনে আব্বাসের নিজের উক্তি: "যে ইশক করল, পবিত্র থাকল ও মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করল।"

ইবনুল মারযুবানের মন্তব্য: আবু বকর আল-আযরাক এই হাদিস নবী ﷺ-এর নামে বর্ণনা করেছিলেন, আমি আপত্তি করলে তিনি নবীর উল্লেখ বাদ দিলেন; পরে হাদিসটি জিজ্ঞাসা করা হলে আর "মারফু" (নবীর নামে) বলতেন না।

শারিক ইবনে আবদুল্লাহ: জিজ্ঞাসা করা হলো প্রেমিকদের সম্পর্কে, তিনি বললেন: "তাদের মধ্যে যে ভালোবাসায় সবচেয়ে কঠোর, সে প্রতিদানে সবচেয়ে মহান।"

⚠️ গুরুত্বপূর্ণ নোট: এই হাদিসের মান

এটি একটি অতি প্রসিদ্ধ দুর্বল/মিথ্যা হাদিস:

- মূল সনদে সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ আল-হাদাসানি আছেন, যিনি "মুনকারুল হাদিস" বলে পরিচিত; তিনি অন্ধ হওয়ার পর কথার মিশ্রণ করতেন; কেউ কেউ তাঁকে দুর্বল বলেছেন।
- আবু ইয়াহইয়া আল-কাত্তাত দুর্বল বর্ণনাকারী।
- এই অধ্যায়ে ইবনুল জাওযি কেবল সনদসহ বর্ণনাগুলো এনেছেন, হাদিসটির মান নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি; অনুবাদকের জানামতে অধিকাংশ হাদিস-বিশারদ (ইবনুল কাইয়িম, ইবনে হাজার, আলবানি প্রমুখ) এটিকে সহিহ বলেননি — মিথ্যা বা দুর্বল (মওযু/যইফ জিদ্দান) হিসেবে রায় দিয়েছেন।
- ইবনে দাউদ আল-ইসফাহানি মৃত্যুশয্যায় এই সনদের হাদিসটি উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, এটিই তাঁকে নিষিদ্ধ ভোগ থেকে বিরত রেখেছিল (অধ্যায় ১৪-এ দেখুন)।
- সুতরাং এই হাদিস দিয়ে ইশককে শহীদি মর্যাদার পথ ভাবা ভুল; এর ওপর ভিত্তি করে বিয়েবহির্ভূত প্রেম, গোপন সম্পর্ক বা দৃষ্টির অবাধ্যতাকে প্রশংসা দেওয়া যাবে না। পবিত্র থাকার (ইফফাত) প্রশংসা আছে সহিহ দলিলে — যেমন সেই সাত ব্যক্তির হাদিসে যারা আল্লাহর ছায়ায় থাকবে, তাদের একজন "যাকে সুন্দরী, মর্যাদাবান নারী ডাকলে সে বলে 'আমি আল্লাহকে ভয় করি'"। সহিহ দলিল প্রবৃত্তিতে সংযমের প্রশংসা করে, ইশকের নয়।

অধ্যায় ৩৮ সমাপ্ত

পর্ব ৪ · অধ্যায় ৩৯

প্রেমাসক্তের ওপর যে বিপদ আসে — রোগ, শীর্ণতা, উন্মাদনা ইত্যাদি

অধ্যায় ৩৯

(এ অধ্যায়ে অনেক ঘটনা আছে। আমি নির্বাচিত কয়েকটি এনেছি ও বাকিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি।)

১. উমারা ইবনুল ওয়ালিদ, আমার ইবনুল আস ও নাজ্জাশির দরবার: কুরাইশ তাদের দুজনকে নাজ্জাশির কাছে পাঠাল, যাতে তাঁরা নাজ্জাশির সঙ্গে সেই মুহাজিরদের বিষয়ে কথা বলেন। তখন উমারা আমার ইবনুল আসের দাসীর প্রতি আকৃষ্ট হলো। আমার কবিতায় তাকে ভৎসনা করলেন: "যে নিজের পছন্দের খাবার ছাড়তে পারে না, গোমরাহ হৃদয়কে বাধা দেয় না, সে এমন বিষয় ঘটায় যা বললে মুখ ভরে যায় (লজ্জায়)।" পরে উমারা নাজ্জাশির স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক জড়ালে আমার রাজাকে জানিয়ে দেন। নাজ্জাশি তার ওপর যাদু করে ফুঁ দিলেন (কুরাইশদের বর্ণনা — "জাদু"), ফলে সে বন্য প্রাণীদের মধ্যে চলে গেল; পরে আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিআ তাকে ধরলে সে ধরে রাখায় মারা গেল। (এই কাহিনির সনদ ও ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে।)

২. কিসরার দ্বারোয়ান: এক দাসীকে ভালোবাসত। একদিন দাসী তাকে তিরস্কার করলে সে জবাব দিতে গিয়ে জিহ্বা জড়িয়ে ফেলল; এরপর থেকে সে বোবা হয়ে গেল। চিকিৎসকরা ব্যর্থ হলো, সে এভাবেই মারা গেল।

৩. বনু উযরার লোক (উরওয়া ইবনুয যুবাইরের কাছে): উরওয়া বললেন, "তোমরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কোমলহৃদয়।" সে বলল, "আল্লাহর কসম! আমি গোত্রে ত্রিশজন যুবককে যক্ষ্মায় ধরা অবস্থায় রেখে এসেছি; ভালোবাসার রোগ ছাড়া তাদের কোনো রোগ নেই।"

৪. আমার ইবনে মানাত আল-খুযাঈ ও লায়লা: মজলিসে সুন্দর কথা বলতেন; লায়লা বিনতে উয়াইনাকে দেখে আসক্ত হলেন, তার ঘরবাড়ির দিক দেখা না গেলে ঘুমাতে পারতেন না; ওয়াসওয়াসা ও বিবেক হারালেন, তার নাম ছাড়া কিছু বলতেন না।

৫. মাজনুন বনি আমিরের অনুসারী (ইবনে আবি মালিক): তাঁর কথা ও ব্যবহার, মাটিতে রেখা টানা, পাথরের টুকরো সংগ্রহ করা... তিনি বলতেন: "আমিও আমার সঙ্গীর (মাজনুনের) মতো করছি।" (প্রেমে বিচ্ছিন্ন লোকদের অবস্থার একটি উদাহরণ।)

৬. বসরার এক পাগল: রাস্তার ধারে বসে পথচলতি কাফেলাকে আবৃত্তি শোনাতে। তার ছিল এক চাচাতো বোন, যাকে সে ভালোবাসত; তায়েফের এক লোক তাকে বিয়ে করে নিয়ে গেছে; সে পাগল হয়ে গেছে।

৭. মরুভূমির আরব যুবক (ইকরিমা): গলায় তাবিজ, নগ্নপ্রায়, পায়ে দড়ি, পেছনে এক বৃদ্ধা। তার চাচাতো বোনকে ভালোবাসত, পরিবার তাকে মেয়েটির কাছে আসতে বাধা দিয়েছে; সে বুদ্ধি হারিয়েছে। সে আবৃত্তি করল: "কায়স, উরওয়া ও জামিলের রোগ আমাকে ধরেছে; আমার দেহ শীর্ণ, হৃদয়ে জ্বালা।"

৮. মদিনার দাসী-গায়িকা: এক কুরাইশ যুবকের প্রেমে পড়ল; যুবক ক্লান্ত হয়ে গেলে সে বিলাপে, দৌড়ে বেরিয়ে কাপড় ছিঁড়ে, লোকজনকে মেরে ঘুরে বেড়াল। মালিক চিকিৎসা করল, ফল হলো না। সে গাইল: "ভালোবাসার শুরু একটু জেদ থেকে, ভাগ্য একে টেনে আনে; যখন যুবক হাওয়ার সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, তখন অসহনীয় বড় বিপদ আসে।" তারপর বলল, "অলঙ্কার তার মালিকদের ব্যস্ত রাখে, ধার দেওয়ার সুযোগ দেয় না।" এমনকি আরেক পাগল নারীও তাকে বলল, "গাও।" সে ঝাঁপের একটি টুকরো নিয়ে সুর তুলল।

নির্বাচিত কয়েকটি ঘটনা

অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনা

কিসরার দ্বারোয়ান
দাসীকে ভালোবাসত; জিহ্বা জড়িয়ে বোবা
হয়ে গেল

বনু উযরার লোক
গোত্রের ত্রিশজন যুবক যক্ষ্মায় আক্রান্ত

আমর ইবনে মানাত ও লায়লা
ঘুমাতে পারতেন না; বিবেক হারালেন

বসরার এক পাগল
চাচাতো বোনের অন্যত্র বিয়ে; পাগল হয়ে
গেছে

মরুভূমির আরব যুবক
বাধা পেয়ে বুদ্ধি হারিয়েছে

মদিনার দাসী-গায়িকা
বিলাপে কাপড় ছিঁড়ে ঘুরে বেড়াল

বর্ণনাকারীদের ভাষায়

৯. ইবরাহিম ইবনে সাইয়্যা (কবি): নিশাপুরে রাতে সে (মেজবানের কাছে) বিপন্ন ও উত্তেজিত হয়ে এসে আবৃত্তি করল,
"প্রতিপালিত হরিণশাবকটি আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে..." (সংক্ষিপ্ত কথোপকথন।)

১০. মুআবিয়া (রা.)-এর দরবারে আরব যুবক ও সু'আদ: (লম্বা কাহিনির সারাংশ) এক বেদুইন যুবক খলিফা মুআবিয়ার কাছে এসে অভিযোগ করল — তার স্ত্রী সু'আদকে (কারাগারে আটকে নির্যাতনের মুখে) তালাক দিতে বাধ্য করা হয়েছে এবং ইবনে উম্মুল হাকাম (শাসক) তাকে বিয়ে করেছে। মুআবিয়া শাসককে চিঠি লিখে নির্দেশ দিলেন সে যেন সু'আদকে তালাক দেয়; তারপর সু'আদকে ডাকলেন — তিনি সুন্দরী ও গুণবতী। মুআবিয়া বেদুইনকে জিজ্ঞেস করলেন, এর চেয়ে উত্তম কিছুর আশায় সে তাকে ভুলে যেতে চায় কি না; বেদুইন রাজি হলো না। রেগে গিয়ে মুআবিয়া সু'আদকে বললেন, "তুমি বেছে নাও — আমাকে, ইবনে উম্মুল হাকামকে, কিংবা বেদুইনকে।" তখন সে বলল: "এই লোক ছেঁড়া কাপড়ে ও অভাবে থাকলেও সে আমার কাছে আমার পিতা ও প্রতিবেশীর মতো, আর দিরহাম-দিনারের মালিকের চেয়েও প্রিয়... আমি আশঙ্কা করি, বিশ্বাসঘাতকতা করলে আগুনের উত্তাপ সহ্যেতে হবে।" মুআবিয়া হেসে বেদুইনকে সু'আদকে ফিরিয়ে দিলেন এবং দশ হাজার দিরহাম, উট ও বিছানা দিলেন। (কাহিনির সনদ ও পূর্ণ সত্যতা অনিশ্চিত — আদাবের কিতাবের স্বাভাবিক সংগ্রহ।)

১১. আসমাঈ (আবদুল মালিক), ৯৬ বছরের বৃদ্ধ ও রশিদ: খলিফা রশিদের অনুরোধে আসমাঈ তাঁর এক ছিয়ানব্বই বছরের সঙ্গীর কাহিনি শোনালেন, যিনি শীর্ণ ও বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ জানতে চাইলে বৃদ্ধ তাঁকে বলেছিলেন, "এক আত্মীয়ের গৃহে এক কিশোরীকে দেখে প্রেমে পড়েছি..." (সে ঢোল-ঢাকা নিয়ে ঠাট্টা করে কবিতা বলল, কিশোরী ঢোল তার মুখে ছুড়ে মারল।) রশিদ এত হাসলেন যে চিত হয়ে পড়ে গেলেন; আসমাঈকে বললেন, "ধিক তোমাকে আবদুল মালিক! ছিয়ানব্বই বছরের বৃদ্ধ প্রেমে পড়ে?" (মজার কাহিনি।)

১২. মুতাওয়াঙ্কিলের দাসী মাহবুবা: মুতাওয়াঙ্কিলের ওপর যা ঘটায় তা ঘটে যাওয়ার পর, তার প্রিয় দাসী মাহবুবা গায়িকাদের মজলিসে গাইতে অস্বীকার করল — শোকে, কারণ তিনি প্রভুর প্রেমে ছিলেন। (জবরদস্তি করা হলে গাইল: "কেমন জীবন আমার ভালো লাগবে, যেখানে জাফরকে দেখি না?... বিষণ্ণ মানুষের মৃত্যু দীর্ঘ জীবনের চেয়ে অধিক উত্তম।")

১৩. কবি সানাউবারি: "তারা যাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছে, আর আমরা দুঃখের প্রস্তুতি; তারা বলছে কাল বিচ্ছেদ — আর রুহের বিচ্ছেদ পরশু।"

১৪. আসমাঈ ও কাবার তাওয়াফে নারী: আসমাঈ বলেন, তাওয়াফে এক নারীকে বলতে শুনলাম, "ইয়া আল্লাহ, কিয়ামতের মালিক, প্রেমিকদের দয়া করুন; আপনি আহ্বানকারীর কাছেই।" আমি বললাম, "তাওয়াফে তুমি প্রলাপ বকছ?" সে বলল, "আমার কাছ থেকে দূরে সরো! প্রেম তোমাকে না ধরুক।" আমি বললাম, "প্রেম কী?" বলল, "তা প্রকাশ হতে সূক্ষ্ম, দেখতে লুকোনো, আগুন যেভাবে পাথরে থাকে।" (আসমাঈ বলেন, তাকে অনুসরণ করলাম...) আসমাঈ আরও বর্ণনা করেছেন: আবুস সাযিব আল-মাখযুমিকে কাবার গিলাফ ধরে দু'আ করতে দেখা গেল, "আল্লাহ, প্রেমিকদের দয়া করুন।" কেউ প্রশ্ন করলে বললেন, "দূরে যাও! আল্লাহর কসম, তাদের জন্য দু'আ হজ-উমরার চেয়েও শ্রেষ্ঠ।" (এটি ভালোবাসার প্রতি করুণা, তবে হজে এমন প্রার্থনাকে শরিয়তের মানদণ্ড হিসেবে নেওয়া যায় না।)

১৫. আল-হাদ্রের বাদশাহর কন্যা ও আদাশির: (পারস্যের ঐতিহাসিক কাহিনি) আদাশির আল-হাদ্র শহর অবরোধ করেও জয় করতে পারেননি। সেখানকার রাজকন্যা তাকে দেখে প্রেমে পড়ল এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাকে নগরী জয়ের একটি জায়গা দেখিয়ে দিল। আদাশির শহর জয় করে রাজা ও অনেককে হত্যা করে তাকে বিয়ে করলেন। এক রাতে সে বিছানায় অস্বস্তি বোধ করল; দেখা গেল বিছানার নিচে একটি মেহেদি-গুল্লের (আসের) ডাল তার কোমল ত্বকে দাগ করেছে। তিনি বললেন, "তোমার

বাবা তোমাকে কী খাওয়াতেন?" সে বলল, "মধু, মজ্জা, মাখন।" তিনি বললেন, "তোমার বাবা তোমার প্রতি যেমন দয়াশীল ছিলেন, সে যখন তাঁকে খোঁকা দিয়েছে..." এবং আদেশ দিলেন তার চুলের বেগি এক দ্রুতগামী ঘোড়ার লেজে বেঁধে ঘোড়া ছোটতে; তা-ই করা হলো। (মূল পাঠে এই ঘটনার পর ইবনুল জাওযির কোনো মন্তব্য নেই; ইবনে কুতাইবা এটি পারসিকদের জীবনীগ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেছেন।)

১৬. আবুল আব্বাস ইবনে আতা বলেন, আমার হালকায় (পাঠচক্রে) সুদর্শন এক যুবক আসত, সে তার হাত লুকিয়ে রাখত। তিনি বলেন, আমার মনে হলো, লোকটির হাত হয়তো কোনো কারণে কেটে ফেলা হয়েছে। তিনি বলেন, এক জুমার দিন—আকাশ তখন বরকতের বারিধারা ঢালছিল এবং সেদিন আমার কাছে আর কেউ আসেনি—সে আমার কাছে এল। তিনি বলেন, তখন আমার মন আমাকে তার সঙ্গে কথা বলতে তাগিদ দিতে লাগল, আমি বল্‌বার তা ঠেকিয়ে রাখলাম, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছাই প্রবল হলো। আমি তাকে বললাম, হে যুবক, কী ব্যাপার, তোমার হাতটি তো দেখি তুমি লুকিয়ে রাখো, কখনো বের করো না?

যদি তাতে কোনো রোগ থাকে, তবে আমরা মহান আল্লাহর কাছে তোমার জন্য সুস্থতার দোয়া করব।

তখন সে হাতটি বের করল; আমি তাতে অনেকটা অবশ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা দেখলাম।

আমি বললাম, হে যুবক, তোমার হাতে কী হয়েছিল? সে বলল, আমার কাহিনি দীর্ঘ। আমি বললাম, আমি তো তা শুনতে ভালোবাসি বলেই তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি।

তখন সে আমাকে বলল, আমি অমুকের পুত্র অমুক। আমার পিতা আমার জন্য ত্রিশ হাজার দিনার রেখে গিয়েছিলেন। আমি সেগুলো নিয়ে (শহরে) এলাম এবং গায়িকা বাঁদিদের মধ্যকার এক বাঁদির প্রেমে জড়িয়ে পড়লাম। তার পেছনে বিপুল অর্থ ব্যয় করলাম। তারপর তারা আমাকে পরামর্শ দিল তাকে কিনে নিতে। আমি ছয় হাজার দিনারে তাকে কিনলাম। যখন সে আমার কাছে এল এবং আমি তার মালিক হলাম, সে বলল, আপনি আমাকে কেন কিনলেন? দুনিয়ায় আপনার চেয়ে অগ্রিয় আমার কাছে আর কেউ নেই; আপনার দিকে তাকানোকেও আমি শাস্তি মনে করি। অতএব আপনার টাকা ফেরত নিন; আপনার প্রতি আমার এই ঘৃণা থাকতে আমার কাছ থেকে আপনার কোনো সুখই মিলবে না।

সে বলল, আমি তার জন্য মানুষ যা যা উজাড় করে দেয়, সবই দিলাম; কিন্তু তার বিদ্বেষ কেবল বেড়েই চলল। তাই আমি তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার সংকল্প করলাম। তখন আমার এক ধাত্রী আমাকে বলল, ওকে ছেড়ে দিন, সে মরুক; আপনি মরবেন না। (যুবক বলল,) এরপর সে একটি ঘরে আলাদা হয়ে রইল; কান্নাকাটি আর কাকুতি-মিনতি ছাড়া কিছু খেত না, কিছু পান করত না; এমনকি তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে এল এবং আমরা তার মধ্যে মৃত্যুর আভাস অনুভব করলাম।

এমন কোনো দিন যায়নি, যেদিন আমি তার কাছে যাইনি এবং তাকে নানা আকর্ষণীয় জিনিস দিতে চাইনি; কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি, বিদ্বেষ কেবল বেড়েই চলেছিল।

চতুর্থ দিনে আমি তার কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম সে কী খেতে চায়। সে হারিরা (এক ধরনের ঘন পায়ের/সুপ) খেতে চাইল। আমি শপথ করলাম, আমি ছাড়া আর কেউ তা রান্না করবে না। তাই আমি আগুন জ্বালালাম, হাড়ি চড়ালাম এবং তাতে যা দেওয়া হয়েছিল তা নাড়তে লাগলাম, আর আগুন তার কাজ করে যাচ্ছিল। এদিকে সে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে এই কয়েক দিনে তার ওপর যে কষ্ট গেছে, তার অভিযোগ করতে লাগল। তখন আমার ধাত্রী এসে বলল, হে আমার মনিব, আপনার হাত দুটি তুলুন। আমি হাত তুললাম—তখন তা যেমন দেখছেন, সেভাবে ঝলসে ঝরে গেছে।

আবুল আব্বাস বললেন, আমি এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম এবং বললাম, আমার পিতৃপুরুষ কুরবান হোক! এ তো এক সৃষ্ট প্রাণীর ভালোবাসায়—সে তোমার প্রতি মুখ ফিরিয়েছে, আর তাতেই তোমার এ সবকিছু ঘটেছে!

◆ এক নজরে

- ★ অধ্যায়ের শিরোনাম: প্রেমাসক্তের ওপর যে বিপদ আসে—রোগ, শীর্ণতা, উন্মাদনা ইত্যাদি
- ★ বর্ণিতদের মধ্যে কিসরার দ্বারোয়ান, বনু উয়রার লোক, বসরার এক পাগল
- ★ বর্ণিত পরিণতি: বাকশক্তি বা বুদ্ধি হারানো, অনিদ্রা, শীর্ণতা, বিলাপ

পর্ব ৫

ইশকের করুণ পরিণতি

৪০ নানা কৌশল, প্রাণকে ঝুঁকিতে ফেলা এবং ধ্বংসের মুখে নিজেকে ঠেলে দেওয়ার বিবরণ—প্রিয়জনের জন্য

৪১ প্রেমে যাঁদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ে থাকে তাঁদের আলোচনা

৪২ যাকে প্রেম নিজের মাহরামদের সঙ্গে ব্যভিচারে প্ররোচিত করেছে, তার আলোচনা

৪৩ প্রেমের কারণে যে কুফরি করেছে তার আলোচনা

৪৪ যাকে প্রেম মানুষ হত্যায় প্ররোচিত করেছে তার আলোচনা

৪৫ যে ব্যক্তি তার প্রেমাস্পদকে হত্যা করেছে তার সংবাদের বিবরণ

৪৬ প্রেমের কারণে নিহত প্রেমিকদের সংবাদ প্রসঙ্গে

৪৭ যাদেরকে প্রেম হত্যা করেছে তাদের আলোচনা

৪৮ যারা প্রেমের কারণে নিজেকে হত্যা করেছে তাদের সংবাদ

পর্ব ৫ · অধ্যায় ৪০

নানা কৌশল, প্রাণকে ঝুঁকিতে ফেলা এবং ধ্বংসের মুখে নিজেকে ঠেলে দেওয়ার বিবরণ
—প্রিয়জনের জন্য

অধ্যায় ৪০

এই অধ্যায় সম্পর্কে

এটি পূর্ণ অনুবাদ নয়, কাহিনি-ভিত্তিক সারসংক্ষেপ — কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে, সনদ বাদ দিয়ে। এই কাহিনিগুলোর সনদ ও ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা নয়; এগুলো শরিয়তের দলিল নয়, আর প্রেমিকদের গৌরবাস্থিত করার জন্যও নয়।

এই অধ্যায়ে প্রিয়জনের জন্য নানা কৌশল করা, প্রাণ ঝুঁকিতে ফেলা এবং নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার ঘটনাগুলো একত্র করা হয়েছে।

অধ্যায়ের কাহিনিসূচি

কাহিনি	যা নিয়ে কাহিনি
আবদুল মালিক ও নামহীন যুবক	বাঁদীর তিনটি গান শোনার আবেদন
সুলাইমান ও আরেক আবেদনকারী	একই ধরনের আবেদন
রশিদ ও ইরাকি প্রেমিক	বাঁদীর কাছে বসে তিনটি গান শোনার আবেদন
তামিমের বাঁদী	বাগদাদে গান গাওয়ার প্রতিশ্রুতি চাইল
কাপড়-ব্যবসায়ী ও দানকিরিকা	প্রাসাদের দাসীর সঙ্গে বিয়ে হলো
মুহাম্মদ ইবনে জাফর	রান্নাঘরের কিশোর; পরে বিয়ে ও সম্পদ
ওয়াদাহ ও উম্মুল বানিন	সিন্দুকে করে প্রাসাদে ঢোকানো; খাদেম দেখে ফেলল
লুকমান ইবনে আদ ও স্ত্রী	এক যুবক অস্ত্রের বাডিলে লুকিয়ে ঘরে ঢুকল
ইবনুল মাগরিবি	কিশোরকে দেখতে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেললেন

বর্ণনাকারীদের ভাষায়, সংক্ষেপে

১. আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ও নামহীন যুবক

আবদুল মালিকের হাতে নামহীন একটি আবেদনপত্র পড়ল: তিনি যেন তাঁর অমুক বাঁদিকে তিনটি গান গাইতে আদেশ দেন, তারপর আবেদনকারীর ব্যাপারে যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত নেন। ত্রুদ্ধ আবদুল মালিক যুবক ও বাঁদিকে ডাকালেন। যুবকের নির্দেশে বাঁদী কায়স ইবনে যারিহ, জামিল ও মজনুনের কবিতা গাইল। প্রথম গানে যুবক গায়ের কাপড় ছিঁড়ল, দ্বিতীয় গানে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, তৃতীয় গানে ঝুলবারান্দা থেকে নিজেকে নিচে ফেলে দিল এবং মাটিতে পৌঁছার আগেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আবদুল মালিক বললেন, সে তাড়াহুড়ো করল; তার ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন ছিল। তিনি বাঁদিকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিলেন। যুবকটি অপরিচিত ছিল; জানা গেল, তিন দিন ধরে সে বাজারে বাজারে আতর্নাদ করে ফিরছিল।

২. সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিক, আরেক আবেদনকারী ও বাঁদি

ইবনুল জাওযি বলেন, এমন ঘটনা সুলাইমানের মজলিসেও ঘটেছে। এক আবেদনকারী লিখল, তাঁর অমুক বাঁদিকে বের করে আনা হোক, সে তিনটি গান গাইবে। সুলাইমান রেগে লোকটির মাথা আনার আদেশ দিলেন, পরে আরেক দূত পাঠিয়ে তাকে ঢুকতে দিলেন। সে বলল, তাঁর সহনশীলতার ওপর আস্থা ও ক্ষমার ওপর ভরসাই তাকে প্ররোচিত করেছে। বাঁদি কায়স ইবনুল মুলাওওয়াহ, জামিল ও কায়স ইবনে যারিহের কবিতা গাইল; প্রতিবার সে এক রতল পানীয় চেয়ে নিল। শেষ গানের পর সে একটি গম্বুজের চূড়ায় উঠে মাথার ওপর ভর করে নিজেকে নিচে ছুড়ে দিল। সুলাইমান বললেন, “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন”; আরও বললেন, সে কি ভেবেছিল যে তিনি নিজের বাঁদিকে তার সামনে বের করে এনে আবার নিজের মালিকানায় ফিরিয়ে নেবেন? তারপর আদেশ দিলেন: ওর হাত ধরে ওর পরিবারের কাছে নিয়ে যাও, নইলে বিক্রি করে মূল্য সদকা করে দাও। নিয়ে যাওয়ার সময় সে বৃষ্টির পানির একটি গর্ত দেখে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, “যে প্রেমে মরে, সে যেন এভাবেই মরে... মৃত্যু ছাড়া প্রেমে কোনো কল্যাণ নেই,” এবং গর্তে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেল। (পাঠ অস্পষ্ট: শেষ অংশে “সে” বলতে ঠিক কাকে বোঝানো হয়েছে, তা বাংলা পাঠ থেকে স্পষ্ট নয়।)

৩. হারুনুর রশিদ ও ইরাকি প্রেমিক

ইবনুল জাওযি বলেন, এমন ঘটনা রশিদের মজলিসেও ঘটেছে। মদিনার এক বাঁদিকে রশিদ পছন্দ করলে তাঁর আদেশে তার পরিবার ও মুক্তদাসেরা বাগদাদে এল; সঙ্গে এল ইরাকের এক লোক, যে বাঁদিটিকে ভালোবাসত। সবার প্রয়োজন লেখা হচ্ছিল; সে চাইল ওই নারীর সঙ্গে বসতে, তিনটি গান শুনতে, তিন রতল পান করতে এবং নিজের ভালোবাসার কথা তাকে জানাতে। ফযল তাকে পাগল ভাবল, কিন্তু রশিদ সম্মত হলেন; রূপা ও সোনার চেয়ার পাতা হলো, রশিদ দূর থেকে দেখছিলেন। তিন গানের পর সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে মাথার ওপর ভর করে নিজেকে মাটিতে ছুড়ে দিয়ে মারা গেল। রশিদ বললেন, যুবকটি তাড়াহুড়ো করল; না করলে বাঁদিটিকে তাকে দান করে দেওয়া হতো।

৪. আমির তামিম ইবনুল মুইয়ের বাঁদি

ইবনুল আশকারি বাগদাদ থেকে তামিমের জন্য একটি অপূর্ব বাঁদি কিনে আনলেন। ভোজসভায় সে গাইল, তামিম ও সবাই আনন্দিত হলেন। তামিম তাকে যা ইচ্ছা চাইতে বললে সে প্রতিশ্রুতি নিয়ে চাইল, এই পালার গানটি বাগদাদে গাইবে। তামিমের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কিন্তু কথা রাখতে তিনি ইবনুল আশকারিকে বললেন তাকে বাগদাদে নিয়ে যেতে এবং সেখানে সে গান গাইলে বিদায় করে দিতে। হজ সেরে ইরাকের কাফেলায় কাদিসিয়ায় পৌঁছে সে কবিতা গাইল (“ইরাকের মাটি থেকে আমি পেলাম... ইরাকের নিঃশ্বাসের মৃদু সুবাস”); এরপর তার আর কোনো কথা শোনা গেল না। বাগদাদের কাছে ইয়াসিরিয়ায় ভোরের দিকে কালো দাসী এসে বলল, কব্রী নেই। ইবনুল আশকারি তার আর কোনো চিহ্ন পেলেন না; ফিরে তামিমকে জানালে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং সবসময় তাকে স্মরণ করতেন।

৫. কাপড়-ব্যবসায়ী ও দানকিরিকা (খলিফা মুকতাদিরের প্রাসাদের দাসী)

আবুল ফারাজ ইবনুল নারসির পিতার এক বন্ধু তাঁর এক ব্যবসায়ী বন্ধুর দাওয়াতে গিয়ে দেখলেন, ব্যবসায়ী দানকিরিকা নামের খাবার খেয়ে চল্লিশবার হাত ধুলেন। পীড়াপীড়ি করে কারণ জানতে চাইলে ব্যবসায়ী নিজের কাহিনি বললেন। পিতার মৃত্যুর পর (তখন তাঁর বয়স বিশ) তিনি কারখে দোকান চালাতেন। একদিন এক অপূর্ব সুন্দরী নারী এসে প্রায় পাঁচশো দিনারের কাপড় নিলেন, দাম না দিয়েই চলে গেলেন; তিনি তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। নারীটি আরও দুবার এসে আগের পাওনা পরিশোধ করলেন এবং নতুন বড় কেনাকাটার তালিকা দিলেন (দ্বিতীয়বার এক হাজার দিনারের পণ্য দাম না দিয়েই নিয়ে গেলেন; তৃতীয়বার পণ্য না নিয়েই উঠে গেলেন); ব্যবসায়ীর বড় মুনাফা হলো। তৃতীয়বার খাদেমের সাহসে তিনি নারীকে নিজের ভালোবাসার কথা জানালেন, নারী তা সুন্দরভাবে গ্রহণ করলেন। পরে খাদেম জানাল, ইনি খলিফা মুকতাদিরের মা সাইয়িদার দাসী; তিনি সাইয়িদার কাছে ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়ের অনুরোধ করেছেন, কিন্তু সাইয়িদা বলেছেন লোকটিকে না দেখে তিনি রাজি হবেন না; তাই প্রাসাদে ঢোকার জন্য কৌশল করতে হবে, ধরা পড়লে গর্দান যাবে। ব্যবসায়ীকে একটি সিন্দুকে ভরে নৌকায় প্রাসাদে ঢোকানো হলো; প্রহরীরা তল্লাশি করতে চাইলে নারীটি কৌশলে ঠেকাল, আর ভয়ে তিনি প্রস্রাব করে ফেলেছিলেন। প্রাসাদে সাইয়িদা তাঁকে দেখে সম্মত হলেন, তাঁকে একইভাবে বের করা হলো। পরে মিছিলের দিন মুকতাদিরের উপস্থিতিতে এক বিচারক তাঁকে বিয়ে দিলেন। বাসরের আগে ক্ষুধায় তিনি রান্নাঘরে দানকিরিকা খেয়ে উশনান-ঘাস দিয়ে হাত ধুয়েছিলেন। নববধূ তাঁর দাড়ির ঘ্রাণ নিয়ে তাঁকে লাথি মেরে মঞ্চ থেকে ফেলে দিয়ে বলল, “তুমি খেয়েছ আর হাত ধোওনি?” তিনি শপথ করলেন, এরপর দানকিরিকা খেলে চল্লিশবার হাত না ধুয়ে থাকবেন না। তখন সে হেসে তাঁকে গ্রহণ করল। সাইয়িদার দেওয়া পঞ্চাশ হাজার দিনার ও বহু সম্পদ সে তাঁর কাছে স্থানান্তর করল; বহু বছর তাঁরা একসঙ্গে থাকলেন, সে কয়েকটি সন্তানের জন্ম দিল, তারপর মারা গেল।

৬. মুহাম্মদ ইবনে জাফর, “হররার স্বামী”

মুতাজিদের মুক্তদাস বদরের কন্যা মুকতাদিরের স্ত্রী ছিলেন; মুকতাদির নিহত হলে তাঁর সম্পদ নিরাপদ রইল। তাঁর রান্নাঘরে মাথায় বোঝা বহিত মুহাম্মদ ইবনে জাফর নামের এক কিশোর; ধাপে ধাপে সে রান্নাঘরের তত্ত্বাবধায়ক ও পরে জমিজমার

দেখাশোনাকারী হলো। তিনি তাকে বিয়ের জন্য ডেকে পাঠালেন, সাহস জোগালেন, অর্থ ব্যয় করলেন; বিচারকদের উপহার দিয়ে এবং অভিভাবকদের আপত্তি অতিক্রম করে বিয়ে সম্পন্ন করলেন। কয়েক বছর পর তিনি মারা গেলে মুহাম্মদ তাঁর সম্পদ থেকে প্রায় তিন লাখ দিনার পেল। সে “হুররার স্বামী” নামে পরিচিত হলো, আর হুররার ওয়াকফ ও অসিয়ত তাঁর হাতেই স্থির থাকল। সে হাদিসের ইমলা-মজলিসও করত; ৩৭২ হিজরির সফর মাসে মারা যায় এবং মারুফ কারখির কবরের নিকটে তাকে দাফন করা হয়।

৭. ওয়াদাহ আল-ইয়ামান ও উম্মুল বানিন

ওয়াদাহ ও উম্মুল বানিন ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হয়েছিলেন, পরস্পরকে ভালোবাসতেন। মেয়েটি বড় হলে তাঁকে পর্দায় আড়াল করা হলো; পরে ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক তাঁকে বিয়ে করে শামে নিয়ে গেলেন। ওয়াদাহ শামে গিয়ে ওয়ালিদের প্রাসাদের চারপাশে ঘুরলেন এবং এক দাসীর মাধ্যমে খবর পাঠালেন। উম্মুল বানিন কৌশল করে তাঁকে সিন্দুক করে নিজের কাছে ঢুকিয়ে নিলেন। একদিন এক খাদেম ওয়ালিদের পাঠানো রত্ন নিয়ে অনুমতি ছাড়া ঢুকে ওয়াদাহকে সিন্দুক ঢুকতে দেখে ফেলল; উম্মুল বানিন তাকে একটি পাথর দিতে অস্বীকার করলে সে রাগ করে ওয়ালিদকে জানাল। ওয়ালিদ ওই সিন্দুকটি চেয়ে নিলেন, গর্ত খুঁড়িয়ে সিন্দুক ফেললেন এবং খাদেমকেও তার ওপর ফেলে দুজনের ওপর মাটি চাপা দেওয়ালেন। এরপর উম্মুল বানিনকে সেই স্থানে কাঁদতে দেখা যেত, যতক্ষণ না একদিন তাঁকে মুখ খুবড়ে মৃত পাওয়া গেল। (একই ঘটনার আরেকটি বর্ণনাও আছে (ইবনুল জাওযি বলেন, মুআফা ইবনে যাকারিয়াও এটি বর্ণনা করেছেন), যাতে খলিফা ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালিক; সেখানে খাদেমের ঘাড়ের আঘাত করে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, রাতে সিন্দুক না খুলেই মজলিসের ভেতরে খোঁড়া গর্তে পুঁতে ফেলা হয়, এরপর ওয়াদাহকে আর দেখা যায়নি, আর মৃত্যু পর্যন্ত ইয়াযিদ উম্মুল বানিনের প্রতি এ নিয়ে কিছুই প্রকাশ করেননি।)

৮. লুকমান ইবনে আদ ও তাঁর স্ত্রী

লুকমান ইবনে আদ নারীদের অপছন্দ করতেন, কওমের পীড়াপীড়িতে মিনার এক নারীকে বিয়ে করলেন; উঁচু ঘরে নিচের দিকে দরজা রেখে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন, তাঁদের একটি মেয়ে হলো। আদ-গোত্রের এক যুবক তাঁর স্ত্রীকে দেখার পণ করে অস্ত্রের একটি বাড়িলের ভেতরে লুকিয়ে লুকমানের ঘরে ঢুকল। পরে লুকমান ছাদে কফের দাগ দেখে স্ত্রীকে তা ফেলতে বললেন; সে পৌঁছাতে পারল না। তিনি বললেন, “তলোয়ারগুলোই আমাকে ধ্বংস করেছে”—এটি প্রবাদ হয়ে গেল। তিনি স্ত্রীকে হত্যা করলেন, মেয়েটিকেও হত্যা করলেন; কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, “সেও তো নারীদেরই একজন।” যুবক ভয়ে বন্য পশুদের কাছে পালিয়ে গেল; তার খবর শুনে লুকমান কওমের ওপর থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন। (আরেকটি বর্ণনায় (শাবির সূত্রে) লুকমান পাহাড়ের পাদদেশে শিকলের সিঁড়িওয়ালা ঘর বানিয়েছিলেন; আমালিক বংশের এক যুবক তলোয়ারের বাড়িলে লুকিয়ে ঢোকে; লুকমান স্ত্রীকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেন এবং সুহর নামের মেয়েকে পাথরে আঘাত করে হত্যা করেন; “সুহরের অপরাধ ছাড়া সে আর কোনো অপরাধ করেনি”—এটি প্রবাদ হয়ে যায়।)

৯. ইবনুল মাগরিবি ও খালে সাঁতার-কাটা কিশোর

সুলতান ইবনুল মাগরিবির রক্ত চাইছিলেন, তিনি কায়রোতে আত্মগোপনে ছিলেন। মিসরের এক অতি সুন্দর দাড়িহীন কিশোরকে তিনি দেখতে চাইতেন; খবর পেলেন সে খালে সাঁতার কাটছে। নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলে বের হয়ে তাকে দেখলেন এবং কবিতা বললেন (“জীবনের পুরোটার বিনিময়ে আমি তার দিকে আমার এই এক দৃষ্টিতেই তুষ্ট হয়েছি”)।

◆ এক নজরে

- ★ অধ্যায়ে প্রিয়জনের জন্য কৌশল, প্রাণ ঝুঁকিতে ফেলা ও ধ্বংসের মুখে যাওয়ার ঘটনা একত্র
- ★ আবদুল মালিক, সুলাইমান ও রশিদের মজলিসে একই ধরনের আবেদনের ঘটনা
- ★ দুই কাহিনিতে বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কথা আছে
- ★ ইবনুল মাগরিবি এক কিশোরকে দেখতে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেললেন

পর্ব ৫ · অধ্যায় ৪১

প্রেমে যাঁদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ে থাকে তাঁদের আলোচনা

অধ্যায় ৪১

এই অধ্যায় সম্পর্কে

এটি পূর্ণ অনুবাদ নয়, কাহিনি-ভিত্তিক সারসংক্ষেপ — কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে, সনদ বাদ দিয়ে। এই কাহিনিগুলোর সনদ ও ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা নয়; এগুলো শরিয়তের দলিল নয়, আর প্রেমিকদের গৌরবান্বিত করার জন্যও নয়।

এ অধ্যায়ে প্রেমে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয় এমন ব্যক্তিদের কথা আছে। লেখক শুরুতেই বলেন: "এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলেন লায়লার মাজনুন (লায়লার উন্মাদ প্রেমিক)। তাঁর অনেক ঘটনা ও অনেক কবিতা আছে; আমি কেবল সেগুলোর উৎকৃষ্ট অংশ বেছে নিচ্ছি।" এরপর মাজনুন, উরওয়া ইবনে হিয়াম, আব্বাস ইবনুল আহনাফ, যুর-রুম্মা, তাওবা ও লায়লা আল-আখিলিয়া, জামিল ও বুসাইনা এবং কুসাইয়ির ও আযযার প্রসঙ্গ আসে। অধ্যায়ের শেষে লেখক নিজেই সীমা টানেন।

অধ্যায়ে যাঁদের কথা এসেছে

প্রেমে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখিত

মাজনুন লায়লা

নাম ও বংশ নিয়ে মতভেদ; বহু বর্ণনা

উরওয়া ইবনে হিয়াম

আফরার সঙ্গে শৈশবের টানের বিবরণ

আব্বাস ইবনুল আহনাফ

মূল খুরাসানে, বড় হয়েছেন বাগদাদে

যুর-রুম্মা

মাইয়্যার সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ

তাওবা ও লায়লা আল-আখিলিয়া

হাজ্জাজের দরবারে লায়লার বিবরণ

জামিল ও বুসাইনা

বসার পাথর, পলায়ন ও মিসরের বিবরণ

কুসাইয়ির ও আযযা

লেখক: বিষয়টি তেমন নয়

অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ অনুযায়ী

মাজনুন লায়লা (কাইস ইবনুল মুলাওওয়াহ)

১. নাম ও বংশ নিয়ে মতভেদ

লেখক বলেন, বংশবিদ আলেমগণ মাজনুনের নাম ও বংশ নিয়ে মতভেদ করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনায় তিনি কাইস ইবনুল মুলাওওয়াহ ইবনে মুয়াহিম, আল-বুখতারি ইবনুল জাদি, কাইস ইবনে মুআয আল-উকাইলি, অথবা আল-আকরা ইবনে মুআয। এক বর্ণনায় আছে, বনু আমিরে তিনজন উন্মাদ ছিলেন: মুআয লায়লা, কাইস ইবনে মুআয এবং মাহদি ইবনুল মুলাওওয়াহ আল-জাদি। লায়লাকে কেউ বলেছেন লায়লা বিনতে মাহদি, কেউ লায়লা বিনতে ওয়ার্দ (বনু রাবিআর); তাঁর কুনিয়ত উম্মে মালিক (মাজনুনও কবিতায় এই নামে ডেকেছেন) অথবা উম্মুল খালিল। (এই অংশের একটি বাক্য লাইন-বিরতিতে ভাঙা; অর্থ অক্ষুণ্ণ।)

◆ মাজনুনের নাম নিয়ে মতভেদ

বংশবিদদের মতভেদ

এক বর্ণনা

কাইস ইবনুল মুলাওওয়াহ ইবনে মুযাহিম

আরেক বর্ণনা

আল-বুখতারি ইবনুল জাদি

আরেক বর্ণনা

কাইস ইবনে মুআয আল-উকাইলি

আরেক বর্ণনা

আল-আকরা ইবনে মুআয

লেখক যেভাবে উল্লেখ করেছেন

২. পরিচয়ের সূচনা: লায়লার খ্যাতি শুনে সাক্ষাৎ

লায়লা বিনতে মাহদি ছিলেন বনু আমিরের সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী তরুণী। তাঁর কথা শুনে সেজেগুজে গিয়ে মাজনুন সারাদিন তাঁর সঙ্গে কথা বললেন; লায়লা তাঁর অন্তরে গেঁথে গেলেন। পরের রাতগুলো তাঁর কাছে অতি দীর্ঘ হলো। একদিন লায়লা তাঁকে পরীক্ষা করতে মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনি বেরিয়ে গেলেন; লায়লা তাঁর জন্য ভয় পেয়ে তাঁর দিকে ফিরে বললেন, "আজকের পর তুমি ছাড়া আর কোনো পুরুষের সঙ্গে আমি বসব না, মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করা পর্যন্ত—যদি না আমাকে বাধ্য করা হয়।" মাজনুন সবচেয়ে আনন্দিত অবস্থায় ফিরলেন।

৩. লেখকের মন্তব্য: একটি শব্দের পাঠ

লেখক বলেন, এই কাহিনিতে মাজনুনের উক্তি "বিছানাগুলো আমাকে তোমার দিকে নাড়া দেয়" অর্থের শব্দটি এসেছে ঝ-যোগে, আর তিনি কাউকে এটি অন্যভাবে বলতে শোনেননি। পরে তিনি দেখলেন ফাতহ ইবনে জিন্নি শব্দটি র-যোগে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, আলেমদের মতে ঝ-যোগে পাঠ তাসহিফ (লিপিবিভ্রাট); র-যোগের শব্দের অর্থ "অপছন্দ করল, ফলে ঠেলে সরিয়ে দিল"।

৪. শৈশবের আসক্তি

আরেক বর্ণনায় (লাকিত ইবনে বুকাইর): দুজনে ছোটবেলায় কওমের ভেড়া-বকরি চরাতে; মাজনুনের আসক্তি লায়লার চেয়ে বেশি ছিল। ব্যাপারটি জানাজানি হলে লায়লাকে পর্দায় আড়াল করা হলো, ফলে মাজনুনের বুদ্ধি লোপ পেল। তাঁর কবিতা: "আমরা দুজন ছোট ছিলাম, ছাগল-ভেড়ার ছানা চরাতাম..."। এই পঙ্ক্তি নিয়ে আরেকটি ঘটনা: আযান দিতে গিয়ে ইবনে আবি মুলাইকা আল-আখদার আল-জাদিকে এ গান গাইতে শুনে "হাইয়া আলাস সালাহ"-র জায়গায় "হাইয়া আলাল বাহম" (ছানাগুলোর দিকে এসো) বলে ফেললেন; মক্কাবাসীরা শুনলে তিনি তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে এলেন।

৫. বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, শয়তানের কাজ বলে তিরস্কার

আরেক বর্ণনায় (রাবিআ ইবনে আব্দুল হামিদ): মাজনুন লায়লাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, কিন্তু তারা বিয়ে দিল না; তাঁর অবস্থা কঠিন হলো, খবর ছড়িয়ে পড়ল। এক চাচাতো ভাই বলল, এটি শয়তানের কাজ, নিজের থেকে তাড়াও। তিনি উত্তরে কবিতা বললেন: "বাহ, শয়তানের কাজ কী চমৎকার কাজ! যদি তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা শয়তানের কাজই হয়।" আবু উবাইদা বলেন, তিনি কওমের মজলিসে বসে কথা শুনে হতবাক হয়ে থাকতেন, পরে কথা মনে করতে পারতেন না; একজন তাঁকে "পাগল" বললে তিনি কবিতায় উত্তর দিলেন। তাঁর অবস্থা বাড়তে বাড়তে তিনি বুদ্ধি হারালেন, কাপড় ছিঁড়তেন, কেবল লায়লার নাম শুনলে সাড়া দিতেন।

৬. বিয়ের প্রস্তাব ও চোগলখোরদের কথা

রিবাহ ইবনে হাবিবের সূত্রে বনু আমিরের এক ব্যক্তির বর্ণনা: মাজনুনের উল্লেখ প্রসিদ্ধ হলে তাঁর পরিবার পিতার কাছে জড়ো হয়ে তাঁকে বিয়ে দিতে বলল, যাতে লায়লাকে ভোলেন; তিনি অস্বীকার করলেন। হিংসুক কিছু যুবক লায়লাকে জানাল যে তিনি বিয়ে করতে চলেছেন। মাজনুন যথারীতি এলে লায়লা তাঁকে পর্দায় রাখলেন, সামনে এলেন না। মাজনুন ফিরে গিয়ে কবিতা বললেন:

"আল্লাহর কসম, আমি জানি না কোন কারণে তুমি আমাকে ত্যাগ করলে..."। কথা লায়লার কাছে পৌঁছালে (পূর্বের সর্বনাম অনুযায়ী) তিনি বললেন, কাইস ঠিকই বলেছে—যে চোগলখোরদের কথা মানে, তারা তার জন্য কোনো বন্ধু অবশিষ্ট রাখে না।

৭. পিতার সঙ্গে মক্কায় হজ

আবু আমর আশ-শাইবানির বর্ণনা: গোত্রের লোকেরা মাজনুনের পিতাকে বলল, তাকে মক্কায় নিয়ে কাবার আশ্রয় নিন, নবী ﷺ-এর কবর জিয়ারত করুন, হয়তো আল্লাহ সুস্থ করবেন। পিতা তাঁকে নিয়ে মক্কায় তাওয়াফ ও দোয়া করতে লাগলেন; মাজনুন আল্লাহর কাছে লায়লাকেই চাইতে লাগলেন। মিনায় তাঁবুগুলোর মধ্য থেকে কেউ "ইয়া লায়লা!" বলে ডেকে উঠলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন; জ্ঞান ফিরলে কবিতা বললেন। (এই ঘটনার আরেকটি বর্ণনাও আছে: এক শাইখ মিনায় একদল লোকের মধ্যে ফর্সা, শীর্ণ ও বিবর্ণ এক যুবককে দেখলেন, যাকে তারা ধরে রেখেছিল—তঁার পিতা কাবা ও রাসুলের কবরে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য তাঁকে এনেছিলেন, আর তারা ভয় পাচ্ছিল তিনি নিজের ক্ষতি করবেন। তিনি নাজদ থেকে আগত শাইখের কাছে নাজদের জায়গাগুলোর খবর জিজ্ঞাসা করে কাঁদলেন ও কবিতা বললেন।)

৮. লায়লার পরিবারের নিষেধ, মারওয়ানের চিঠি

ইবনুল আ'রাবির বর্ণনা: মাজনুনের কবিতায় লায়লার কথা ছড়ালে লায়লার পরিবার তাঁকে দেখা-সাক্ষাৎ থেকে নিষেধ করল, হুমকি দিল ও হত্যার ভয় দেখাল; লায়লার খবর আনা এক নারীকেও নিষেধ করা হলো। লায়লার পিতা কয়েকজন নিয়ে মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে নালিশ করলেন। মারওয়ান তাঁর কর্মকর্তাকে লিখলেন, সে যেন কাইসকে কঠোরভাবে বারণ করে; লায়লার পরিবার তাকে তাদের কাছে পেলে তার রক্তের কোনো দাবি থাকবে না। কর্মকর্তা মাজনুনকে ডেকে চিঠি পড়ে শোনাল। নিরাশ হয়ে তিনি দিশাহারা হলেন; নুড়ি-মাটি নিয়ে খেলতেন, লায়লার স্মরণ ও কবিতা ছাড়া কিছু চিনতেন না; লায়লাও বিচ্ছেদে ক্ষয়ে যেতে লাগলেন।

৯. মারওয়ানের নিযুক্ত সাদাকা-আদায়কারী ও সমাবেশে যাওয়া নিষেধ

আবু মুআয আন-নুমাইরির বর্ণনা: মারওয়ান কা'ব ইবনে রাবিআর সাদাকা আদায়ের জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন। সে মাজনুনের কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে বলল, লায়লার সঙ্গে একত্র করার কৌশল করব। মাজনুন তার সঙ্গে বনু আমিরের বার্ষিক সমাবেশে যেতে চাইলেন; কিন্তু তাঁর গোষ্ঠীর কিছু লোক জানাল, তিনি লায়লাকে দেখতেই যাচ্ছেন, আর লায়লার পরিবার প্রতিকার চেয়েছে এবং শাসক তাঁর রক্ত বৃথা ঘোষণা করেছে। ফলে সে তাঁকে সঙ্গে নিতে নিষেধ করল ও কয়েকটি যুবতী উটনী দিতে চাইল; তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন।

১০. উন্মাদনার বৃদ্ধি

পথ বন্ধ বুঝে মাজনুন কাপড় ছিঁড়ে উলঙ্গ ঘুরতে লাগলেন, কিছু বুঝতেন না, সালাতও আদায় করতেন না। পিতা ধ্বংসের আশঙ্কায় তাঁকে শিকল পরালেন; তিনি নিজেকে আঘাত করতে লাগলেন। পিতা শিকল খুলে দিলে তিনি প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। এক ধাত্রী ছাড়া কারও সঙ্গে স্তম্ভিত পেতেন না; সে প্রতিদিন রুটি ও পানি এনে রাখত, তিনি কখনো খেতেন, কখনো না।

১১. মায়ের অনুরোধে লায়লার রাতে সাক্ষাৎ

ইউনুস আন-নাহবির বর্ণনা: মাজনুন পানাহার ত্যাগ করলে তাঁর মা লায়লার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার ভালোবাসা তার বুদ্ধি নিয়ে গেছে, তুমি আমার সঙ্গে চলো। লায়লা বললেন, দিনে পারব না, জলাশয়ের লোকেরা জানলে প্রাণের নিরাপত্তা নেই; রাতে যাব। রাতে গিয়ে বললে মাজনুন মাথা তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবিতা বললেন: "সে বলল, 'আমার কারণে তুমি পাগল হয়েছে', আমি বললাম... ভালোবাসা তো পাগলদের অবস্থার চেয়েও ভয়ংকর।"

১২. নওফাল ইবনে মুসাহিক

ইবনে আয়িশার পিতার বর্ণনা: নওফাল ইবনে মুসাহিক কা'ব ইবনে রাবিআর সাদাকা আদায়ের দায়িত্বে এসে মাজনুনকে মাটি নিয়ে খেলতে দেখলেন। তাঁর পরিবারের একজন বলল, লায়লার কথা বললে সঠিক কথা বলবেন। মাজনুন লায়লাকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করলেন। নওফাল তাঁকে একটি ঘরে শিকল পরিয়ে চিকিৎসার চেষ্টা করলেন; মাজনুন নিজেকে আঘাত করলে নওফাল তাঁকে বাঁধনমুক্ত করে ছেড়ে দিলেন। তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে আশ্রয় নিলেন; ধাত্রী মরুভূমিতে খুঁজে তাঁর জন্য রুটি-পানি নিয়ে যেতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই অবস্থায় রইলেন।

১৩. উরওয়া ইবনে হিয়ামের ব্যাপারে মাজনুনের কবিতা

আবু মুআয আন-নুমাইরির বর্ণনা: মাজনুন আল-আহওয়াস ইবনে মুহাম্মদ আল-আনসারির কাছে উরওয়া ইবনে হিয়ামের কাহিনি শুনে কবিতা বললেন: "উরওয়া তো একদিন মরে শান্তি পেয়ে গেল... আর এই যে আমি, আমি প্রতিদিনই মরছি।"

১৪. কুসাইয়িরের বর্ণনা: হরিণ-ছাড়ানো লোক

কুসাইয়ির আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাছে আযযাকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করে কাঁদছিলেন। আবদুল মালিক জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নিজের চেয়ে বেশি প্রেমে পড়া কাউকে দেখেছ? কুসাইয়ির বললেন: প্রান্তরে হরিণের ফাঁদ পেতে বসা এক লোকের কাছে তিনি তিন দিন কাটালেন। লোকটি প্রতিবার ফাঁদে পড়া হরিণী লায়লার সাদৃশ্যের কারণে "লায়লার জন্য" বলে ছেড়ে দিত। তৃতীয়বার কুসাইয়ির তার হাত চেপে ধরলে সে কেঁদে কবিতা বলল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করে দেখা গেল সে কাইস ইবনে মুআয আল-মাজনুন। কুসাইয়ির বললেন, "আব্বাহর কসম, হে আমিরুল মুমিনিন, সে আমার চেয়ে অনেক বেশি প্রেমিক।"

১৫. তাঁবুতে লায়লার সঙ্গে এক পথিকের সাক্ষাৎ

বনু মুররার প্রবীণদের বর্ণনা: তাইমা ও আশ-শারাতের সংলগ্ন অঞ্চলে বৃষ্টিতে ভেজা এক পথিক একটি তাঁবুতে আশ্রয় নিল। তাঁবুর নারী নাজদ ও বনু আমিরের খবর জিজ্ঞাসা করে কাঁদলেন, তারপর কাইস ইবনে মুআযের কথা জানতে চাইলেন। পথিক জানাল, মাজনুন প্রান্তরে বন্য পশুদের সঙ্গে ঘোরেন, কেবল লায়লার কথা বললে কাঁদেন। নারী কেঁদে কবিতা বললেন, অজ্ঞান হলেন। জ্ঞান ফিরলে বললেন, "আমি হতভাগিনী লায়লা।"

১৬. লায়লার পথে সফরসঙ্গীদের থামানো

আতা ইবনে মুসআবের বর্ণনা: সফরে লায়লার জলাশয়ের দিকের পথ দেখে মাজনুন সঙ্গীদের থামতে বললেন; তারা অস্বীকার করলে তিনি বললেন, উট হারালে সঙ্গীর জন্য একদিন অপেক্ষা করতে, আর "লায়লার মর্যাদা উটের চেয়ে অনেক বেশি।" তারা অপেক্ষা করল, তিনি গিয়ে ফিরে এলেন। (ইবনুল কালবির সূত্রে একই ঘটনার আরেকটি বর্ণনাও আছে: পথ দুই দিকে ভাগ হলে সঙ্গীরা অস্বীকার করায় তিনি একাই লায়লার দিকে গেলেন।)

১৭. লায়লার স্বামীর সামনে

আল-উতবির বর্ণনা: এক শীতের দিনে মাজনুন লায়লার স্বামীকে আগুন পোহাতে দেখে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে লায়লাকে বুক জড়িয়ে ধরেছে কি না। সে বলল, শপথ করলেন যখন, তবে হ্যাঁ। মাজনুন দুই হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন; তাঁর হাত পুড়ে গেল।

১৮. সাব্বাহ ইবনে আমিরের সাক্ষাৎ ও মাজনুনের মৃত্যু

আমর ইবনে রিয়ামের বর্ণনা: নাহদ গোত্রের যুবক সাব্বাহ মাজনুনের পিতার কাছে এসে ছেলের খোঁজ করল। পিতা কেঁদে বললেন, কাইস এক চাচাতো বোনকে ভালোবেসে পাগল হয়ে গেছে, বন্য পশুদের সঙ্গে ঘোরে; এক যুবক তার কাছে যায়। সাব্বাহ সেই যুবকের উপদেশ মতো প্রান্তরে খুঁজে নগ্ন মাজনুনকে পেল। সে কায়স ইবনে যারিহের কবিতা শোনাতে মাজনুন নিজের কবিতা বললেন, তারপর হরিণের পিছু ছুটে চোখের আড়াল হলেন। তৃতীয় দিনে সাব্বাহ তাঁকে কিছু পাথরের মাঝে নগ্ন অবস্থায় মৃত পড়ে থাকতে দেখল।

১৯. মৃত্যুর আরও বর্ণনা

হিশাম ইবনে মুহাম্মদের বর্ণনা: শামের এক সাহিত্যরসিক মাজনুনকে খুঁজে তাঁর ধাত্রীর সাহায্যে পাথুরে উপত্যকায় তাঁকে মৃত পেল; তারা তাঁকে গোসল দিল, কাফন পরাল ও দাফন করল। আরেক বর্ণনায় (কুসাইয়ির): এক লোক এসে লায়লার ব্যাপারে মাজনুনকে "ধৈর্য ধরো" বলল; মাজনুন ও কুসাইয়ির সেই বসতিতে গেলে তাঁদের তার (লায়লার) কবর দেখানো হলো। মাজনুন কবর চুমু খেলেন, জড়িয়ে ধরলেন, মাটির ঘ্রাণ নিলেন, কবিতা বললেন, দীর্ঘশ্বাস টেনে প্রাণ ত্যাগ করলেন; কুসাইয়ির তাঁকে দাফন করলেন।

২০. তাঁর কবিতা সম্পর্কে বিবরণ

এখান থেকে "তার উৎকৃষ্ট কবিতার কয়েকটি পঙ্ক্তির বিবরণ" শিরোনামে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে কবিতা আসে। মুসআব আয-যুবাইরি বলেন, মাজনুন বন্য পশুদের সঙ্গে ঘুরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কবিতা বলতেন, কাফেলার লোকেরা শুনে তা বর্ণনা করত। আল-কাহযামি বলেন, তিনি যখন বললেন, "তিনি লায়লাকে অন্য একজনের জন্য নির্ধারণ করেছেন আর তার ভালোবাসা দিয়ে আমাকে

পরীক্ষায় ফেলেছেন... তাহলে লায়লা ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে কেন আমাকে পরীক্ষায় ফেললেন না?"—তখন তাঁর বুদ্ধি কেড়ে নেওয়া হলো।

২১. আসমাদির মন্তব্য

আসমাদি বলেন, বনু আমিরের মাজনুন কাইস ইবনে মুআয; "সে পাগল ছিল না, তার কেবল কিছু বিভ্রম ছিল।" এ প্রসঙ্গে লায়লাকে মিনায় মুহাসসাবে কংকর নিক্ষেপ করতে দেখার স্মৃতি নিয়ে তাঁর কবিতা বর্ণিত আছে।

২২. কবিতার সারি

(এরপর মাজনুনের বহু কবিতা ও কাসিদা—ইবনুল আয্হারি, ইবনুল আরাবি প্রমুখের সূত্রে—আছে; বিষয় লায়লার প্রতি আকুলতা, বিচ্ছেদ, কান্না, কপোতের ডাক, লায়লার আগুন দেখা, নিন্দুকদের প্রতি কথা ইত্যাদি। সংক্ষেপে বাদ। কয়েকটি স্থানে ছোট বিবরণ আছে: কেউ কেউ তাঁর জন্য তাবিজ-ঝাড়ফুঁক আনলে তিনি কবিতায় বললেন, তাঁরা জিনের নজর বলছে, বুদ্ধি থাকলে বলত মানুষের নজর; পিতা চিকিৎসক আনলে তিনি কবিতায় বললেন, প্রিয়জন যাকে তাগ করেছে তার প্রতি কোমল হও; এক বর্ণনায় আছে, একদিন লায়লার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদায়ের সময় তিনি কিছু পঙ্ক্তি আবৃত্তি করেছিলেন।)

উরওয়া ইবনে হিয়াম ও আফরা

১. শৈশবের টান, আফরার অন্যত্র বিয়ে, উরওয়ার অসুস্থতা

লাকিত ইবনে বুকাইরের বর্ণনা: উরওয়া ইবনে হিয়াম ও আফরা বিনতে মালিক উয়রা গোত্রের; তারা একসঙ্গে বড় হলো, শৈশব থেকে উরওয়া তার প্রতি আসক্ত। উরওয়া এতিম, চাচার তত্ত্বাবধানে; চাচা বিয়ের ব্যাপারে কালক্ষেপণ করতেন। উরওয়া কাফেলার সঙ্গে শামে গেলে বালকা থেকে হজে আসা এক চাচাতো ভাই আফরাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল, চাচা বিয়ে দিলেন, সে তাঁকে নিয়ে গেল। ফেরার পথে তাকে মদিনার দিক থেকে আসা কাফেলায় লাল উটের ওপর এক নারীকে দেখে উরওয়া বলল, "এ যেন আফরার চালচলনই"; কাফেলা পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ি ফিরে কান্না ও ক্ষয়রোগে শীর্ণ হলো। কেউ বলল যাদু, কেউ জিন। ইয়ামামার এক চিকিৎসক ও হিজরের আরেক চিকিৎসক তার চিকিৎসা করলেন; লাভ হলো না। উরওয়া বলল, তার রোগ ও ওষুধ বালকায় বসবাসকারী এক ব্যক্তির কাছে। (গণকের পরিচয় নিয়ে আবু বকরের মন্তব্য আছে: ইয়ামামার গণক রিয়াহ ইবনে রাশিদ।)

২. বালকায় যাওয়া, আফরার স্বামীর আতিথেয়তা

পরিবার তাকে বালকায় নিয়ে গেল; সে মাঝেমধ্যে আফরার কাছে গিয়ে তাকিয়ে থাকত। উয়রার এক লোক বাজারে তাকে দেখে আফরার স্বামীকে বলল, "এই কুকুরটা" এসেছে। স্বামী রেগে লোকটিকেই কুকুর বলল, উরওয়াকে খুঁজে নিজের বাড়িতে ওঠার আমন্ত্রণ জানাল। উরওয়া পরিবারকে বলল, না গেলে সে একাই নিজের গোত্রের দিকে রওনা দেবে। যাত্রাপথে সে মুমূর্ষু অবস্থায় ওয়াডিউল কুরা পর্যন্ত পৌঁছল।

৩. আরেক বর্ণনা: আফরার অন্যত্র বিয়ে ও কবরের ছলনা

আরেক বর্ণনায়: হিয়াম মারা গেলে ছেলে উরওয়া চাচা উকালের তত্ত্বাবধানে থাকল; সে ও সমবয়সী আফরা একসঙ্গে খেলত। বড় হলে ফুফু হিন্দ ভাইকে বললেন উরওয়ার সঙ্গে আফরাকে বিয়ে দিতে; তিনি বললেন, তার সম্পদ নেই, তাড়াছড়ো নেই। আফরার মা ধনী ছাড়া কাউকে চাইতেন না। উরওয়া আফরার পিতামাতার কাছ থেকে তার ব্যাপারে কিছু না ঘটানোর নিশ্চয়তা নিয়ে ইয়েমেনে এক চাচাতো ভাইয়ের কাছে গেল, সে একশো উট দিল। ইতিমধ্যে এক ধনী লোক প্রস্তাব দিলে মা সম্মত হলেন; আফরাকে বিয়ে দিয়ে ওই লোক তাঁকে শামে নিয়ে গেল। আফরার পিতা একটি পুরোনো কবর সাজিয়ে রাখলেন। উরওয়া ফিরলে তাকে আফরার মৃত্যুর খবর দেওয়া হলো; সে কয়েকদিন কবরের কাছে আসা-যাওয়া করল, পরে প্রকৃত অবস্থা জানল। সে শামে গিয়ে আফরার স্বামীর অতিথি হলো—স্বামী তাকে চিনত না। আফরা তার কথা জানল; স্বামী এক লোকের অভিযোগ অস্বীকার করে উরওয়াকে ডেকে আফরার কাছে রেখে ঘর ছাড়ল, দারোয়ানকে নজর রাখতে বলে। উরওয়া বলল, লোকটি উত্তম আচরণ করেছে; সে জেনে ফেললে আর থাকব না, মৃত্যুর দিকেই রওনা হব। সে রওনা হলো, রোগ তাকে গ্রাস করল।

৪. উরওয়ার মৃত্যুর খবর (ইবনে আবি আতিক)

ইবনে আবি আতিক উয়রার ভূমিতে এক নারীকে পুষ্টদেহী বালকের মতো একজনকে কোমরে বহন করতে দেখলেন; দেখা গেল সে দাড়িওয়ালা এক পুরুষ। নারী বলল, এই-ই উরওয়া ইবনে হাযিম। উরওয়া তাঁর সঙ্গে কথা বলে নিজের কবিতা আবৃত্তি করল ("ইয়ামামার গণকের জন্য আমি স্থির করে দিয়েছিলাম তার পারিশ্রমিক...")। কিছু পরে চিৎকার শোনা গেল: উরওয়া মারা গেছে।

বর্ণনাকারী আবদুল মালিক বলেন, তিনি আবু সাঈবকে বলেছিলেন, ভালোবাসায় কি কেউ মরে? আবু সাঈব বললেন, "তোমার চোখ গরম হয়ে যাক!"

৫. নুমান ইবনে বাশিরের দেখা যুবক (কাপড়ের নিচে)

নুমান ইবনে বাশির বনু উয়রার সদকা আদায়ে ছিলেন। কাপড়ের নিচে থাকা এক যুবককে তাঁর কাছে আনা হলো, যার মাথা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। সে কবিতা বলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিখর হয়ে গেল; সে মারা গেল। বলা হলো, এ উরওয়া ইবনে হাযিম। নুমান জানাজা পড়লেন।

৬. নুমানের আরেক বর্ণনা: তাঁবুতে মৃত্যু, কবরে লুটিয়ে পড়া নারীর মৃত্যু

নুমান (উমর বা উসমান (রা.))-এর নিযুক্ত সাদ হুযাইমের সদকা আদায়ে বনু হিন্দ পল্লির বাইরে একটি তাঁবুতে এক বৃদ্ধা ও শায়িত এক যুবককে দেখলেন। যুবক দুর্বল কণ্ঠে কবিতা বলে হালকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মারা গেল। বৃদ্ধা তাঁকে কাছের তাঁবুগুলোতে মৃত্যুসংবাদ জানাতে বললেন। নুমান সেখানে উরওয়া ইবনে হাযিমের মৃত্যুসংবাদ দিলে এক নারী বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, মৃত্যুর আগে সে কী করেছিল। কবিতা শুনে তিনি নিজে কবিতা বললেন ("আজ যখন তুমি কবরের ভেতরে বাসা নিয়েছ, তখন তো মানুষের সব ঘরই কবর হয়ে গেছে"), তাঁদের সঙ্গে গেলেন; গোসল, কাফন, জানাজা ও দাফনের পর কবরের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। (এই বর্ণনায় নারীর নাম বলা নেই।) নুমান শামে ইয়াযিদকে পুরো ঘটনা জানালেন; সেই বিবরণে আছে, সেই নারী তিন দিন কবরে পড়ে থেকে না খেয়ে-না পান করে মারা গেলেন। লেখক বলেন, "এই কাহিনির যে বর্ণনাকারী হাইসাম থেকে বর্ণনা করেছেন, আমার ধারণা তিনি তা (ঠিকভাবে) মুখস্থ রাখেননি। অথচ এই সূত্র ছাড়া অন্য একটি সূত্রে আমাদের কাছে আরও বিশুদ্ধ বর্ণনা পৌঁছেছে।"

৭. আরও বিশুদ্ধ সূত্রের বর্ণনা

একই নুমান ইবনে বাশির (উয়রা, সালামান ও হারিস—কুযাআর শাখা—এলাকায়) বনু হিন্দ পল্লির কাছে একাকী তাঁবুতে বৃদ্ধা ও শায়িত যুবককে দেখলেন। যুবক কবিতা বলে হালকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারা গেল। বৃদ্ধা বললেন, সে উরওয়া ইবনে হাযিম আল-উয়রি, আমি তার মা; কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "প্রেম (ইশক)"। তিনি ওই দিনের সকালে ছেলেকে বলতে শুনেছিলেন, "আমার মায়েদের মধ্যে যে-ই চিরদিন কাঁদবে..."। নুমান গোসল, কাফন, জানাজা ও দাফন পর্যন্ত থাকলেন; কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন, "সওয়াবের প্রত্যাশা।"

৮. আফরার শোকগাথা ও মৃত্যু

আবু মিসকিনের বর্ণনা (হিশাম ইবনে মুহাম্মদের সূত্রে): উরওয়ার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আফরা স্বামীকে বলল, সে কেবল সুন্দর, নির্মল ভালোবাসার কারণেই এমন হয়েছিল; অনুমতি পেয়ে সে গোত্রের নারীদের সঙ্গে শোকগাথা গেয়ে কাঁদল। সে এ পঙ্ক্তিগুলো বারবার আবৃত্তি করতে করতে মারা গেল; তাকে উরওয়ার পাশে দাফন করা হলো।

৯. মুআবিয়া ও উমর (রা.)-র মন্তব্য

খবরটি মুআবিয়া (রা.)-র কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি যদি এই দুই সম্ভ্রান্ত মানুষের কথা জানতাম, তাদের একত্র করে দিতাম। লেখক বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে (আসমাযি, ইবনে আবিয যিনাদের সূত্রে: "আমি যদি উফরা ও উরওয়াকে পেতাম, তাদের একত্র করে দিতাম")।

১০. ইবনে দাউদের "কিতাবুয যাহরা"-র বর্ণনা

আবু বকর ইবনে দাউদ লিখেছেন: উফরা বিনতে ইকাল-এর কাছ থেকে ফেরার পথে উরওয়া একা মারা গেলে এক কাকফলা তাকে চিনল। উফরার বাড়ির কাছে এসে একজন মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করল; উফরা পঙ্ক্তিতে উত্তর দিয়ে জানতে চাইল কোথায় দাফন হয়েছে। কবরের কাছাকাছি পৌঁছে সে প্রয়োজনের কথা বলে নেমে কবরের ওপর লুটিয়ে পড়ল; সঙ্গীরা দেখল তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে। তাকে উরওয়ার পাশেই দাফন করা হলো।

১১. দুই কবরের গাছ

মুআয ইবনে ইয়াহইয়া আস-সানআনির বর্ণনা: মক্কা থেকে সানআর পথে লোকজন উফরা ও উরওয়ার কবর দেখতে যাচ্ছিল। পাশাপাশি দুটি কবর থেকে দুটি গাছের কাণ্ড বেরিয়ে মানুষের উচ্চতায় মিলে গেছে; লোকেরা বলত, তারা জীবনে ও মরণে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ। গাছটি কী গাছ, জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, জানেন না; স্থানীয়রা বলেছিল এই গাছ তাদের দেশে পরিচিত নয়।

১২. উরওয়ার কবিতা

(উরওয়ার প্রশংসিত কয়েকটি কবিতা—প্রেমবেদনা ও উফরার উদাসীনতা নিয়ে—সংক্ষেপে বাদ।)

আব্বাস ইবনুল আহনাফ

(পরিচ্ছেদের শিরোনাম: "প্রেমের জন্য প্রসিদ্ধদের মধ্যে আব্বাস ইবনুল আহনাফ ইবনিল আসওয়াদ; তাঁর মূল খুরাসানে, আর তিনি বড় হয়েছেন বাগদাদে।")

১. প্রেমিকদের নিয়ে কবিতা

আব্বাস বলেছেন, প্রেমিকদের ধিক, তাদের ভাগ্য কত হতভাগা; দুনিয়ায় প্রেমের কারণে তারা দুর্ভাগ্যে থাকে, তা দিয়ে না দুনিয়া, না দ্বীন লাভ করে। অন্য কবিতায় তিনি ধ্বংসপ্রাপ্তদের জন্য নয়, প্রেমিকদের জন্য বিলাপ করতে বলেছেন: "প্রকৃত ধ্বংসপ্রাপ্ত তো সে-ই, যে প্রেমে পড়েছে।"

২. আবু নুওয়াসের মন্তব্য

আবু নুওয়াস ও আব্বাস একত্র হলে আবু নুওয়াস তাঁকে আবৃত্তি করতে বললেন। আব্বাস "হে আমার সর্দারনি, হে আমার সর্দারনি" ধ্রুবপদের কাসিদা আবৃত্তি করলেন। আবু নুওয়াস বললেন, "তুমি এই নারীর প্রতি এমন বিনয় দেখিয়েছ যে আমার ধারণা হয়েছিল, এই কাসিদা শেষ হওয়ার আগেই তুমি মারা যাবে।"

৩. ইবনুল মুতায়ের প্রশংসা

আবদুল্লাহ ইবনুল মুতায় বলেন, তাঁকে সবচেয়ে সুন্দর কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি আব্বাস ইবনুল আহনাফের কবিতা বলবেন; তারপর আব্বাসের দুই পঙ্ক্তি, যাতে মানুষের কথাবার্তা মিথ্যা ও সত্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার কথা আছে।

৪. বাশশারের মন্তব্য

বাশশার বলেছিলেন, তাঁরা এই তরুণকে কবিদের মধ্যে গণ্য করতেন না, যতক্ষণ না সে বলল: "কান্না তোমার চোখের অশ্রু নিঃশেষ করে দিয়েছে... হায়, কান্নার জন্য চোখ ধার নিতে হচ্ছে যার!"

৫. আরও কবিতা

(এরপর আব্বাসের আরও কয়েকটি কবিতা—প্রিয়জনের নিষ্ঠুরতা, শত্রুদের কোমল হওয়া, ঘুমন্ত প্রিয়কে সম্বোধন ইত্যাদি—সংক্ষেপে বাদ।) এর মধ্যে যুবাইর ইবনে বাক্বারের সূত্রে আছে, আব্বাসের প্রথম দিকের একটি কবিতায় রাতের আকাশে একটি তারাকে "অন্ধ, দিশেহারা, তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই" বলা হয়েছে; বাশশার বললেন, "আব্বাস এই তরুণকে ধ্বংস করুন! তারাতিকে অন্ধ বানিয়েই সে তৃপ্ত হয়নি, শেষ পর্যন্ত তাকে পথপ্রদর্শকহীনও করে ছেড়েছে!" লেখক বলেন, এই কাসিদা থেকে আরও একটি পঙ্ক্তি বাদ পড়েছে, এবং সেটি উল্লেখ করেন।

৬. কবিতার সারি

(বন্যা, দিজলার তীরবাসী, "প্রেমের ব্যাপার মত বা অনুমান দিয়ে পরিচালিত হয় না" ইত্যাদি বিষয়ে আরও কবিতা—সংক্ষেপে বাদ।)

৭. জানাজায় আব্বাসকে এগিয়ে দেওয়া

ইয়াযিদ আস-সুমালির বর্ণনা: আবুল আতাহিয়া, আব্বাস ইবনুল আহনাফ ও ইবরাহিম আল-মাউসিলি একই দিনে মারা গেলে রশিদ মামুনকে জানাজা পড়ার আদেশ দিলেন। মামুন ইবরাহিমকে সামনে রাখা হয়েছে দেখে তাঁকে পেছনে সরিয়ে আব্বাসকে এগিয়ে আনালেন। আপত্তি উঠলে তিনি আব্বাসের এই উক্তির কথা বললেন—"কিছু লোক আমার সম্পর্কে তোমার নাম বলেছে... আমি তাদের কাছে অস্বীকার করেছি, যেন তাদের সন্দেহ তোমার ছাড়া অন্য কারও দিকে যায়; কারণ আমি অস্বীকারকারী প্রেমিককেই পছন্দ করি।" (খতিব আল-বাগদাদি বলেছেন, এতে আপত্তির অবকাশ আছে, কারণ আব্বাসের মৃত্যু হয়েছিল বসরায়।)

৮. আসমাঈর বর্ণনা: আব্বাসের শেষ মুহূর্ত

আসমাঈ বসরার এক মজলিসে ছিলেন; এক সুদর্শন তরুণ এসে বলল, তার মনিব ওসিয়ত করতে চান। সে আসমাঈকে মরুভূমিতে নিয়ে গেল; আব্বাস ইবনুল আহনাফ বিছানায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রমে কবিতা বলছিলেন। কিছুক্ষণ অচেতন থাকার পর গাছের ওপর পাখির ডাকে জেগে আবার কবিতা বললেন, আবার অচেতন হলেন; আসমাঈ নাড়া দিয়ে দেখলেন, তিনি মারা গেছেন।

যুর-রুম্মা

১. মাইয়্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ (ইসমা ইবনে মালিকের বর্ণনা)

একশো বিশ বছর বয়সী বেদুইন ইসমা ইবনে মালিক আল-ফাযারি বলেন: বসন্তের তাঁবুবাসে যুর-রুম্মা তাঁর কাছে এসে মাইয়্যাকে দেখতে যাওয়ার জন্য একটি উটনী চাইলেন ("আল-জুয়ার")। দুজন মাইয়্যার গোত্রের উপত্যকায় গেলেন; পুরুষেরা ছিল না। নারীরা যুর-রুম্মাকে চিনে মাইয়্যার কাছে জড়ো হলো। এক রসিকা মেয়ের অনুরোধে ইসমা যুর-রুম্মার কবিতা আবৃত্তি করলেন। এক পঙ্ক্তি শুনে মাইয়্যা বললেন, "তোমার সর্বনাশ হোক, হে যুর-রুম্মা! মহান আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা)-র পরিণামকে ভয় করো।" যুর-রুম্মা ও মাইয়্যা আলাদা হয়ে কিছুক্ষণ কথা বললেন; ইসমা দূর থেকে তাঁদের দেখলেন, শুধু একটি শব্দ শুনলেন— মাইয়্যা বলছেন, "আল্লাহর কসম, তুমি মিথ্যা বলেছ।" ফেরার সময় যুর-রুম্মা ইসমাকে মাইয়্যার দেওয়া সুগন্ধি তেল দিলেন; মাইয়্যার পাঠানো হারগুলো কোনো উটকে না পরানোর শপথ করে নিজের তলোয়ারের ঝালরে বাঁধলেন। পরে মাইয়্যার গোত্র যাত্রা করে চলে গেলে যুর-রুম্মা ইসমাকে নিয়ে তাঁর পরিত্যক্ত বাসভূমিতে গিয়ে কবিতা বললেন, চোখ ভিজে এল; বললেন, "আমি তো ধৈর্যশীল।" ইসমা বলেন, এটাই তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ।

তাওবা ও লায়লা আল-আখিলিয়া

১. হাজ্জাজের দরবারে লায়লা

আনবাসা ইবনে সাঈদের এক মুক্তদাসের বর্ণনা: হাজ্জাজের কাছে এক বয়স্ক নারী প্রবেশ করলেন—লায়লা আল-আখিলিয়া। তিনি খরা ও দুর্ভিক্ষের কথা বলে হাজ্জাজের প্রশংসায় কবিতা বললেন। হাজ্জাজ বললেন, ইরাকে প্রবেশের পর এই নারী ছাড়া কেউ তাঁর বৈশিষ্ট্য ঠিকভাবে বর্ণনা করেনি। তিনি এক বালককে পাঠিয়ে অমুককে বললেন, "তার জিহ্বা কেটে দাও।" সেই লোক নাপিত ডাকল; লায়লা তাকে বললেন, আমার তো দানের মাধ্যমে আমার জিহ্বা কাটার আদেশ দিয়েছেন। লোকটি ব্যাখ্যা জানতে হাজ্জাজের কাছে পাঠালে হাজ্জাজ রেগে গেলেন ও লায়লাকে ফিরিয়ে আনলেন; লায়লা বললেন, সে প্রায় আমার জিহ্বা কেটেই ফেলত! তারপর আরও প্রশংসা-কবিতা বললেন। (পাঠ অস্পষ্ট: রেগে গিয়ে হাজ্জাজ "তার" জিহ্বা কাটার সংকল্প করলেন—কার, তা সর্বনামে স্পষ্ট নয়।) হাজ্জাজ সঙ্গীদের বললেন, ইনি সেই লায়লা আল-আখিলিয়া, যার প্রেমে তাওবা আল-খাফাজি মারা গেছেন।

২. তাওবার কবিতা ও মুখ খুলে রাখার কথা

হাজ্জাজের অনুরোধে লায়লা তাওবার কবিতা শোনালেন ("লায়লা কি আমার জন্য কাঁদবে, যদি আমি তার আগে মরে যাই..." এবং "যদি লায়লা আল-আখিলিয়া আমাকে সালাম জানায়, অথচ আমার ও তার মাঝে থাকে মাটি আর পাথরের ফলক... তবে আমি প্রফুল্লতার সালাম দিয়ে তার সালামের উত্তর দেব, অথবা কবরের পাশ থেকে এক পেঁচা তার দিকে ডেকে উঠবে")। হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করলেন, মুখ খুলে রাখা তাওবাকে কী সংশয়ে ফেলেছিল। লায়লা বললেন, তাওবা আসার খবর দিলে গোত্র ওত পাতল; তিনি মুখ খুলে রাখলেন, সে বুঝে সালাম দিয়ে ফিরে গেল। তাওবার কাছ থেকে তিনি অপছন্দের কিছু দেখেননি; একবার তাওবার এক কথায় তিনি কবিতায় বলেছিলেন, "আমাদের এক সঙ্গী আছে, যার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা আমাদের জন্য সমীচীন নয়"। এরপর তাওবা এক যুদ্ধযাত্রায় গেলেন, চাচাতো ভাইকে বললেন বনু উবাদার বসতিতে কবিতা ডেকে বলতে; লায়লা বেরিয়ে এসে কবিতায় উত্তর দিলেন; অল্পদিন পরে তাওবা মারা গেলেন, মৃত্যুসংবাদ এল। লায়লা শোকগাথা আবৃত্তি করলেন।

৩. মুহসিন আল-ফাকআসির সন্দেহ, হাজ্জাজের দান

হাজ্জাজের সঙ্গী মুহসিন আল-ফাকআসি বললেন, আল্লাহর কসম, এই নারী মিথ্যা বলেছে। লায়লা জবাব দিলেন, বক্তা যদি তাওবাকে দেখত তবে তার কাছে এটাই আনন্দের হতো যে তার ঘরে এমন কোনো কুমারী নেই যে তার দ্বারা গর্ভবতী নয়; হাজ্জাজ বললেন, "তোমার পিতার কসম, এটাই উত্তর!" হাজ্জাজ লায়লাকে চাইতে বললেন: কুড়ি, চল্লিশ, ষাট, আশি, একশো—প্রতিবার লায়লা আরও বাড়তে বললেন। হাজ্জাজ বললেন, এগুলো ভেড়া-বকরি; লায়লা বললেন, তা নয়, রাখালসহ একশো উটনী। হাজ্জাজ তা দিতে আদেশ করলেন। আর কোনো প্রয়োজন আছে কি না জিজ্ঞাসা করলে লায়লা নাবিগা আল-জাদিকে

বেড়িতে বেঁধে তাঁর হাতে সমর্পণ চাইলেন; হাজ্জাজ বললেন, "আমি তাই করেছি।" (দুজন পরস্পরকে নিন্দা করতেন।) নাবিগা পালিয়ে আবদুল মালিকের কাছে গেলেন, লায়লা শামে তাঁর পিছু নিলেন; নাবিগা খুরাসানে কুতাইবা ইবনে মুসলিমের কাছে পালালেন, লায়লা কুতাইবার প্রতি হাজ্জাজের পত্র নিয়ে ডাকবাহনে পিছু নিলেন। অবশেষে "সে" কুমিসে মারা গেল; বলা হয়, হুলওয়ানে। (বাক্যক্রমে এই "সে" লায়লা—আগের বাক্যের কর্তা; তবে অনুবাদে নাম উল্লেখ নেই।)

৪. কবরের পাশে সালাম ও দুই কবরের গাছ

ইবরাহিম ইবনে যাসিদ আন-নিসাপুরির বর্ণনা: তাওবার মৃত্যুর পর লায়লা বিয়ে করলেন। একদিন স্বামীর সঙ্গে তাওবার কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় স্বামী বলল, এটি তাওবার কবর, তাকে সালাম দাও। লায়লা বললেন, নিজের কাজে চলো, তাওবার তো হাড় ও জীর্ণ হয়ে গেছে। স্বামী বলল, সে তাওবার সেই কবিতা ("যদি লায়লা আল-আখিলিয়া আমাকে সালাম জানায়... অথবা কবরের পাশ থেকে এক পেঁচা তার দিকে ডেকে উঠবে") মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়, এবং "তুমি তাকে সালাম না দেওয়া পর্যন্ত আমি এখান থেকে নড়ব না।" লায়লা সালাম দিলেন: "আপনার উপর সালাম, হে তাওবা..."। তখনই একটি পাখি কবর থেকে বেরিয়ে তাঁর বুকে আঘাত করল; তিনি আতঁচিকার দিয়ে মারা গেলেন। তাঁকে তাওবার কবরের পাশেই দাফন করা হলো; তাওবার কবরের ওপর একটি গাছ ও লায়লার কবরের ওপর একটি গাছ জন্মাল, লম্বা হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো।

৫. তাওবার কবিতার সারি

(তাওবার কবিতার "কিছু সুন্দর অংশ"—লায়লার প্রতি আকুলতা, কপোতীকে সম্বোধন, নেকাব ও মুখ খুলে রাখার প্রসঙ্গ, কবরের পাশ থেকে সালামের পঙ্ক্তি, অন্য নারী সম্পর্কে কবিতা—সংক্ষেপে বাদ।)

জামিল ও বুসাইনা

১. জামিল ও বুসাইনার বসার পাথর

এক বর্ণনাকারী মক্কা থেকে ফেরার পথে তাইমা ও ওয়াদিল কুরার মাঝখানে বড় একটি মসৃণ পাথর দেখলেন, যাতে একদল মানুষ বসতে পারে। সঙ্গী এক আরব বলল, এটি জামিল ও বুসাইনার বসার জায়গা।

২. জামিলের পলায়ন ও সর্দারের সাত কন্যা

হিশাম ইবনে মুহাম্মদের সূত্রে এক উযরি বর্ণনা করেন: জামিল বুসাইনাকে নিয়ে প্রেমের কবিতা বলতে শুরু করলে বুসাইনার পরিবার তাইমার আমির রাবি ইবনে দুজাজার কাছে নালিশ করল। জামিল পালিয়ে বনু উযরার এক সর্দারের কাছে আশ্রয় নিলেন। সর্দার তাঁর সাত কন্যার কোনো একজনের সঙ্গে জামিলের বিয়ে দিয়ে বুসাইনাকে ভোলাতে চাইলেন; মেয়েদের সাজিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত করালেন। জামিল মুখ ফিরিয়ে নিতেন; বৃদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝে তিনি কবিতা বললেন: বুসাইনার সঙ্গে একটি দিন কথা বলা সারা জীবনের চেয়ে মধুরতর। বৃদ্ধ বললেন, "তোমাদের উপর তাঁবুর পর্দা ফেলে দাও। আল্লাহর কসম, এ লোক কখনো সফল হবে না।"

৩. মিসরে জামিলের মৃত্যু ও বুসাইনা

মিসরে জামিলের মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বললেন, কে আমার পক্ষ থেকে বুসাইনাকে জানাবে? এক ব্যক্তি রাজি হলো। জামিল মারা গেলে সে বুসাইনার গোত্র এলে মৃত্যুসংবাদের কবিতা বলল। বুসাইনা অনাবৃত মাথায় বেরিয়ে এসে বললেন: "জামিলকে ভুলে যাওয়া—তা কালের এক মুহূর্তের জন্যও হয়নি... আমাদের জন্য সমান, হে জামিল ইবনে মা'মার, তুমি মরে গেলে জীবনের কষ্ট ও কোমলতা দুটোই।" আরেক বর্ণনায়, জামিল তাঁর উটনী ও জিনিসপত্র নিয়ে কোনো গোত্রের পানির ঘাটে দুটি পঙ্ক্তি বলার জন্য এক ব্যক্তিকে অনুরোধ করেন; তিনি মারা গেলে লোকটি তা-ই বলল। বুসাইনা চুল এলিয়ে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে, গালে আঘাত করতে করতে বেরিয়ে এসে বললেন, "ওহে মৃত্যুসংবাদদাতা, তোমার মুখে পাথর! আল্লাহর কসম, তুমি যদি আমাকে মিথ্যা বলে থাকো, তবে আমাকে লজ্জিত করেছ; আর যদি সত্য বলে থাকো, তবে আমাকে মেরে ফেলেছ।" বলা হয়, তিনি এই কবিতা ছাড়া আর কিছু বলেননি।

৪. জামিলের কবিতা

(জামিল ইবনে মা'মারের "প্রশংসনীয় অংশ" শিরোনামে বহু কবিতা আছে—বুসাইনার প্রতি আকুলতা, "আমি তোমাকে ভুলব না, যতদিন সূর্য উদিত হয়", নিন্দুক ও তিরস্কারকারীদের প্রতি উত্তর, বুসাইনার কাছে দূরত্ব ও বিচ্ছেদ, পূর্বের প্রেমিকদের (মুরাক্কিশ, উরওয়া) সঙ্গে নিজের তুলনা, তিলওয়ালীর স্মরণ ইত্যাদি। সংক্ষেপে বাদ।)

কুসাইয়ির ও আযযা

১. শিরোনামে লেখকের কথা ও লেখকের মন্তব্য

এই পরিচ্ছেদের শিরোনামে লেখক বলেন, প্রেমের জন্য প্রসিদ্ধদের মধ্যে কুসাইয়ির আযযার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, "অথচ বিষয়টি তেমন নয়; কারণ আযযা তাঁর কাছে নিজেকে অচেনা করে উপস্থিত হলো, ফলে তিনি তাকে চিনলেন না এবং তার প্রতি ঝুঁকে পড়লেন।" আযযা বলল, "আযযা সম্পর্কে আপনার সেই কথা কোথায় গেল?" তিনি বললেন, "আযযা যদি আমার হতো, তবে আমি তাকে তোমার দাসী বানিয়ে দিতাম।" লেখক বলেন, "তাঁর এই কাহিনি আমরা প্রেমের ওষুধ-সংক্রান্ত অধ্যায়ে, সাত্ত্বনা লাভের আলোচনায়, উল্লেখ করব।" এবং মন্তব্য করেন: "আর যে ব্যক্তি এ ধরনের অবস্থায় থাকে, সে ভালোবাসায় সত্যবাদী নয়।"

২. কুসাইয়ির না জামিল—কে বেশি সত্যবাদী প্রেমিক

লেখক বলেন, কিছু মানুষ কুসাইয়িরকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে জামিলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। কুসাইয়িরের নিজের বর্ণনা: একদল লোক তাঁকে ও জামিলকে নিয়ে আলোচনা করছিল, কে প্রেমে অধিক সত্যবাদী; তারা তাঁকে চিনত না, জামিলকে শ্রেষ্ঠ বলল। তিনি বললেন, জামিলের কাছে বুসাইনার পক্ষ থেকে কেবল কিছু অপছন্দনীয় কথা এসেছিল, ফলে সে বলেছে, "আল্লাহ বুসাইনার দুই চোখে ময়লা ছুড়ে দিন, আর তার শুভ্র দাঁতগুলোতে ক্ষয়রোগ (কাওয়াদহ)।" আর আযযার পক্ষ থেকে অপছন্দনীয় কিছু এলে কুসাইয়ির বলেছেন, "আযযার জন্য আমাদের মান-সম্মান থেকে যা সে হালাল করে নিয়েছে, তা তার জন্য সুস্বাদু ও সহজপাচ্য হোক—কোনো গোপন ব্যাধি ছাড়াই।" ফলে তারা তাঁকেই শ্রেষ্ঠ বলে ফিরল। লেখক বলেন: "আমার জীবনের কসম, কুসাইয়িরের কথা তাঁর ভালোবাসার তীব্রতারই প্রমাণ। তবে আমরা যে বিষয়ে তাঁর অন্যকে বেছে নেওয়ার কথা উল্লেখ করব, সেই কাজই তাঁর সত্য-মিথ্যা উভয়ের সম্ভাবনায়ুক্ত ও ইচ্ছা-বহির্ভূতভাবে উৎসারিত কথার ওপর অগ্রাধিকার পায়।" (লেখকের এই শেষ বাক্যের অনুবাদ জটিল; যতটা আছে ততটাই রাখা হলো।)

৩. কুসাইয়ির ও বৃদ্ধার তাঁবু

আবুল মুশাইয়ির বর্ণনা: আযযার সন্ধানে বেরিয়ে কুসাইয়িরের পানির থলে শুকিয়ে গেল; তৃষ্ণায় আগুন দেখে এগিয়ে গিয়ে এক বৃদ্ধার তাঁবুতে এলেন। বৃদ্ধা তাঁর পরিচয় জেনে বলল, আপনি কি সেই ব্যক্তি নন যিনি আল-হাজ্জিবিয়াকে অগ্রগণ্য বলেছেন? তবে কেন আপনার মনিব জামিলের মতো বলেননি যে বুসাইনার প্রতি ভালোবাসা অন্য মিলন থেকে তাঁকে ব্যস্ত রেখেছে? কুসাইয়ির পানি চাইলে সে বলল, "আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে কিছুই পান করাব না... বুসাইনা সন্তানহারা হোক, যদি আপনি আমার কাছ থেকে এক ফোঁটাও আশ্বাদন করেন!" তিনি বাহন হাঁকিয়ে পানির সন্ধানে গেলেন; পানি পেতে চাশতের সময় পেরিয়ে গেল, তৃষ্ণা তাঁকে প্রায় মেরেই ফেলছিল।

৪. আযযার কবরে কুসাইয়ির

হাম্মাদ ইবনে ইসহাকের পিতার বর্ণনা: কুসাইয়ির আবদুল আযযি ইবনে মারওয়ানের কাছে গেলে তিনি সম্মান করলেন, উত্তম পুরস্কার দিলেন এবং প্রয়োজন চাইতে বললেন। কুসাইয়ির চাইলেন, আযযার কবর চেনে এমন কাউকে খুঁজে দিন। একজন চিনত; সে তাঁকে কবরের স্থানে নিয়ে গেল। কুসাইয়ির কবরের ওপর হাত রেখে কাঁদতে কাঁদতে শোকগাথা বললেন: "আমি আযযার ঘরের ধ্বংসাবশেষের ওপর আমার উটনী থামলাম..." এবং "জেনে রাখো, নাদরের কন্যার পর আমি কোনো কিছুতে স্বাদ দেখি না।"

অধ্যায়ের সমাপ্তি-কথা

১. লেখকের সীমা-নির্ধারণ

লেখক শেষে বলেন, প্রেমের জন্য বহু মানুষ প্রসিদ্ধ হয়েছে, যাদের উল্লেখ দীর্ঘ হবে; তাদের অধিকাংশের কথা এই গ্রন্থের ভেতরে ভেতরেই এসেছে। তিনি কেবল তাঁদেরই উল্লেখ করেছেন যাঁদের খ্যাতি অত্যন্ত প্রবল, তাই এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকছেন।

◆ এক নজরে

- ★ অধ্যায়ে মাজনুন, উরওয়া, আব্বাস, যুর-রুম্মা, তাওবা, জামিল ও কুসাইয়িরের প্রসঙ্গ
- ★ মাজনুনের নাম ও বংশ নিয়ে বংশবিদদের মতভেদ আছে
- ★ আসমাঈ বলেন, মাজনুন পাগল ছিল না, তার কেবল কিছু বিভ্রম ছিল
- ★ কুসাইয়ির প্রসঙ্গে লেখক: এ ধরনের অবস্থায় থাকলে সে ভালোবাসায় সত্যবাদী নয়
- ★ লেখক শেষে বলেন, যাঁদের খ্যাতি অত্যন্ত প্রবল শুধু তাঁদেরই উল্লেখ করেছেন

◆ যাচাই করুন

1. কুসাইয়ির প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য কী?

ক. তার বিষয়ে লেখক কিছু বলেননি

খ. এ ধরনের অবস্থায় থাকলে সে ভালোবাসায় সত্যবাদী নয়

গ. তার কোনো কাহিনি বর্ণিত হয়নি

2. অধ্যায়ের শেষে লেখক কীভাবে সীমা টানেন?

ক. সব প্রেমিকের কথা বলেছেন

খ. কোনো নাম বলেননি

গ. যাঁদের খ্যাতি অত্যন্ত প্রবল শুধু তাঁদের উল্লেখ করেছেন

3. মাজনুন সম্পর্কে আসমাঈ কী বলেন?

ক. সে পাগল ছিল না, কেবল কিছু বিভ্রম ছিল

খ. সে পুরোপুরি বুদ্ধিমান ছিল

গ. সে কবি ছিল না

উত্তর: ১-খ, ২-গ, ৩-ক

অধ্যায় ৪১ সমাপ্ত

পর্ব ৫ · অধ্যায় ৪২

যাকে প্রেম নিজের মাহরামদের সঙ্গে ব্যভিচারে প্ররোচিত করেছে, তার আলোচনা

অধ্যায় ৪২

এই অধ্যায় সম্পর্কে

এটি পূর্ণ অনুবাদ নয়, কাহিনি-ভিত্তিক সারসংক্ষেপ — কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে, সনদ বাদ দিয়ে। এই কাহিনিগুলোর সনদ ও ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা নয়; এগুলো শরিয়তের দলিল নয়, আর প্রেমিকদের গৌরবান্বিত করার জন্যও নয়।

এই অধ্যায়ে মাহরাম আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়া মানুষদের দুটি কাহিনি আছে। (কাহিনির ঘটনাগুলো এখানে সংযত ভাষায়, বিবরণ ছাড়া দেওয়া হলো।)

১. স্বপ্নে কবরবাসীদের প্রার্থনা ও এক মায়ের পরিণতি

বাগদাদে খাইয়ুরান কবরস্থানের কাছে এক সৎ লোক স্বপ্নে দেখেন, কবরবাসীরা বেরিয়ে এসে আল্লাহর কাছে কাঁদছে, যেন আগামীকাল যে নারীকে তাদের কাছে দাফন করা হবে তার দাফন সরিয়ে দেওয়া হয়; তারা তাকে "জাহান্নামি নারী" বলল। সকালে তিনি খোঁজ নিয়ে জানলেন, এক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর গম্বুজে এক নারীর জন্য কবর খোঁড়া হয়েছে। কবর বুজিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু অন্য কবরস্থানে দাফন হলো। তিনি নারীর পুত্রকে স্বপ্নটি বললেন। পুত্র বলল, তার মা নাবিয পান করতেন, গান শুনতেন, আর নারীদের সঙ্গে সম্পর্কের অপবাদ ছিল তাঁর নামে; এর বেশি কিছু সে জানে না। তখন প্রায় নব্বই বছরের বৃদ্ধা ধাত্রী বললেন, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যভিচারকারিণী ছিল, এবং তিনটি বড় গুনাহের কথা বললেন। ছেলে বড় হলে মা তার প্রেমে পড়ে; ধাত্রী ছিলনায় (এক প্রতিবেশী কিশোরীর নামে চিঠি দিয়ে, অন্ধকার কক্ষে) ছেলেকে মায়ের সঙ্গে মিলিত করালেন। মা গর্ভবতী হয়ে সন্তান প্রসব করে হত্যা করল; দ্বিতীয়বার এক কন্যা জন্মালে তাকে হত্যা না করে দরিদ্র লোকদের কাছে লালনের জন্য দেওয়া হলো। ছেলে বিয়ে করলে মা তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ছলনা করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন্দ সৃষ্টি করল; পিতার চাপে ছেলে স্ত্রীকে তালুক দিল। মেয়েটি বড় হলে মা তাকে "ত্রীত দাসী" বলে বাড়িতে এনেছিল; শেষে মা তাকে নিজের গায়িকা দাসী বলে ছেলের হাতে তুলে দিল (মেয়েটি জানত না যে সে ওই নারীর কন্যা)। তার গর্ভে ছেলের সন্তান হলো; সে-ই এখন তার ঘরের গৃহিণী। বৃদ্ধা বললেন, মায়ের সম্পর্কে আরও একটি অধ্যায় আছে। ছেলে থামিয়ে দিয়ে মাকে ও বৃদ্ধাকে লানত করল, আর বলল, "আল্লাহর কসম, আমার ঘর ধ্বংস হয়ে গেল! আমার সন্তানদের মা থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে!" বর্ণনাকারী আক্ষেপ নিয়ে ফিরলেন, বৃদ্ধা আর কী বলতে চেয়েছিলেন তা শোনা হলো না।

২. ভাড়াটে যুবক, তার "স্ত্রী", আর ফাতহের গলি

গলির মালিক এক ব্যক্তি এক সুদর্শন যুবককে বাড়ি ভাড়া দিলেন। যুবক এক নারীকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে থাকত, ঋণের কারণে আত্মগোপনে আছে বলত। এক বছর পর নারীর প্রসববেদনা উঠল; সে কন্যা প্রসব করে মারা গেল। যুবক বলল, সে কাউকে চায় না; বর্ণনাকারীকে সঙ্গে নিয়ে জানায়া বহন করল, আর শিশুকে ও বিপুল আসবাবপত্র বর্ণনাকারীর হাতে দিয়ে বলল দাফনের পর শহর ছেড়ে চলে যাবে। কবরের কাছে সে নিজেই নিজেকে শেষ করে দিল (পদ্ধতির বিবরণ বাদ); বর্ণনাকারী দুজনকে একই কবরে দাফন করলেন, সম্পদ সিলমোহর করে রাখলেন, আর শিশুকে সওয়াবের আশায় কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মতো লালন করলেন।

প্রায় এক বছর পর এক সচ্ছল বৃদ্ধ এসে ওই যুবকের খোঁজ করলেন; বললেন, "আমি তার পিতা", আর কাহিনি শুনে কেঁদে বললেন, "আমার বিপদ হলো, আমি তার জন্য রহমতের দোয়াও করতে পারি না!" চাপাচাপির পর তিনি বললেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে ছোট বোনের অবৈধ সম্পর্ক হয়েছিল; শাস্তি ও কড়াকড়ি সত্ত্বেও তারা এক গোলামের সাহায্যে বহু অর্থ ও আসবাব নিয়ে পালিয়েছিল। সম্প্রতি এক ব্যক্তির কাছ থেকে বৃদ্ধ জানলেন, তাদের খোঁজ পশ্চিম তীরের ফাতহের গলিতে মিলবে। তিনি কবরের পাশে দাঁড়ালেন, শিশুকে চুমু খেয়ে কাঁদলেন, শিশু ও সম্পদ নিয়ে গেলেন; বর্ণনাকারী সম্পদের এক দানাও নিলেন না।

◆ এক নজরে

- ★ মাহরাম আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়া মানুষদের দুটি কাহিনি
- ★ প্রথম: স্বপ্নে কবরবাসীদের প্রার্থনা ও এক মায়ের পরিণতি
- ★ দ্বিতীয়: ভাড়াটে যুবক, তার "স্ত্রী", আর ফাতহের গলি
- ★ বৃদ্ধ পিতার আক্ষেপ: রহমতের দোয়াও করতে পারেন না

অধ্যায় ৪২ সমাপ্ত

পর্ব ৫ · অধ্যায় ৪৩

প্রেমের কারণে যে কুফরি করেছে তার আলোচনা

অধ্যায় ৪৩

এই অধ্যায় সম্পর্কে

এটি পূর্ণ অনুবাদ নয়, কাহিনি-ভিত্তিক সারসংক্ষেপ — কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে, সনদ বাদ দিয়ে। এই কাহিনিগুলোর সনদ ও ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা নয়; এগুলো শরিয়তের দলিল নয়, আর প্রেমিকদের গৌরবান্বিত করার জন্যও নয়।

এই অধ্যায়ে প্রেমের কারণে কুফরি করা মানুষদের সংবাদ জমা করা হয়েছে।

১. সমুদ্রতীরের আবেদ

(আবু যর (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ-এর বর্ণনা:) এক ব্যক্তি সমুদ্রতীরে তিনশ বছর ইবাদত করেছিল; এক নারীর প্রতি ভালোবাসায় সে কুফরি করল। আল্লাহ তার পূর্বের কিছু আমলের কারণে তাকে ফিরিয়ে আনলেন ও তওবা কবুল করলেন। (ইবনে উমর (রা.)-এর সূত্রে একই ঘটনার আরেকটি বর্ণনায় লোকটির নাম 'কুরসুফ', নারী অনারব; সেখানে নারীদের "দাউদ ও সুলাইমানের সঙ্গিনীদের মতো এবং কুরসুফের (ঘটনার) মতো" বলা হয়েছে।)

২. প্রেমে খ্রিস্টান হওয়া লোক

হাজ্জাজ বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে প্রেমে পড়ে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল।

৩. খ্রিস্টান নারীর প্রেমিক

এক ব্যক্তি এক খ্রিস্টান নারীর প্রেমে বুদ্ধি হারিয়ে মারিস্তানে গেল। মৃত্যুর সময় আখিরাতে প্রেয়সীকে পাওয়ার আশায় সে মুহাম্মদের দীন থেকে ফিরে "ঈসা, মরিয়ম ও মহাক্রুশ" বলল এবং মারা গেল। নারীটি তখন কালিমা পড়ে খ্রিস্টধর্ম থেকে মুক্ত হলো। তার পিতা প্রেমিকের বন্ধুকে বললেন, "এখন তাকে নিয়ে যাও, কারণ সে তোমাদেরই।" নারীটি "একটু দাঁড়াও" বলল, আর মারা গেল।

৪. সালিহ আল-মুয়াযযিন

চল্লিশ বছর আযান দেওয়া সালিহ এক খ্রিস্টানের কন্যাকে দেখে ফিতনায় পড়লেন ও তার ঘরে গেলেন। নারীর শর্তে তিনি ইসলাম অস্বীকার করলেন, শূকরের গোশত খেলেন ও মদ পান করলেন। নারী তাকে ছাদে উঠতে বললে তিনি উঠলেন, পড়ে গিয়ে মারা গেলেন। তাঁকে আবর্জনার স্তুপে ফেলে দেওয়া হলো।

◆ এক নজরে

- ★ প্রেমের কারণে কুফরি করা মানুষদের সংবাদ জমা করা হয়েছে
- ★ সংবাদে আছে সমুদ্রতীরের আবেদ ও প্রেমে খ্রিস্টান হওয়া লোক
- ★ আরও আছে খ্রিস্টান নারীর প্রেমিক ও সালিহ আল-মুয়াযযিন
- ★ সালিহ চল্লিশ বছর আযান দিয়েছিলেন, তবু ফিতনায় পড়লেন

পর্ব ৫ · অধ্যায় ৪৪

যাকে প্রেম মানুষ হত্যায় প্ররোচিত করেছে তার আলোচনা

অধ্যায় ৪৪

এই অধ্যায় সম্পর্কে

এটি পূর্ণ অনুবাদ নয়, কাহিনি-ভিত্তিক সারসংক্ষেপ — কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে, সনদ বাদ দিয়ে। এই কাহিনিগুলোর সনদ ও ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা নয়; এগুলো শরিয়তের দলিল নয়, আর প্রেমিকদের গৌরবান্বিত করার জন্যও নয়।

এই অধ্যায়ে প্রেমের কারণে মানুষ হত্যা করা বা করানোর কাহিনি জমা করা হয়েছে।

১. ইবনে মুলজাম ও কাতাম

আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম তাইম আর-রিবাব গোত্রের কাতামকে দেখে আসক্ত হলো। কাতাম খারেজি মতের ছিল, নাহরাওয়ানে তার গোত্রের লোকেরা নিহত হয়েছিল। সে শর্ত দিল: তিন হাজার (দিরহাম) এবং আলি ইবনে আবি তালিবকে হত্যা। ইবনে মুলজাম রাজি হয়ে বিয়ে করল। আলি (রা.) "নামায, নামায" বলে বের হলে সে তলোয়ার দিয়ে তাঁর মাথার তালুতে আঘাত করল। কবি বললেন: "আলির চেয়ে দামি কোনো মোহর নেই।"

২. মদিনার দাসী ও তার প্রেমিক

মুআবিয়ার খিলাফতকালে মদিনার এক দাসী তার প্রেমিককে বলল, তার মনিবকে হত্যা না করা পর্যন্ত সে সন্তুষ্ট হবে না। প্রেমিক মনিবকে হত্যা করল, দাসী সাহায্য করল। দুজনই ধরা পড়ল। দাসী গর্ভবতীর ভান করে প্রায় তিন মাস রক্ষা পেল; গর্ভ নেই প্রমাণ হলে তাকে হত্যা করা হলো।

৩. আবু আবদুল মালিক 'আত-তালিক'

বনু উমাইয়ার এই ব্যক্তি এক দাসীকে ভালোবাসতেন; তাঁর পিতা তাকে নিজের জন্য রেখে দিয়ে নির্জনে মিলিত হলে ছেলে (বলা হয়) ঈর্ষায় তলোয়ার দিয়ে পিতাকে হত্যা করলেন। মানসুর মুহাম্মদ ইবনে আবি আমির তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে রাখলেন; সেখানে কবিতা রচনা করলেন, পরে মুক্তি পেলেন, তাই উপাধি 'আত-তালিক'। বলা হয়, এরপর তিনি মূর্ছা যেতেন, আর মূর্ছার আভাস পেলে নিজেকে পানিতে ফেলতেন। (এরপর কারাগারে লেখা কয়েকটি পঙ্ক্তি ও মদের পেয়ালার বর্ণনায় দুটি পঙ্ক্তি— সংক্ষেপে বাদ।)

৪. রাকাশ ও তার পিতা

রাকাশ নিয়ার ইবনে ইয়াদ গোত্রের নারী; তার পিতা তাকে খুব ভালোবাসতেন। গোত্রের এক ব্যক্তিকে সে পছন্দ করল, কিন্তু পিতা বিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন। রাকাশ পিতাকে পানীয় পান করাল; মৃত্যুর অনুভূতিতে তিনি বললেন, "তুমি আমাকে এমন একজনের জন্য হত্যা করলে যে আমার চেয়ে (তোমার) দূরের। শীঘ্রই প্রতিশোধের মন্দ পরিণাম তোমার ওপর আসবে।" পিতার মৃত্যুর পর সে ওই ব্যক্তিকে বিয়ে করল; কিছুদিনের মধ্যে স্বামী তাকে মারল, পরে তার ওপর আরেকটি বিয়ে করল। রাকাশ তালাক চাইতে রাজি হলো না।

৫. বসরার দাওয়াত ও কিশোরের মালিক

এক শায়খ তালাকের শপথ করেছেন, কখনো দাওয়াতে যাবেন না। কারণ: বসরায় এক লোক তাঁকে অন্য কেউ ভেবে বাড়িতে নিয়ে গেল, যেখানে নবিয পান চলছিল এবং দাড়িহীন এক কিশোর ছিল। রাতে দলের এক লোক কিশোরের সঙ্গে পাপ করল; মালিক জেগে উঠে কিশোরকে নাড়া দিলে কিশোরের কথায় তা প্রকাশ পেল। মালিক ছুরি বের করে ঘটনাক্রমে প্রথমে সেই পাপকারীর কাছেই গেল, যে ঘুমের ভান করে ছিল, আর তাকে হত্যা করল। শায়খ ভয়ে কাঁপছিলেন, কিন্তু প্রাণে বাঁচলেন।

৬. শূলে চড়ানো চোর আর মাঝি

বাগদাদে পুলিশপ্রধান বিশজন চোরকে শূলে চড়ালেন (মুইযযুদ দাওলার অনুমতিতে)। রাতে একজন পালালে প্রহরীরা শাস্তির ভয়ে সেতুর কাছে প্রত্যাঘরত এক লোককে ধরে তার জায়গায় শূলে চড়াল। সকালে সে নিজেকে মাঝি বলে চিৎকার করল; পুলিশপ্রধানের জেরার মধ্যে তাকে চাবুক মারা হলে এবং প্রাণের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে স্বীকার করল: সে এক নারীকে ও তার দুই কন্যাকে নৌকায় নিয়েছিল; নারীকে বাধ্য করতে দুই কন্যাকে একে একে পানিতে ফেলল; তারপর নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করল ও ধরা পড়ার ভয়ে তাকেও ডুবিয়ে দিল। পুলিশপ্রধান তার হাত-পা কেটে গর্দান উড়িয়ে দিলেন, দেহ পুড়িয়ে ফেললেন (অন্য চোরদের গর্দান আগেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল)।

◆ এক নজরে

- ★ প্রেমের কারণে মানুষ হত্যা করা বা করানোর কাহিনি জমা করা হয়েছে
- ★ কাহিনির মধ্যে আছেন ইবনে মুলজাম ও কাতাম, রাকাশ ও তার পিতা
- ★ আরও আছে মদিনার দাসী ও তার প্রেমিক এবং আত-তালিক
- ★ শেষ দুটি কাহিনি: বসরার দাওয়াত ও কিশোরের মালিক, শূলে চড়ানো চোর আর মাঝি

অধ্যায় ৪৪ সমাপ্ত

পর্ব ৫ · অধ্যায় ৪৫

যে ব্যক্তি তার প্রেমাস্পদকে হত্যা করেছে তার সংবাদের বিবরণ

অধ্যায় ৪৫

এই অধ্যায় সম্পর্কে

এটি পূর্ণ অনুবাদ নয়, কাহিনি-ভিত্তিক সারসংক্ষেপ — কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে, সনদ বাদ দিয়ে। এই কাহিনিগুলোর সনদ ও ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা নয়; এগুলো শরিয়তের দলিল নয়, আর প্রেমিকদের গৌরবান্বিত করার জন্যও নয়।

এই অধ্যায়ে সেই সব মানুষের সংবাদ আছে, যারা নিজের প্রেমাস্পদকে হত্যা করেছে।

১. চাচাতো বোনের স্বামী

এক আরব তার সুন্দরী চাচাতো বোন স্ত্রীকে এতটাই ভালোবাসত যে বারবার ভেতরে গিয়ে তাকে দেখে আসত। স্ত্রীর এক চাচাতো ভাই পাশে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বার্তা পাঠাতে থাকল; স্ত্রী সাড়া দিয়ে নিচে নেমে তার কাছে গেল। স্বামী তাকে না পেয়ে খুঁজে পেল ও সত্য বলতে বললে সে স্বীকার করল। স্বামী তলোয়ার দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিল, "তার মাকেও" হত্যা করে পালাল (পাঠে এখানে 'মা' কার, স্পষ্ট নয়), আর পঙ্ক্তি আবৃত্তি করল: "আমি যে তাকে হত্যা করেছি, তা এজন্য নয় যে, তার ওপর মাছি বসলেও আমি কাঁদতাম না।" (নিহত নারীর কবি-বোনের উত্তরের কয়েকটি পঙ্ক্তি—সংক্ষেপে বাদ।)

২. দিকুল জিন

একটি বর্ণনায়: কবি দিকুল জিন তাঁর গোলামকে বাঁদির দিকে ও বাঁদিকে গোলামের দিকে তাকাতে দেখে দুজনকেই হত্যা করলেন, পরে অনুতাপ করে পঙ্ক্তি আবৃত্তি করলেন। আরেকটি বর্ণনায় (আলি ইবনুল হুসাইন আল-ইসফাহানি): তিনি খ্রিস্টান নারী ওয়ার্দকে ইসলামে ডেকে বিয়ে করলেন। এক চাচাতো ভাই রটাল, নারীটি তাঁর এক গোলামকে ভালোবাসে। তিনি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে "তাকে" হত্যা করলেন (কাকে, পাঠে স্পষ্ট নয়; কবিতায় 'তার রক্ত'-এর কথা আছে)। সুলতান তাঁকে খুঁজলে তিনি পালালেন; পরে আসল ঘটনা জেনে দূরেই থেকে গেলেন ও শোকগাথা বললেন।

৩. সুলাইক ইবনে মুজমি

অশ্বারোহী সুলাইক চাচাতো বোনকে বিয়ে করে নিজ গোত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে ফাযারা গোত্রের ত্রিশজন অশ্বারোহী রক্তের দাবিতে তাঁকে আক্রমণ করল। ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃত্যু নিশ্চিত দেখে তিনি বললেন, "তোমাকে এদের জন্য ছেড়ে দিতে আমার মন মানছে না। আমি চাই তোমাকে আমার আগে পাঠিয়ে দিই।" নারী বলল, "তাই করুন; আর আপনি না করলে আমিই করতাম।" তিনি তাকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করলেন, তারপর লড়াই করে নিজে নিহত হলেন।

৪. আবুল বিলাদ ও সালমা

বনু সূদের আবুল বিলাদ এতিম, চাচার কাছে বড় হয়ে চাচার মেয়ে নজদের সবচেয়ে সুন্দরী সালমাকে ভালোবাসতেন; বিয়ের প্রস্তাব দিতে সমীহ করতেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সালমাকে এক চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হলো। খবর শুনে তাঁর বুদ্ধিভ্রম ঘটল। তিনি সালমার তাঁবুতে এলেন; সালমা তাঁকে ক্ষুধার্ত ভেবে খাবার দিল। সে বোন লায়লার দিকে যেতে চাইলে তিনি তলোয়ার হাতে তার পথ আটকে কাঁধের শিরায় আঘাত করলেন। প্রথম বর্ণনায় এতে সালমা নিহত হলো। (দ্বিতীয় বিস্তারিত বর্ণনায়:) লায়লা মুণ্ডর নিয়ে ছুটে এসে তাঁর নাকের হাড়ে আঘাত করল; তিনি পালিয়ে একটি টিলায় আশ্রয় নিলেন। দিনভর সেখানে থাকতেন, রাতে এসে সালমার আগুন দেখতেন; সালমা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করত। তার পিতা বললেন, "যে সন্তান জন্ম নেবে তাকে আমি হত্যা করব না।" এরপর সালমা মারা গেল; আবুল বিলাদ মৃত্যু পর্যন্ত বিভ্রান্ত অবস্থায় থাকলেন। (একটি শোকগাথা—সংক্ষেপে বাদ।)

৫. হাম্মামের চুলায় লুকানো লোক

এক শায়খ (যিনি দাওয়াতে না যাওয়ার শপথ করেছিলেন) বলেন: এক রাতে খুনের পর তিনি পাহারাদারদের ভয়ে হাম্মামের চুলায় লুকালেন। সেখানে এক লোক এক মেয়েকে জবাই করে ফেলে গেল; তিনি মেয়েটির পায়ে দুটি নূপুর খুলে নিলেন। পরে এক বন্ধুর বাড়ি গেলে বন্ধু নূপুর চিনল: নিহত মেয়েটি তারই বোন। বন্ধু সৈন্যদলের এক লোককে আনল; শায়খ কণ্ঠ শুনে বললেন, "হ্যাঁ, এই সেই লোক।" বন্ধু তাকে নব্বয় পান করিয়ে মাতাল করে হত্যা করল এবং বলল, মেয়েটি তার বোন, লোকটি তাকে নষ্ট করেছিল। তারা রাতেই তাকে দাফন করল; শায়খ ঘাটে ফিরে বসরা থেকে পালিয়ে বাগদাদে পৌঁছলেন, আর শপথ করলেন, কখনো কোনো দাওয়াতে উপস্থিত হবেন না।

৬. মাঝির নৌকায় দাসী ও তার প্রেমিক

বায়তুল মালের দায়িত্বপ্রাপ্ত আবু হামিদের সঙ্গে নৌকায় যাতায়াতকারী এক ব্যক্তির বর্ণনা: এক রাতে তাঁর নির্ধারিত মাঝি নিখোঁজ হলো; কয়েক বছর পর সে কারখে ধনী ব্যবসায়ীর বেশে বর্ণনাকারীর চোখে পড়ল। সে শপথ আদায় করে বলল: সেই রাতে এক লোক দুই দিনারে তাকে ভাড়া করে এক সুন্দরী বাঁদিকে নিয়ে নৌকায় উঠল। পানীয় ও গানের পর সে বাঁদির বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনল, তাকে হত্যা করে দেহ পানিতে ফেলে দিল, পরে বিলাপ করতে লাগল। ভোরে তীরে নামলে একটি সিংহ তাকে ধরে নিল। মাঝি অলংকার ও কাপড় নিয়ে বসরায় গিয়ে ব্যবসা করল; পরে বাগদাদে ফিরল।

৭. জানাযার খাটিয়া

এক শায়খ তালাকের শপথ করেছেন যে আর কোনো জানাযায় যাবেন না। কারণ: এক দিন সওয়াবের আশায় খাটিয়ার এক কোণ ধরলে অন্য বাহক পালিয়ে গেল; কবরখননকারী চিৎকার করে বলল, তিনি মাথা-কাটা মৃতকে দাফন করতে এনেছেন। লোকজন তাঁকে মারধর করল; পুলিশপ্রধানের এক কেরানি তদন্ত করে খাটিয়ায় লেখা মসজিদের নাম থেকে এক বাড়িতে পৌঁছল। সেখানকার লোকেরা স্বীকার করল, দাড়িহীন এক কিশোরকে নিয়ে পরস্পর ঈর্ষায় তারা তাকে হত্যা করে মাথা কেটে বহন করে এনেছিল। তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হলো, শায়খ মুক্তি পেলেন।

৮. ফারুহ আয-যান্না ও রাহবা

ফারুহ আয-যান্না মদিনায় দাসী রাহবার প্রেমে পড়ে তাকে কিনে নেয় ও পণ্ডিত বলে। পরে সে তার ও অন্য এক দাসীর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু ধরে ফেলে "তাকে" হত্যা করে (পাঠে 'তাকে' কাকে, স্পষ্ট নয়)। আরেক সূত্রে দাসীর নাম ওয়াহবা।

৯. চাচাতো ভাই, আংটি আর স্বামী

এক সুন্দরী সতী নারীকে তার চাচাতো ভাই ভালোবাসত; পিতা তাকে এক অপরিচিতের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। সে গোসল করলে তার সোনার আংটিগুলো একটি পাখি নিয়ে দরজার দিকে গেল; দরজায় থাকা চাচাতো ভাই সেগুলো পরে বসে রইল, যাতে স্বামী সন্দেহ করে তাকে তালাক দেয়। স্বামী আংটি চিনে ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে গোসলরত দেখে নিশ্চিত হয়ে গেল সে অপরাধ করেছে। সে কিছু জিজ্ঞাসা না করে স্ত্রীকে জবাই করল। স্বামীকে কিসাসে হত্যা করা হলো। চাচাতো ভাই ঘটনা প্রকাশ করল ও তওবা করে মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদতে লেগে রইল।

◆ এক নজরে

- ★ যারা নিজের প্রেমাস্পদকে হত্যা করেছে, তাদের সংবাদ এই অধ্যায়ে
- ★ সংবাদে আছেন দিকুল জিন, সুলাইক ইবনে মুজমি, আবুল বিলাদ ও সালমা
- ★ ফারুহ আয-যান্না ও রাহবার সংবাদও আছে
- ★ একটি বর্ণনায় দিকুল জিন পরে অনুতাপ করে পণ্ডিত আবৃত্তি করলেন

পর্ব ৫ · অধ্যায় ৪৬

প্রেমের কারণে নিহত প্রেমিকদের সংবাদ প্রসঙ্গে

অধ্যায় ৪৬

এই অধ্যায় সম্পর্কে

এটি পূর্ণ অনুবাদ নয়, কাহিনি-ভিত্তিক সারসংক্ষেপ — কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে, সনদ বাদ দিয়ে। এই কাহিনিগুলোর সনদ ও ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা নয়; এগুলো শরিয়তের দলিল নয়, আর প্রেমিকদের গৌরবান্বিত করার জন্যও নয়।

এই অধ্যায়ে সেই প্রেমিকদের সংবাদ আছে, যারা প্রেমের কারণে নিহত হয়েছে।

১. আমার ইবনে মা'দিকারিব ও উমর (রা.)-এর প্রশ্ন

উমর (রা.) আমারকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর দেখা সবচেয়ে সাহসী ও সবচেয়ে ভীরা কে। আমার বললেন: একজন তাঁর নাম শুনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারা গেল—সে সবচেয়ে ভীরা। আরেকজন ঘোড়ায় চড়ে সতর্ক হওয়া পর্যন্ত হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে আর ঘোড়ায় চড়লই না, তলোয়ারে হাঁটু বেঁধে বসে পড়ল; আমার তাকে ছেড়ে গেলেন—সে সবচেয়ে কৌশলী। তৃতীয়ত, ইয়ামামার দিক থেকে আসা সুদর্শন তরুণ আল-হারিস ইবনে সা'দ (শাহবার অশ্বারোহী, শাইবান বংশের) পালানোর ভান করে তিনবার বর্ষার দণ্ড দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করল, কিন্তু হত্যা করল না। ভয়ে আমার তার সঙ্গী হতে চাইলেন। রাতে সে এক গোত্রের তাঁবু থেকে এক সুন্দরী দাসীকে বের করে উটনীতে তুলল। দাসীর পিতা ও দুই ভাই পিছু নিল। আল-হারিস দুই ভাইকে একে একে বর্ষায় হত্যা করল। বৃদ্ধ পিতা ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে লড়ল; তারা পরস্পরকে আঘাত করল, আল-হারিস ও বৃদ্ধ দুজনই মরে পড়ল। আমার চারটি ঘোড়া ও চারটি তলোয়ার নিয়ে চললেন। দাসী তাঁকে বলল, তিনি তার সঙ্গী নন, তাকে একটি তলোয়ার বা বর্ষা দিতে হবে; আমার জিতলে সে তাঁর, আর সে জিতলে আমারকে হত্যা করবে। আমার অস্ত্র দিলেন না; সে উট থেকে নেমে এসে বর্ষা প্রায় ছিনিয়ে নিচ্ছিল। ভয়ে আমার তাকে হত্যা করলেন। আমার বললেন, "হে আমিরুল মুমিনিন, এ-ই আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী।" উমর (রা.) বললেন, "হে আমার, আপনি সত্য বলেছেন।" (এর মাঝের কয়েকটি যুদ্ধের কবিতা—সংক্ষেপে বাদ।)

২. হুযাইল গোত্রের অতিথি

এক ব্যক্তির দাসী কাঠ কুড়াতে গেলে হুযাইল গোত্রের এক অতিথি তাকে কামনা করল। দাসী পাথর ছুড়ে তাকে হত্যা করল। উমর (রা.) বললেন, "ও তো আল্লাহর নিহত! আল্লাহর কসম, এর রক্তপণ কখনো দেওয়া হবে না।"

৩. পথে নিহত কিশোর ও পরিত্যক্ত শিশু

উমর (রা.)-এর কাছে পথে নিহত এক দাড়িহীন কিশোরকে আনা হলো; হত্যাকারীর সন্ধান মিলল না, তিনি দোয়া করলেন। বছরের শুরুতে সেই স্থানে এক নবজাতক পাওয়া গেল। উমর (রা.) এক নারীকে শিশুটির দায়িত্ব দিয়ে বললেন, যে নারী তাকে চুমু খেয়ে বুকে জড়ায় তার ঠিকানা জানাতে। শিশু বড় হলে এক দাসী এসে তাকে নিয়ে গেল; কব্রী তাকে চুমু খেল ও বুকে জড়াল। সে এক আনসারি শায়খের কন্যা। উমর (রা.) তলোয়ার নিয়ে সেখানে গিয়ে তার পিতার কাছ থেকে জানলেন, মেয়েটি নামায-রোযায় অগ্রগামী। ঘরে তিনি তলোয়ার খুলে সত্য বলতে বললে সে বলল: এক বৃদ্ধা তার ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে তার কাছে রেখে গিয়েছিল; সেই ছেলে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় জোর করে ভোগ করল। সে ছুরি দিয়ে তাকে হত্যা করে লাশ ফেলিয়ে দিল। এতে সে গর্ভবতী হলো এবং সন্তান জন্মালে তাকে পিতার স্থানে ফেলে দিল। উমর (রা.) বললেন, "তুমি সত্য বলেছ, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন," তাকে উপদেশ দিয়ে দোয়া করলেন, আর পিতাকে বললেন, "আপনার কন্যা কতই না উত্তম কন্যা!"

৪. যোদ্ধার ঘরে প্রদীপ ও আগন্তুকের পঙ্ক্তি

এক ব্যক্তি যুদ্ধে বের হলে তার প্রতিবেশী এক রাতে তার ঘরে প্রদীপ দেখে এসে এক পুরুষের পঙ্ক্তি শুনল, যে যোদ্ধার স্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটিয়ে এসেছে বলে গর্ব করছিল। প্রতিবেশী ঘরে ঢুকে তাকে হত্যা করল। সকালে উমর (রা.)-কে জানালে তিনি লোকদের আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে এ ব্যাপারে জানা কথা বলতে বললেন; সে দাঁড়িয়ে সব জানাল। উমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি তাকে হত্যা করেছ?" সে বলল, "হ্যাঁ, আমিরুল মুমিনীন, আমি করেছি।" (সূত্রে এর পরের রায় নেই।)

৫. দরজার নিচে মাথা ঢোকানো লোক

এক ব্যক্তি এক নারীকে কামনা করলে নারী দরজা বন্ধ করল; লোকটি চৌকাঠের নিচ দিয়ে মাথা ঢোকালে নারী পাথর বা কাঠ দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিল। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান বললেন, "এ তো এর ফলই পেয়েছে, হরিণের মতো (নিছক শিকার) নয়!" এবং তার রক্ত বৃথা ঘোষণা করলেন।

৬. দিবিল ও যুদ্ধযাত্রী তরুণ

দিবিল সীমান্তে এক যুবকের সঙ্গে যুদ্ধে বের হলেন; যুবক দুটি পঙ্ক্তি শোনাল ("আমার দেহ লড়ছে আমার শত্রুর বিরুদ্ধে, আর প্রবৃত্তি লড়ছে আমার অন্তরের বিরুদ্ধে") এবং বলল, সে ভালোবাসা থেকে পালিয়েই বের হয়েছে। মুখোমুখি লড়াইয়ে সে-ই প্রথম নিহত হলো। আরেক বর্ণনায় আদ-দুমানির সঙ্গে যুদ্ধে এক সুদর্শন তরুণ মুসলমানদের সাতজন দ্বন্দ্বযুদ্ধকে হত্যাকারী এক রোমক যুদ্ধকে হত্যা করল, আরও দশজনকে হত্যা করল; রোমকরা পরাজিত হলো। পরে সে টিলায় উঠে কাঁদল, একই পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে চলে গেল। দিবিল তার নাম-বংশ জানেন না।

৭. বাহিলা গোত্রের নারী ও অতিথি

এক আরব বাহিলা গোত্রের এক নারীর অতিথি হয়ে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নারীটিকে কামনা করল। নারী সময় চেয়ে ছুরি লুকিয়ে রাখল, লোকটি ঝাঁপিয়ে উঠলে তার গলায় ছুরি বসিয়ে দিল। লোকটি মারা গেল; নারী রক্ত দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আ'শা বাহিলা এ বিষয়ে কবিতা বললেন।

৮. হাজ্জাজের ভাতিজা ও ওয়াসিতের নারী

হাজ্জাজের এক খাদেম বলেন: হাজ্জাজের ভাতিজা ওয়াসিতের আমীর ছিলেন। তিনি সেখানকার এক নারীকে চাইলেন; নারী বিয়ে ছাড়া কিছুতে রাজি হলো না, হারাম অস্বীকার করল। আমীর এক জুমার রাতে আসার খবর পাঠালে নারীর মা তা বিশ্বাস করল না, ভাইয়েরা মিথ্যাবাদী বলল; তারা পাশের ঘরে বসে দেখল। আমীর এসে নারীর পাশে শুয়ে হাত রাখলে নারী বলল, "হাত সরাও, হে পাপিষ্ঠ!" তখন তার (চার) ভাই তলোয়ার নিয়ে ঢুকে তাকে হত্যা করে লাশ ওয়াসিতের এক গলিতে ফেলে দিল। হাজ্জাজ তদন্ত করে খোজা দূতকে ধরে সত্য আদায় করলেন; ভাইয়েরা স্বীকার করল। হাজ্জাজ নিহতের দাস-দাসী, বাহন ও সম্পদ সেই নারীকে দিলেন, বললেন তাকে দাফন করা হবে না, কুকুরদের সামনে ফেলে দিতে; খোজাকে কোমরে আঘাতের আদেশ দিলেন।

৯. খ্রিস্টান চিকিৎসক ও কুর্দির স্ত্রী

ওয়াসিতে সুদর্শন এক খ্রিস্টান চিকিৎসক এক কুর্দির স্ত্রীর বাহু দেখে মুগ্ধ হয়ে অনুচিতভাবে স্পর্শ করল; নারী তা টের পেল। স্ত্রী স্বামীকে জানালে স্বামী চিকিৎসককে রোগী দেখার কথা বলে নৌকায় জলাভূমিতে নিয়ে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করল।

◆ এক নজরে

- ★ প্রেমের কারণে নিহত প্রেমিকদের সংবাদ এই অধ্যায়ে
- ★ কয়েকটি সংবাদে উমর (রা.) ও আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান জড়িত
- ★ আছে ছুয়াইল গোত্রের অতিথি ও বাহিলা গোত্রের নারীর সংবাদ
- ★ দিবিলের সঙ্গী যুবক বলল, সে ভালোবাসা থেকে পালিয়েই বের হয়েছে

পর্ব ৫ · অধ্যায় ৪৭

যাদেরকে প্রেম হত্যা করেছে তাদের আলোচনা

অধ্যায় ৪৭

এই অধ্যায় সম্পর্কে

এটি পূর্ণ অনুবাদ নয়, কাহিনি-ভিত্তিক সারসংক্ষেপ — কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে, সনদ বাদ দিয়ে। এই কাহিনিগুলোর সনদ ও ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা নয়; এগুলো শরিয়তের দলিল নয়, আর প্রেমিকদের গৌরবান্বিত করার জন্যও নয়।

এই অধ্যায়ে প্রেমের কারণে মারা যাওয়া মানুষদের ঘটনা একের পর এক সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায়টি শিরোনামের পরেই সরাসরি প্রথম বর্ণনা দিয়ে শুরু; ইবনুল জাওযির আলাদা কোনো ভূমিকা-বক্তব্য এতে নেই। মাঝে মাঝে তিনি শুধু জানিয়েছেন, ঘটনাটি আরও বিস্তারিত বা অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

১. ইবনে আব্বাস ও উয়রা গোত্রের তরুণ

আরাফার দিন সন্ধ্যায় কয়েকজন যুবক বনু উয়রার এক ক্ষয়প্রাপ্ত তরুণকে ইবনে আব্বাসের কাছে এনে আরোগ্যের দুআ চাইল। তরুণটি প্রেমের কয়েক পঙক্তি আবৃত্তি করে দীর্ঘ শ্বাস টেনে মারা গেল। ইবনে আব্বাস বললেন, "এ প্রেমের নিহত ব্যক্তি; এর জন্য না কোনো রক্তপণ, না কোনো কিসাস।" ইবনে আব্বাস সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই বিপদ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইলেন। (একই ঘটনার আরেকটি বর্ণনাও আছে।)

২. বনু জাযিমার তরুণ ও হুবাইশ

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের অশ্বারোহী দল বনু জাযিমাকে আক্রমণ করলে এক তরুণ বন্দি হলো। সে অনুরোধ করল, নারীদের কাছে একটি প্রয়োজন সেরে নিতে দেওয়া হোক। তাকে নিয়ে যাওয়া হলে সে "হুবাইশ"কে উদ্দেশ্য করে কবিতা বলল, নারীটি জবাব দিল। এরপর তাকে হত্যা করা হলো। প্রবীণদের বর্ণনায়, নারীটি তাকে চুম্বন করতে করতে তার পাশেই মারা গেল।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আলকামা ও হুবাইশা

আবদুল্লাহ অন্য শাখা-গোত্রের হুবাইশার প্রেমে পড়ল; তার মা ও কওম অন্য মেয়ে দেখিয়ে তাকে ফেরাতে পারল না। গুমাইসার দিন খালিদের এক সঙ্গী তাকে ধরল। সে হুবাইশার তাঁবুর কাছে গিয়ে কবিতায় বিদায় জানাল, হুবাইশাও জবাব দিল। এরপর তাকে আঘাত করে হত্যা করা হলো। হুবাইশা তার দেহ একত্র করে ওড়না দিয়ে মুখের ধুলো মুছে কাঁদল, তারপর দীর্ঘ শ্বাস টেনে প্রাণ ত্যাগ করল। (ইবনুল জাওযি জানান, এই কাহিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লেখসহও বর্ণিত হয়েছে।)

৪. বাতনে নাখলার অভিযানে ধরা পড়া ব্যক্তি

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাঠানো সেনাদল বাতনে নাখলায় এক ব্যক্তিকে নারীদের সঙ্গে পেল। সে অনুরোধ করে নারীদের একজনের হাওদার কাছে গিয়ে কবিতা বলল, নারীটি জবাব দিল। এরপর তার গর্দান কাটা হলো; নারীটি হাওদা থেকে নেমে তাকে চুম্বন করতে করতে মারা গেল। ঘটনা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন হাসলেন যে তাঁর মাড়ির দাঁত প্রকাশ পেল।

৫. ইবনে আব্বাসের সূত্রে সেনাদলের এক প্রেমিক

নবী ﷺ-এর পাঠানো এক সেনাদলের একজন বলল, সে এক নারীর প্রেমে পিছু নিয়েছে; তাকে একবার দেখতে দিলে তারপর যা ইচ্ছা করা যাবে। নারীটিকে দেখে সে কবিতা বলল। তারপর তার গর্দান কাটা হলো; নারীটি তার ওপর পড়ে দীর্ঘ শ্বাস টেনে মারা গেল। রাসুলুল্লাহ ﷺ শুনে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কি কোনো দয়ালু মানুষ ছিল না?"

৬. আমার ইবনে কা'ব ও ইয়ামামার মেয়ে

ফারায়দাকের কাছ থেকে শোনা: আল-খিদর পলাতক গোলামদের খুঁজতে গিয়ে বনু হানিফার এক ঘরে অতিথি হলো। সেখানে মুআররিকের বংশের এক তরুণী কবিতায় তার প্রেমিক ইয়ামামার আমার ইবনে কা'বের কথা বলে বলল, মনে হচ্ছে তাকে খাটিয়ায় তোলা হয়েছে। তারপর সে আত্ননাদ করে মারা গেল। খিদর ইয়ামামায় গিয়ে জানল, মেয়েটি যে সময় ওই কথা বলেছিল, ঠিক সে সময়েই আমার মারা গেছেন।

৭. আবদুল্লাহ ইবনে আজলান আন-নাহদি

জাহিলি যুগে আবদুল্লাহ ইবনে আজলান হিন্দ নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা কবিতায় বলেছিলেন। তিনি সেই কবিতা দীর্ঘ স্বরে পড়তে পড়তেই মারা গেলেন।

৮. বনু উযরার যুবক ও তার চাচাতো বোন (তামিমি লোকটির বর্ণনা)

বনু তামিমের এক লোক হারানো পশু খুঁজতে গিয়ে এক তাঁবুতে বৃদ্ধার বেহুঁশ ছেলেকে পেল। ছেলেটি চাচাতো বোনকে ভালোবাসত; মেয়েটির বিয়ে অন্যজনের সঙ্গে হয়েছে, পাঁচ দিন আগে সে স্বামীর ঘরে গেছে। লোকটির উপদেশে ফল হলো না; যুবক কবিতা আবৃত্তি করে আত্ননাদ করে মারা গেল। লোকটি মৃত্যুসংবাদ দিতে গিয়ে নববধূকে সেই কবিতা শোনাতে সে-ও কবিতা বলে কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে মারা গেল। লোকটি দুজনকে একসঙ্গে দাফন করে তবে গোত্র ছাড়ল। (একই ঘটনার আরেক সূত্রও আছে।)

৯. মুহাম্মদ ইবনে কায়সের দেখা যুবক ও তার চাচাতো বোন (একই ঘটনার আরেক বর্ণনা)

মদিনা থেকে খলিফা ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিকের কাছে যাওয়ার পথে মুহাম্মদ ইবনে কায়স এক মায়ের কোলে মাথা রাখা যুবককে দেখলেন। মা জানালেন, চাচাতো বোনের সঙ্গে ছোটবেলার ঘনিষ্ঠতার কারণে তার বিয়ে হয়নি, আরেক চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে হয়েছে; তখন থেকে সে খায় না, পান করে না। যুবক কবিতা বলে মারা গেল। মুহাম্মদ মৃত্যুসংবাদ দিতে গেলে এক নারী তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে কবিতাটি শুনে জবাবী পঙ্ক্তি বলল। (এ বর্ণনায় নারীটির শেষ পরিণতি স্পষ্ট বলা নেই।)

১০. কামিল ইবনুল ওয়াদিন ও আসমা

কামিল তার চাচাতো বোন আসমার প্রেমে ক্ষয়ে গেল। তার পিতার অনুরোধে মেয়ের পিতা বিয়ে দিতে রাজি হলেন, কিন্তু কামিল তা জানার পর "আসমা কি আমার কথা শুনছে?" বলে আত্ননাদ করে সেখানেই মারা গেল। আসমা অসুস্থ হয়ে পড়ল, মৃত্যুর আগে কামিলের ছবি আঁকিয়ে তা আলিঙ্গন করে প্রাণ ত্যাগ করল। তাদের পাশাপাশি কবর দেওয়া হলো।

১১. বনু উযরার রসিক যুবক ও গোত্রের মেয়ে

এক যুবক গোত্রের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে রুচুতা পেয়ে মুমূর্ষু হলো। দুই পরিবারের নারীদের অনুরোধে মেয়েটি তাকে দেখতে এলে সে কবিতায় বলল, মিলনের আশ্বাস এসেছে এমন সময়ে, যখন তা আর কাজে আসে না। সে আত্ননাদ করে মারা গেল। মেয়েটি অচেতন হলো এবং তার পর কয়েক দিন বেঁচে মারা গেল।

১২. আমির ইবনে গালিব ও জামিলা

আসমায়ি মরুভূমিতে এক শীর্ণ লোকের কথামতো তাকে এক তাঁবুর দরজায় নিয়ে গেলেন। লোকটি কবিতা বলতে থাকলে এক তরুণী বেরিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল; পরে দেখা গেল দুজনই মৃত। আসমায়ি জানাযা পড়ে দাফন করলেন; পরিচয় পেলেন তারা মুয়াইনা গোত্রের আমির ইবনে গালিব ও জামিলা বিনতে উমাইল।

১৩. কালব গোত্রের মেয়ে (বাতনুল জিন্ন)

এক বৃদ্ধ টিলায় বসে কাঁদছিলেন তাঁদের এক মেয়ের জন্য, যে কালব গোত্রের দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করত এবং এক কুফাবাসীকে বিয়ে করেছিল। বিরহের জ্বালায় সে ঘরের ছাদে উঠে কবিতা বলতে থাকল এবং সেই মুহূর্তেই সেখানে প্রাণ ত্যাগ করল।

১৪. আবদুর রহমান ইবনে আউফের বংশধর কবি

মদিনার এক কবি, আবদুর রহমান ইবনে আউফের বংশধর, চাচাতো বোন-স্ত্রীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। অভাবে স্ত্রীর কথায় খলিফা হিশামের কাছে রুসাফায় রওনা হলেন, কিন্তু কাছে পৌঁছে স্ত্রীর স্মৃতিতে কাতর হয়ে ফিরে চললেন। মদিনার এক মাইল আগে এক আত্মীয় জানাল, স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন; তিনি আত্ননাদ করে উঠের পিঠ থেকে মৃত অবস্থায় পড়ে গেলেন।

১৫. কুফার ইবাদতগুজার যুবক ও আসক্ত নারী

কুফার জামে মসজিদে থাকা সুদর্শন এক ইবাদতগুজার যুবকের প্রতি এক রূপবতী নারী আসক্ত হয়ে তার পথে দাঁড়াল। যুবক চিঠিতে আল্লাহর ভয় ও পরকালের কথা লিখে জানাল, আর পরের এক সাক্ষাতে এক আয়াত স্মরণ করাল: "আর তিনিই রাতে তোমাদের (নিদ্রায়) প্রাণ হরণ করেন এবং দিনে তোমরা যা অর্জন করো তা জানেন।" (সূরা আনআম, আয়াত ৬০)। নারীটি ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে ইবাদতে লেগে গেল এবং দুঃখে-ক্ষোভে মারা গেল। যুবক তাকে স্মরণ করে কাঁদত। এক বাড়তি বর্ণনায় আছে, নারীটি রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসক মাংস কাটার সময় যুবকের কাহিনি শোনাতে, তাতে সে ব্যথা টের পেত না।

১৬. মুহাল্লাবের বংশের যুবক ও আসক্ত নারী

কুফায় মুহাল্লাব ইবনে আবি সুফরার বংশের এক সংসারবিরাগী যুবককে এক নারী ভালোবেসে ফেলল। যুবক তাকে ফিরিয়ে দিয়ে ঘরে থেকে গেল; পরে নারীটির পাঠানো দূতের কাছে বলল, এটি আল্লাহর এক পরীক্ষা। নারীটিও ঘরে থেকে নামায ও কান্নায় নিমগ্ন হয়ে কঠিন রোগে পড়ল; চিকিৎসক মাংস কাটার সময় যুবকের কথা তুললে সে কষ্ট টের পেত না। সে মারা গেল। শেষে বলা হয়েছে, জানাযায় মাথা-ঢাকা অবস্থায় এবং পরে প্রায়ই কবরের কাছে তাকে দেখা যেত (পাঠ অস্পষ্ট: কে কাকে দেখেছেন)।

১৭. আসমায়ির দেখা বেদুইনের ছেলে

আসমায়ি এক বেদুইনের কাছে রাত কাটালেন, যার রোগাক্রান্ত ছেলে শয্যায়। ছেলেটি এক দীর্ঘ কাহিনি শুনিতে এক পঙ্ক্তি আবৃত্তি করল, তারপর তার প্রাণ বেরিয়ে গেল। আসমায়ি তার জানাযায় অংশ নিলেন।

১৮. বনু আসাদের যুবক ও সা'দা

বনু আসাদের এক যুবক নিজ গোত্রের মেয়ে সা'দার প্রেমে পড়ল; যুবকের পিতা এ বিয়েতে বাধা দিতেন; শেষে মেয়ের পিতা অন্যের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। মেয়েটি কবিতায় বলল, আগামীকাল সে একা গুহায় এক কবরে থাকবে। পরদিন যুবক তাকে মৃত পেল, গিরিপথে নিয়ে জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গেই মারা গেল। এক বছর পর পাহাড়ে এক অদৃশ্য ঘোষকের ধ্বনি শুনে লোকেরা উঠে দুজনকে মৃত পেল ও দাফন করল।

১৯. আবু আবদিলাহ আল-হাবশানি ও সুফরা

আবু আবদিলাহ আল-হাবশানি সুফরা নামের এক কৃষ্ণাঙ্গী দাসীর প্রেমে মুমূর্ষু হলেন। পরিবারের অনুরোধে দাসীটি তাঁকে দেখতে এল। সে ফিরে যেতে উঠলে তিনি পিঠ ফেরানো অবস্থায় তাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং সেই মুহূর্তেই মারা গেলেন।

২০. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর, দাসী ও মদিনার যুবক

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর দশ হাজার দিরহামে এক দাসী কিনেছিলেন; ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া চাইলেও তিনি দেননি। জানতে পারলেন, মদিনার এক অবিবাহিত যুবক তাকে ভালোবেসে রোজ ছদ্মবেশে দরজায় এসে গান শোনে। এক রাতে তিনি দাসীর হাত ধরে যুবককে দিয়ে দিলেন। যুবক হতভম্ব হয়ে পড়ে গিয়ে মারা গেল। এরপর দাসী তাঁর চোখে তুচ্ছ হয়ে গেল; কিছুকাল পর সে মারা গেল। তাঁর ধারণা, যুবকের জন্য দুঃখেই।

২১. কুফার প্রেমিক যুবক, গোলাপ ও দাসী (আলী ইবনে আসিমের বর্ণনা)

আলী ইবনে আসিম কুফার এক যুবককে দেখলেন, বাহুতে গোলাপ বাঁধা। সে তার পরিবারের কারও এক দাসীর প্রেমিক ছিল; সাতশ দিনার দিতে চাইলেও মালিকপক্ষ বিক্রি করেনি। সে কবিতা বলে মাথা নত করল; কিছুকাল পর সে মারা গেল। দাফনের পর দাসীটি এসে কেঁদে কেঁদে কবরের মাটি নিজের চুলে মাখতে লাগল; লোকেরা তাকে মারতে এলে সে বলল, এরপর আর তারা তার দ্বারা উপকৃত হবে না। (এই কাহিনির আরও বিস্তারিত বর্ণনায় আছে, দাসী যুবকের আদেশ মানতে চেয়ে বার্তা পাঠালে যুবক তাকে আল্লাহর ও মালিকের আনুগত্য এবং তাকওয়ার কথা জানায়; সে ইবাদতে লেগে গিয়ে শেষে বিবেকহীন হয়ে পড়ে, এবং আলী ইবনে আসিম বের হতে না হতেই মারা যায়।)

২২. উমর ইবনে মাইসারা

কুফার উমর ইবনে মাইসারা হলুদ ছায়ামূর্তির মতো কারও সঙ্গে কথা বলত না; লোকে তাকে প্রেমিক ভাবত। মৃত্যুর সময় সে জানাল, তার রোগ চাচাতো বোনের কারণে; আল্লাহর ভয়ই তাকে মেয়েটির কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিল। তার সালাম পৌঁছে দিতে বলে সে মারা গেল।

২৩. আবু মালিক ইবনুন নাযর ও সুআদ

উযরা গোত্রের আবু মালিক চাচাতো বোন সুআদের প্রেমে দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এক নির্জন প্রান্তরে পড়ে ছিলেন। শাবাবা তাকে খুঁজে পেয়ে মেয়ের পরিবারকে জানালে তারা মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল। খবর শুনে আবু মালিক কবিতা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারা গেলেন। মেয়েটি তিন দিন কিছু না খেয়ে মারা গেল।

২৪. কবরের পাশের নারী ও তার স্বামী (সুলাইম আক্রমণ)

এক নারী কবরের ওপর ঝুঁকে কবিতা বলছিল। সে জানাল, কবরে তার চাচাতো ভাই-স্বামী; সুলাইম গোত্র আক্রমণ করলে সে লড়াই করে নিহত হয়েছে। নারী বলল, সে আর এই পৃথিবী উপভোগ করবে না। সকালে লোকটি একটি জানাযা দেখল—এ-ই সেই নারী, যে স্বামীর প্রতি ওয়াদা রেখেছে।

২৫. কবরের পাশের তরুণী (রাবী ইবনে যিয়াদ)

রাবী ইবনে যিয়াদ এক তরুণীকে কবরের কাছে দেখলেন। সে বলল, তার প্রেমিককে তার পরিবার তিরস্কার করত; সে দুটি পঙ্ক্তি বারবার আওড়াতে আওড়াতে মারা গেছে। তরুণী বলল, দুজনের কবর এক না হওয়া পর্যন্ত সে নড়বে না; তারপর চিৎকার করে মারা গেল।

২৬. উওয়াইমির আল-উকাইলি ও রাইয়া

উওয়াইমির চাচাতো বোন রাইয়ার প্রেমে পাগল ছিল। রাইয়ার বিয়ে হয়ে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হলে সে অসুস্থ ও বিভ্রান্ত হলো। চিকিৎসকের সামনে কবিতা বলল, তারপর বুদ্ধি লোপ পেল এবং কয়েক রাত পরেই সে মারা গেল।

২৭. মালিক ইবনে আমর আল-গাসসানি ও তাঁর স্ত্রী

নুমান ইবনে বাশিরের চাচাতো বোনকে বিয়ে করা বীর মালিককে স্ত্রী শত্রুর মুখোমুখি হলেও যুদ্ধ না করার শর্ত দিয়েছিলেন। মালিক অভিযানে গিয়ে যুদ্ধ করে আহত হলেন এবং এক দিন এক রাত পর মারা গেলেন। স্ত্রী এক বছর কেঁদে চুপ হয়ে গেলেন। পরিবার তাঁকে রাজপুত্রদের একজনের সঙ্গে বিয়ে দিল; বাসর রাতে তিনি তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে মালিকের গুণ বর্ণনা করে কবিতা বললেন। এক শায়খের যোগ করা বর্ণনায়, কবিতা শেষে তিনি চিৎকার করে মারা গেলেন।

২৮. বাগদাদের মানসিক চিকিৎসালয়ের যুবক

বাগদাদের এক মারিস্তানে সুদর্শন এক যুবক এক দর্শনার্থীকে অনুরোধ করল, নাহরুদ দাজাজের এক বাড়িতে একটি কবিতা-বার্তা পৌঁছে দিতে। বাড়ি থেকে জবাবী পঙ্ক্তি এল। ফিরে এসে জানালে যুবক চিৎকার করে মারা গেল। বাড়িতে চিৎকার-কান্না চলছিল; বর্ণনাকারীর ভাষ্যমতে মেয়েটিও মারা গেছে।

২৯. চাচাতো ভাই-বোন ও রাযানের কবর

এক পুরুষ চাচাতো বোনকে নিয়ে লোকজনের কথার কারণে শহর ছাড়ল। মেয়েটি পথে এক পানির কাছে অসুস্থ হয়ে মারা গেল ও সেখানে দাফন হলো। পুরুষটি প্রতিদিন তার কবরে এসে কাঁদত, এভাবে সে-ও মারা গেল এবং তার পাশে দাফন হলো। এ দুজনকেই রাযানে লায়লার কবর নিয়ে রচিত কবিতার পাত্রপাত্রী বলা হয়েছে।

৩০. আবুল হাসান ও সুদর্শন যুবক (মিস'আরের মজলিস)

আবুল হাসান নামে এক ইবাদতগুজার যুবক এক অতি সুন্দর যুবকের সঙ্গে মিস'আর ইবনে কিদামের কাছে যাতায়াত করত। লোকেরা কথা তুলল; তার পরিবার তাকে ওই যুবকের সঙ্গী হতে নিষেধ করল, ফলে সে বুদ্ধি হারাল। মিস'আর তাকে মজলিসে আসতে নিষেধ করে পাঠালে সে কথাটা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবিতা বলল, চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল এবং মারা গেল।

৩১. আবদুল্লাহ ইবনে আজলান ও হিন্দ (ছাগলের কলিজা)

আবদুল্লাহ ইবনে আজলান হিন্দ বিনতে কাব ইবনে আমরের প্রেমে ক্ষীণ হয়ে গেল। এক বৃদ্ধার পরামর্শে একটি ছাগল জবাই করে কলিজা লুকিয়ে তার সামনে আনা হলো; সে বলল, "তোমাদের এই ছাগলের কি কোনো কলিজা নেই?" ভাই বলল, সে প্রেমিক, অথচ তা জানায়নি। এরপর সে "আহ!" বলে মারা গেল, বর্ণনাকারী খবরটি পেয়েছেন।

৩২. আলী ইবনে সালিহ ও গায়িকা-দাসী

এক সাহিত্যিক কবি গায়িকা-দাসী আলী ইবনে সালিহের প্রতি আসক্ত ছিল; বসরার এক ব্যক্তির মজলিসে সে একটি রুমালে কবিতা লিখে তাঁর দিকে ছুড়ে দিল। আলী কলঙ্কের ভয়ে উঠে গেলেন, পরে কৌশলে তাকে কিনলেন। সে মারা গেল; এরপর তিনি বললেন, তাঁর আর জীবন বা আনন্দ নেই। সেই কথার পর কয়েক দিন বেঁচে থেকে তিনি আফসোসে মারা গেলেন, তার পাশে দাফন হলেন।

৩৩. কাবার যুবক ও নাবাজের হিলাল

কাবার তাওয়াফের সময় এক বসরাবাসী মিযাবের নিচে চাদর মুড়ি দেওয়া এক জুরাক্রান্ত-সদৃশ যুবককে পেল। যুবক বলল, নাবাজে গিয়ে "হে হিলাল!" ডেকে বের হওয়া মেয়েটিকে একটি পঙ্ক্তি শোনাতে, এরপর সে সেখানেই মারা গেল। নাবাজে গিয়ে লোকটি মেয়েকে খবর দিলে সে-ও সেখানেই মৃত অবস্থায় পড়ে গেল।

৩৪. ফাইদের কাছে দেখা প্রেমিকা নারী

কুফার কিছু লোকের সূত্রে এক হজযাত্রী ফাইদের কাছে এক নারীকে কবিতা বলতে শুনল; জানল, সে প্রেমিকা। পরের বছর তার রং বদলে গেছে, তৃতীয় বছর সে শিকলবদ্ধ ও বিবেকহীন। পরে তার মৃত্যুর খবর পেল।

৩৫. হাযকিলের মঠের শিকলবদ্ধ যুবক

দাইর হাযকিলে সুদর্শন এক শিকলবদ্ধ যুবক "আল্লাহ জানেন, আমি বিষাদে ভারাক্রান্ত" কবিতাটি শোনা। দর্শনার্থীরা পাগলামি ভেবে, সত্য না জেনেই, তার প্রিয়জনদের মারা যাওয়ার কথা বললে সে "আমিও তাদের পিছনে মারা যাচ্ছি" বলে সেখানেই মারা গেল। তারা এই কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল। (মুবাররাদের বর্ণনায় রাক্কার কাছে একই কবিতার আরেকটি ঘটনা আছে; সেখানেও যুবকটি "তাহলে আমিও মারা যাব" বলে, পরে তারা তাকে দাফন করে।)

৩৬. বনু আমিরের যুবক মালিক ও বিলাপকারী নারী

ইউনুস মাযিয়ায় বনু আমিরের এক বন্ধুর ঘরে শুনলেন, এক যুবক এক বছর ধরে বিছানায় কথা বলছে না; তার চাচাতো বোনের বিয়ে হয়ে হিজায়ে গেছে। বৃদ্ধ ও ইউনুস গিয়ে দেখলেন, যুবকটি মায়ের সামনে কবিতা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারা গেল। বৃদ্ধের তাঁবুতে এক নারী কাঁদছিল ও কবিতা বলল; সে নিজের কলিজার ওপর লুটিয়ে পড়ে আতশ্বাস টেনে মারা গেল।

৩৭. মেয়েটির পরিবারের পিছনে যাওয়া বেদুইন

এক বেদুইন গোত্রের এক মেয়ের সঙ্গে কথা বলত। পরিবার সেটা টের পেয়ে মেয়েকে নিয়ে সরে গেলে সে পিছু নিল। ফেরার পথে কবিতা বলল। পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তাদের চলে যেতে দেখল; তারা দৃষ্টির আড়ালে গেলে সে মৃত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ল।

৩৮. ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক ও হাব্বাবা

ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক হাব্বাবাকে দাফন করে ফেরার পর আর ঘর থেকে বের হননি, যতক্ষণ না তাঁর নিজের জানাযার খাট বের হলো। অন্য বর্ণনায়: একদিন নির্জনে থাকতে গিয়ে হাব্বাবা ডালিমের দানা গলায় আটকে মারা যান। ইয়াযিদ লাশ দাফন না করে রাখলেন, দেহ বদলে গেলেও চুমু খেতে থাকলেন; লোকেরা তিরস্কার করলে গোসল ও দাফনের অনুমতি দিলেন। এরপর তিনি পনেরো রাতের বেশি বাঁচেননি (অন্য বর্ণনায় চল্লিশ দিন, এবং কবর খুঁড়ে দেখার ইচ্ছা; আসবাহানির বর্ণনায় তিন দিন পর কবর খোঁড়ানো হয় এবং এর অল্প দিন পর তিনি মারা যান), তাঁকে তার পাশে দাফন করা হলো।

৩৯. দুই কবরের ফলক, ফাযারা গোত্রের নারী

মুসআব দুটি কবরের ফলকে দুই পঙ্ক্তি পড়লেন। কবরের কাছে ফাযারা গোত্রের এক নারী জানাল, কবরে তার ছেলে ও তার বাগদত্তা চাচাতো বোন। বাসর রাতে মেয়েটি ব্যথায় মারা গেল, তখন ছেলের হৃদয় ফেটে গেল; দুজনকে একই মুহূর্তে দাফন করা হয়েছে। নারীটি জানাল, পঙ্ক্তি দুটির রচয়িতা মালিক ইবনে আসমা, স্ত্রী হাব্বাবা বিনতে আবু জুনদুব আল-আনসারির উদ্দেশে।

৪০. মুররা ও লায়লা (রাযান)

বনু নাহদের মুররা চাচাতো বোন লায়লাকে বিয়ে করে ভালোবাসত। খুরাসানের যুদ্ধে যাওয়ার সময় সে লায়লাকে রাযানে গোত্রের এক ব্যক্তির কাছে রেখে গেল। ফিরে এসে নতুন কবর দেখে জানল, ওটা লায়লার কবর। সে কবরে গড়াগড়ি দিয়ে কবিতা বলে কাঁদতে কাঁদতে মারা গেল এবং তার পাশে দাফন হলো।

৪১. তাকওয়ার কবিতার যুবক ও তার ভাই

শামের এক শায়খ বললেন, তাঁর সফর-সঙ্গী যুবক তার এক ভাইয়ের রচিত তাকওয়া ও প্রবৃত্তির কবিতা আওড়াত। সেই ভাইয়ের হাস্যরস বদলে গেল, সে রোগে ক্ষীণ হলো। সে এক সম্ভ্রান্ত লোকের সুন্দরী কন্যার দরজায় গিয়ে কবিতা বলল; বর্ণনাকারী যুবক তাকে জানাল, তারা দরজার পাশ দিয়ে যেতে নিষেধ করছে, তখন সে প্রলাপ বকতে লাগল। সে বিবেকহীন অবস্থায় থেকে শেষে মারা গেল।

৪২. উবাইদ আন-নাআলি ও কবরের ঘরের যুবক

দুপুরে উবাইদ এক বাড়ির দরজায় ছায়া নিলে এক অসুস্থ যুবক তাকে আতিথেয়তা দিল এবং একটি কবর-ঘরে নিয়ে গেল, যেখানে সে কবিতা বলে কবরের ওপর অচেতন হয়ে পড়ল। সে বলল, আগামীকাল তার জানাযায় থাকতে। ভোরে গিয়ে উবাইদ দেখলেন, সে মারা গেছে।

৪৩. আমর ইবনে ইউহান্না ও মুদরিক

বাগদাদে আমর ইবনে ইউহান্না আন-নাসরানি অত্যন্ত সুদর্শন ছিল; মুদরিক ইবনে আলী আশ-শাইবানি তার প্রতি আসক্ত হয়ে অসুস্থ ও বিবেকহীন হয়ে পড়ল। বন্ধুদের অনুরোধে আমর তাকে দেখতে এলে সে কবিতা বলে একটি আতশ্বাস টেনে দুনিয়া ত্যাগ করল।

৪৪. ইবনে আবিল আনবাস আস-সাকাফির নাতি

হজের সময় মক্কায় ইবনে আবিল আনবাসের মিসরীয় নাতি আবুল হাকামের বংশের এক মেয়ের প্রেমে পড়ল। ফেরার সময় সে মক্কা ছাড়তে চাইল না, কবিতায় তা বলল। সে অসুস্থ হলো এবং শামের প্রান্তে পৌঁছে মারা গেল; দাদা তাকে দাফন করে শোকগাথা গাইলেন।

৪৫. কা'ব ইবনে মালিক (আবদুল মুখাব্বাল), উম্মে আমর ও মাইলা

কা'ব চাচাতো বোন উম্মে আমরকে ভালোবাসতেন; তার বোন মাইলাকে দেখে তার প্রেমে পড়লেন, মাইলাও তাকে ভালোবাসল। উম্মে আমর বিষয়টি তার সাত ভাইকে জানালে কা'ব পালিয়ে শামে গেলেন। ভাইয়েরা তাঁকে খুঁজে ফিরিয়ে আনলে তিনি জানলেন, এইমাত্র মাইলা মারা গেছেন। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৃত অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন এবং মাইলার কবরের পাশে দাফন হলেন।

৪৬. জাবর ইবনে হাবিবের দেখা যুবক

মক্কা থেকে ইয়ামামা যাওয়ার পথে জাবর আমির গোত্রের এক যুবকের সঙ্গী হলেন। ইয়ামামার কাছে যুবক তাঁকে একটি সদ্য-লেপা কবরের কাছে নিয়ে গেল, কবিতা বলে এক কাতরধ্বনির পর মারা গেল। জানা গেল, সে তার চাচাতো বোনের প্রেমে পাগল ছিল; মেয়েটি তিন দিন আগে মারা গেছে।

৪৭. যুরআ ইবনে রুকাইম ও মিফদাত

হিমযারের যুরআ ইবনে রুকাইম মিফদাতকে ভালোবাসত; মেয়েটি তার থেকে পর্দা করলে সে এক বছর খাওয়া-নড়াচড়া ছেড়ে দিল। শোকসভায় মিফদাত আছে শুনে সে এক উঁচু ভূমিতে উঠে দীর্ঘশ্বাস টেনে মারা গেল। মিফদাত খবর পেয়ে কবিতা বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল এবং মারা গেল। তাকে তার পাশেই দাফন করা হলো।

৪৮. তায়েফের নেককার তরুণী ও ব্যবসায়ীর ছেলে

তায়েফে এক ইবাদতগুজার তরুণীকে এক ব্যবসায়ীর সুদর্শন ছেলে দেখে তার প্রেমে পড়ে ক্ষীণ হয়ে গেল। এক বৃদ্ধ নারী তরুণীর কাছে গেলে সে আল্লাহর সামনে নিজেকে সঁপে দেওয়ার কথা জানিয়ে যুবককে তাওবা ও ইবাদতের উপদেশ দিল। যুবকের ব্যথা বাড়ল; তাকে ঘরে আটকে রাখা হলো, শিশুরা তাকে "প্রেমে মরো" বলত। সে সেখানেই মারা গেল। (এই ঘটনা আরও পূর্ণাঙ্গরূপে আরেক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।)

৪৯. সুফি মুহাম্মদ ইবনে কাতান ও বালক

আবু হামযা সুফি মুহাম্মদ ইবনে কাতানের সঙ্গে এক সুদর্শন বালককে দেখতেন; তারা সবসময় একসঙ্গে ছিল। বালকটি মারা গেলে ইবনে কাতান শোকে চামড়া-হাড় হয়ে গেলেন। বৃষ্টির দিন তিনি পূর্বাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরদিন আবু হামযা তাঁকে কবরের কাছে মৃত পেলেন এবং গোসল-কাফন দিয়ে পাশেই দাফন করলেন।

৫০. আহমদ ইবনে কুলাইব ও আসলাম (আন্দালুস)

আন্দালুসে আহমদ ইবনে কুলাইব সুদর্শন আসলাম ইবনে আহমদের প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে নিয়ে কবিতা ছড়াতে থাকল। আসলাম পড়াশোনার মজলিস ও দিনের বেলা দরজায় বসা ছাড়ল। এক রাতে আহমদ বেদুইন সেজে এলে আসলাম তাকে চিনে ফেলে বলল, আর সে ঘরের বাইরে বসবে না। আহমদ অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলো। শিক্ষক মুহাম্মদ ইবনে খাত্তাবের চেষ্টায় আসলাম তাকে দেখতে যেতে রাজি হলো, কিন্তু গলির মাঝখানে লজ্জায় ফিরে গেল। আহমদ খবর শুনে বিবর্ণ হয়ে দুই পঙ্ক্তি বলল; শিক্ষক ফেরার পথে গলির মাঝামাঝি পোঁছার আগেই বিলাপ শুনলেন—সে মারা গেছে। হুমাইদির সূত্রে আরও আছে, আসলামকে এক প্রচণ্ড বৃষ্টির দিনে আহমদের কবরে বসে যিয়ারত করতে দেখা গিয়েছিল।

৫১. বনু কিলাবের যুবক (দুর্ভিক্ষের বছর)

দুর্ভিক্ষের বছর মদিনায় আসা বনু কিলাবের একদলের এক যুবক চামড়া-হাড় হয়ে হিমার বিদ্যুৎ নিয়ে কবিতা বলছিল। বর্ণনাকারী বললেন, তার অবস্থা তার চেয়ে কমে হওয়া উচিত; সে বলল, বিদ্যুৎ তাকে জাগিয়ে দিয়েছে। সেদিন শেষ হওয়ার আগেই সে মারা গেল; আকুলতা ছাড়া তার অন্য রোগ ছিল না।

৫২. মুসাফির ইবনে আবি আমর

মুসাফির ইবনে আবি আমর মক্কার এক তরুণীর প্রেমে পড়লেন। তরুণীর পরিবার টের পেলে তিনি পালিয়ে নুমান ইবনুল মুনযিরের কাছে গেলেন ও অসুস্থ হলেন। এক মক্কাবাসী জানাল, মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে; তিনি আত্ননাদ করে সেখানেই মারা গেলেন।

৫৩. আলা ইবনে আবদুর রহমান আত-তাগলিবি ও দাসী

আলা আত-তাগলিবির প্রতি এক দাসী গভীর প্রণয়ে আসক্ত ছিল, তিনি তার সামনে এমন ভাব দেখাতেন যা তাঁর অন্তরে ছিল না। দাসী তাঁর প্রেমে মারা গেল। তিনি আফসোস করতে থাকলে এক রাতে স্বপ্নে তাকে দেখলেন; সে অভিযোগ করে কবিতা বলছিল। তাঁর দুঃখ-কান্না বেড়ে গিয়ে তিনি মারা গেলেন।

৫৪. গোপন প্রেমের এক যুবকের কবিতা

আল-বুরজুলানির আবৃত্ত কয়েকটি পঙ্ক্তিতে এক যুবকের কথা আছে, যে গোপন প্রেম নিয়ে রোগে জীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকল; মৃত্যুর সময় সে প্রিয়জনের নাম না বলে আত্ননাদ করে মারা গেল।

৫৫. মামুন ও দাসী

রোমান ভূখণ্ডে রওনা হওয়ার সময় মামুনকে এমন এক দাসী আনা হলো, যার প্রশংসা শুনে তিনি তাকে কিনেছিলেন। সে অশ্রু ঝরিয়ে বলল, "আল্লাহর কসম, হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে মেরে ফেললেন!" মামুন তাকে যত্নে রাখার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। দাসী কঠিন রোগে পড়ল; মামুনের মৃত্যুসংবাদ এলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মারা গেল।

৫৬. বসরার হজযাত্রী ও হাওদায় উঁকি দেওয়া যুবক

আবদুল মালিক হজে বের হয়ে এক শীর্ণ তরুণকে প্রতিটি হাওদা ও পালকির ভেতরে উঁকি দিতে দেখলেন। সে কবিতা বলল; মনযিলে পোঁছে দেয়ালে হেলান দিয়ে কবিতা বলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আত্নশ্বাস টানল। তিনি নাড়া দিয়ে দেখলেন, সে মৃত।

৫৭. আহওয়াস ইবনে মুহাম্মদ ও বুশরা

আহওয়াস ইবনে মুহাম্মদ দামেশকে বুশরা নামের দাসীকে ভালোবাসতেন, সেও তাঁকে আরও বেশি ভালোবাসত। আহওয়াস অসুস্থ হয়ে মারা গেলে সে তাঁর জন্য বিলাপ করতে করতে আত্নশ্বাস টেনে মারা গেল। তাকে তাঁর কবরের পাশে দাফন করা হলো।

৫৮. কুফার বনু আসাদের লোক ও দাসী (দিবিল)

কুফায় বনু আসাদের এক ব্যক্তি অন্য এক লোকের দাসীর প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে নিয়ে কবিতা বলত; কেউ কেউ বলে সে তার প্রেমে মারা গিয়েছিল। মনিব দাসীকে বাগদাদের এক হাশেমির কাছে বিক্রি করে দিল। বর্ণিত আছে, কুফা থেকে বের করার সময় সে মারা গেল, আর তার মৃত্যুসংবাদে দাসীও আফসোসে মারা গেল।

৫৯. আরব তরুণী ও গুণী যুবক

এক আরব তরুণী নিজ গোত্রের এক যুবকের প্রতি আসক্ত হলো; যুবক তাকে প্রত্যাখ্যান করল। মেয়েটি অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ল। যুবকের মা দেখতে গিয়ে রোগের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে কবিতায় বলল, যুবকই তার রোগ। মা তাদের বাড়িতে আসতে বললে সে কাঁদল এবং কবিতায় জানাল, যেখানে তার হত্যাকারী আছে সে সেখানে যাবে না। রোগ বাড়তে বাড়তে সে মারা গেল।

৬০. বদর ইবনে সাঈদ ও নুম

বদর ইবনে সাঈদ আল-হামদানি কাবা তাওয়াফে হাজিব ইবনে উতারিদের কন্যা নুমকে দেখে আসক্ত হলো এবং কুফায় তার সঙ্গে গেল। তিরস্কার পেয়েও সে ফিরল না। হাজ্জাজ তাকে ইবনুল আশআসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালে সে বীরত্ব দেখাল, বহু ক্ষতে আহত হলো এবং কুফায় দাফনের কথা বলে মারা গেল। নুম তার কবরের পাশে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মারা গেল; তাকে সেখানেই তার পাশে দাফন করা হলো।

৬১. ইমরুল কায়স (বেদুইন তরুণ) ও গোত্রের মেয়ে

ইবনে দাউদ আল-ইসবাহানির সূত্রে: ইমরুল কায়স নামে এক বেদুইন তরুণ এক তরুণীর প্রতি আসক্ত হলে মেয়েটি তাকে পরিত্যাগ করল; সে বিকারগ্রস্ত হলো। পরে মেয়েটি দরজায় এসে তার হাল জিজ্ঞাসা করলে সে কবিতা বলল। অল্প সময় পরেই সে মারা গেল।

৬২. আর-রাইয়ান ইবনে আলির বন্ধুর ছেলে

আর-রাইয়ান ইবনে আলি আল-আদিব জানান, বন্ধুর এক ছেলে এক দাসীর প্রেমে বুদ্ধি হারাল। একদিন সে নিজের দূরবস্থার কবিতা বলল; কয়েক দিন পর কাঁদতে কাঁদতে জানাল, সে আজ রাতে মারা যাবে। সেই রাতেই তার প্রাণ কবজ হলো।

৬৩. ইসহাক আর-রাফিকির দেখা যুবক

রাফিকার এক মজলিসে সুদর্শন এক তরুণ প্রেমের কান্নায় ছিল। এক নারী ধৈর্য নিয়ে গান গাইলে তরুণটি তাকিয়ে অশ্রু ফেলল, উঠে মাথায় হাত রেখে এক পঙ্ক্তি বলে পূর্ণ দৈর্ঘ্যে নিজেকে ফেলে দিল। তারা তাকে মৃত অবস্থায় বহন করে নিয়ে গেল।

◆ এক নজরে

- ★ অধ্যায়ের শিরোনাম: যাদেরকে প্রেম হত্যা করেছে তাদের আলোচনা
- ★ প্রথম কাহিনি: ইবনে আব্বাস ও উয়রা গোত্রের তরুণ
- ★ ইবনে আব্বাস সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই বিপদ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইলেন
- ★ শেষ কাহিনি: ইসহাক আর-রাফিকির দেখা যুবক

পর্ব ৫ · অধ্যায় ৪৮

যারা প্রেমের কারণে নিজেকে হত্যা করেছে তাদের সংবাদ

অধ্যায় ৪৮

এই অধ্যায় সম্পর্কে

এটি পূর্ণ অনুবাদ নয়, কাহিনি-ভিত্তিক সারসংক্ষেপ — কিতাবের পূর্ণ বাংলা অনুবাদ থেকে, সনদ বাদ দিয়ে। এই কাহিনিগুলোর সনদ ও ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করা নয়; এগুলো শরিয়তের দলিল নয়, আর প্রেমিকদের গৌরবান্বিত করার জন্যও নয়।

পাঠকের প্রতি

কারও মনে আত্মহত্যা বা গভীর হতাশার চিন্তা এলে একা থাকবেন না — আলেম, কাউন্সেলর বা বিশ্বস্ত কারও সাহায্য নিন। তাওবার দরজা সর্বদা খোলা।

এই অধ্যায়ে সেইসব মানুষের সংবাদ একত্র করা হয়েছে, যারা প্রেমের কারণে নিজেকে হত্যা করেছে।

১. গাসসান ও উম্মু উকবা

খালিদ ইবনে আবদুল্লাহর অনুরোধে আবু হামযা আস-সুমালি এমন প্রেমের কাহিনি বললেন, যাতে অশ্লীলতা নেই। বনু ইয়াশকুরের গাসসান ইবনে জাহম তাঁর চাচাতো বোন ও স্ত্রী উম্মু উকবাকে ভালোবাসতেন, সেও তাঁকে ভালোবাসত। মৃত্যুর সময় তিনি জানতে চাইলেন, তাঁর পরে সে কী চায়; উম্মু উকবা কেঁদে প্রতিশ্রুতি দিল যে সে বিশ্বস্ত থাকবে। গাসসান মারা গেলেন। বহু প্রস্তাব এলেও সে কবিতায় জানাল, মৃতের সঙ্গে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু কিছুদিন পর সে অঙ্গীকার ভুলে এক প্রস্তাবদাতাকে বিয়ে করল। বাসরের রাতে স্বপ্নে গাসসান এসে কবিতায় তাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিরস্কার করলেন। সে জেগে উঠে কাঁদতে কাঁদতে কবিতা আবৃত্তি করল, তারপর উপস্থিত নারীরা তাকে অন্য কথায় ভোলাতে চাইলে অমনোযোগী হয়ে তারা ধরে ফেলার আগেই নিজের প্রাণ নিয়ে নিল—গাসসানের পরে বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভুলে যাওয়ার কাছাকাছি চলে যাওয়ার লজ্জায়।

২. তামিম গোত্রের যুবক ও বনু শায়বানের দাসী

তামিম গোত্রের এক তরুণ হারানো উটের খোঁজে বেরিয়ে বনু শায়বানের এক দাসীকে দেখে তার প্রতি তীব্রভাবে আসক্ত হলো। প্রতি রাতে সে মেয়েটির কাছে আসত; মেয়েটি ভাইদের জাগানোর ভয় দেখালে সে বলত, হত্যা তার কাছে এই অবস্থার চেয়ে সহজ। মেয়েটির গোত্র টের পেয়ে ওত পেতে বসল। চাঁদনি রাতে মেয়েটি সুগন্ধি মেখে এক সখীকে নিয়ে তার কাছে যেতে বের হলো। পাহাড়ের ওপর থেকে যুবক দুটি অবয়ব দেখে ভাবল তারা অনুসন্ধানকারী, এবং তির ছুড়ল; তির প্রেয়সীর হৃদয়ে লেগে সে মারা গেল। যুবক কবিতা আবৃত্তি করল (“তুমি কাঁদছ, অথচ তুমিই তাকে হত্যা করেছে, তাই ধৈর্য ধরো, নইলে আত্মহত্যা করো”), তারপর নিজেকেও হত্যা করল।

৩. দজলায় দুই গায়িকা ও বালক (ইসহাক ইবনে ইবরাহিম)

সুররা মান রাআ থেকে নদীপথে নামার সময় ইসহাক ইবনে ইবরাহিমের নৌকায় পর্দা টাঙিয়ে দুই দাসী গাইছিল—একজন উদবাদিকা, অন্যজন তানবুরবাদিকা। তানবুরবাদিকা গাইল: “হায় প্রেমিকদের জন্য করুণা! আমি দেখি না তাদের কোনো সহায়।” উদবাদিকা বলল, তারা যদি ধৈর্য না ধরে তবে কী করবে? সে বলল, “তারা এমনই করে!” এবং পর্দা ছিঁড়ে নিজেকে দজলায় ফেলে ডুবে মারা গেল। ইসহাকের মাথার কাছে দাঁড়ানো এক সুদর্শন বালক কবিতা বলে তার পেছনে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে গেল। ইসহাক খুব ব্যথিত হলেন; তাদের দুজনকে পানি থেকে তুলে দাফন করা হলো। (একই ঘটনার আরেকটি বর্ণনাও আছে: সেখানে ইসহাকের ভাই মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম, গায়িকারা দুজন, যে গায়িকা “তারা এমনই করে” বলে দজলায় ঝাঁপ দিল, আর হাতে মাছি-তাড়ানো পাখা ধরা হাজার-দিনারে-কেনা এক দাস-কিশোর পাখা রেখে তার পেছনে ঝাঁপ দিল; মাঝিরা ঝাঁপ দিতে চাইলে

মুহাম্মদ চিৎকার করে ওদের ছেড়ে দিতে বললেন; বর্ণনাকারী দেখলেন, তারা একে অপরকে আলিঙ্গন করে পানি থেকে উঠে এল, তারপর ডুবে গেল।)

৪. বনু উযরার রাখাল ও তার চাচাতো বোন

জামিল ইবনে মামার আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে এই ঘটনা শোনান। পথ হারিয়ে রাতে এক পাহাড়ের পাদদেশে তিনি বনু উযরার এক রাখালের কাছে আশ্রয় পেলেন; সে তাঁকে আতিথেয়তা করল। রাখাল জানাল, সে তার চাচাতো বোনকে ভালোবাসত; সম্পদের স্বল্পতার কারণে পিতা মেয়েটিকে বনু কিলাবের এক লোকের সঙ্গে বিয়ে দেন। সে ছদ্মবেশে রাখাল হয়ে সেখানে থেকেছে, যাতে বোনটি তার কাছে আসতে পারে। একরাতে মেয়েটি দেরি করল; রাখাল তাকে খুঁজতে গেল এবং কিছু বহন করে ফিরে এসে বলল, পথে সিংহ তাকে খেয়ে ফেলেছে। সে আবার গিয়ে সিংহের মাথা নিয়ে ফিরল। তারপর বলল, তাকে ও তার চাচাতো বোনকে একই কাফনে একই কবরে দাফন করতে, কবরে দুটি পঙ্ক্তি লিখে দিতে এবং ছাগল-ভেড়ার পাল মালিকের কাছে ফেরত দিতে। এরপর আল্লাহর কসম দিয়ে বারণ করা সত্ত্বেও সে নিজের প্রাণ নিয়ে নিল। জামিল তাদের একই কবরে দাফন করলেন, পঙ্ক্তি লিখলেন, পাল ফেরত দিলেন এবং ঘটনা মালিককে জানালেন; মালিক তাদের মিলনে নিজের গাফিলতির জন্য এত আক্ষেপ করল যে জামিল তার প্রাণের জন্য শঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

৫. সেতুর ওপর দুই প্রিয়জন

আবু আবদুল্লাহ আল-কুরাশি সেতুর ওপর এক লোককে তার প্রিয়সঙ্গীকে তিরস্কার করতে দেখলেন, সে তার প্রতি করা অনুগ্রহ একে একে গুনছিল। প্রিয়জন বলল, “এসব কি তোমার খেয়ালের জন্য, নাকি আমার খেয়ালের জন্য?” তিরস্কারকারী বলল, “এখন আমি নিজের সঙ্গে কী করলে তুমি তৃপ্ত হবে?” প্রিয়জন বলল, “যদি তুমি তোমার দাবিতে সত্যবাদী হও, তবে এই পানিতে নিজেকে ছুড়ে দাও।” লোকটি মাথায় চাদর জড়িয়ে নিজেকে দজলায় ঝাঁপিয়ে দিল। বর্ণনাকারী অচেতন হয়ে পড়লেন; এরপর কী হলো তিনি জানেন না।

৬. বসরার সরাইখানার যুবক

সাইদ ইবনে আহমদ বসরায় আতা ইবনে মুসলিমের সরাইখানায় এক যুবককে দেখলেন; তার হাতে ছুরি, সে চিৎকার করে কবিতা বলছিল (“বিচ্ছেদের দিন কিয়ামতের চেয়েও দীর্ঘ... আমার প্রাণই যাত্রা করছে”)। তারপর সে ছুরি দিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে নিল। জিজ্ঞাস করে জানা গেল, সে কোনো বাদশাহর এক তরুণকে ভালোবাসত, আর একটি দিনের জন্য তাকে তার কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হয়েছিল।

৭. পারস্যের সুফি

আবু আবদুল্লাহ আদ-দামিগানি বর্ণনা করেছেন: পারস্যের এক বড় সুফি এক কিশোরের মোহে পরীক্ষায় পড়লেন; সে তাঁকে পাপাচারের দিকে ডাকলে তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। এরপর আল্লাহর ভয় তাঁর মনে জাগল এবং ওই ইচ্ছার জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন। তিনি বাড়ির ছাদে উঠে পেছনের বিশাল জলাশয়ে নিজেকে ছুড়ে দিলেন এবং পাঠ করলেন: “অতএব তোমরা তোমাদের স্রষ্টার কাছে তওবা করো এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করো” (সূরা আল-বাকার, আয়াত ৫৪)। এভাবে তিনি পানিতে ডুবে গেলেন।

৮. শিরীন ও আবরুয়ায়

ইতিহাসবিদরা উল্লেখ করেছেন, শিরীন মাদায়িনে জন্মেছিলেন; তিনি এতিম ছিলেন এবং হুরমুয আনুশিরওয়ানের প্রতিবেশী এক অভিজাত ব্যক্তির গৃহে থাকতেন। ছোট আবরুয়ায় সেখানে এসে তার সঙ্গে খেলতেন; সে তাঁর হৃদয়ে স্থান করে নিল। গৃহস্বামী তাকে ডুবিয়ে মারার জন্য এক বিশ্বস্ত লোককে ফোরাতের তীরে পাঠালেন; শিরীনের অনুরোধে লোকটি তাকে হাঁটুজল-পানিতে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিরীন বেঁচে গিয়ে ফোরাতের তীরের এক গির্জা-মঠে আশ্রয় নিল। আবরুয়ায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কায়সারের কাছে দূত পাঠালে সেই দূতদের পথে মঠের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শিরীন ছোটবেলায় আবরুয়ায়ের আঙুল থেকে নেওয়া সেই আংটিসহ বার্তা পাঠাল; আবরুয়ায় খাদেম, বাহন ও দাসী পাঠিয়ে তাকে নিয়ে এলেন এবং খুব আনন্দিত হলেন। আবরুয়ায় মারা গেলে শিরুয়াহ শিরীনকে চাইল; শিরীন পূর্বের অঙ্গীকার জানিয়ে অস্বীকার করলে শিরুয়াহ তাকে পাপাচারের অপবাদ দিল, তার সম্পদ ও জমিজমা কেড়ে নিল এবং কবিদের দিয়ে নিন্দা করাল। শিরীন তখন বলল, সে রাজি হবে, তবে আগে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে: সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে; স্বামীর হত্যাকারীদের তার হাতে সঁপতে হবে; এবং আলেম ও সম্ভ্রান্তদের ডেকে মিসরে উঠে তাকে অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করতে হবে। শিরুয়াহ তা-ই করল, শিরীন হত্যাকারীদের হত্যা করাল। তারপর সে বলল, বাদশাহ তার কাছে একটি আমানত রেখে গেছেন, বিয়ে করলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে; তাই সমাধিকক্ষ খুলে দিতে হবে। কক্ষ খোলা হলে সে ভেতরে গেল, আংটির পাথরের নিচের বিষ গ্রহণ করল এবং আবরুয়ায়কে আলিঙ্গন করে মারা গেল। দাইমা ও খাদেমরা ভেতরে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় আবরুয়ায়কে আলিঙ্গন করে থাকতে দেখে শিরুয়াহকে জানাল। শিরুয়াহ বর্ণনাতীত অনুশোচনা করল এবং শিরীনের কাজের জন্য নিজের আঙুল কামড়াতে লাগল।

আমি (ইবনুল জাওযি) বলছি: ছলচাতুরি ও বুঁকির অধ্যায়ে এর আগে এমন একদল মানুষের কথা বলা হয়েছে যারা প্রেমের কারণে আত্মহত্যা করেছিল, তাই তাদের আবার উল্লেখ করা আমি সমীচীন মনে করিনি।

অধ্যায়ের সমাপনী কথা

আল্লাহ তোমাকে তাওফিক দিন, দেখো—এই প্রেম এই প্রতারিতদের কী করেছে; তাদের মধ্যে কেউ হয়েছে নিজের হত্যাকারী, আবার কেউ অন্যের হত্যাকারী।

অন্যকে হত্যা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: “আর যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার প্রতিফল জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে; আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন” (সূরা আন-নিসা, আয়াত ৯৩)। আরও বলেছেন: “আর আল্লাহ যে প্রাণ হারাম করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না” (সূরা আল-ইসরা, আয়াত ৩৩)। আর সহিহাইনে (বুখারি ও মুসলিমে) আবু হুরায়রা (রা.)-এর হাদিসে নবি ﷺ ধ্বংসাত্মক পাপগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর মধ্যে গণনা করেছেন—আল্লাহ যে প্রাণ হারাম করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো।

আর নিজেকে হত্যা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন: “আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না” (সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৯)।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “যে ব্যক্তি বিষ পান করে নিজেকে হত্যা করল, সে জাহান্নামের আগুনে তা-ই পান করতে থাকবে, সেখানে চিরস্থায়ী, চিরকাল। আর যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দিয়ে নিজেকে হত্যা করল, তার সেই অস্ত্র তার হাতে থাকবে, জাহান্নামের আগুনে সে তা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে, সেখানে চিরস্থায়ী, চিরকাল। আর যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে হত্যা করল, সে জাহান্নামের আগুনে ক্রমাগত পড়তে থাকবে, সেখানে চিরস্থায়ী, চিরকাল।”

এটি বুখারি ও মুসলিম সহিহাইনে বর্ণনা করেছেন।

আর “চিরস্থায়ী, চিরকাল” কথাটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে এটিকে হালাল মনে করে।

সহিহাইনে জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালি (রা.)-এর হাদিসে নবি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: “তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক লোক ছিল, তার একটি ক্ষত ছিল। সে অধৈর্য হয়ে পড়ল, একটি ছুরি নিয়ে নিজের হাত কেটে ফেলল; ফলে রক্ত আর থামল না, অবশেষে সে মারা গেল। তখন মহান আল্লাহ বললেন: আমার বান্দা নিজের ব্যাপারে আমার আগে এগিয়ে গেল; আমি তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিলাম।”

◆ সমাপনী কথার মূল শিক্ষা

- ★ এই প্রেমে প্রতারিতদের কেউ হয়েছে নিজের হত্যাকারী, কেউ অন্যের হত্যাকারী
- ★ যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তার প্রতিফল জাহান্নাম (সূরা আন-নিসা ৯৩)
- ★ আল্লাহ যে প্রাণ হারাম করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না (সূরা আল-ইসরা ৩৩)
- ★ সহিহাইনের হাদিসে এই হত্যা ধ্বংসাত্মক পাপগুলোর মধ্যে গণ্য
- ★ নিজেকে হত্যা সম্পর্কে: আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না (সূরা আন-নিসা ২৯)
- ★ জুনদুব (রা.)-এর হাদিস: আমার বান্দা নিজের ব্যাপারে আমার আগে এগিয়ে গেল; আমি তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিলাম

◆ যাচাই করুন

1. সূরা আন-নিসা ৯৩: মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার প্রতিফল কী?

ক. কোনো শাস্তি নেই

খ. জাহান্নাম

2. নিজেকে হত্যা সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন?

ক. আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না

খ. এ ব্যাপারে কিছু বলেননি

3. সহিহাইনের হাদিসে কোন হত্যা ধ্বংসাত্মক পাপ?

ক. আল্লাহ যে প্রাণ হারাম করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা

খ. এমন কোনো হত্যার উল্লেখ নেই

উত্তর: ১-খ, ২-ক, ৩-ক

অধ্যায় ৪৮ সমাপ্ত

পর্ব ৬

ইশকের চিকিৎসা ও শেষ উপদেশ

৪৯ প্রেমাসক্তির ওষুধ

৫০ উপদেশ, নসিহত ও সতর্কবাণী

পর্ব ৬ · অধ্যায় ৪৯

প্রেমাসক্তির ওষুধ

অধ্যায় ৪৯

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এই অধ্যায়টি কিতাবের মূল অংশ, যেখানে লেখক "আসক্তির চিকিৎসা" ধাপে ধাপে দিয়েছেন। তিনি অধ্যায়টি লিখেছেন একজন চিকিৎসকের ভঙ্গিতে: রোগ কোন পর্যায়ে, কী লক্ষণ, কোন ওষুধ।

তাই অধ্যায়টি ধারাবাহিকভাবে পড়লে সবচেয়ে বেশি উপকার হবে।

পরহেজ (সতর্কতা) সুস্থ অবস্থায় কখনো ছাড়া উচিত নয়। যে রোগের কারণ জানা গেছে, তার কারণগুলো থেকে দূরে থাকা ফরজ। আর এটা জানা কথা যে, প্রবৃত্তির টানে সব মানুষের স্বভাব সমান। তাই বুদ্ধিমান মানুষের উচিত এর কারণগুলো থেকে দূরে থাকা। আর যদি এই রোগের কোনো কিছু তাকে ছুঁয়েই ফেলে, তবে ক্ষতি কঠিন হওয়ার আগে, ধ্বংস নেমে আসার আগেই তার উচিত চিকিৎসকের কাছে ছুটে যাওয়া।

পরিচ্ছেদ: যে ভয়ংকর ভুল সবচেয়ে বড় ক্ষতি ডেকে আনে

বেগানা নারীর সঙ্গে কথা বলা আর নির্জনে থাকা। আরবদের একটি দলের অভ্যাস ছিল এটাকে দোষ মনে না করা। তারা ভরসা করত যে নিজেরা যিনা থেকে বিরত থাকতে পারবে, আর শুধু দেখা আর কথা বলাতেই সন্তুষ্ট থাকত। অথচ এসব জিনিস ভেতরে ভেতরে কাজ করে, আর তারা এ ব্যাপারে অসচেতন থেকে শেষে ধ্বংস হয়ে গেল।

এ-ই সেই জিনিস যা "মজনুন লাইলা" ও অন্যদের এমন পাগলামি আর ধ্বংসে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের ভুল ছিল দুইভাবে: ১. শরিয়তের বিরোধিতা, যা দেখা ও নির্জনতা নিষেধ করেছে। ২. স্বভাবকে এমন জিনিসের সামনে এনে দাঁড় করানো, যার প্রতি সে স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়ে — তারপর তাকে আটকে রাখার কষ্ট করা। স্বভাব জয়ী হয়। জয়ী হলে গুনাহ হয়। আর যদি স্বভাবকে জোর করে আটকে রাখা হয়, তবে পিপাসার্তকে পানি থেকে আটকে রাখার মতো ধ্বংস নেমে আসে।

জেনে রাখো, প্রেমাসক্তির রোগ বিভিন্ন রকম, তাই এর চিকিৎসাও বিভিন্ন হবে। রোগের শুরুতে যে আছে, তার চিকিৎসা আর যার রোগ চরমে পৌঁছেছে, তার চিকিৎসা এক নয়। এই রোগের চিকিৎসা শুধু তার সম্ভব, যে এর শেষ সীমায় পৌঁছেনি। কারণ শেষ সীমায় পৌঁছালে পাগলামি আর হুঁশ হারানো দেখা দেয়, আর সে অবস্থা চিকিৎসা গ্রহণ করে না।

বুকরাত (হিপোক্রেটিস) বলেছেন: "আমি ওষুধ দিয়ে রোগ ভেঙেছি, রোগের মুখোমুখি ওষুধ দাঁড় করিয়েছি; কিন্তু ভালোবাসার ওষুধ আমাকে হার মানিয়েছে — যখন সে শেকড় গেড়ে বসে, তারপর তার নাগাল পাওয়া যায় না।"

কবি আল-বুহতুরি বলেছেন:

আমার চিকিৎসক আমাকে বলল — অথচ সে কৌশলী — "যা খুশি রোগের অভিযোগ করো, শুধু ভালোবাসা ছাড়া, কারণ আমি তাতে দ্রুত পৌঁছানো করি না। ভালোবাসার রোগ সস্তা, কিন্তু ভালোবাসার ওষুধ দামী।"

আবু গালিব ইবনু বিশরান বলেছেন:

এক শুভাকাঙ্ক্ষী আমার অশ্রু দেখে আমাকে বলল — "কবে তুমি জাগবে আর প্রবৃত্তি ভুলবে?" আমি বললাম, "যখন আমার অন্তর আমার সঙ্গে থাকবে।"

অন্য একজন বলেছেন:

প্রেমের দরজায় ঢোকা সহজ, যদি তুমি চাও — কিন্তু বেরিয়ে আসা কঠিন।

পরিচ্ছেদ: "যে প্রেমে পাগল, তার জন্য আবার ওষুধ কী?"

কেউ বলতে পারে: প্রেম তো অস্থিরতা, তাতে কোনো স্থিরতা নেই। এ তো এমন নেশা, যার কোনো হুঁশ নেই। যে বাতাসে ঝুলছে, তাকে কি বলা যায় "নিজেকে সামলাও"?

এর জবাব দুইভাবে: ১. আমরা তো বলেছি, এই রোগের চিকিৎসা হবে তার শেষ সীমায় পৌঁছানোর আগে। এগুলো এমন অবস্থা, যার চিকিৎসা সম্ভব। ২. প্রতিটি জিনিসের এমন কারণ আছে যা তাকে দুর্বল করে বা শক্তিশালী করে। আমি তোমাকে সেই কারণ জানিয়ে দেব, যা প্রেমকে দুর্বল করে, আর সেই কারণ থেকে সতর্ক করব যা তাকে শক্তি জোগায়। আমি তোমাকে বলিনি "আগুনকে পোড়াতে বাধা দাও" — বলেছি "আগুন নেভাও"। বলিনি "পানিকে ডোবাতে বাধা দাও" — আমি তোমাকে সাঁতার শিখিয়েছি। এবার রোগ আর তার চিকিৎসার আলোচনা শুরু করছি। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

পরিচ্ছেদ: প্রেমের শুরু — দৃষ্টি

জেনে রাখো, প্রেমের শুরু সাধারণত সৌন্দর্যের দিকে তাকানো থেকেই। আর এই দৃষ্টি থেকে প্রেম জন্মেছে কি না, তার একটা আলামত আছে: সুন্দর কিছু দিকে নজর পড়লে অন্তর এমন ধুকপুক করে যেন উড়ে যেতে চায়। চোখ ফিরিয়ে নিলে অন্তর অস্থির হয়ে থাকে, যতক্ষণ না আবার তাকায়। আর যদি একবার ছেড়ে দিয়ে আবার ফেরাতে চায়, তবে লাগাম খুলে যায়, সে জোর করে আবার তাকায়। এই আলামত প্রায় কখনো ভুল হয় না।

তবে কিছু মানুষের অন্তর প্রথম নজরেই আটকে যায়, কিন্তু বারবার তাকালে এমন দোষ ধরা পড়ে যা আগে চোখে পড়েনি, তখন অন্তরের টান কেটে যায়। কারণ প্রথম নজরে নফস কামনার কল্পনা আর মজার ধারণা দিয়ে সুরতে এমন কিছু যোগ করে ফেলে, যা আসল চেহারায় ছিল না। যখন নজর বারবার পড়ে আর ভালো করে দেখা হয়, তখন সুরত আসলে যেমন তা স্পষ্ট হয়, কল্পনার বাড়তি অংশ ঝরে পড়ে, আর প্রেমিকের অন্তর ঠান্ডা হয়ে যায়। কত নারী আছে যাকে নেকাবের ভেতরে সুন্দর লাগে, কিন্তু নেকাব খুললে আর ভালো লাগে না।

একটি কৌতুক: বসরার কিছু প্রবীণ বলেন, এক লোক আর তার স্ত্রী ইরাকের এক আমিরের কাছে বিবাদ নিয়ে এল। নারীটি নেকাব পরা অবস্থায় সুন্দর দেখাত, কিন্তু মুখ খুললে কুৎসিত। সে মুখও চালাক ছিল। আমির যেন তার দিকেই ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, "তোমাদের কেউ একজন সম্মানিত নারীকে বিয়ে করে তারপর তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে!" স্বামী ঝুঁকে স্ত্রীর মুখের নেকাব খুলে দিল। আমির বললেন, "তোমার ওপর লানত! একটা মজলুমের কথা, কিন্তু চেহারা জালিমের!"

পরিচ্ছেদ: যখন প্রেম গভীর হয়ে গেছে

আর যদি দৃষ্টি খুঁটিয়ে ভেবেচিন্তে হয়, বারবার দেখায় রোগ বেড়ে যায় — তাহলে সেটাই "প্রতিষ্ঠিত প্রেম"।

যার দৃষ্টি কোনো সুন্দর জিনিসের ওপর পড়ে আর অন্তরে সেই দৃষ্টির মজা টের পায়, তার ওপর ওয়াজিব হলো দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া। যদি সে সেই নজরে স্থির হয় বা আবার তাকায়, তবে সে শরিয়ত ও বুদ্ধি দুই দিক থেকেই দোষী।

প্রশ্ন: প্রথম নজরেই যদি প্রেম হয়ে যায়, তবে দর্শকের দোষ কী? উত্তর: ঝলক দৃষ্টি প্রেম আনে না। প্রেম আনে চোখের স্থির থাকিয়ে থাকা, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ — আর এটা নিষিদ্ধ। যদি ধরেও নিই ঝলক দিয়েই হয়েছে, তবে তা সামান্য ভালোবাসার ছাপ, যা মুছে ফেলা সহজ।

ইবনুল মুবারক বলেন, এক লোক উমার (রা.)-এর কাছে এসে বলল, "আমিরুল মুমিনিন, আমি এক সুন্দরী নারী দেখেছি, আর তার প্রেমে পড়ে গেছি।" উমার বললেন, "এটা তো এমন জিনিস, যা মানুষের মালিকানায় নেই (যে ঝলক এসে পড়ে)।"

প্রশ্ন: তাহলে প্রথম ঝলকে যে প্রেম এসে গেছে, তার চিকিৎসা কী? উত্তর: চিকিৎসা হলো দৃষ্টি সরিয়ে রাখা। কারণ দৃষ্টি একটা বীজের মতো, যা মাটিতে পড়ে। তার দিকে নজর না দিলে সে শুকিয়ে যায়। কিন্তু পানি দিলে গজায়। দৃষ্টিও তাই — যখন তার সঙ্গে আরেকটা দৃষ্টি যোগ হয়।

পরিচ্ছেদ: যখন এক দৃষ্টির পর আরেক দৃষ্টি হয়েছে

যদি অবহেলা করে এক দৃষ্টির পর আরেক দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে ভয়ের বিষয় ওই দ্বিতীয়টিই। একে তুচ্ছ ভেবো না। কখনো কখনো এটা এমন ব্যাকুলতা আনে যা প্রেমিকের রক্ত ঝরিয়ে দেয়।

ইবনু নাহরিয আল-বাগদাদি আমাদের শুনিয়েছেন:

সে প্রেমের প্রতি মত্ত ছিল, শেষে প্রেমে পড়ল — যখন প্রেম তাকে কাবু করল, সে আর টিকল না। সে একটা ঢেউ ভেবেছিল, আসলে ছিল গভীর সমুদ্র, যখন সে তাকে ঘিরে ধরল, সে ডুবে গেল। যখন দেখল অশ্রু বরছে, আর ভেতরে ভেতরে বুক জ্বলছে, সে নেশা থেকে মুক্তি চাইল — কিন্তু পারল না, হুঁশও ফিরল না।

এই দৃষ্টির চিকিৎসা হলো: আগে বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবা — দৃষ্টি নামানোর আদেশ, দৃষ্টির ক্ষতি, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর শান্তির ভয়, এবং এর মন্দ পরিণাম। এতে দৃষ্টি নামিয়ে রাখার নতুন সংকল্প জন্মাবে, আর তার সঙ্গে আসবে "নিরাশা" — আর এটা সিদ্ধান্তমূলক ওষুধ।

জ্ঞানীরা বলেছেন: "নিরাশা দুই প্রকার শান্তির একটি।" কবি বলেছেন:

আমি এক কাজ চেয়েছিলাম, ভাগ্য তা হতে দেয়নি — আর আমি তকদিরের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যকারী দেখি না। তাই আমি আল্লাহর ফয়সালায় সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধরেছি — আর নিরাশা পাওয়ার সবচেয়ে কাছের জিনিস!

তুমি যা কামনা করছিলে সেই জিনিস থেকে দৃষ্টি নামানোর জন্য তোমার একটা নিয়ত থাকা চাই, যাতে তুমি সওয়াব পাও, মর্যাদা অর্জন করো, আর তাদের দলে ঢোকো যারা নফসকে প্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। আগে আলোচিত "যে হারাম থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নেয় তার সওয়াব" অধ্যায়টি দেখো।

পরিচ্ছেদ: যখন বারবার তাকিয়ে প্রিয়জনের ছবি অন্তরে খোদাই হয়ে গেছে

এর আলামত হলো অন্তর প্রিয়জনে ভরে যাওয়া: যেন সে বুকের ভেতরে রয়েছে। ঘুমানোর সময় যেন তাকে জড়িয়ে ধরে আছে, নির্জনে যেন তার সঙ্গে কথা বলছে। জেনে রাখো, এর কারণ হলো কাক্ষিত জিনিস পাওয়ার লোভ। আর লোভই যথেষ্ট রোগ! গুনাহ প্রায় সবসময় সেই জিনিসেই ঘটে যার ব্যাপারে মানুষ লোভ করেছে।

কারণ ধরো, কেউ যদি বাদশাহর স্ত্রীকে দেখে, তার অন্তর সেখানে আটকাবে না — এমন কিছু পাওয়ার ব্যাপারে হতাশার কারণে। যে কিছু পাওয়ার লোভ করে, লোভ তাকে তা চাইতে বাধ্য করে, না পেলে কষ্ট দেয়। কবি বলেছেন:

মানুষের নফস তো সেখানেই, যেখানে সে তাকে রাখে — আশা দিলে সে আকুল হয়, না দিলে সান্ত্বনা পায়।

আরেকজন বলেছেন:

আমি তাকে বললাম, হে আযযা — যেকোনো বিপদ, যখন নফস তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়, তখন সহজ হয়ে যায়।

আলি ইবনু সাহল বলেছেন: "আমি শান্তি খুঁজেছিলাম, তা পেলাম নিরাশার মধ্যে।"

এই রোগের চিকিৎসা হলো: দৃঢ় সংকল্প — প্রিয়জন থেকে দূরে থাকার, তার দিক থেকে দৃষ্টি নামানোর, তার প্রতি লোভ ছেড়ে দেওয়ার, নফসকে নিরাশায় অভ্যস্ত করার। আর আগে বলা প্রবৃত্তির নিন্দা নিয়ে ভাবা।

পরিচ্ছেদ: যখন প্রতিচ্ছবি এত গভীরে গেছে যে চিন্তা আর কামনা দুটোই প্রবল

আমি তোমাকে বলেছি, ভালোবাসা একটা গাছের মতো, আর দৃষ্টিগুলো পানির মতো, যা ক্রমাগত ঢালা হচ্ছে। যতবার পানি দেওয়া হয়, গাছ আরও বেড়ে ওঠে, ঘন হয়। এসব বিপদ ঢুকেছে শরিয়ত নিষিদ্ধ করা বিষয়ে দৃষ্টি ছেড়ে দেওয়ার দরজা দিয়েই। এভাবে প্রবৃত্তির শাসন অন্তরে বসে গেল, আর শরীরের গ্রামে গ্রামে ফিতনার সৈন্য ছড়িয়ে দিল। কত মানুষ এই রোগে এমনভাবে আটকে গেছে যে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার বা আঘাতকারীর আঘাত তার ওপর কাজ করেনি।

এক বেদুইন ও তার স্ত্রীর কাহিনি: আসমাঈ বলেন, এক বেদুইন বনু উকাইল গোত্রের এক নারীকে বিয়ে করল। সে একদিন শুনল, স্ত্রী একটি প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করছে। বলল, "এ কী আবৃত্তি করছ? তুমি কি কারো প্রেমে পড়েছ? আবার এমন শুনলে তোমার পিঠে-পেটে মারবা!" নারী উত্তর দিল:

তারা আমার পিঠ আর পেট দুটোই যদি মারে, আমার দুই পাঁজরের মাঝে যে অন্তর আছে, তাকে তো কেউ মারতে পারবে

না!

বেদুইন তাকে তালাক দিয়ে দিল।

এই রোগের চিকিৎসাও আগের মতো, তবে আরও শক্ত হওয়া চাই। এতে প্রয়োজন দৃষ্টি নামানোর আরও কঠোর সংকল্প, আর প্রিয়জনকে চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দেওয়া — যাতে সেচ-করা ভালোবাসার চারা শুকনো খড়ে পরিণত হয়। তুমি জানো, উপত্যকার পানি বন্ধ হয়ে গেলে বাতাস তার চারা উড়িয়ে নেয়, শুকিয়ে ফেলে, যেন সে কখনো ছিলই না।

প্রিয়জন থেকে দীর্ঘ দূরত্ব অন্তরে খোদাই হওয়া ছাপ মুছে দেয় — অল্প অল্প করে, মানুষ টেরও পায় না। যেমন সময়ের স্রোত বিপদের চিহ্ন মুছে দেয়।

যখন সংকল্প দৃঢ় হবে, লোভ কেটে যাবে, নিরাশা বসে যাবে — তখন দুনিয়ার পরিণতি ও আখিরাতের শান্তির ভয় নিয়ে ভাবো। নফসের সামনে বারবার সেই প্রবৃত্তির নিন্দা তুলে ধরো যা আগে বলা হয়েছে — তা প্রবৃত্তির মালিকদের কী করেছে: তাদের শীর্ণ করেছে, রোগাক্রান্ত করেছে, তাদের দ্বীন, দুনিয়া আর মানুষের মধ্যে মর্যাদা নষ্ট করেছে। শেষে সব হারিয়ে তারা সাহায্য চেয়েছে, যেমন মুহাম্মাদ ইবনু মুনাযির বলেছেন:

কত যুবক ভালোবাসায় এমন, যার পানীয় ভালোবাসার বিষ! যখনই সে ভালোবাসার ব্যথা লুকাতে চায়, অশ্রু তা বাড়িয়ে দেয়। নিদ্রাহীন, রাত অন্ধকার হলে খাবার-ঘুম কিছুই ভালো লাগে না। যখনই কোনো তারা দেখে, সে আরেক তারার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমার বিশ্বস্ত ভাইয়েরা! প্রেম আমার নাক ছিঁড়ে ফেলেছে! ভাই আমার, আমার রোগ ভালোবাসার ব্যথা — আর মানুষের রোগ তো বহু। ভালোবাসায় লালিত মানুষকে দোষ দিয়ো না — কারণ ভালোবাসা অন্ধ।

◆ রোগের ধাপ ও লেখকের ওষুধ

- ১ প্রথম দৃষ্টি
সৌন্দর্যের দিকে তাকানো; ওষুধ: দৃষ্টি সরিয়ে রাখা
- ২ দ্বিতীয় দৃষ্টি
ভয়ের বিষয় দ্বিতীয়টিই; ওষুধ: ভাবনা, নতুন সংকল্প, নিরাশা
- ৩ ছবি অন্তরে খোদাই
কাজ্জিকত জিনিসের লোভ; ওষুধ: দৃঢ় সংকল্প
- ৪ চিন্তা ও কামনা প্রবল
আরও কঠোর সংকল্প, চূড়ান্তভাবে ছেড়ে দেওয়া

লেখকের পরামর্শ, অধ্যায়ের ক্রমে

পরিচ্ছেদ: "আমি নিজের অনেক ক্ষতি করে ফেলেছি, এখন কী করব?"

যদি কেউ বলে: আমার নিজের ওপর আমার অপরাধ বড় হয়ে গেছে। আমি বারবার তাকিয়েছি, প্রিয়জনের ছবি আমার অন্তরে খোদাই হয়ে গেছে, চিরস্থায়ী অস্থিরতা এসেছে। আমার নফস মনে করল, বারবার দেখা আর সাক্ষাতে রোগ কমবে। কিন্তু সাক্ষাৎ করে রোগ বেড়েছে। এখন এক মুহূর্তও প্রিয়জন ছাড়া ধৈর্য ধরতে পারি না। ধ্বংসের আগে কি আমার জন্য কোনো চিকিৎসা আছে?

জবাব: যে এক মুহূর্তও ধৈর্য ধরতে পারে না, তাকে কীভাবে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দিই? আর কীভাবে আদেশ না দিই, যখন তুমি ধ্বংসের কিনারায়, নিজের শরীর আর দ্বীন নিয়ে খেলছ? তুমি তো কবির সেই কথার মতো:

তোমার ওপর তিরস্কার বেড়েছে — কিন্তু আমার কান কোথায় আর তাদের...

আরেকজন বলেছেন:

তার তিরস্কারকারীরা সকালেই এসেছে, আর প্রেমের অসুখ তাকে হত্যা করেছে। সে এক উপত্যকায়, কিন্তু সেখানে নেই — প্রবৃত্তি তাদের থেকে তাকে ব্যস্ত রেখেছে। তারা তার সুস্থতা কামনা করে, আর তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে তাকে মেলায়।

তবু যতক্ষণ আমার কথা তোমার কানে পৌঁছাচ্ছে, তোমাকে উপদেশ না দিয়ে আমি থাকতে পারি না।

তোমার অন্তরে যদি প্রিয়জনের কাছে ফিরে যাওয়ার ঝোঁক থাকে, তবে কোনো ওয়াজকারীর কাছে এসো না — ওয়াজ তোমার উপকারে আসবে না।

ওষুধ তো সেই পায়, যে তা নিতে চায়। যে ভেজাল মেশায়, তার কাছে ওষুধ নষ্ট হয়। যদি ওষুধ সত্যিই ব্যবহারের সংকল্প থাকে, তবে শোনো, আমি বর্ণনা করছি।

প্রথম কথা — "দেখা-সাক্ষাতে রোগ কমে" এই ধারণা ভুল। তুমি যদি বলো "আমি তো তখন শান্তি পাই" — উত্তর: নৈকট্যের কারণে ব্যথা সাময়িক কমে। কিন্তু দূরে গেলে শোকের আগুন আরও বেড়ে ওঠে। তুমি এখানে সেই পিপাসার্তের মতো, যে মদ পান করে। গিলতে গিয়ে ভেজা তৃপ্তি পায়, তারপর তা তাকে জ্বালায় আর পিপাসা বাড়ায়।

তেমনি প্রেমিকের প্রিয়জনের কাছে যাওয়া — ক্ষতের ওপর ক্ষত, আঘাতের ওপর আঘাত। বাহ্যিক কারণ যত বাড়ে, ভেতরের যন্ত্রে ভালোবাসা তত শক্তিশালী হয়, আর বিষ প্রাণঘাতী জায়গায় কাজ করে। নিহত ব্যক্তি তার ঘাতককে দেখে না।

কবিরী বলেছেন:

আমি তাকে চুমু দিলাম সুস্থ হতে — তাতে ব্যথা আরও বাড়ল, আরও বাড়ল। সে আমার রোগের উৎস জিজ্ঞেস করল — তোমার দুই চোখই আমার অসুখের কারণ!

আমি তাকে জড়িয়ে ধরি, অথচ নফস তখনও তার জন্য ব্যাকুল — আলিঙ্গনের পর কি আরও কাছে যাওয়া সম্ভব? আমি তার মুখে চুমু দিই, যেন আমার আকুলতা কেটে যায় — কিন্তু যে ব্যথা আমি পাচ্ছি, তা আরও বেড়ে যায়।

মুহাম্মাদ ইবনু আবি উমাইয়া আল-কাতিব:

তারা বলে — "যদি তার সঙ্গে দেখা হতো, তবে তোমার অন্তরের ব্যথা থামত, দুঃখ কাটত।" দেখো, আমি তাকে ওদের কথামতো দেখলাম — কিন্তু আমার অন্তর শান্ত হলো না।

ইবনুর রুমি:

আমার চোখ তাকে নিয়ে আরাম পেল, কিন্তু আজাব দীর্ঘ হলো — কত আজাব এসেছে নিয়ামত থেকে! সে তাকাল আর তীর হেনে অন্তর বিদ্ধ করল, তারপর আমার দিকে ঝুঁকল — আমি প্রায় পাগল হলাম! হায় আফসোস! সে তাকালেও, মুখ ফিরাতেও — তীরের আঘাত আর তা তোলা — দুটোই কষ্টকর!

আরেকজন বলেছেন:

পৃথিবীতে প্রেমিকের চেয়ে হতভাগা আর কেউ নেই, যদিও সে ভালোবাসার মিষ্টি স্বাদ পেয়েছে। তাকে সবসময় কাঁদতে দেখবে — বিচ্ছেদের ভয়ে, নয়তো মিলনের আকুলতায়। তারা দূরে গেলে সে শোকে কাঁদে, কাছে এলে বিচ্ছেদের ভয়ে কাঁদে। দূরত্বে তার চোখ গরম, মিলনেও তার চোখ গরম।

তুমি যখন শয়তানের এই ধোঁকা বুঝে ফেললে — যে "নৈকট্য ওষুধ, দেখা আরোগ্য" — আর বুঝলে যে তা অসম্ভব এবং তাতে অবস্থা আরও খারাপ হয়, সঙ্গে সেই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হতে হয় যার শাস্তি সহ্য করা যায় না — তখন বুঝবে, দূরে সরে যাওয়া আর স্বভাবকে কেটে দেওয়া ছাড়া কোনো চিকিৎসা নেই, কোনো দ্বিধা ছাড়াই।

◆ দেখা-সাক্ষাৎ নিয়ে ধারণা

ধারণা	লেখকের কথা
দেখা-সাক্ষাতে রোগ কমে	নৈকট্যে ব্যথা সাময়িক কমে, দূরে গেলে শোক বাড়ে
নৈকট্যে ওষুধ, দেখা আরোগ্য	শয়তানের ধোঁকা, অবস্থা আরও খারাপ হয়
তাহলে চিকিৎসা?	দূরে সরে যাওয়া, স্বভাবকে কেটে দেওয়া; আর পথ নেই

এক বেদুইনকে আসমাঈ জিজ্ঞেস করলেন, "ভালোবাসার বর্ণনা দাও।" সে বলল: "এ এমন এক চারা, যার বীজ দৃষ্টি, পানি দেখা-সাক্ষাৎ, বৃদ্ধি মিলন, কমতি বিচ্ছেদ, আর ফসল তোলা হলো অভিমান ও অবহেলা।"

◆ ভালোবাসা এক চারা

ভালোবাসা: এক চারা

বীজ
দৃষ্টি

পানি
দেখা-সাক্ষাৎ

বৃদ্ধি
মিলন

কমতি
বিচ্ছেদ

ফসল তোলা
অভিমান ও অবহেলা

এক বেদুইনের কথা, যেমন অধ্যায়ে আছে

আবু আলি আর-রুযবারিকে জিজ্ঞেস করা হলো, "প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হলে মানুষের যে কষ্ট হয়, তা বিচ্ছেদের কষ্টের চেয়েও কেন বেশি?" তিনি বললেন, "আমি একটা কবিতা দিয়ে উত্তর দিচ্ছি:

সে তার জন্য কেঁদেছিল — পেয়ে যাওয়ার পর কাঁদে অন্যের হাতে হারানোর ভয়ে।"

পরিচ্ছেদ: প্রিয়জনের কাছে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ লেখা হয়

প্রিয়জনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ে ভাবো। জেনে রাখো, ভালোবাসার ক্ষতির পাশাপাশি এই যাওয়ার কষ্ট তোমার নামেও লেখা হচ্ছে, আর তোমাকে এর হিসাব দিতে হবে।

মাসরুফ (রহ.) বলেছেন: "কোনো মানুষ এমন কোনো কদমই ফেলে না, যার জন্য তার নামে একটি নেকি বা বদি লেখা হয় না।"

সাদ্দ ইবনু আবু আইয়ুব বলেন, মারওয়ান ইবনুল হাকাম খুবায় বুললেন: "হে লোকসকল, আল্লাহ যদি তোমাদের কোনো আমল ভুলে যেতেন, তবে এই পদচিহ্ন ভুলে যেতেন, যার ওপর বাতাস ধুলো ঢেলে দেয়।" তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: "আমি মৃতদের জীবিত করি, আর লিখে রাখি যা তারা আগে পাঠিয়েছে ও যা (পদচিহ্ন হিসেবে) রেখে গেছে।" (সূরা ইয়াসিন ৩৬:১২)

পরিচ্ছেদ: প্রিয়জনের সঙ্গে কথোপকথন

প্রিয়জনের সঙ্গে তোমার প্রতিটি কথা নিয়ে ভাবো। তুমি তার হিসাব দেবে, আর কথা ভালোবাসার আগুন উসকে দেয়।

হাদিস: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "বান্দা এমন একটা কথা বলে, যার পরিণাম সে ভাবে না, আর সেই কথার কারণে সে জাহান্নামে এমন গভীরে পড়ে, যা পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও বেশি।" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

হাদিস: বিলাল ইবনুল হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "কেউ আল্লাহর অসন্তোষের এমন একটা কথা বলে, যার পরিণাম সে ভাবেনি — আল্লাহ তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ক্রোধ লিখে রাখেন।" (তিরমিযি বলেছেন: হাসান সহিহ।)

রাবি ইবনু খুসাইম বলতেন: "তুমি যা-ই বলো, তা-ই লেখা হয়।" মুজাহিদ বলেছেন: "এমনকি রোগে মানুষের কাতরানোও।"

হাতিম আল-আসাম্ম বলেছেন: "যদি কোনো সংবাদ-লেখক তোমার কাছে বসে তোমার কথা লিখত, তুমি সতর্ক থাকতে। অথচ তোমার কথা আল্লাহর সামনে পেশ করা হয়, আর তুমি সতর্ক থাকো না।" সুফিয়ান সাওরি বলেছেন: "বলো তো, তোমাদের সঙ্গে যদি কেউ থাকত যে তোমাদের কথা শাসকের কাছে পৌঁছে দিত, তবে কি তোমরা কথা বলতে?" তারা বলল, "না।" তিনি বললেন, "তোমাদের সঙ্গে এমন কেউ আছে যে তোমাদের কথা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেয়।"

পরিচ্ছেদ: যদি প্রবৃত্তি তোমাকে প্রিয়জনের সঙ্গে নির্জনে নিয়ে যেতে চায়

প্রবৃত্তির কারণগুলো যদি এত শক্ত হয় যে তোমাকে প্রিয়জনের সঙ্গে নির্জনে থাকার দিকে নিয়ে যায়, তবে তুমি সিংহের গুহায় নিজেকে ঠেলে দিয়েছ — তোমার মতো মানুষের বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। পালাও, পালাও! পালানো ছাড়া মুক্তি নেই।

আর যদি প্রবৃত্তি তোমাকে ধরেই রাখে, তবে যিনি তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখছেন, তাঁর ভয়ে নিজেকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে আনো। তাঁর দৃষ্টির সামনে লজ্জা পাও, কারণ তিনি তোমার সঙ্গেই আছেন।

● লেখকের পরামর্শ: করণীয় ও বর্জনীয়

করুন

- ✓ দৃষ্টি সরিয়ে রাখা
- ✓ প্রতিটি কদম ও কথা নিয়ে ভাবা, হিসাব দিতে হবে
- ✓ নির্জনে ঠেলে দিলে পালানো, পালানো ছাড়া মুক্তি নেই

করবেন না

- ✗ বেগানা নারীর সঙ্গে কথা বলা আর নির্জনে থাকা
- ✗ এক দৃষ্টির পর আরেক দৃষ্টি দেওয়া
- ✗ নির্জনে প্রিয়জনের সঙ্গে থাকার দিকে যাওয়া

হাদিস: আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন বললেন: "আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা করো।" আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আলহামদুলিল্লাহ লজ্জা করি।" তিনি বললেন: "এ নয়। যে আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা করে, সে মাথাকে আর যা মাথায় আছে তা, পেটকে আর যা পেটে আছে তা হেফাজত করে, আর মৃত্যু ও (দেহ) গলে যাওয়া স্মরণ করে। আর যে আখিরাত চায়, সে দুনিয়ার সাজ ছেড়ে দেয়। যে এ কাজ করে, সে-ই আল্লাহকে যথাযথ লজ্জা করেছে।" [টীকা: তিরমিযি (২৪৫৮); তিরমিযি বলেছেন গারিব; আলবানি হাসান বলেছেন, হাকিম ও যাহাবি সহিহ বলেছেন, তবে আলি যাস্ট দুর্বল বলেছেন।]

হাদিস: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত: "আল্লাহর ভয় সব হিকমতের মাথা। আর যার মধ্যে এমন তাকওয়া নেই যা তাকে নির্জনে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ তার কোনো আমলের পরোয়া করেন না।" [টীকা: সনদ দুর্বল।]

ইউসুফ ইবনুল হুসাইন (রহ.) বলেছেন: "মানুষ জেনেছে যে আল্লাহ তাদের দেখছেন, তাই তাঁর দৃষ্টির সামনে লজ্জা করেছে যে অন্য কিছুর দিকে মন দেবে।" মুহাম্মাদ ইবনু আলি আত-তিরমিযি বলেছেন: "তোমার মুরাকাবা (সচেতনতা) তাঁর জন্য হোক, যাঁর দৃষ্টি থেকে তুমি কখনো আড়াল হও না। তোমার শুকরিয়া তাঁর জন্য হোক, যাঁর নিয়ামত তোমার থেকে কখনো থামে না। তোমার বিনয় তাঁর জন্য হোক, যাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতা থেকে তুমি কখনো বের হতে পারো না।"

পরিচ্ছেদ: ভোগের মুহূর্তে মৃত্যুর তিক্ততা স্মরণ করো

ভোগের মাঝে মৃত্যুর তিক্ততা মনে করো, যাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "ভোগ-বিলাস ধ্বংসকারী"। মৃত্যুযন্ত্রণার তীব্রতা মনে করো। সেসব মৃতদের কথা ভাবো যাদের তাদের আমলের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে, যাতে প্রতিদান পায়। তাদের কেউ একটা গুনাহ মুছতে পারে না, একটা নেকিও বাড়াতে পারে না।

মুখলাদ ইবনুল হুসাইন বলেন, আমি এক রোগীকে দেখতে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন বোধ করছেন?" সে বলল, "এ তো মৃত্যু।" আমি বললাম, "কীভাবে বুঝলেন?" সে বলল, "আমি অনুভব করছি আমাকে টেনে নেওয়া হচ্ছে, আমার ভেতরে যেন বিভিন্ন ধরনের খঞ্জর, আর পেট যেন জ্বলন্ত তন্দুর।" আমি বললাম, "অসিয়ত করুন।" সে বলল, "এ তো তার চেয়েও দ্রুত।" সে কলম-দোয়াত চাইল, আল্লাহর কসম, তা আনার আগেই তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, সে মারা গেল।

ইবরাহিম ইবনু ইয়াযিদ আল-আবাদি বলেন, রিয়াহ আল-কাইসি আমার কাছে এসে বললেন, "আবু ইসহাক, চলুন আখিরাতে লোকদের কাছে যাই, তাদের নৈকট্য আমাদের কাছে নতুন করে মনে করিয়ে দেবে।" আমি তাঁর সঙ্গে কবরস্থানে গেলাম। কিছু কবরের পাশে বসলাম। তিনি বললেন, "আবু ইসহাক, আপনার কী মনে হয়, এই মৃত ব্যক্তি কী কামনা করছে?" আমি বললাম, "আল্লাহ যেন তাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেন, সে তাঁর আনুগত্যে ভোগ করবে, ভালো কাজ করবে।" তিনি বললেন, "এই তো আমরা (সেই সুযোগে)!" তিনি উঠে গেলেন, আরও কঠোর ইবাদতে লেগে গেলেন, আর অল্প সময়ের মধ্যে মারা গেলেন।

পরিচ্ছেদ: প্রবৃত্তি যখন সামনে আসে, তখন রবের সামনে নিজের উপস্থিতি কল্পনা করো

প্রবৃত্তির আক্রমণের সময় নিজেকে রবের সামনে পেশ করা কল্পনা করো, যেখানে তিনি তোমাকে নিষিদ্ধ কাজ করার জন্য তিক্ত তিরস্কার করে লজ্জা দিচ্ছেন।

হাদিস: আদি ইবনু হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার রব কথা বলবেন, তাঁর আর তার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না।" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

হাদিস: সাফওয়ান ইবনু মুহরিয বলেন, আমি ইবনু উমার (রা.)-এর হাত ধরে ছিলাম, এমন সময় এক লোক এসে বলল, "কিয়ামতের দিন গোপন আলাপ সম্পর্কে আপনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে কী বলতে শুনেছেন?" তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

"আল্লাহ মুমিনকে নিজের কাছে ডেকে নেবেন, তার ওপর তাঁর আবরণ রাখবেন, তাকে মানুষের কাছ থেকে ঢেকে দেবেন, আর তার গুনাহগুলো স্বীকার করাবেন। বলবেন, 'অমুক গুনাহ মনে আছে? অমুক গুনাহ মনে আছে?' যখন সে সব স্বীকার করবে আর মনে করবে সে ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন বলবেন: 'আমি দুনিয়াতে এগুলো তোমার জন্য ঢেকে রেখেছি, আজ আমি এগুলো ক্ষমা করে দিলাম।'"

[টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

পরিচ্ছেদ: যে স্থানে গুনাহ করছ, কিয়ামতের দিন তা সাক্ষ্য দেবে

যে জায়গায় তুমি আল্লাহর অবাধ্যতা করছ, কিয়ামতের দিন সেই জায়গা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে — একথা কল্পনা করো।

হাদিস: আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন: "সেদিন পৃথিবী তার খবর বলে দেবে।" (সুরা যিলযাল ৯৯:৪) তারপর বললেন: "জানো তার খবর কী? সে প্রতিটি পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে — তার পিঠের ওপর সে যা করেছে। বলবে, 'অমুক দিন অমুক কাজ করেছে।' এটাই তার খবর।" (তিরমিযি বলেছেন: হাসান সহিহ গরিব।)

পরিচ্ছেদ: নিজের ভুলের সময় কল্পনা করো — তোমাকে কীভাবে আগুনের দিকে নেওয়া হচ্ছে

তোমার কোনো পদস্থলনের সময় কল্পনা করো — কীভাবে তোমাকে সেই আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হচ্ছে, যার সামনে কোনো সৃষ্টি টিকতে পারে না। কল্পনা করো ভোগ ফুরিয়ে যাচ্ছে, আর লজ্জা আর শাস্তি রয়ে যাচ্ছে। কবি বলেছেন:

যে হারাম থেকে নিজের কামনা পূর্ণ করে, তার মজা ফুরিয়ে যায়, আর গুনাহ ও লজ্জা থেকে যায়। তার মন্দ পরিণাম বেঁচে থাকে — সেই মজায় কোনো কল্যাণ নেই, যার পরে আগুন।

হাদিস: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: "তোমাদের এই আগুন, যা আদমসন্তান জ্বালায়, তা জাহান্নামের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ।" তারা বলল, "আল্লাহর কসম, এটাই তো যথেষ্ট ছিল!" তিনি বললেন: "জাহান্নামকে আরও উনসত্তর ভাগ দিয়ে বাড়ানো হয়েছে, প্রতিটি তার মতোই গরম।" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

আবু মুসা (রা.) এক খুতবায় বললেন: "হে লোকসকল, কাঁদো! না কাঁদতে পারলে কান্নার ভান করো! কারণ জাহান্নামীরা কাঁদবে — অশ্রু ফুরিয়ে গেলে রক্ত কাঁদবে। এমনকি তাতে নৌকা ছেড়ে দিলে ভেসে যাবে!"

ওয়াহব ইবনু মুনাঈহ বলেছেন: "যখন পাহাড়কে সরানো হবে, জাহান্নামের হিস-হিস শব্দ, তার ক্রোধ, তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস শুনবে, পাহাড় মেয়েদের মতো চিৎকার করবে, তারপর একটা আরেকটার ওপর পড়বে, একটা আরেকটাকে ভাঙবে।"

উবাইদ ইবনু উমাইর বলেছেন: "জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে হালকা শাস্তির লোক সে, যার দুই পায়ে আগুনের জুতা, তার ফিতা আগুনের, তার দাঁত জ্বলন্ত কয়লা, তার কান জ্বলন্ত কয়লা, তার চোখের পাতা আগুনের শিখা, তার নাড়ি-ভুঁড়ি পা দিয়ে বেরিয়ে

আসছে। আর বাকি সবাই বেশি পানিতে অল্প দানার মতো ফুটছে।"

বিশর আল-হাফি বলতেন: "তোমরা সেই লোকদের কী মনে করো, যারা পঞ্চাশ হাজার বছর আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে — খায়নি, পানও করেনি। তাদের কলিজা পিপাসায় ফেটে গেছে, পেট ক্ষুধায়, ঘাড় দীর্ঘ দাঁড়ানোর কারণে। তারা মুক্তির আশা করেছিল — তারপর তাদের জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হলো।"

◆ প্রবৃত্তির মুহূর্তে যা কল্পনা করতে বলেছেন

প্রবৃত্তি সামনে এলে

মৃত্যুর তিক্ততা

ভোগের মাঝে মৃত্যুযন্ত্রণা মনে করো

রবের সামনে

নিজেকে রবের সামনে পেশ করা কল্পনা করো

স্থানের সাক্ষ্য

যে জায়গায় গুনাহ, তা সাক্ষ্য দেবে

আগুন

পদস্থলনের সময় আগুনের দিকে নেওয়া হচ্ছে

ভোগের পরিণতি

ভোগ ফুরায়, লজ্জা ও শাস্তি থেকে যায়

লেখকের পরামর্শ

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এই অংশের কাহিনিগুলো আদব ও ইতিহাসের কিতাব থেকে নেওয়া। এগুলো উপদেশমূলক গল্প, শরিয়তের দলিল নয়, আর সনদ যাচাই করা হয়নি।

কাহিনিগুলোর পটভূমি সেকালের দাসী-কেনাবেচা ও খলিফা-আমিরদের দরবার। লেখক এগুলো এনেছেন এটা দেখাতে যে হালাল পথে প্রিয়জনকে পেলে প্রেমের জ্বালা কমে। কাহিনির প্রতিটি কাজ অনুসরণযোগ্য, এমন নয়।

বেশ কিছু কবিতা বাছাই করে দেওয়া হয়েছে।

পরিচ্ছেদ: "আমি সব বুঝেছি, তবু অস্থিরতা যায় না — এখন কী?"

কেউ বলতে পারে: আপনি যা বলেছেন সবই আমি সত্য বলে বুঝেছি। আমি জেনেছি, নিরাশার মতো ওষুধ নেই। প্রিয়জনকে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে সংকল্প করেছি, তার প্রতি লোভও কেটে ফেলেছি। তবু আমি এমন অস্থিরতায় আছি যা শান্ত হয় না, এমন জ্বালায় আছি যা নেভে না, এমন শিখায় আছি যা নিভছে না। এর কি কোনো চিকিৎসা আছে?

জবাব: প্রিয়জন যদি তোমার নাগালের মধ্যে ও হালাল হয় — যেমন কেনা সম্ভব এমন দাসী, অথবা বিয়ে করা সম্ভব এমন নারী — তাহলে এর বিয়ে ছাড়া আর কোনো ওষুধ নেই। বহু মানুষ প্রেমে শীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু যখন প্রিয়জনকে পেয়েছে, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছে। কারণ বিয়ে প্রেম কমিয়ে দেয়।

হাদিস: ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "দুই ভালোবাসাকারীর জন্য বিয়ের মতো আর কিছু দেখা যায়নি।" [টীকা: ইবনু মাজাহ; আলবানি সহিহ বলেছেন।]

জাবির (রা.) বর্ণনা করেন: এক লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, "আমাদের এক ইয়াতিম মেয়ে আছে, তার কাছে দুজন প্রস্তাব দিয়েছে — একজন ধনী, একজন গরিব। মেয়ে গরিবকে ভালোবাসে, আমরা চাই ধনীকে।" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন: "দুই ভালোবাসাকারীর জন্য বিয়ের মতো কিছু দেখা যায়নি।" [টীকা: একই হাদিসের ভিন্ন সূত্র।]

ইবনু শুবরুমার কাহিনি: তিনি বলেন, আমি এক তুর্কি নারীর কাছে বসতাম, সে সুন্দরী ও সাহসী। একদিন ঘর খালি পেয়ে তাকে বললাম, "আল্লাহ যা হালাল করেছেন আর যার আদেশ করেছেন (বিয়ে), তা কি তোমার ভালো লাগে?" সে বলল, "তোমার ভালো লাগে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" সে বলল, "তাহলে তা চেয়ো না। কারণ ভালোবাসা বিয়ে হলে নষ্ট হয়ে যায়।"

মুআয ইবনু কুলাইব ও লাইলা: ইবনু দা'ব বলেন, মুআয ইবনু কুলাইব লাইলা আল-আ'লামিয়া (বনু উকাইলের) প্রেমে পড়ে এমন হয়েছিলেন যে প্রেম তাঁকে পঙ্গু করে বসিয়ে দিয়েছিল। লাইলার ভাই লাইলাকে তাঁর কাছে নিয়ে এল। মুআয তাকে দেখলেন, লাইলা কথা বললেন — আর মুআযের অসুখ কেটে গেল, তিনি ভালো হয়ে ফিরে গেলেন।

পরিলেখ: যদি হালাল পথে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু কঠিন

আর যদি প্রিয়জনকে পাওয়া শরিয়তের দিক থেকে হালাল ও সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে কঠিন হয়ে থাকে — তবে প্রেমিক আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিক, সহজ করে দেওয়ার জন্য দোয়া করুক, আর আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিসে ধৈর্য ধরে তাঁর সঙ্গে লেনদেন করুক। হয়তো তিনি তার মনোবাঞ্ছা দ্রুত পূরণ করে দেবেন।

মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ আয-যাহিদের কাহিনি: আমার একটি দাসী ছিল। আমি তাকে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার মন তার পেছনে পড়ে রইল। আমি তার মালিকের কাছে গেলাম, কয়েকজন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে অনুরোধ করলাম, "আমাকে ফেরত দিন, আমি বিশ দিনার লাভ দেব।" সে অস্বীকার করল। আমি ফিরে এলাম। রোজা ভাঙার খাবারও মুখে নিতে পারলাম না। নির্ঘুম রাত কাটালাম। মালিক ভাবল, কাল আমি আবার চাইব, তাই সে দাসীকে মাদায়েনে পাঠিয়ে দেবে। আমার কষ্ট দেখে আমি আমার হাতের তালুতে তার নাম লিখে কিবলামুখী হয়ে বসলাম। যখনই তার স্মরণ আমার ওপর আছড়ে পড়ছিল, আমি আসমানের দিকে হাত তুলে বলছিলাম: "হে আমার মালিক, এই আমার অবস্থা।" পরদিন সুবহে সাদিকের সময় কেউ আমার দরজায় টোকা দিল। আমি বললাম, "কে?" সে বলল, "আমি দাসীর মালিক।" নেমে গেলাম। সে বলল, "দাসীটিকে নিন, আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন।" আমি বললাম, "আপনার দিনারগুলো আর লাভ নিন।" সে বলল, "আমি আপনার কাছ থেকে একটা দিনার বা দিরহামও নেব না।" আমি বললাম, "কেন?" সে বলল, "আজ রাতে স্বপ্নে কেউ এসে বলেছে — 'দাসীকে ইবনু উবাইদের কাছে ফিরিয়ে দাও, আল্লাহর কাছে তোমার জন্য জাম্বাত।'"

সাফওয়ান ইবনু মুহরিযের ভাতিজা: সাবিত আল-বুনানি বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ সাফওয়ান ইবনু মুহরিয আল-মায়িনির এক ভাতিজাকে ধরে বন্দি করলেন। সাফওয়ান মানুষ দিয়ে তদবির করালেন, কেউ বাকি রইল না যে তাঁর হয়ে কথা বলেনি, কিন্তু কাজ হলো না। তখন কেউ তাঁকে স্বপ্নে এসে বলল, "সাফওয়ান, ওঠো, তোমার প্রয়োজন সঠিক জায়গা থেকে চাও।" তিনি উঠে অজু করলেন, নামাজ পড়লেন, দোয়া করলেন। সেই রাতেই উবাইদুল্লাহর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, তিনি বললেন, "সাফওয়ানের ভাতিজাকে আমার কাছে আনো!" প্রহরী, পুলিশ, মশাল এল, কারাগার খোলা হলো, তাকে আনা হলো। উবাইদুল্লাহ বললেন, "তুমি সাফওয়ানের ভাতিজা?" সে বলল, "হ্যাঁ।" তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। সাফওয়ান কিছু টের পাওয়ার আগেই ভাতিজা তাঁর দরজায় এসে ডাকল, বলল, "রাতে আমারকে জাগানো হয়েছে, প্রহরী-পুলিশ এসেছে, কারাগার খোলা হয়েছে, আমাকে আনা হয়েছে, আর তিনি জামিন ছাড়াই আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন।"

আবু আব্দুল্লাহ আন-নাবাজি বলেন, আমি এক অদৃশ্য কণ্ঠ শুনেছি: "আশ্চর্য সেই ব্যক্তির জন্য, যে তার প্রয়োজন তার মালিকের কাছে পেতে পারে, অথচ তা বান্দাদের কাছে নামিয়ে আনো!"

পরিলেখ: যাঁরা প্রিয়জনকে হালাল পথে পেয়েছেন

আলি (রা.)-এর মুয়াজ্জিন ও দাসী: আবুল বাখতারি বলেন, আলি (রা.)-এর একটি দাসী ছিল। রাহবায় তাঁর এক মুয়াজ্জিন ছিল, যে ভোরের অন্ধকারে আজান দিত। দাসী ফুরাত থেকে মিষ্টি পানি আনতে যেত। যতবার সে মুয়াজ্জিনের পাশ দিয়ে যেত, সে বলত, "আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।" বাড়াবাড়ি হলে দাসী আলি (রা.)-এর কাছে নালিশ করল। তিনি বললেন, "সে যদি আবার বলে 'আল্লাহর কসম আমি তোমাকে ভালোবাসি', তুমি বলো: 'আল্লাহর কসম, আমিও তোমাকে ভালোবাসি — তারপর?'" সে বলল, "আমরা ধৈর্য ধরব যতক্ষণ আল্লাহ ফয়সালা না করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।" দাসী এসে আলি (রা.)-কে জানাল। তিনি বললেন, "তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" সে এলে তিনি তাকে সমাদর করে বসালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "অমকের জন্য তোমার অন্তরে কিছু আছে?" সে বলল, "হ্যাঁ, আমার মুমিনিন।" "আর কেউ কি এটা জানে?" "আল্লাহর কসম, না।" তিনি তিনবার তাকে কসম করালেন, প্রতিবারই সে কসম করল। তখন বললেন, "তাহলে ওর হাত ধরো, ও তোমার। এ-ই আল্লাহর ফয়সালা, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।" [টীকা: এ কাহিনির সনদে দুর্বলতা আছে।]

আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর ও "উমারা": মদিনার কয়েকজন প্রবীণ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফরের "উমারা" নামে এক গায়িকা দাসী ছিল, যাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তার জায়গা তাঁর অন্য কোনো দাসীর ছিল না। তিনি মুআবিয়ার কাছে গেলে তাকে সঙ্গে নিলেন। মুআবিয়ার ছেলে ইয়াযিদ একদিন দেখা করতে এলে আব্দুল্লাহ উমারাকে তার সামনে আনলেন। ইয়াযিদ তাকে দেখে, তার গান শুনে মুগ্ধ হলেন — এমন আসক্তি জন্মাল যা তিনি সামলাতে পারলেন না। বাবার মর্যাদা আর পাওয়ার নিরাশা তাঁকে মুখ খুলতে দিত না। মুআবিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি গোপন রাখলেন, তারপর খলিফা হলেন। এরপর তিনি মদিনা থেকে আসা কিছু বিশ্বস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারা বলল, "আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফরের ওপর জোর খাটানো যায় না, খাস-আম সবার কাছে তাঁর মর্যাদা। আপনি তো জোর করার অনুমতি দেবেন না, আর তিনিও কোনো মূল্যে বিক্রি করবেন না। কৌশল ছাড়া উপায় নেই।" ইয়াযিদ একজন বুদ্ধিমান ও ভদ্র ইরাকির খোঁজ করালেন। তাকে এনে বললেন, "আমি তোমাকে একটা কাজের জন্য

ডেকেছি; সফল হলে সারাজীবন ভাগ্য ফিরে যাবে।" ইরাকি বলল, "আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফরকে ধোঁকা ছাড়া কিছু করা যাবে না। আমাকে অর্থ দিন।" সে শামের বস্ত্র, মিসরের কাপড় আর বাগিচের জিনিস নিয়ে মদিনায় গেল, আব্দুল্লাহর বাড়ির পাশে বাসা ভাড়া নিল। প্রতিবেশী হওয়ার অনুমতি চাইল, তারপর খুব ভদ্রতা, উপহার আর হাদিয়া পাঠাতে লাগল। একদিন আব্দুল্লাহ তাকে ডেকে নিলেন, উমারাকে ডাকলেন। ইরাকি গান শুনে মুগ্ধতা দেখাল। আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, "উমারার মতো কাউকে দেখেছ?" সে বলল, "আল্লাহর কসম, না। এর দাম কত হবে?" তিনি বললেন, "এর কী দাম?" সে বলল, "খিলাফত ছাড়া এর কোনো দাম নেই।" শেষে সে দশ হাজার দিনারের প্রস্তাব দিল। আব্দুল্লাহ বললেন, "আমি আপনাকে দশ হাজারে বিক্রি করলাম।" সে বলল, "আমি নিলাম।" সকালে টাকা এসে হাজির। আব্দুল্লাহ ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি ঠাট্টা করেছিলাম, আমার মতো মানুষ ওর মতো দাসী বিক্রি করে না।" সে বলল, "বিক্রির ক্ষেত্রে ঠাট্টা-গুরুত্ব সমান।" আব্দুল্লাহ বললেন, "ধিক তোমাকে! আমি তো বিক্রির কোনো ইচ্ছাই করিনি, দুনিয়ার রাজত্বের বিনিময়েও না।" ইরাকি বলল, "আপনি ঠাট্টা করে থাকলেও আমি গুরুত্ব দিয়েছি। আমি দাসীর মালিক হয়েছি, আপনাকে দাম পাঠিয়েছি, সে আপনার জন্য আর হালাল নয়।" শেষে সে তাঁকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কবর ও মিম্বরের পাশে কসম করাতে চাইল। আব্দুল্লাহ কসমের চাপ দেখে বললেন, "কী খারাপ মেহমান তুমি! আমাদের ওপর এর চেয়ে বড় বিপদ কেউ আনেনি। তুমি আমাকে কসম করাবে, লোকেরা বলবে — আব্দুল্লাহ তার মেহমানকে চাপ দিয়ে কসমে বাধ্য করেছে। আল্লাহ জানেন, এ ব্যাপারে আমি তাঁর কাছে ধৈর্য আর উত্তম সংকল্পই চাইব।" তিনি কোষাধ্যক্ষকে টাকা নিতে বললেন, দাসীকে উপযুক্ত খাদেম, কাপড় আর খুশবুসহ সাজিয়ে বিদায় দিলেন। তিনি তিন হাজার দিনার সম্পদ দিয়ে বললেন, "এটা তোমার, তোমার উপহারের বদলে।" ইরাকি বেরিয়ে এসে বলল, "উমারা, আল্লাহর কসম, আমি কখনো তোমার মালিক হইনি, তুমি আমার নও। আমার মতো মানুষ দশ হাজার দিনারে দাসী কেনে না। আমি ইয়াযিদ ইবনু মুআবিয়ার গুণ্ডচর, তোমাকে নিতেই পাঠানো হয়েছে। তুমি আমার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখো; যদি শয়তান আমাকে টানে বা আমার মন তোমার দিকে ঝুঁকে, তবে তুমি আমাকে ঠেকিয়ে।" দামক্ষে পৌঁছে দেখল, ইয়াযিদের জানাজা চলছে, তাঁর ছেলে মুআবিয়া ইবনু ইয়াযিদ খলিফা হয়েছেন। (বর্ণিত আছে, বনু উমাইয়ার মধ্যে ইবাদত-তাকওয়ায় তাঁর মতো কেউ ছিল না।) ইরাকি তাঁকে সব বলল। তিনি বললেন, "সে তোমার, আর যা তোমাকে দেওয়া হয়েছে সবই তোমার। আজই চলে যাও, আমি যেন শামে তোমার কথা না শুন।" ইরাকি উমারাকে বলল, "মদিনা ছাড়ার সময় আমি তোমাকে বলেছিলাম তুমি ইয়াযিদের। এখন তুমি আমার হয়েছে। আমি আল্লাহকে সাক্ষী করে বলছি, তুমি আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফরের, আমি তোমাকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার থেকে নিজেকে রক্ষা করো।" সে মদিনায় ফিরে এল, আব্দুল্লাহর কাছাকাছি নামল। আব্দুল্লাহর এক স্ত্রী এসে বললেন, "তোমার সেই মেহমান — যে এমন করেছিল — সে ফিরে এসেছে!" তিনি বললেন, "চুপ! তাকে নামাও, সম্মান করো।" সে বলল, "আমি এক লহমা কথা বলতে চাই।" ঢুকে হাতে চুমু দিয়ে পুরো ঘটনা বলল। তারপর বলল, "আল্লাহর কসম, আমি আপনার জন্য তাকে আপনি দেখার আগেই হাদিয়া দিয়েছি; আমি তার মুখ দেখিনি, শুধু আপনার কাছেই দেখেছি।" উমারা এল, আব্দুল্লাহর দিকে তাকিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আব্দুল্লাহ তাকে জড়িয়ে ধরলেন। ঘরের লোকেরা চিৎকার করে উঠল, "উমারা! উমারা!" আব্দুল্লাহ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, "এ কি স্বপ্ন? এ কি সত্য?" ইরাকি বলল, "আপনার প্রতিশ্রুতি-পালন আর সত্যের ওপর ধৈর্য আপনার এই দান ফিরিয়ে দিয়েছে।" আব্দুল্লাহ বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ। হে আল্লাহ, তুমি জানো, আমি তার থেকে ধৈর্য ধরেছি, ওয়াফাকে বেছে নিয়েছি, তোমার আদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি — আর তুমি নিজ অনুগ্রহে তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলে।" তিনি ইরাকিকে বললেন, "ইরাকের ভাই, তোমার চেয়ে বড় কোনো উপকার পৃথিবীতে নেই, আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দেবেন।" ইরাকি কয়েকদিন থাকল। তিনি তার কাছে তেরো হাজার দিনার পাঠালেন। ইরাকি প্রশংসিত ও সম্পদশালী হয়ে ফিরে গেল।

আব্দুল্লাহ ইবনু আবি আম্মার ও দাসী: মুসআব আয-যুবাইরি বলেন, হিজাজের ফকিহ আব্দুল্লাহ ইবনু আবি আম্মার একবার এক দাস-ব্যবসায়ীর কাছে গিয়ে একটি মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হলেন, তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। আতা, তাউস, মুজাহিদ তাঁকে তিরস্কার করতে এলেন। তিনি কবিতায় বললেন:

কত লোক আমাকে তিরস্কার করে — যাদের সঙ্গে আমি বসি — কিন্তু তিরস্কার উড়ে গেল না পড়ল, আমি পরোয়া করি না।

খবরটা আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফরের কানে পৌঁছাল। তিনি হজে গিয়ে মেয়েটির মালিকের কাছে লোক পাঠিয়ে চল্লিশ হাজারে কিনে নিলেন এবং দাসীদের দিয়ে তাকে সাজাতে বললেন। লোকেরা তাঁর কাছে এল। তিনি বললেন, "ইবনু আবি আম্মারকে দেখছি না কেন?" বুদ্ধকে খবর দেওয়া হলো। তিনি এলেন। উঠতে চাইলে বসতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, "অমকের ভালোবাসার কী খবর?" তিনি বললেন, "আমার মাংস, রক্ত, শিরা, মজ্জা, হাড় সব তাতে মাখামাখি।" "তাকে চিনবে, দেখলে?" "তার গাধাকেও চিনব।" তিনি বললেন, "আমি তাকে কিনেছি, আল্লাহর কসম, আমি তার দিকে তাকাইনি।" সাজিয়ে তাকে বের করে আনা হলো। বললেন, "এই কি সে?" "হ্যাঁ, আপনার জন্য আমার বাবা-মা কুরবান।" "তাহলে তার হাত ধরো, আল্লাহ তাকে তোমার করে দিয়েছেন, খুশি তো?" "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, খুশির চেয়েও বেশি।" ইবনু জা'ফর বললেন, "আমি তাকে খালি হাতে দেব না। হে বালক, এর সঙ্গে এক লাখ দিরহাম দিয়ে দাও যেন তার খরচের চিন্তা না থাকে।" সে দাসী ও অর্থ নিয়ে ফিরে গেল।

হিজাজের এক গরিব যুবক ও আবদুল মালিক: আবু উবাইদা বলেন, হিজাজের এক লোকের সুন্দরী মেয়ে ছিল, তার চাচাতো ভাই তাকে ভালোবাসত। সে মেয়ের বাবাকে চার হাজার দিরহাম মোহরের প্রস্তাব দিয়েছিল। বাবা রাজি হননি। এরপর মেয়ের বাবা অভাবে পড়লেন, শামে চলে গেলেন, সেখানে মেয়ের বহু প্রস্তাব এল। চাচাতো ভাই এসে বলল, "আমি তো চার হাজার দিতে চেয়েছিলাম।" বাবা বললেন, "ওটা আমাদের কাছে তোমার আত্মীয়তার চেয়ে প্রিয়।" সে এক মাস সময় চাইল। তার একমাত্র

সম্বল ছিল একটা উট। সে তাতে চড়ে আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ানের কাছে গেল, পথে উটটা মারা গেল। সে উটের গদি কাঁধে নিয়ে খলিফার সামনে হাজির হয়ে সামনে রেখে কবিতা বলল:

আমিরুল মুমিনিন কী বলবেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে তাঁর কাছে এসেছে বংশ বা আত্মীয়তা ছাড়া — যার বুদ্ধি এক দাসীর প্রেমে হারিয়ে গেছে, যে পূর্ণ লাভণ্য ও আদবের অধিকারী? আমি তাকে চেয়েছিলাম যখন দেখলাম লোকেরা তার কথা বলছে, আর প্রেম ধ্বংসের দিকে ডাকে। আমি বললাম — আমার বংশ আছে, মর্যাদা আছে; তারা বলল — বংশের চেয়ে দিরহাম ভালো। আমরা তোমার কাছে চার হাজার চাই, অথচ আমি গদি আর পালান ছাড়া কিছু মালিক নই। নফস অবাক হয় আমি তাকে চেয়েছি বলে, আমার দারিদ্র্য আমার অবাক হওয়া দেখে হাসে। আমি যদি কিছুর মালিক হতাম, তবে তাদের সোনার হাজার কিস্তার দিতাম। তাই আমার প্রতি দয়া করুন, হে আমিরুল মুমিনিন, এই হতভাগা অবিবাহিতের শূন্যতা পূর্ণ করুন। আল্লাহর পরে আপনি ছাড়া আমার কোনো চাওয়ার জায়গা নেই — আপনিই আমার আশা।

আব্দুল মালিক হেসে ফেললেন, তাকে চার হাজার দিরহামের আদেশ করলেন। সে বলল, "এটা মোহর, আরও চার হাজার চাই।" খলিফা বললেন, "এটার সঙ্গে আরও চার হাজার? আচ্ছা, এটা দিয়ে কিছু সম্পদ করো।" যুবক টাকা নিয়ে বৃদ্ধের কাছে ফিরল, আর বৃদ্ধ মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিলেন।

বনু উমাইয়ার এক যুবক ও গায়িকা: মদিনায় সাঈদ ইবনু উসমান ইবনি আফফানের বংশধর বনু উমাইয়ার এক ভদ্র যুবক এক কুরাইশি গায়িকা দাসীর কাছে যাওয়া-আসা করত। দাসীটি তাকে ভালোবাসত, কিন্তু সে জানত না; যুবকও তাকে ভালোবাসত, দাসী জানত না। একদিন যুবক পরীক্ষা করতে চাইল। এক ভাইকে নিয়ে গেল। দাসী যন্ত্র নিয়ে বসলে যুবক বলল, "গাও": "আমি তোমাদের সব অঙ্গ দিয়ে ভালোবাসি, তোমাদের কি জানা আছে আমার কাছে তোমাদের কী আছে?" দাসী বলল, "হ্যাঁ, এর চেয়ে ভালো জানি", আর গাইল:

যে আমাদের ভালোবাসা দ্বিগুণ করে দিয়েছে — সূচনাকারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিদানে মেলে না। আমাদের ভেতরে যা আছে তা প্রকাশ পেলে পুরো পৃথিবী ভরে যেত, শাম ও হিজাজ সহ।

সবাই অবাক হলো যুবকের দ্রুত উত্তরে আর দাসীর জবাবে। যুবকের অনুরাগ আরও বাড়ল, সে খুলে বলল:

তুমি যুবকের অজুহাত, যদি সে পর্দা ছিঁড়ে ফেলে — ইউসুফ নিষ্পাপ হলেও... যে তোমার ভালোবাসায় তিরস্কার সহ্যে সে তিরস্কারে হার মানে, যদি তোমাকে দেখে তবে সে-ই দোষী হয়।

উমার ইবনু আব্দিল আযিয তখন মদিনার শাসক। তিনি খবর পেয়ে দাসীকে দশটি বাগানের বিনিময়ে কিনে যুবককে উপহার দিলেন, সঙ্গে তার সব প্রয়োজন। এক বছর সে যুবকের কাছে থেকে মারা গেল। যুবক শোকগাথা বলল:

আমি জান্নাতুল খুলদ কামনা করেছিলাম কষ্ট করে, আর যোগ্যতা ছাড়াই তাতে প্রবেশ করেছিলাম। তারপর আমাকে বের করে দেওয়া হলো, তার নিয়ামত একটু চেখে — আর মৃত্যুই সবচেয়ে প্রশংসনীয় অবস্থা!

সে কবিতাটা বারবার বলতে বলতে মারা গেল, আর দুজনকে একসাথে দাফন করা হলো।

আহওয়াস ও আব্দুর রহমান ইবনু হাসসান: মদিনায় এক দাসী ছিল, কুরআন পড়েছে, কবিতা মুখস্থ জানে, আর সবচেয়ে সুন্দরী। আহওয়াস আর আব্দুর রহমান ইবনু হাসসান তার কাছে কবিতা আদান-প্রদান করতে যেতেন। দুজনেই তার প্রেমে পড়লেন, কিন্তু সে আব্দুর রহমানকে ভালোবাসত। আহওয়াস এতে রাগ করে বলল, "আমি তাদের আলাদা করবই।" সে ইয়াযিদ ইবনু আব্দিল মালিকের কাছে গিয়ে প্রশংসা করে উপহার পেল, তারপর বলল, "আমিরুল মুমিনিন, আমি মদিনায় একটি দাসী রেখে এসেছি..." সে বর্ণনা করল। ইয়াযিদ তাকে এক লক্ষ দিরহামে কিনে নিলেন। দাসী শামে পৌঁছাল। আহওয়াস মদিনায় ফিরে আব্দুর রহমানকে দেখল, বসে মাটিতে আঁকছে। কবিতায় তাকে ঠাট্টা করল:

হে প্রেমে আহত, ভালোবাসায় কত কষ্টই না পেয়েছ! প্রেম তাকে লাগাম পরিয়েছে, সে কেবল কুড়ালের আঘাতে ফেরে...

আব্দুর রহমান মাথা তুলে জবাব দিল:

আমি ওই হরিণ-চোখের জন্য ধৈর্য ধরতে পারি না, যার চাহনি ব্যথা দেয়... তার গায়ে বাতাস পৌঁছালে, বাতাসের ছোঁয়াতেই সে আহত হয়। আমার ভাগ শুধু এটুকু যে তার দিক থেকে আসা সুগন্ধ নিঃশ্বাসে টেনে নিই — প্রতিবার টেনে

নিলে সেটাকে আমি গনিমত ও আনন্দ ধরি।

সে সময় বনু উমাইয়ার একজন যুবক ইয়াযিদের কাছে যাচ্ছিল। আব্দুর রহমান তাকে বলল, "এই চিঠিটা কৌশলে সেই দাসীর কাছে পৌঁছে দিয়ে।" চিঠিতে সে আহওয়াসের সঙ্গে ঘটনা আর তার ঠাট্টার কথা লিখেছিল। দাসী কবিতায় জবাব লিখল:

হে ভালোবাসার ব্যথায় অভিযোগকারী! তোমার জন্য আমার অন্তর ক্ষতবিক্ষত। তুমি যা পেয়েছ তাতে চোখ শীতল হয়নি, রাজত্বকেও আমি আনন্দ বলে গণ্য করিনি... তোমার সেই চেহারার প্রতি আমার আকুলতা, যা আমার হাতে আর প্রাণই রাখেনি।

আব্দুর রহমান চিঠি পেয়ে আর থাকতে পারল না, শামে রওনা দিল। ইয়াযিদের প্রশংসা করে উপহার পেল। কয়েকদিন থাকল। দাসী তার আসার খবর জানল, দূত পাঠিয়ে সংবাদ নিতে লাগল। একদিন দাসীর এক খাদেম বলল, "কৌশল করো, তাকে ঢোকাও।" সে ইয়াযিদকে জানাল। ইয়াযিদ এমন জায়গায় বসলেন যেখান থেকে তাদের দেখা যায় না, কিন্তু কথা শোনা যায়। আব্দুর রহমান ঢুকলে দাসী উঠে হাত ধরে এক পাশে বসল। দুজনে সারা রাত কথা বলল আর কাঁদল। ভোরে সে উঠতে চাইল, দাসী বলল:

যে নিরাশার কারণে তার প্রিয়জনকে ভুলে গেছে — আমি কিন্তু তোমাকে ভুলিনি... আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভুলব না, হে আমার প্রিয়, যতক্ষণ না প্রাণ আমার অঙ্গ থেকে বেরিয়ে যায়।

সে জবাব দিল:

মিলনের পর প্রেমিকরা নিরাশ হয়েছে — আমিও হয়েছি, কিন্তু আমি কোনোভাবেই ভুলিনি।

সকালে ইয়াযিদ দুজনকে ডেকে বললেন, "আজ রাতে তোমাদের মধ্যে কী হয়েছিল বলো।" তারা বলল। তিনি আব্দুর রহমানকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ওকে ভালোবাসো?" সে বলল, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি রুহ মুমিনিন — পুরোনো ভালোবাসা, নতুন নয়।" তিনি দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ওকে ভালোবাসো?" সে বলল, "হ্যাঁ — আমার অন্তরের পর্দা পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে।" তিনি বললেন, "ওর হাত ধরো।" আর একলক্ষ দিরহাম দিলেন। সে দাসীকে নিয়ে মদিনায় ফিরল।

ইয়াযিদ ইবনু আব্দিল মালিক ও হাবাবা: ইয়াযিদ তার ভাই সুলাইমানের খিলাফতে হজে গেলে তাঁকে এক সুন্দরী গায়িকা দাসী দেখানো হলো। তিনি চার হাজার দিনারে কিনে নাম দিলেন "হাবাবা"। হারিস ইবনু খালিদ আল-মাখযুমি তাকে ভালোবাসত। সুলাইমান খবর পেয়ে বললেন, "আমি ইয়াযিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার চিন্তা করছি — চার হাজার দিনারে দাসী কেনে!" ইয়াযিদ ভাইকে ভয় পেতেন। তিনি দাসীকে ফেরত দিলেন, মালিক আবার একজন মিসরির কাছে একই দামে বেচে দিল। ইয়াযিদ কিছুকাল দুঃখে দিন কাটালেন। কিছুদিন পর তিনি খলিফা হলেন। একদিন তাঁর স্ত্রী সাআদা বিনতু আমর ইবনি উসমান বললেন, "দুনিয়ার কিছু কি বাকি আছে যা আপনি পাননি?" তিনি বললেন, "হাবাবা।" সাআদা চুপ রইলেন। পরদিন বিশ্বস্ত একজনকে মিসরে পাঠিয়ে অর্থ দিয়ে হাবাবাকে কিনে আনালেন। দাসীদের তত্ত্বাবধায়ককে বললেন, তাকে সাজাতে। বললেন, "আমিরুল মুমিনিন তোমার জন্য আফসোস করছেন, তোমাকে তাঁর জন্যই কিনেছি।" তারপর স্বামীকে বললেন, "আপনার গোতর বাগানে বেড়াতে চলুন।" নিজে আগে গিয়ে সোনালি সুতোর গম্বুজ তৈরি করালেন, ভেতরে পর্দা টাঙিয়ে হাবাবাকে বসালেন। ইয়াযিদ এলেন, খাওয়া-দাওয়া হলো। সাআদা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "দুনিয়ার কিছু বাকি আছে?" তিনি বললেন, "হাবাবা।" সাআদা বললেন, "আমি একজন দাসী কিনেছি, শুনেছি সে হাবাবার সব গান জানে।" তিনি গম্বুজে এলেন। দাসীকে গাইতে বলা হলো। সে ইয়াযিদের জন্য সেই গানটাই গাইল যা কুসাইয়্যিরের কবিতা:

কণ্ঠ আর অন্তরের মাঝে যে জ্বালা, এমন জায়গায় যা ঠান্ডা হয় না...

ইয়াযিদ বললেন, "আল্লাহর কসম, এ তো হাবাবা!" সাআদা বললেন, "হ্যাঁ, আপনার জন্যই কিনেছি, আপনাকে উপহার দিলাম।" ইয়াযিদ অত্যন্ত খুশি হলেন, তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। সাআদা তাঁদের বাগানে একা রেখে চলে গেলেন। তিনি তিন দিন হাবাবার সঙ্গে সেখানে থাকলেন। কিছুদিন পর হাবাবা অসুস্থ হয়ে মারা গেল। ইয়াযিদ এত শোকাহত হলেন যে খাওয়া-পান ছেড়ে দিলেন, অসুস্থ হলেন, মারা গেলেন। [টীকা: এ কাহিনি দেখায়, এমন প্রেমও (হালাল পথে পেলেও) জীবন ও ইবাদতকে কীভাবে গ্রাস করতে পারে।]

মক্কার ব্যবসায়ীর সুন্দরী দাসী ও দরবেশ যুবক: মূসা ইবনু আলকামা আল-মাক্বি বলেন, আমাদের এখানে এক দাস-ব্যবসায়ী ছিল, তার একটি দাসী ছিল যার সৌন্দর্য ও গুণ ছিল আশ্চর্যজনক। হজের মৌসুমে সে তাকে দেখাত। বহু দামের প্রস্তাব পেত, কিন্তু বিক্রি করত না, আরও দাম চাইত। শহরে শহরে খ্যাতি ছড়াল, মানুষ তাকে দেখার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে হজে আসত। আমাদের

কাছে এক দরবেশ যুবক বাস করত, নিজের শহর ছেড়ে এসেছিল। একদিন সে দেখানোর দিনে দাসীটিকে দেখে মুগ্ধ হলো। প্রদর্শনীর সব দিন এসে দেখে ফিরে যেত। যখন দাসীকে পর্দায় লুকিয়ে ফেলা হলো, সে খুব দুঃখ পেল, অসুস্থ হয়ে পড়ল, শরীর ক্ষয় হতে লাগল। মানুষ থেকে আলাদা হয়ে এক বছর কষ্টে কাটাল। পরের মৌসুমে দাসী আবার দেখানো হলে সে বের হয়ে দেখত, আর কষ্ট কিছুটা কমত — তারপর আবার পর্দা পড়ত। এভাবে বহু বছর গেল। আমি বারবার চাপ দিয়ে তার কাহিনি জানলাম; সে কাউকে বলতে নিষেধ করল। আমি তার কষ্ট দেখে দয়া করলাম। দাসীর মালিকের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে তাকে যুবকটির কথা বললাম। মালিক বলল, "চলো, তাকে দেখি।" আমরা গেলাম। মালিক তাকে এমন অবস্থায় দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, বাড়ি ফিরে গেল। সুন্দর পোশাক বের করে বলল, "অমুককে সাজাও, মৌসুমের দিনে যেমন করো।" তাকে সাজানো হলো। সে তার হাত ধরে বাজারে নিয়ে গিয়ে ঘোষণা দিল, লোকজন জড়ো হলো। সে বলল, "হে লোকসকল, তোমরা সাক্ষী থাকো — আমি আমার দাসীকে, সে যা পরে আছে সহ, আল্লাহর কাছে যা আছে তার আশায় এই যুবককে দান করলাম।" তারপর যুবককে বলল, "এই দাসী তোমার, পোশাকসহ আমার হাদিয়া।" লোকেরা তাকে তিরস্কার করতে লাগল: "তুমি এ কী করলে! কত মূল্যবান প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে, আর একে দান করে দিলে?" সে বলল, "আমার কাছ থেকে সরো! আমি তো পৃথিবীর সব মানুষকে জীবিত করলাম। আল্লাহ বলেছেন — 'যে একজনের প্রাণ বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।'"

কাজি আবু ইউসুফ ও হারুনুর রশিদ: বিশর ইবনুল ওয়ালিদ বলেন, আমি কাজি আবু ইউসুফের কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, গত রাতে আমি বিছানায় শুয়েছি, এমন সময় কেউ জোরে দরজায় টোকা দিল। আমি লুপ্তি পরে বের হলাম। দেখি হারুন্না ইবনু আইয়ান। বললেন, "আমিরুল মুমিনিনের কাছে চলুন।" আমি বললাম, "আবু হাতিম, আমার প্রতি আপনার সম্মান আছে। এই সময়টা তো দেখছেন। আমার ভয় হচ্ছে আমিরুল মুমিনিন আমাকে কোনো বিষয়ে ডেকেছেন; আপনি পারলে বিষয়টা কাল পর্যন্ত পিছিয়ে দিন, হয়তো তাঁর মত বদলাবে।" তিনি বললেন, "আমার সে সুযোগ নেই।" আমি বললাম, "কারণ কী?" তিনি বললেন, "খাদেম মাসরুর আমাকে আদেশ করেছে আপনাকে আনতে।" আমি বললাম, "অজু করি, সুগন্ধি লাগাই, কাফনের মতো করে প্রস্তুত হই — যা হওয়ার হবে, আল্লাহ শান্তি দিলে ভালো।" নতুন পোশাক পরে সুগন্ধি লাগিয়ে বের হলাম। হারুনুর রশিদের বাড়িতে পৌঁছে মাসরুরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি বললাম, "আবু হাশিম! আমার খেদমত আর সম্মানের দোহাই, এই সংকটময় সময়ে আমাকে কেন ডাকা হয়েছে, জানেন?" সে বলল, "না।" "তাঁর কাছে কে আছে?" "ঈসা ইবনু জা'ফর, আর কেউ না।" সে বলল, "আঙিনায় পৌঁছে পা দিয়ে মাটিতে শব্দ করুন। তিনি প্রশ্ন করবেন, বলবেন — 'আমি।'" আমি তা-ই করলাম। তিনি বললেন, "কে?" আমি বললাম, "ইয়াকুব।" "ভেতরে এসো।" ঢুকলাম। তাঁর ডানে ঈসা। সালাম দিলাম। তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে তোমাকে ভয় দেখিয়েছি।" আমি বললাম, "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আর আমার পেছনের সবাইকেও!" তিনি বললেন, "বসো।" আমার ভয় কাটলে বললেন, "ইয়াকুব, কেন ডেকেছি জানো?" "না।" তিনি বললেন, "তোমাকে সাক্ষী রাখতে। এই লোকের একটি দাসী আছে, আমি তাকে চেয়েছি, সে দিতে রাজি নয়। বিক্রিও করতে চায় না। আল্লাহর কসম, না দিলে আমি তাকে হত্যা করব।" আমি ঈসার দিকে ফিরে বললাম, "এক দাসীর জন্য আমিরুল মুমিনিনকে বাধা দিচ্ছ, আর নিজেকে এ অবস্থায় ফেলছ?" সে বলল, "আমার জবাব শোনার আগেই তাড়াহুড়ো করলেন। আমি তালাক, দাসমুক্তি আর সব সম্পদ দান করার কসম খেয়েছি, এই দাসীকে বিক্রি করব না, দানও করব না।" হারুন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এর কোনো সমাধান আছে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ। সে তাকে অর্ধেক দান করুক আর অর্ধেক বিক্রি করুক — তাহলে সে বিক্রিও করল না, দানও করল না।" ঈসা বলল, "এটা কি জায়েজ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" ঈসা বলল, "আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি, আমি তাকে এক লাখ দিনারের বিনিময়ে অর্ধেক বিক্রি করলাম আর বাকি অর্ধেক দান করলাম।" দাসী আর টাকা আনা হলো। হারুন বললেন, "ইয়াকুব, আরেকটা বাকি।" আমি বললাম, "কী?" তিনি বললেন, "সে তো দাসী, আর তার ইদ্দত পালন করাতে হবে। আল্লাহর কসম, আজ রাতে তার সঙ্গে না থাকলে আমি মনে করি আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে।" আমি বললাম, "তাকে মুক্ত করে বিয়ে করুন, স্বাধীন নারীর ইদ্দত লাগে না।" তিনি বললেন, "কে বিয়ে দেবে?" আমি বললাম, "আমি।" তিনি মাসরুর ও হাসানকে ডাকলেন। আমি খুতবা দিলাম, আল্লাহর প্রশংসা করলাম, আর বিশ হাজার দিনার মোহরে বিয়ে দিলাম। মোহর আনা হলো, তিনি তাকে দিলেন। বললেন, "ইয়াকুব, যাও।" আর মাসরুরকে বললেন, "ইয়াকুবকে দুই লাখ দিরহাম আর কুড়িটি কাপড়ের গাঁট পাঠাও।" আমি সব নিয়ে ফিরলাম। বিশর বলেন, আবু ইউসুফ আমার দিকে ফিরে বললেন, "আমি যা করেছি তাতে দোষ দেখো?" আমি বললাম, "না।" তিনি বললেন, "তাহলে তোমার অংশ নাও।" "আমার অংশ কী?" "দশমাংশ।" আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে দোয়া করে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় এক বৃদ্ধা এসে বলল, "আবু ইউসুফ, আপনার মেয়ে আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে (সেই নববধূ)। বলেছে — আল্লাহর কসম, এই রাতে আমিরুল মুমিনিনের কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি তা কেবল সেই মোহর, যা আপনি জানেন। তার অর্ধেক আপনার কাছে পাঠিয়েছি, বাকিটা আমার প্রয়োজনের জন্য রেখেছি।" তিনি বললেন, "ফেরত দাও, আল্লাহর কসম আমি নেব না! আমি ওকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছি, আমিরুল মুমিনিনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি, আর সে আমার জন্য এটা পাঠাচ্ছে?" আমরা আর আমার চাচারা অনুরোধ করতে করতে শেষে তিনি তা নিলেন, আর তা থেকে এক হাজার দিনার আমাকে দিলেন। [টীকা: এই কাহিনি আবু ইউসুফের ফিকহি কৌশল-ফতোয়ার জন্য পরিচিত। আলেমদের মধ্যে এর সনদ ও বিবরণ নিয়ে আপত্তি আছে। একে দলিল বা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ধরা ঠিক নয়।]

খলিফা মামুন ও খলিফা হারুনুর দাসী: মানসুর আল-বারমাকি বলেন, হারুনুর রশিদের এক দাসী ছিল যে তাঁর হাতে পানি ঢালত, তাঁর মাথার কাছে দাঁড়াত। মামুন (তখন কিশোর) তার প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। একদিন সে পানি ঢালছে, মামুন হারুনুর পাশেই, দাসীর মুখোমুখি। মামুন তার দিকে চুমুর ইশারা করলেন। সে ঝুঁকুটি করল আর পানি ঢালতে থমকে গেল। হারুন দেখে বললেন, "কী হলো?" সে দ্বিধা করল। হারুন বললেন, "না বললে হত্যা করব।" সে বলল, "আবদুল্লাহ আমার দিকে চুমুর ইশারা করেছে।" হারুন মামুনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তার ওপর লজ্জা আর ভয় নেমে এসেছে। তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওকে

ভালোবাসো?" মামুন বললেন, "হ্যাঁ, আমিরা মুমিনিন।" হারুন বললেন, "ওঠো, ওই গম্বুজে ওকে নিয়ে নির্জনে যাও।" তারপর বললেন, "এ নিয়ে একটা কবিতা বলো।" মামুন আবৃত্তি করলেন:

এক হরিণী, আমি চোখের ইশারায় তাকে হৃদয়ের কথা লিখেছিলাম, দূর থেকে চুমু দিয়েছিলাম, তার ঠোঁট থেকে অসুস্থতা এল। সে ভ্রুর বাঁক দিয়ে সুন্দর জবাব দিল, আমি আমার জায়গা ছাড়িনি, শেষে তাকে পেয়ে গেলাম।

উম্মু জা'ফর ও তাঁর দাসী: আবুল ফাদল আর-রাবঈ বলেন, উম্মু জা'ফর (হারুনের স্ত্রী) এক দাসীকে লালন-পালন করেছিলেন, আদব শিখিয়েছিলেন। সে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজে লেখক ও কর্মচারীদের কাছে যাতায়াত করত। উম্মু জা'ফরের এমন একটা জায়গা ছিল যেখান থেকে তিনি দিওয়ানের লোকদের দেখতেন, তারা তাঁকে দেখত না। একদিন দাসীকে বললেন, "দিওয়ানে সবচেয়ে সুন্দর কে?" সে বলল, "আপনার অমুক গোলাম।" তিনি বললেন, "অমুক হাশিমি, অমুক লেখক, অমুক অমুক তো আছে!" সে বলল, "আল্লাহর কসম, সে-ই সবচেয়ে সুন্দর, কারণ আমি তাকে ভালোবাসি।" তিনি বললেন, "সে যে তোমাকে ভালোবাসে, কী করে জানলে?" সে বলল, "আমি আপনার কাজে দিওয়ানে যাই। আমাকে আসতে দেখলে সে কাজ ফেলে দেয়, তাকিয়ে থাকে, আমি চলে গেলে ফিরেও তাকায়, যতক্ষণ না আড়াল হই। তাই বুঝেছি সে আমাকে ভালোবাসে, আর আমিও তাকে ভালোবেসেছি।" উম্মু জা'ফর বললেন, "এখনই গিয়ে তার মুখে একটা চুমু দিয়ে এসো।" সে গেল। সে তাকে আসতে দেখে কলম-কাগজ ফেলে দিয়ে তাকিয়ে রইল। কাছে এলে সে ভাবল দাসী উম্মু জা'ফরের বার্তা নিয়ে এসেছে, তাই মনোযোগ দিল। দাসী তাকে চুমু দিল। সে ভয়ে স্তব্ধ হলো, তারপর বুদ্ধি ফিরল, বুঝল এটা আদেশের কারণেই। সে একটা চিরকুট লিখে বলল, "এটা উম্মু জা'ফরকে দিয়ে।" তাতে লেখা ছিল:

আমরা হারামের স্বাদ মিষ্টি পেয়েছি, তাই তোমার মনিবকে হালালের স্বাদ চেখাও।

উম্মু জা'ফর নিচে লিখে দিলেন:

এতে কোনো প্রেমিকের লোভের জায়গা নেই — আমরা তো (এদের) পুরুষদের জন্য রাখি না।

সে নিরাশ হলো। তারপর তিনি তাকে বিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন, তিন হাজার দিরহাম দিলেন, আর ভালোভাবে তার সাজসজ্জার ব্যবস্থা করলেন।

ইসহাক আল-মাওসিলি ও জা'ফর বারমাকি: ইসহাক ইবনু ইবরাহিম বলেন, হারুনের রশিদ হজে গেলেন, সঙ্গে জা'ফর ইবনু ইয়াহইয়া আল-বারমাকি, আমিও ছিলাম। মদিনায় পৌঁছে জা'ফর বললেন, "আমার জন্য একটা দাসী খুঁজুন; গান, বাজনা, আদব, রূপে পূর্ণ হতে হবে, আর 'হলুদ বর্ণের' নয়।" আমি এক লোকের দাসীর সন্ধান পেলাম, গেলাম। সেই লোকের ঘরে সচ্ছলতার চিহ্ন দেখলাম। সে দাসীকে বের করল — এমন রূপ, আদব আর ভাষা আমি আগে দেখিনি। সে কয়েকটা গান গাইল, চমৎকার। আমি মালিককে বললাম, "দাম বলুন।" সে বলল, "এক দিরহামও কমাব না।" "কত?" "চল্লিশ হাজার দিনার।" আমি বললাম, "নিলাম। তবে আমার শর্ত — একবার দেখব।" সে রাজি হলো। আমি জা'ফরের কাছে এসে বললাম, "আপনার কাজ হয়ে গেছে, সে অতি সুন্দরী ও আদবের।" জা'ফর চল্লিশ হাজার দিনার ভারবাহকদের দিয়ে পাঠালেন, নিজে ছদ্মবেশে এলেন। তিনি তাকে দেখে মুগ্ধ হলেন, গান শুনে আরও। আমাকে বললেন, "দাম চুকিয়ে দিন।" আমি মালিককে বললাম, "অর্থ ওজন করে এনেছি, সন্তুষ্ট হলে ভালো, নইলে যাকে ইচ্ছা পাঠান।" সে বলল, "আমি সন্তুষ্ট।" দাসী বলল, "মালিক, আপনি কী করছেন?" সে বলল, "তুমি জানো আমরা কত সচ্ছল ছিলাম, আমার হাত কত খোলা ছিল, এখন সময় বদলে গেছে, আমি হাত গুটিয়ে ফেলেছি। ভাবলাম তুমি এই রাজ্যে যাবে, তোমার প্রবৃত্তি পূরণ হবে।" দাসী বলল, "আল্লাহর কসম, মালিক, আপনার ওপর আমার যে অধিকার আছে, আপনার যদি আমার ওপর সেই অধিকার থাকত, আমি দুনিয়া ও তার সবকিছুর বিনিময়েও আপনাকে বেচতাম না। প্রতিজ্ঞার কথা মনে করুন।" সে আগে শপথ করেছিল, দাসীর দাম খাবে না। মালিকের চোখে পানি এল। সে বলল, "সাক্ষী থাকো, সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে আজাদ, আর আমি তাকে বিয়ে করলাম, আমার বাড়িকে মোহর দিলাম।" জা'ফর বললেন, "চলুন।" আমি ভারবাহকদের ডাকলাম টাকা নিতে। জা'ফর বললেন, "না, আল্লাহর কসম, এক দিরহামও আমাদের সঙ্গে যাবে না।" মালিকের দিকে ফিরে বললেন, "এ তোমার, বরকতের সঙ্গে নাও, নিজের আর তার জন্য খরচ করো।" আমরা উঠে বেরিয়ে এলাম।

বসরার মনিব ও বিক্রি হওয়া দাসী: বসরার এক লোক একটি কিশোরী কিনল, ভালো আদব-শিক্ষা দিল, গভীরভাবে ভালোবাসল, তার জন্য খরচ করতে করতে নিঃস্ব হয়ে গেল, অভাব তাকে ছুঁয়ে ফেলল। দাসী বলল, "মালিক, আপনার দুরবস্থা দেখে আমার দয়া হয়। আমাকে বিক্রি করুন, দাম দিয়ে ব্যবসা করুন, হয়তো আল্লাহ আপনার অবস্থা ফেরাবেন, আর আমি এমন জায়গায় যাব যেখানে আমার অবস্থাও ভালো হবে।" সে তাকে বাজারে নিয়ে গেল। বসরার তখনকার শাসক উমার ইবনু উবাইদিল্লাহ ইবনি মা'মার আত-তাইমি তাকে পছন্দ করে এক লাখ দিরহামে কিনলেন। মালিক টাকা নিয়ে ফিরতে চাইল, কিন্তু দুজনেই কাঁদল। দাসী কবিতায় বলল:

তোমার জন্য সুখ হোক সেই ধন, যা তুমি পেয়েছ — আমার হাতে স্মৃতি ছাড়া কিছু রইল না। আমি আমার নফসকে বলি যখন সে কষ্টে অচেতন: কম কাঁদো বা বেশি কাঁদো — প্রিয়জন তো চলে গেছে। তোমার কাছে যদি কোনো কৌশল না থাকে, ধৈর্য ছাড়া কিছু না পাও — তবে ধৈর্য ধরো।

মালিকের কান্না বেড়ে গেল, সে বলল:

সময় যদি আমাকে তোমার থেকে আটকে না রাখত, মৃত্যু ছাড়া কিছুই আমাদের আলাদা করত না — আমাকে মফ কোরো। আমি ঘুরছি, বুকে বেদনা, আমার অন্তরে কত গভীর চিন্তা — তোমার প্রতি সালাম — আমাদের মধ্যে আর দেখা নেই, মিলন নেই, ইবনু মা'মার চাইলে ছাড়া।

ইবনু মা'মার শুনলে বললেন, "আমি চাইলাম — একে নাও, আর টাকাও নাও, সঠিক পথে যাও। আল্লাহর কসম, দুই ভালোবাসাকারীর বিচ্ছেদের কারণ আমি হব না।"

অনুবাদ প্রসঙ্গে

এখান থেকে অধ্যায়ের সবচেয়ে ব্যবহারিক অংশ শুরু: প্রিয়জন যদি হালাল না হয় (যেমন বিবাহিতা নারী, বা চিরতরে হারাম কেউ), তার চিকিৎসা কী। লেখক চিকিৎসা দুই ভাগে দিয়েছেন: "বাহ্যিক" (শরীর ও পরিবেশ) আর "অভ্যন্তরীণ" (মন ও চিন্তা)।

কয়েকটি জায়গায় লেখক নারীদের সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য করেছেন ("নারীরা বিশ্বাসঘাতক") এবং সেকালের পণ্ডিতদের উদ্ধৃতি এনেছেন। এগুলো তাঁর ও সেকালের পরিবেশের সাধারণীকরণ, কুরআন-হাদিসের বিধান নয়। অনুবাদে সেগুলো যেমন আছে তেমনই রাখা হয়েছে, তবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কাহিনিগুলো আদবের কিতাব থেকে নেওয়া উপদেশমূলক গল্প।

ফাদল ইবনু ইয়াহইয়া আল-বারমাকির ঘটনা: আলি ইবনুল জাহম তাঁর বাবার সূত্রে বলেন, একদিন সকালে আমি খুব সংকটে ছিলাম। আমার খাদেমকে খুঁজে পেলাম না। সে এলে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় ছিলে?" সে বলল, "আপনার জন্য কিছু জোগাড় আর আপনার ঘোড়ার খাবারের চেষ্টা করছিলাম, কিছুই পেলাম না।" আমি ঘোড়া সাজাতে বললাম, রওনা দিলাম। ইয়াহইয়ার বাজারে এসে দেখি এক বিশাল মিছিল, তাতে ফাদল ইবনু ইয়াহইয়া ইবনি খালিদ। তিনি আমাকে দেখে বললেন, "চলো", আমার কিছুক্ষণ চললাম। তারপর এক গোলাম একটা থালা নিয়ে এসে বাড়ির দরজায় এক দাসীকে ডাকল। ফাদল সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "চলো।" জিজ্ঞেস করলেন, "জানো আমি কেন থেমেছিলাম?" আমি বললাম, "আপনি জানালে জানতে পারি।" তিনি বললেন, "আমার বোনের একটা দাসী ছিল। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম, কিন্তু বোনের কাছে চাইতে লজ্জা পেতাম। বোন টের পেয়ে আজ তাকে সাজিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমার জীবনে আজকের চেয়ে ভালো দিন কাটেনি। এমন সময় আমিরুল মুমিনিনের দূত এসে আমাকে ডেকে আমার আনন্দ নষ্ট করল। এই জায়গায় এসে এই গোলামটি সেই দাসীর নাম ধরে ডাকল, আর আমি সেই ডাকে থমকে গেলাম।" আমি বললাম, "বনু আমিরের সেই লোকের মতো আপনার অবস্থা, যে বলেছিল:

মিনার খাইফে আমরা ছিলাম, তখন কেউ ডাকল — আমার অন্তরের প্রান্ত নড়ে উঠল, সে জানল না কিছুই। সে লায়লা ছাড়া অন্য কারো নাম ধরে ডাকল, তবু যেন আমার বুকের পাখিকে লায়লার জন্য উড়িয়ে দিল।"

তিনি বললেন, "এই দুই লাইন আমাকে লিখে দাও।" আমি কাগজ পেলাম না, নিজের আংটি এক দোকানির কাছে বন্ধক রেখে কাগজ নিলাম, লিখে তাঁর কাছে পৌঁছে দিলাম। তিনি বললেন, "বাড়ি যাও।" আমার খাদেম বলল, "আংটি দিন, আপনার খাবারের জন্য বন্ধক রাখি।" আমি বললাম, "বন্ধক রেখেই এসেছি।" সন্ধ্যা হওয়ার আগে তিনি আমার কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম পুরস্কার আর দশ হাজার দিরহাম অগ্রিম বেতন পাঠালেন।

ইবরাহিম ইবনুল মাহদি ও ফুফুর দাসী: আব্বাসি যুগে মামুনের সময় ইবরাহিম ইবনুল মাহদি আত্মগোপনে ছিলেন তাঁর ফুফুর বাড়িতে। ফুফু তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন, একজন দাসীকে তাঁর খেদমতে নিযুক্ত করেছিলেন — যাকে তিনি বহু অর্থ খরচ করে আদব শিখিয়েছিলেন। দাসীটি তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। ইবরাহিম তার প্রতি আসক্ত হলেন, কিন্তু ফুফুর কাছে চাইতে লজ্জা পেলেন। আসক্তি বাড়লে তিনি একটি ওদ বাজিয়ে তাকে নিয়ে লেখা কবিতা গাইলেন, দাসী পাশে দাঁড়ানো:

হে হরিণ, আমার সুপারিশকারী তার দুই চোখ, যার গালে আমি চুমু দিয়েছি তার দুই হাতে — আমার বাবা তোমার মুখের জন্য কুরবান, আমার হিংসুক কত বেড়ে গেছে! আমি মেহমান, আর মেহমানের প্রতিদান তার প্রতি অনুগ্রহ।

দাসী কবিতা শুনে অর্থ বুঝল। ফুফু প্রতিদিন তার কাছে খবর নিতেন। সেদিন সে সব জানাল। ফুফু বললেন, "যাও, আমি তোমাকে তাঁকে দান করলাম।" দাসী ফিরে এল। সে ইবরাহিমের মাথায় চুমু দিল। ইবরাহিম বললেন, "থামো।" সে বলল, "আমার মনিব আমাকে আপনার হাতে দিয়েছেন, আমি দূত।" তিনি বললেন, "এখন তাহলে ঠিক আছে।"

কবি আত-তাইমি ও দাস-ব্যবসায়ীর দাসী: কবি আত-তাইমি এক দাস-ব্যবসায়ীর একটি দাসীর প্রেমে পড়লেন। তিনি আবু ঈসা ইবনুর রশিদকে দুই লাইনে লিখলেন:

হে আবু ঈসা, তোমার কাছেই আমার অভিযোগ — ধৈর্যশীলও যখন অতিষ্ঠ হয় তখন অভিযোগ করে। তার বিচ্ছেদের ওপর আমার ধৈর্য নেই, আর আমি যৌথ ঘাট থেকে পান করতে অপছন্দ করি।

আবু ঈসা খলিফা মামুনকে জানালেন। মামুন ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে তাকে দাসীটি কিনে দিলেন।

মুহাল্লাব ইবনু আবি সুফরা ও এক যুবক: মুহাল্লাব এক যুবককে তাঁর এক দাসীর সঙ্গে কথা বলতে দেখলেন। দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "এর সঙ্গে কথা বললে কেন?" সে বলল:

তার জন্য আমার অন্তরের খাঁটি ভালোবাসা আছে — যা পাঁজরের নিচে স্পন্দন তোলে... কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে নয় আমাদের কথা — শুধু ভালোবাসার আকুলতায়।

যুবককেও জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল:

তার জন্য আমার অন্তরে ভালোবাসা আছে, আমার বুক জ্বালা আর অস্থিরতা... আমি তাকে সর্বাবস্থায় ভালোবাসি, বেঁচে থাকলে আমি তার জন্য আকুল থাকব।

মুহাল্লাব বললেন:

আমার জীবনের কসম, আমি প্রেমিকদের প্রতি সদয়, আর প্রেমিকদের হেফাজত করা আমার কর্তব্য। আমি তোমাদের ছিন্নভিন্ন ভালোবাসা জোড়া দেব — তোমরা যা আশা করছ আমি সেটার যোগ্য।

তিনি দাসীটিকে যুবকের হাতে তুলে দিলেন আর পাঁচ হাজার দিনার দিলেন।

কাজি আবু হামিদ আল-ইসফারায়িনি ও ফকিহ যুবক (দারাকুতনির বর্ণনা): বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক ইবনু আবি হামিদের মজলিসে এক ফকিহ বসতেন। কয়েক দিন অনুপস্থিত থাকলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কোনো একটি ব্যাপার তাকে আটকে রেখেছে। ডাকা হলে সে জানাল, সে নিজের জন্য একটা দাসী কিনেছিল। সেই বছর তার দেশ থেকে অর্থ আসা বন্ধ হয়ে যায়, দেনা জমে যায়, শেষে দাসীটি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। টাকা পেয়ে সে দাসীর কথা স্মরণ করল, তার জন্য এমন অস্থির হলো যে ফকিহ বা অন্য কিছুতে মন বসাতে পারল না। সে জানল, দাসীকে কিনেছে ইবনু আবি হামিদ। আবু হামিদ ফকিহ তাকে নিয়ে গিয়ে বিক্রি ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করলেন। ইবনু আবি হামিদ সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে আসতে দিলেন, অত্যন্ত সম্মান করলেন। কিন্তু সে জানত না দাসীটি কোথায় — তার স্ত্রী তাকে না জানিয়েই কিনেছিল। সে ভেতরে গিয়ে স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করে জানল দাসীটি ঘরেই আছে, সাজসজ্জায় আছে। সে বের হয়ে বলল, "আল্লাহর শুকরিয়া, সে আমাদের ঘরেই আছে।" দাসীকে সবার সামনে আনা হলো। তাকে দেখে ফকিহ যুবকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, কথা এলোমেলো হয়ে গেল। ইবনু আবি হামিদ বুঝলেন সে সত্যি ভালোবাসে। বললেন, "ওকে নিয়ে যাও, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।" আবু হামিদ ধন্যবাদ জানালেন, তিন হাজার দিরহাম মূল্য ফেরত দিতে চাইলেন। ইবনু আবি হামিদ নিলেন না। বললেন, "এ একজন ফকিহ, অভাবে বিক্রি করেছে। টাকা ফেরত দিলে সে আবার কাউকে বিক্রি করতে পারে। এটা তার ঋণ হয়ে থাকুক, দেশ থেকে টাকা এলে দিয়ো।" তারপর পুরো টাকা মাফ করে দিলেন। দাসীর গায়ে বহু মূল্যের পোশাক-গয়না ছিল। আবু হামিদ বললেন, "ওগুলো নিয়ে যেতে কাউকে পাঠান," ইবনু আবি হামিদ বললেন, "সুবহানাল্লাহ! যা আমরা তাকে দান করেছি, তার মালিকানায় থাকুক বা না থাকুক, ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।" যাওয়ার আগে ইবনু আবি হামিদ দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা তোমার কাছে প্রিয়, নাকি তোমাকে বিক্রি করা মালিক?" সে বলল, "আপনাদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন, আপনারা আমার উপকার করেছেন। কিন্তু আমার এই মালিক, তাঁর যে ক্ষমতা আমার ওপর, সেই ক্ষমতা আমার তাঁর ওপর থাকলে আমি তাঁকে বহু মূল্যের বিনিময়েও বিক্রি করতাম না।" সবাই তার বুদ্ধিমত্তা

আর সরলতায় মুগ্ধ হলো। [টীকা: ইবনু আবি হামিদ ছিলেন বায়তুল মালের তত্ত্বাবধায়ক, নির্ভরযোগ্য ও দানশীল। ৩২১ হিজরিতে মারা যান।]

হজে দেখা এক দাসী ও আবুল জাওয়ায়য: আবুল জাওয়ায়য আল-কাতিব বলেন, এক বছর হজে গিয়ে তাওয়াফের মধ্যে এক দাসীকে দেখলাম, তার মতো সুন্দর আর দেখিনি। আমার অন্তর আটকে গেল। তার নাম জিঞ্জের করলাম, সে বলল, "আমার নাম নি'ম, আমি ফাহম গোত্রের।" মক্কায় থাকার সময় তার দিকে তাকিয়েই সুখ পেতাম। মক্কা ছেড়ে এলে বুঝতে পারলাম না কোন দিকে গেছে। আমি কবিতা বললাম:

জালিমকে বলো — এসো বিচার চাও, যদি আমার ওপর জুলুম অস্বীকার করো। বিপদ এই যে আমার শরীরের প্রিয়জনই আমার প্রতিপক্ষ! আমি ডাক দিই, সে আমাকে পাথর মারার সিদ্ধান্ত নেয়...

তারপর তার প্রতি আমার আকুলতা আরও বাড়ল। এক বন্ধু বলল, "বিয়ে করলে তোমার অবস্থা শান্ত হবে।" আমি প্রথমে অস্বীকার করলাম, পরে সুস্থ হওয়ার আশায় রাজি হলাম। এক নারীকে বললাম আমার জন্য পাত্রী খুঁজতে। কয়েক দিন পর সে বলল, "আপনার পছন্দমতো, রূপে আর ঘরে — একজন পেয়েছি।" আমি তার অভিভাবককে ডেকে বিয়ে করলাম। বাসর রাতে নববধূকে দেখে বুঝলাম — সে-ই আমার সেই তাওয়াফের দাসী! সুযোগের এই মিল দেখে আমি অবাক হলাম।

পরিচ্ছেদ: যার প্রিয়জন হালাল নয় — তার ওষুধ কী?

এখন কেউ বলতে পারে: আপনি প্রেমিকের চিকিৎসা বলেছেন প্রিয়জনকে হালাল পথে পেলে, আর আশা দেখিয়েছেন এটা সম্ভব; অনেকের ক্ষেত্রে তা হয়েছেও। কিন্তু যাকে পাওয়ার কোনো পথ নেই — যেমন বিবাহিতা নারী, বা চিরস্থায়ীভাবে হারাম কেউ — তার প্রতি আসক্তের কী চিকিৎসা? সে শরীর শীর্ণ করেছে, ঘুম হারিয়েছে, পাগলামির কাছাকাছি পৌঁছেছে।

জবাব: সব প্রেমাসক্তির রোগের সামগ্রিক চিকিৎসা হলো পরহেজ। আর পরহেজ হয় প্রিয়জনকে ত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্পে। এই পরহেজ থাকলে চিকিৎসা সুন্দর হয়। চিকিৎসা হবে দুটি ক্ষেত্রে: বাহ্যিক আর অভ্যন্তরীণ।

রোগী প্রথমে আল্লাহর আশ্রয়ে আসুক, বেশি বেশি দোয়া করুক। কারণ সে অসহায়, আর আল্লাহ অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন। তারপর সে চিকিৎসা করুক। কেননা উপায় গ্রহণ তাওয়াক্কুল ও দোয়ার বিরোধী নয়।

প্রিয়জনের অবস্থা ও লেখকের পথ

প্রিয়জনের অবস্থা	লেখকের কথা
হালাল ও নাগালের মধ্যে	বিয়ে ছাড়া আর কোনো ওষুধ নেই
হালাল ও সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে কঠিন	আল্লাহর আশ্রয়, সহজ করার দোয়া, নিষিদ্ধে ধৈর্য
হালাল নয়: বিবাহিতা বা চিরস্থায়ী হারাম	পরহেজ: ত্যাগের দৃঢ় সংকল্প; দোয়া; দুই ক্ষেত্রে চিকিৎসা

সংকল্প ও নিরাশার পরও অস্থিরতা না গেলে: লেখকের জবাব

বাহ্যিক চিকিৎসা

১. শরীরের যত্ন

প্রেমিকের শরীর শীর্ণ হলে তাতে তাপ দ্রুত জ্বালা আর দহন বাড়ায়। তাই শীতল ও আর্দ্র জিনিস ব্যবহার করবে: বেগুনি ফুল ও পদ্মের স্ফাণ নেওয়া, অতি দীর্ঘ সময় না থেকে গোসল করা, দীর্ঘ ঘুম, আর্দ্র খাবার, সবুজ বাগানে পরিষ্কার পানির দিকে তাকানো, আর হাসির মজার গল্প শোনা। [টীকা: এটা সেকালের চিকিৎসাশাস্ত্র (ইউনানি/গ্যালেনিক) অনুযায়ী লেখা। আজকের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এর বেশিরভাগই সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা ও মনের প্রফুল্লতা। কেউ মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়লে চিকিৎসক বা পরামর্শদাতার সাহায্য নেওয়াই ভালো।]

২. ভ্রমণ

ভ্রমণ প্রিয়জন থেকে দূরত্ব নিশ্চিত করে। শরীর থেকে দূরে থাকা জিনিস মনেও দূরে সরে যায়। ভ্রমণের শুরুর দিকে বিচ্ছেদের কষ্ট বিপদগ্রস্তের কষ্টের মতো ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হবে। তারপর দিন যত যাবে, বিষয়টা হালকা হবে। যুহাইর ইবনুল হুবাব আল-কালবি বলেছেন:

কোনো প্রিয়জনকে ভুলতে চাইলে তার থেকে দূরে বহু রাত কাটাও। কারণ দূরত্ব ছাড়া কিছুই প্রিয়জনকে ভোলায় না, ব্যবহার ছাড়া নতুন জিনিস পুরোনো হয় না।

ইমরুউল কাইস বলেছেন:

প্রেমিকের মনোবাঞ্ছা তুমি কাটতে পারবে না — সকাল-সন্ধ্যার চলা এবং ফিরে আসার মতো কিছুতে।

৩. জীবিকা-কাজে ব্যস্ততা

একইভাবে অন্তরকে ব্যস্ত রাখে এমন সব কাজ — জীবিকা ও পেশা — আরোগ্য দেয়। কারণ প্রেম অবসরপ্রাপ্তের কাজ। সে নির্জনে প্রিয়জনের ছবি কল্পনা করে, আর এই কল্পনা তার ভেতরে গঁথে যায়। কিন্তু যখন সে এমন কাজে ডুবে যায়, যা অন্তরকে প্রিয়জন ছাড়া অন্য কিছুতে ব্যস্ত রাখে, তখন ভালোবাসা মুছে যায়, প্রেম নিভে যায়, আর ভুলে যাওয়া শুরু হয়।

৪. হালাল পথে অন্য পাত্রী বা দাসী দেখা

এর একটি ওষুধ হলো বিয়ের জন্য নারীদের দেখা, বা দাসী কেনার জন্য দাসীদের দেখা, এবং অসাধারণ সৌন্দর্য খোঁজা। এটা সাস্থনা দেয়। আর সৌন্দর্য নিয়ে সেকালের জ্ঞানীরা অনেক বলেছেন।

এক বেদুইন বলেছে: "নারীর গোপনীয় সৌন্দর্য সুন্দর হলে তার চলাফেরা, কথা, মাটিতে পা ফেলা সবই সুন্দর হয়।" বলা হয়: "নারী সবচেয়ে সুন্দর থাকে বিয়ের পর, প্রসবের পর, আর বৃষ্টির পর।" নারীর যৌবন তেরো থেকে বিশ বছরের মধ্যে; ত্রিশে সে প্রৌঢ়া, চল্লিশে বয়স্কা, আর পঞ্চাশে পৌঁছালে (সেকালের কথায়) "তালাক দাও"। আরও বলা হয়: নারী সুন্দরী হয় না যতক্ষণ না চারটি জিনিস সাদা হয় (গায়ের রং, চোখের সাদা অংশ, দাঁত, নখ), চারটি কালো হয় (মাথার চুল, ঠু, চোখের পাতা, চোখের মণি), চারটি লাল হয় (জিহ্বা, ঠোঁট, গাল, মাড়ি), চারটি প্রশস্ত হয় (কপাল, দুই হাতের তালু, কোমরের দুই পাশ, বুক), চারটি সরু হয় (নাকের ছিদ্র, কানের ছিদ্র, মুখের ফাঁক ইত্যাদি), চারটি লম্বা হয় (দেহ, গলা, হাত-পায়ের হাড়, আঙুল), চারটি মোটা হয় (দুই পায়ের গোছা, নিতম্ব ইত্যাদি), আর চারটি ছোট হয় (পদক্ষেপ, দৃষ্টি, জিহ্বা...)। হিন্দ বিনতু উতবা বলতেন: "নারীরা শেকল, তাই পুরুষ নিজের হাতের জন্য সুন্দর শেকল বেছে নিক।" [টীকা: এই তালিকার কিছু অংশ সংক্ষেপ করা হয়েছে; মূল আরবিতে আরও বিস্তারিত বর্ণনা আছে।] [টীকা: এ অংশে সেকালের আরবদের সৌন্দর্য-ধারণা উদ্ধৃত হয়েছে। এগুলো কোনো শরিয়তের বিধান নয়, শুধু সাংস্কৃতিক পটভূমি। আসল শিক্ষা পরে এসেছে — "দ্বীনদার বেছে নাও"।]

লেখকের মন্তব্য: প্রেমিকের মনে যা পড়ে, সেটাই তার কাছে সৌন্দর্য। তাই সে চেষ্টা করুক হালাল পথের নারী বা দাসীদের মধ্যে দেখতে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরোনো আকর্ষণকে ছাপিয়ে যায় এমন কিছু পাওয়া যায়। না পেলে অনুসন্ধান চালিয়ে যাবে, কারণ নফস কোনো একটা জিনিসে থেমে থাকে না। কত দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে মুছে দিয়েছে!

বনু উমাইয়ার এক ব্যক্তির কাহিনি: আল-হুসাইন ইবনু আলি তাঁর বাবার সূত্রে বলেন, আমি শামে যাচ্ছিলাম। শারাত নামক জায়গায় সন্ধ্যা নামল, এক প্রাসাদে গিয়ে প্রাসাদের দরজায় এক নারীকে দেখলাম, তার মতো গাষ্টীর্ষ আর সৌন্দর্য কখনো দেখিনি। সালাম দিলাম। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?" আমি বললাম, "হিজাজের বনু উমাইয়ার একজন।" সে বলল, "স্বাগতম, নামুন, আপনি নিজের পরিবারে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কে?" সে বলল, "আপনার গোত্রেরই এক নারী।" সে আমাকে থাকার জায়গা আর খাবারের ব্যবস্থা করল, আমি ভালো রাত কাটলাম। সকালে সে জিজ্ঞেস করল, "কেমন কাটল?" আমি বললাম, "এমন সম্মান আর কাজ আমি দেখিনি।" সে বলল, "আমার একটা কাজ আছে। ওই গির্জায় যান, সেখানে আমার চাচাতো ভাই আর স্বামী আছেন। এক খ্রিস্টান নারী তাঁকে দখল করেছে, তিনি আমাকে ছেড়ে সেখানেই পড়ে আছেন। আপনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আপনার রাতের কথা আর আমার কথা বলবেন।" আমি রাজি হলাম। আমি গির্জার আঙিনায় গিয়ে এক সুদর্শন যুবককে বসে থাকতে দেখলাম। সালাম দিলাম, সব জানালাম। সে বলল, "ঠিক বলেছ, আমি আল-হারিস ইবনু হাকিমের বংশের।" তারপর ডাকল, "কাসতা!" এক খ্রিস্টান নারী বেরিয়ে এল, ধর্মযাজকের পোশাক আর কোমরবন্ধনীতে — এমন সুন্দরী আমি আগেও দেখিনি, পরেও না। সে বলল, "এ কাসতা, আর ওই আরওয়া। আর আমিই বলেছি:

আমি আরওয়ার পর কাসতাকে বদলে নিয়েছি, তার ভালোবাসা সহ... আমার জীবনের কসম, ভালোবাসাই ভালোবাসাকে দূর করে।"

কুসাইয়্যির ও আযযা (ছদ্মবেশ): আযযা জানতে চাইলেন তাঁর জন্য কুসাইয়্যিরের মনে কী আছে। তিনি ছদ্মবেশে পথে তাঁর সামনে গেলেন। কুসাইয়্যির তাঁর পিছু নিয়ে কথা বলল। আযযা বললেন, "আযযার প্রতি তোমার ভালোবাসা কোথায়?" সে বলল, "আমি আপনার জন্য কুরবান। যদি আযযা আমার দাসী হতো, আমি তাকে আপনাকে উপহার দিতাম।" আযযা বললেন, "ধিক তোমাকে! এমন কোনো না। আমি শুনেছি সে তোমার প্রতি সত্য ভালোবাসায় আছে। আর তোমার সেই কবিতা কোথায়?" সে বলল, "আমার বাবা-মা আপনার জন্য কুরবান, আযযাকে নিয়ে কথা থামান।" আযযা বললেন, "তোমার বন্ধুত্ব (খুল্লাহ) নিতে চাই, কীভাবে?" সে বলল, "আমি যা আযযার জন্য বলেছি, তা বদলে আপনার জন্য করে ফেলব।" তখন আযযা মুখ খুলে বললেন, "বিশ্বাসঘাতক, ভঙ্গকারী, তুমি এখানে এসেছ, হে আল্লাহর দূশমন!" সে হতভম্ব, লজ্জিত, নির্বাক হয়ে গেল। এরপর সে লজ্জায় কবিতা বলে অজুহাত দিতে লাগল: "হায়, যদি আমার ওই কথা বলার আগেই আমার মাথায় সাদা চুল পড়ত..." [টীকা: এই কাহিনি দেখায়, প্রেমিকের প্রতিজ্ঞাও কত ভঙ্গুর হতে পারে — যা লেখকের পরবর্তী যুক্তির সঙ্গে মেলে।]

নামির ইবনু তাওলাব: নামির ইবনু তাওলাব তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে এত কাতর হলেন যে বুদ্ধি হারানোর ভয় হলো। কয়েক দিন কিছু খেলেন না, ঘুমালেন না। তাঁর গোত্র তাঁকে তিরস্কার করল ও ধৈর্য ধরাল। তারপর তাঁকে "দা'দ" নামে এক সুন্দরীর কথা বলা হলো, তিনি তাকে বিয়ে করলেন। সে তাঁকে আগের স্ত্রীর কথা ভুলিয়ে দিল। তিনি বললেন:

আমি দা'দের জন্য পাগল, যতদিন বাঁচব — আর মরলে হায় আফসোস তার জন্য, যে আমার পর তার প্রেমে পড়বে!

উমার ইবনু আবি রাবিআর দুই লাইন: এক লোক উমার ইবনু আবি রাবিআর কাছে এসে বলল, "দুই লাইন বলেছি, তুমি তা সম্পূর্ণ করে দাও:

আমি সেই প্রেমিকদের জিজ্ঞেস করলাম, যারা ভালোবাসার আজব ব্যাপার সহ্য করেছে অতীত যুগে, আমি তাদের বললাম — 'বুকের পাঁজরের মাঝে যে ভালোবাসা বসে গেছে, তা কীভাবে যায়?'"

উমার কয়েক দিন তা পূর্ণ করতে পারলেন না। তাঁর এক দাসী তাঁকে চিন্তিত দেখে কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি জানালেন। সে একটু ভেবে বলতে বলতে ফিরে এল:

তারা বলল: ভালোবাসার ওষুধ হলো নতুন ভালোবাসা, যা তুমি আরেকজন থেকে পাও — অথবা বিচ্ছেদে দূরের দূরত্ব। নইলে নিরাশা — আশার পর নফসকে ধৈর্য ধরায়, আর নিরাশা ধৈর্যে সাহায্য করে।

উমার বললেন, "তুমি আমাকে মুক্তি দিলে।"

৫. বৈধ সম্পর্ক ও শারীরিক ওষুধ

বাহ্যিক ওষুধের আরেকটি হলো (বৈধ) মিলন বাড়ানো, যদিও তা প্রিয়জনের সঙ্গে নয়। এর কারণ: এতে সেই তাপ কমে যায়, যা থেকে প্রেম ছড়ায়। স্বভাবজাত তাপ দুর্বল হলে শীতলতা আসে, অন্তর ঠান্ডা হয়, প্রেমের শিখা নিভে যায়। [টীকা: এটি সেকালের চিকিৎসা-ধারণা। কথাটি কেবল বৈধ সম্পর্কের (বিবাহিত জীবনের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোনোভাবেই হারাম সম্পর্ক এর সমাধান নয় — এই কিতাবের বাকি অংশই তার প্রমাণ।]

৬. রোগী দেখতে যাওয়া, জানাজায় অংশ নেওয়া, কবর জিয়ারত

আরেকটি ওষুধ: রোগী দেখতে যাওয়া, জানাজার পেছনে হাঁটা, কবর জিয়ারত, মৃতদের দিকে তাকানো, আর মৃত্যু ও তার পরের বিষয়ে চিন্তা করা। এসব প্রবৃত্তির আওন নেভায়, যেমন গান-বাজনা শুনলে তা বেড়ে ওঠে। আর তাই — সদুপদেশের মজলিসে যাওয়া, দুনিয়াবিমুখদের সঙ্গে বসা, সৎ মানুষদের কাহিনি ও উপদেশ শোনা। এসব মানুষকে কামনার আধিপত্য থেকে বের করে দুঃখ ও চিন্তার জগতে নিয়ে আসে, আর তা প্রেমের বিপরীত।

৭. "বাগান ও সুর মন ভালো করে" — একটি সতর্কতা

কিছু লোক বলেছে, সুন্দর বাগান আর মনোরম সুর মনকে সাজুনা দেয়। কিন্তু এগুলো অনেকের ক্ষেত্রে প্রেম বাড়িয়েও দেয়।

● বাহ্যিক চিকিৎসা: লেখকের পরামর্শ

বাহ্যিক চিকিৎসা

শরীরের যত্ন

শীতল ও আর্দ্র জিনিস ব্যবহার করবে

ভ্রমণ

প্রিয়জন থেকে দূরত্ব নিশ্চিত করে

জীবিকা-কাজে ব্যস্ততা

অন্তর অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে

রোগী দেখা, জানাজা, কবর জিয়ারত

প্রবৃত্তির আগুন নেভায়

সদুপদেশের মজলিস

সং মানুষদের কাহিনি ও উপদেশ শোনা

সতর্কতা: বাগান ও সুর

অনেকের ক্ষেত্রে প্রেম বাড়িয়েও দেয়

চিকিৎসার ক্ষেত্র দুটি: বাহ্যিক আর অভ্যন্তরীণ

অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা

১. নিরাশা ও দৃঢ় সংকল্প

অভ্যন্তরীণ চিকিৎসার প্রথম ও সবচেয়ে কার্যকর ওষুধ হলো — লোভ কেটে ফেলা নিরাশার মাধ্যমে, আর প্রবৃত্তি জয় করার দৃঢ় সংকল্প। নফসের কাছে বিষয়টা দ্বিধায় থাকলে, বা সংকল্প দুর্বল হলে, কোনো ওষুধই কাজ করে না।

২. আত্মসম্মানবোধ

আরেকটি ওষুধ: উচ্চ মর্যাদাবোধকে অপমানের জায়গা, নিচতা আর গুণ বঞ্চনা থেকে ধমক দিয়ে ফিরিয়ে রাখা। যার উচ্চ মনোবল নেই, সে এই বিপদ থেকে সহজে মুক্ত হয় না। কারণ উচ্চ মনোবলের মানুষ কোনো কিছুর দাস হতে ঘৃণা করে। প্রবৃত্তি সম্মানীদেরও লাঞ্ছিত করে। হারুনের রশিদের একটি দাসীকে নিয়ে কবিতা:

আমি পানি দেখছি, আমার তীব্র তৃষ্ণা — অথচ পানির কাছে যাওয়ার পথ নেই। তোমার জন্য কি যথেষ্ট নয় যে তুমি আমার মালিক, আর সব মানুষ আমার দাস? তুমি আমার হাত-পা কেটে ফেললেও আমি সন্তুষ্ট হয়ে বলব — ভালো করেছে, যাইদ!

হারুন তিন দাসীর প্রেমে বলেছিলেন:

তিন সুন্দরী আমার লাগাম নিয়ে নিয়েছে, আমার অন্তরের সব জায়গায় অবতরণ করেছে। আমার কী হলো যে পুরো সৃষ্টি আমার কথা মানে, আর আমি তাদের মানি — অথচ তারা আমার অবাধ্য! এর কারণ একটাই — প্রবৃত্তির শাসন, যার শক্তিতে তারা শক্তিশালী, আমার শাসনের চেয়েও সম্মানিত।

আরেকদিন তিনি জানান গানের এক দাসী "জানান"-কে ভালোবাসতেন; তার জন্য কবি আব্বাস ইবনুল আহনাফকে রাতে ঘুম থেকে তুলে আনালেন একটি লাইন পূর্ণ করার জন্য। আব্বাস ভীত হয়ে এলেন; তাঁর পরিবারও আতঙ্কিত। রশিদ বললেন, "তোমাকে ডেকেছি একটি লাইন পূর্ণ করতে, আমি পারছি না।" আব্বাস বললেন, "আমাকে একটু সময় দিন, আমার পরিবার আতঙ্কে আছে।" একটু পর হারুন তাঁকে শুনালেন:

জানান, আমরা তাকে দেখেছি — তার মতো মানুষ আর দেখিনি।

আব্বাস বললেন:

যত বেশি তাকাও, তার চেহারা তোমার কাছে তত বেশি সুন্দর হয়।

হারুন বললেন, "আরও।" আব্বাস বললেন:

রাত যখন তোমার ওপর অন্ধকার নামায় আর কালো হয়, তাকে ছেড়ে দাও, কারণ তুমি আর চাঁদ দেখতে পাবে না — তাকে বের করো, চাঁদ দেখবে।

হারুন বললেন, "তোমাকে আর তোমার পরিবারকে আমি ভয় দেখিয়েছি, তাই তোমার ঋণ পরিশোধ করা আমাদের কর্তব্য।" তিনি দশ হাজার দিরহামের আদেশ দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলেন।

লেখকের মন্তব্য: আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন — এই অপমান কোনো আত্মমর্যাদাবান মানুষ সহ্য করতে পারে না। আত্মমর্যাদাবোধ মানুষকে উচ্চ মর্যাদা চাইতে এত প্রেরণা দেয় যে সে নিজের প্রাণ ও দেহ কষ্ট দেয়। আমরা দেখি, জ্ঞানার্থী "মূর্খ" না বলা হওয়ার আত্মমর্যাদায় রাত জাগে, সুখ ছাড়ে। ব্যবসায়ী ভয়ের পথে বের হয় এমন সম্পদ পেতে যা তার মর্যাদা বাড়ায়। এমনকি নিম্নশ্রেণির লোকেরাও মর্যাদা পাওয়ার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করে। কবি বলেছেন:

প্রত্যেক মানুষ নিজের প্রাণ ধ্বংস করে — যাতে বলা হয়: সে অমুক।

যে অপমান নিয়ে লজ্জা পায় না, প্রবৃত্তির কথামতো চলে, সে মানবিক বৈশিষ্ট্যের বাইরে চলে যায়।

মুআবিয়া (রা.) ও আমার ইবনুল আস: মুআবিয়া আমরকে জিজ্ঞেস করলেন, "সবচেয়ে মধুর জিনিস কী?" আমার বললেন, "আমিরুল মুমিনিন, কুরাইশের চতুরদের উঠতে বলুন।" তারা উঠে গেলে তিনি বললেন, "মর্যাদাবোধ বিসর্জন দেওয়া।" অর্থাৎ যে মর্যাদার পরোয়া করে না, সে যা খুশি করে, নিন্দার তোয়াক্কা করে না। এ তো পশুর বৈশিষ্ট্য। আর আত্মমর্যাদাবানরা — ইবনুল মু'তায়ের মতো:

আমার অন্তর তোমার জন্য আকুল হলেও, আমার ভালোবাসার এমন দাম নেই যে আমার মর্যাদা তার কাছে নত হবে।

আবু ফিরাস:

যে কোনো সুন্দরীর হাতে নিজের কামনা তুলে দেয়, সে পথভ্রষ্ট; যার ওপর কোনো তরুণীর হুকুম চলে, সে লাঞ্চিত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, আমি দৃঢ়চেতা। তারা যখন গর্দান নত করে, আমি তখন সম্মানিত। কোনো সুন্দরী আমার সম্পূর্ণ অন্তর দখল করতে পারে না, যদিও তার কোমলতা আর যৌবন পূর্ণ। আমি দৌড়াই, তবু প্রবৃত্তিকে আমার লাগামের বাড়তি অংশ দিই না। আমি আকুল হই, কিন্তু সঠিক জিনিস আমার কাছ থেকে লুকায় না। আমি ধৈর্যশীল — আমার কিছু না থাকলেও, কথায় অকপট — যদিও উত্তর তলোয়ার।

আবদুল ওয়াহিদ আল-বাব্বাগা:

আমার বিষয়ে আকুলতাকে জিজ্ঞেস করো — আমি কি কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে নির্জনে থেকেছি, আর আমার সঙ্গে পবিত্রতা ছিল না? আমার সঙ্গে এমন নফস নেই যে, আমি তাকে মরণ-গহ্বরে ফেলতে চাইলে অমান্য করবে। আমার মূল্যবান নফস নিচতা অস্বীকার করে — তা তৃপ্তি ও তৃষ্ণা মেটানোর জন্য ছাড়া কিছুই জন্য ছোটো না।

তিনি আরও বলেছেন:

এই ভালোবাসা আমাকে দাস বানাতে চেয়েছিল, তখন আমার সুন্দর ধৈর্য আমাকে সাহায্য করল।

ভেবো না আমার নফস সাধারণ নফসের মতো — যখন তোমার প্রেমে অন্যায় চাপিয়ে দাও, সে সহ্য করবে। কখনো স্মৃতি আমার অশ্রু তোমার দিকে ঠেলে দেয়, কিন্তু আমার চোখের পাতা তা অস্বীকার করে। তুমি যেমন খুশি থাকো — দূরে সরে বা কাছে এসে — পূর্ণবয়স্ক উট কি ভার সহ্য করা অস্বীকার করে? আমি সময়ের এমন কত বিপদ সয়েছি, তুমি তার সহজতমটি; কোনো বড় বিপদ আমার সহনশীলতা ভাঙতে পারেনি।

আমি ছাড়া অন্যদের দিকে লোভের তীর ছোড়া হয়, আর অন্যের অপমান তার লালসায় সহজ হয়। আমি যদি অপমান মেনে নিতাম, তবে তাকে পাওয়ার আশা করেই বিচ্ছেদ এড়াইতাম। এমন প্রেমের কথা বলছি, যা আমার অন্তরকে তার হুকুম মানাতে চেয়েছিল, তিরস্কারকারীদের আগেই আমি তাকে তিরস্কার করেছি। সে ভাবছে আমি অন্য প্রেমিকদের মতো — তার এড়িয়ে চলা আমাকে ভয় দেখায়, বা তার মজা আমার গাম্ভীর্য মেরে ফেলে। আমি তাকে সন্ন্যাসীর ভোলার মতো নিয়ে দেখা করি, অথচ আমার অন্তরের গিঁট তার হাতে।

আবু আলি ইবনুশ শিবল:

আমি ঘৃণা করি কোনো সুন্দরী আমার অন্তরকে এক চাহনিতে ধরে ফেলুক, বা তার মুখের লালা আমার তৃষ্ণা মেটাক। আমার অন্তরের জন্য আমার মনুষ্যত্বের এক শাসক আছে, যে তাকে প্রবৃত্তির পথ থেকে সরিয়ে রাখে, সে মেনে নেয়।

মানসুর আল-হারাবি:

আমি এমন নফস নিয়ে জন্মেছি যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না, আর স্বচ্ছতম বরনা ছাড়া পান করে না। আমি ধনী হওয়ার জন্য ভার বহন করি না, যে আমাকে অপমান করে তার অনুগ্রহ চাই না। যা আমাকে অপমান করে তাতে সম্মান খুঁজি না, কর্মকর্তার পদ চাই না যাতে বিচ্যুতি না দেখি। আমি মাছির স্বভাবের নই — যে কোনো কিছু থেকে তাড়ালে তাতে আবার পড়ে, আর ধ্বংস দেখেও। আমার জন্য এই দুঃখই যথেষ্ট যে যাকে ভালোবাসি সে আমার কাছে এল, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম — বিরক্তি বা ঘৃণায় নয়, বরং আমার নফস আত্মমর্যাদাবান — সব আশা না পেলে কিছুটা ফিরিয়ে দেয়।

৩. প্রিয়জনের অবহেলা ও অভিমান

আরেকটি জিনিস প্রেমিকদের অপমান করে — প্রিয়জনের অভিমান আর অবহেলা। এই অবহেলা আত্মমর্যাদাবান অন্তরে ভালোবাসার ফসল কেটে ফেলে। আ'শা বলেছেন:

আমি মানুষের মূর্খতা দেখি, যে এক সুন্দরী নারীর সঙ্গে হৃদয় বেঁধে রাখে — যে কাছে এলে দূরে সরে যায়।

কাহিনি: খলিফা ওয়াসিক তাঁর এক দাসীর সঙ্গে ঝগড়া করে অলস হয়ে বেরিয়ে এলেন। আহমাদ ইবনু হামদুন বলেন, আমি আর ফাতহ ইবনু খাকান তাঁর মন ভালো করার কৌশল করছিলাম। তিনি আমাকে ফাতহের সঙ্গে হাসাহাসি করতে দেখে বললেন, "আল্লাহ আব্বাস ইবনুল আহনাফকে ধ্বংস করুন, সে যা বলেছে:

আল্লাহর ইনসাফ আমাকে কাঁদায় আর তোমাদের হাসায় — তাই আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর প্রতিটি কাজ ইনসাফ। আজ আমার অন্তরের জন্য আমি কাঁদি আর শোক করি — ভালোবাসা যাকে চেপে ধরে ভেঙে ফেলেছে। আমার প্রতিটি অঙ্গে আলাদা আলাদা ভালোবাসা; ধৈর্য তার থেকে চলে গেছে আর সব একত্র হয়েছে।"

ইবনুদ দুমাইনা:

আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, সত্যিই — আর শপথের পর শপথ, উমাইমা আমার অন্তরে এমন উপত্যকা বানিয়েছে, যেখানে আমি পশুও চরাইনি, চলিওনি। কিন্তু বন্ধু যখন আমাদের এড়িয়ে চলে, আর অন্যদের ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়, আমি তাকে সম্মানে এড়িয়ে যাই — যদিও অন্তর তাকে নিয়ে কাতর।

৪. "বিশ্বাসঘাতকতা নারীর বৈশিষ্ট্য" — এক চিন্তা

আরেকটি আত্মমর্যাদার দিক: যার স্বভাব বিশ্বাসঘাতকতা, তার প্রতি ভালোবাসা রাখতে লজ্জা পাওয়া। লেখকের মতে এটা নারীদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। জ্ঞানীরা বলেছেন: "কোনো নারীকে বিশ্বাস কোরো না।" কবি বলেছেন:

সুন্দরী যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে তার অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে — কারণ তার অঙ্গীকার হলো, কোনো অঙ্গীকার টিকবে না।

আরেকজন:

হে আমার অন্তর, তোমার ভালোবাসা থেকে জেগে ওঠো, আর এক দুঃখিত শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা শোনো: এক তরুণী — তার অন্তর অন্য কারো সঙ্গে ঝুলে আছে, আর তুমি এমন মজবুত নয় যে তুমি তার হাতে বাঁধা পড়বে। তুমি বন্দি হয়েছে, সে মুক্ত হয়েছে — বন্দি আর মুক্তের মধ্যে কত তফাত!

[টীকা: এটা লেখকের ও সেকালের পরিবেশের মন্তব্য। কুরআন-হাদিস পুরুষ-নারী কাউকেই সাধারণভাবে বিশ্বাসঘাতক বলেনি; বরং মুমিন নারী-পুরুষ উভয়কে সততার প্রশংসা করেছে। আসল শিক্ষা হলো — যে প্রেমিকের প্রতি অনুগত নয় বা যার প্রতি ভালোবাসা তোমাকে লাঞ্চিত করে, তার পেছনে আত্মসম্মান বিসর্জন দেওয়া ঠিক নয়।]

অনুবাদ প্রসঙ্গে

অধ্যায়ের এই শেষ অংশে লেখক চিকিৎসার ধারা আরও এগিয়েছেন: চিন্তা দিয়ে চিকিৎসা, অর্থাৎ নিজের মনে সঠিক চিন্তা জাগিয়ে আসক্তি কমানো।

কিছু জায়গায় লেখক নারী ও শরীর নিয়ে কঠোর কিছু মন্তব্য করেছেন। এগুলো চিকিৎসার "ঘৃণা জাগানোর কৌশল" হিসেবে সেকালের লেখার ধরন। আজকের পাঠকের কাছে অনেকটাই রুঢ় লাগবে, তাই অনুবাদে ভাষা কিছুটা নরম রাখা হয়েছে এবং চিহ্নিত করা হয়েছে।

"নারীরা বিধবা হলে দ্রুত অন্যজনকে গ্রহণ করে"

লেখকের একটি ওষুধ হলো: মানুষ জানুক যে তার প্রিয়তমা স্ত্রী, তার মৃত্যুর পর, অন্য কারো দিকে ঝুঁকে পড়ে ও তাকে দ্রুত ভুলে যায় — এমনকি সে তাকে ভালোবাসলেও। তাঁর মতে, এই ধারণা দিয়ে প্রেমিকের আত্মসম্মানবোধে আঘাত করা যায় এবং আসক্তি কমানো যায়। [টীকা: এটি লেখকের সেকালের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ। এর সমর্থনে তিনি যে কাহিনিগুলো এনেছেন, সেগুলোর ভিত্তি ইতিহাসের আদব-কিতাব। এই সাধারণ মন্তব্যটি শরিয়তের বিধান নয়। বহু নারী স্বামীর মৃত্যুর পর বছরের পর বছর বিশ্বস্ত থেকেছেন।]

আব্দুল্লাহ ইবনু আবি বকর ও আতিকা বিনতু যাইদ: আব্দুল্লাহ ইবনু আবি বকর (রা.) আতিকা বিনতু যাইদ ইবনি আমর ইবনি নুফাইলকে বিয়ে করলেন। তিনি সুন্দরী, সুগঠিত, উৎকৃষ্ট চরিত্রের। তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত হলেন যে যুদ্ধযাত্রা ছেড়ে দিতে লাগলেন। তাঁর বাবা আবু বকর (রা.) বললেন, "এ তোমাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখছে, তাকে তলাক দাও।" তিনি তলাক দিলেন। তারপর শোকে বললেন:

তারা বলে — তাকে তলাক দাও, তার জায়গায় অন্য কাউকে আনো — ঘুমন্ত মানুষের স্বপ্নের মতো তোমার ওপর চিন্তা বসবে। অথচ একটা পরিবার, যা আমি এই বয়সে একত্র করেছি, তা ভাঙা এক বিরাট বিপদ!

বাবা তাঁর শোক দেখে দয়া করলেন, তাঁকে ফিরিয়ে আনতে বললেন। আব্দুল্লাহ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তায়েফ যুদ্ধে অংশ নিলেন, সেখানে তীরবিদ্ধ হলেন, পরে মদিনায় মারা গেলেন। আতিকা তাঁর জন্য শোকগাথা বললেন:

নবীর পর শ্রেষ্ঠ মানুষের (আবু বকরের) পর আমি আপনাকে হারালাম — আপনি কম কিছু ছিলেন না। আমি শপথ করেছি, আমার চোখ আপনার জন্য দুঃখে থাকবে, আর আমার হৃদয় ধুলোমাখা থাকবে। আল্লাহর কসম, তাঁর মতো যুবক

কে দেখেছে — যে বেশি দানশীল, রণক্ষেত্রে বেশি আত্মরক্ষাকারী, বেশি ধৈর্যশীল?

এরপর উমার (রা.) তাঁকে বিয়ে করলেন। ওলিমায় আলি (রা.)-কেও দাওয়াত করলেন। আলি বললেন, "আমিরুল মুমিনিন, আমাকে আতিকার সঙ্গে একটু কথা বলতে দিন।" উমার অনুমতি দিলেন। আলি পর্দার এক পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আতিকা:

আমি শপথ করেছিলাম, আমার চোখ আপনার জন্য কখনো শান্ত হবে না, আর আমার ত্বক হলুদ থাকবে।"

(অর্থাৎ ঠিক এই কথাটাই তিনি আগের স্বামীর জন্য বলেছিলেন।) আতিকা কেঁদে ফেললেন। উমার বললেন, "আবুল হাসান! এটা কেন করলেন? সব নারীই এমন করে।" এরপর উমার শহীদ হলেন, তাকে যুবাইর (রা.) বিয়ে করলেন। যুবাইর তাঁর মসজিদে যাওয়া অপছন্দ করতেন, আবার নিষেধও করতে চাইতেন না। একরাতে আতিকা মসজিদে যাচ্ছিলেন। যুবাইর আগেই পথের এক অন্ধকার জায়গায় গিয়ে বসে রইলেন। আতিকা পাশ দিয়ে গেলে তিনি তাঁর শরীরে হাত রাখলেন। আতিকা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন, তারপর আর বের হলেন না। যুবাইর বললেন, "আগের মতো মসজিদে যাও না কেন?" তিনি বললেন, "মানুষ খারাপ হয়ে গেছে।" যুবাইর বললেন, "ওটা তো আমিই করেছিলাম।" আতিকা বললেন, "আপনি ছাড়া কি আর কেউ এমন করতে পারে না?" যুবাইর শহীদ হওয়া পর্যন্ত তিনি আর বের হননি। [টীকা: এই কাহিনিতে আতিকা (রা.)-র চার স্বামী (প্রত্যেকেই শহীদ) ও তাঁর মসজিদে যাওয়ার প্রসঙ্গ আছে। কাহিনির বিস্তারিত বর্ণনা (আলির কথা, যুবাইরের কাজ) দুর্বল সূত্রে এসেছে।]

হাসান ইবনুল হাসানের কসম: হাসান ইবনুল হাসান তাঁর চাচা হুসাইন ইবনু আলির মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলেন। হুসাইন (রা.) তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দুই মেয়ে — ফাতিমা আর সুকাইনাকে সামনে এনে বললেন, "বেছে নাও।" তিনি ফাতিমাকে বেছে নিলেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি ফাতিমাকে বললেন, "তুমি এমন নারী যাকে বহু মানুষ চায়। আমি দেখছি, আব্দুল্লাহ ইবনু আমার ইবনি উসমান আমার জানাজায় ঘোড়ায় চড়ে, সুসজ্জিত, তোমার দিকে তাকাতে তাকাতে আসবে। তুমি যাকে ইচ্ছা বিয়ে করো, শুধু তাকে নয়, কারণ আমি দুনিয়ায় তোমাকে ছাড়া কোনো দৃষ্টিস্তা রেখে যাচ্ছি না।" ফাতিমা কসম করলেন — দাসমুক্তি আর সদকার শপথ — তাকে বিয়ে করবেন না। হাসান মারা গেলেন। জানাজায় আব্দুল্লাহ ইবনু আমার ঠিক সেই অবস্থায় এলেন। ফাতিমা মুখ খুলে মুখে আঘাত করে কাঁদছিলেন। আব্দুল্লাহ খবর পাঠালেন: "আপনার চেহারা আমার প্রয়োজন আছে, সেটার প্রতি কোমল হোন।" ফাতিমার হাত শিথিল হয়ে গেল, তিনি মুখ ঢাকলেন। ইন্দত শেষ হলে আব্দুল্লাহ প্রস্তাব পাঠালেন। ফাতিমা বললেন, "আমার সেই কসমের কী হবে?" আব্দুল্লাহ জানালেন — প্রতিটি দাসের বদলে দুইজন দাস, প্রতিটি কসমের কাফফারা দেবেন। তিনি বিয়ে করলেন।

আরও কয়েকটি বর্ণনা: হামযা ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনয় যুবাইর মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীকে বললেন, তাঁর মৃত্যুর পর তালহা ইবনু উমার তাঁকে চাইবে। স্ত্রী কসম খেলেন তিনি তাকে বিয়ে করবেন না; কিন্তু ইন্দত শেষে তালহা কসমের কাফফারা আর তিন লাখ দিরহাম মোহর দিলে তিনি তাকে বিয়ে করলেন। উম্মু হিশাম বিনতু উসমান ও আব্দুর রহমানের কাহিনিও একই ধরনের — মৃত্যুশয্যায় স্বামী ভয় পাচ্ছিলেন তাঁর স্ত্রী উমার ইবনু আব্দিল আযিযকে বিয়ে করবেন, স্ত্রী কসম খেলেন, কিন্তু পরে বিয়ে করলেন। বন্ধু আব্দুল্লাহ ইবনু ইকরিমা তাকে চিঠি লিখে নারীদের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা মনে করালেন। কবি বলেছেন:

আমরা প্রেমের পাহাড়ে উঠছিলাম, যখন উঠলাম তখন সে স্থির হলো আর আমরা পিছলে গেলাম। আমরা মিলনের গিঁট বাঁধলাম, যখন একে অপরের ওপর আস্থা রাখলাম, সে গিঁট খুলে ফেলল। নিন্দুকেরা জিজ্ঞেস করলে বলো — কেন তাকে ছাড়লে? বলো: এক স্বাধীন নফস ভুলে গেছে, তাই সে ভুলে গেছে।

মুসা আল-হাদি ও দাসী "গাদির": জা'ফর ইবনু কুদামা বলেন, খলিফা মুসা আল-হাদির "গাদির" নামে এক অতি সুন্দরী দাসী ছিল। তিনি তাকে খুব ভালোবাসতেন। একদিন সে গান গাইছিল, হঠাৎ তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, তিনি আনমনা হয়ে পড়লেন। উপস্থিতরা কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, "মনে পড়ল, আমি মারা যাব, আমার ভাই হারুন আমার জায়গায় আসবে, আর এই দাসীকে বিয়ে করবে।" তাঁকে বলা হলো, "আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, সবাই আপনার আগে যাবে।" তিনি ভাইকে ডাকিয়ে সব বললেন। হারুন এই চিন্তা দূর করার মতো জবাব দিলেন। তবু মুসা সন্তুষ্ট হলেন না, যতক্ষণ না হারুন কসম করে বললেন — পায়ে হেঁটে হজ, স্ত্রীদের তালাক, দাসমুক্তি, সব সম্পদ সদকা — যে মুসার মৃত্যুর পর তিনি দাসীকে বিয়ে করবেন না। তারপর দাসীর কাছ থেকেও একই রকম কসম নিলেন। প্রায় এক মাস পর মুসা মারা গেলেন। হারুন দাসীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। সে বলল, "আমার ও আপনার কসমের কী হবে?" হারুন বললেন, "আমি সবকিছুর কাফফারা দেব, হেঁটে হজও করব।" তিনি তাকে বিয়ে করলেন, আর তার প্রতি আরও আসক্ত হলেন। সে তাঁর কোলে মাথা রেখে ঘুমাত, তিনি নড়তেন না, যতক্ষণ না সে জাগে। একদিন সে ভয় পেয়ে জেগে উঠল, বলল, "এইমাত্র আপনার ভাইকে দেখলাম। বললেন:

আমার সঙ্গে অঙ্গীকার ভাঙলে, যখন আমি কবরবাসীদের প্রতিবেশী হলাম। আমাকে ভুলে গেলে, আর তোমার মিথ্যা কসমে ভঙ্গ করলে। আমার ভাইয়ের গাদিরকে বিয়ে করলে — যে তোমাকে 'গাদির' (বিশ্বাসঘাতক) নাম দিয়েছে সে ঠিক বলেছে। আমি এখন ক্ষয়ের জগতে, আর তুমি ডাগর চোখের হুরদের মধ্যে সকালে ওঠো। নতুন সঙ্গ যেন তোমাকে সুখ না দেয়, বিপদ যেন তোমার পিছু না ছাড়ে। ভোরের আগেই তুমি আমার কাছে আসবে, আর আমি যেখানে পৌঁছেছি তুমিও সেখানে

যাবে।" দাসী বলল, "আল্লাহর কসম আমি বলছি, আমি যেন তাদের কথা এখনো শুনছি, যেন আমার অন্তরে লেখা হয়ে গেছে।" হারুন বললেন, "এসব এলোমেলো স্বপ্ন।" সে বলল, "কখনো না!" তারপর সে তাঁর সামনে কাঁপতে কাঁপতে মারা গেল।

পরিচ্ছেদ: প্রিয়জনের দোষ ভাবো

আরেকটি ওষুধ: ভেবে দেখো তোমার প্রিয়জন তুমি যেমন ভাবছ, তেমন নয়। তার দোষ নিয়ে ভাবো, আসক্তি কমবে। কারণ মানুষ নোংরা জিনিসে ভরা। প্রেমিক তার প্রিয়জনকে কেবল পূর্ণতার অবস্থায় দেখে, কারণ প্রবৃত্তি তার চোখে কোনো দোষ আঁকতে দেয় না। কারণ বাস্তবতা ভারসাম্যের অবস্থায় ছাড়া প্রকাশ পায় না, আর প্রবৃত্তির শাসন এক অন্যায় বিচারক, যে দোষ ঢেকে রাখে। তাই প্রেমিক তার প্রিয়জনের কুৎসিত জিনিসকেও সুন্দর দেখে।

আসমাঈ-এর ভাতিজা বলেন, হারুনের রশিদ আমার চাচাকে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রেমের সীমা আর বৈশিষ্ট্য কী?" তিনি বললেন, "যখন প্রিয়জনের পেঁয়াজের গন্ধ অন্যের কস্তুরির চেয়েও প্রেমিকের কাছে সুগন্ধ লাগে।" জ্ঞানীরা বলেছেন: "প্রবৃত্তির চোখ এক-চোখ।"

এ কারণেই মানুষ নিজের স্ত্রীকে এড়িয়ে পরনারীকে বেছে নেয়, যদিও স্ত্রী বেশি সুন্দরী হতে পারে। কারণ পরনারীর দোষ তার সামনে প্রকাশ পায়নি। মেলামেশায় প্রকাশ পায়। তাই এই নতুন প্রিয়জনের সঙ্গে মিশলে যখন লুকানো সবকিছু ধরা পড়ে, সে বিরক্ত হয়, আরেকজনকে খোঁজে — এভাবে শেষ নেই।

খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের একটি কাহিনি আমাদের কাছে পৌঁছেছে: একদিন তিনি বিষন্ন হয়ে বের হলেন। উযির কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, "আমার ঘরে একশো বিশজন দাসী, তাদের মধ্যে আমার মন যাকে চায় এমন কেউ নেই।"

লেখকের মন্তব্য: মানুষের শরীর, তার ভেতরের নোংরা, আর কাপড়ে ঢাকা অপছন্দনীয় জিনিস নিয়ে ভাবলে প্রেম সহজ হয়ে যায়। তাই ইবনু মাসউদ (রা.) বলেছেন: "তোমাদের কারো কোনো নারীকে ভালো লাগলে সে যেন তার দুর্গন্ধময় অংশগুলোর কথা মনে করে।" [টীকা: এটা সাহাবির উক্তি, নবী ﷺ-এর হাদিস নয়। মানবদেহের স্বাভাবিক জৈব বিষয় নিয়ে ভাবার কথা — ঘৃণা বা অসম্মানের উদ্দেশ্যে নয়, আসক্তি কমানোর কৌশল হিসেবে।] এক জ্ঞানী বলেছেন, যে প্রিয়জনের কাছ থেকে কোনো অপছন্দনীয় গন্ধ পায়, সে তাকে ভুলে যায়। শুধু এই চিন্তাই উত্তেজনা থেকে মুক্তি দেয়। আমাদের কাছে বর্ণনা পৌঁছেছে, এক লোক এক নারীর প্রেমে পড়ে আবেগে তার দিকে হাত বাড়াল। নারীটি তাকে বলল, "নিজের কাজ নিয়ে ভাবো। তুমি কী করতে যাচ্ছ জানো? তুমি একটা নালায় প্রস্রাব করতে যাচ্ছ — যার ভেতরটা দেখলে তুমি দেখতে পেতে, সেটা পায়খানার চেয়েও দুর্গন্ধময়।" লোকটা ঠান্ডা হয়ে শান্ত হলো, আর কখনো ফিরল না। [টীকা: এই কাহিনিটি অত্যন্ত রুঢ়। লেখক একে প্রেমের উত্তেজনা ঠান্ডা করার চিন্তা-কৌশল হিসেবে এনেছেন। আজকের পাঠক এভাবে মানুষকে ছোট করে ভাবতে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন; আসল শিক্ষা — প্রবৃত্তির মোহ বাস্তবের চেয়ে বড় করে দেখায়।]

আবু নাসর ইবনু নুবাতা বলেছেন:

যাকে ভালোবাসতাম তার দোষ আমি জানতাম না, যতক্ষণ না আমি ভুলে গেলাম, তখন আমি আর আকুল হই না। প্রেমের জ্বালা কেটে গেলে, ভালোবাসা সেরে গেলে — তখন অন্তর দেখে, চোখ দেখে না।

প্রেমিকরা প্রিয়জনের কাছ থেকে অভিযোগ করে সরে যায়: এই কারণেই বহু প্রেমিক তাদের প্রিয়জনের অভিযোগ করেছে, বিরক্ত হয়েছে, মুখ ফিরিয়েছে। কারণ ছিল একটাই — মেলামেশা মানবীয় দোষ প্রকাশ করে দিয়েছে, ফলে তারা দূরে সরে গেছে। আর আগের অস্থিরতা আর মর্যাদার ক্ষতি বিনা কারণে চলে গেছে।

আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর ও লায়লা বিনতুল জুদি: আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর (রা.) কুরাইশের কয়েকজনের সঙ্গে ব্যবসার জন্য শামে গিয়েছিলেন। লায়লা নামের এক নারীকে দেখে, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ফিরলেন। তার অন্তরে তার প্রতি আসক্তি জন্মাল, তিনি তাকে নিয়ে কবিতা বললেন:

লায়লাকে স্মরণ করলাম, আমাদের মাঝে সামাওয়ার মরুভূমি — জুদির কন্যা লায়লা আর আমার কী সম্পর্ক! তার অন্তর কীভাবে হারিসিয়ার জন্য ব্যাকুল, যে বুসরায় থাকে বা জাওয়ানিয়ায় নামে? কীভাবে তার সঙ্গে দেখা হবে? হয়তো আগামী বছর লোকেরা হজ করলে দেখা মিলবে।

উমার (রা.)-এর যুগে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ শাম জয় করলে উমার (রা.) সেনাপতিকে বললেন, "যদি লায়লা বিনতুল জুদিকে বিজয়ে পাও, তাকে আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকরকে দিয়ো।" তাঁকে পেয়ে আব্দুর রহমানকে দেওয়া হলো। তিনি তাকে এত পছন্দ করলেন যে তাঁর অন্য স্ত্রীরা আয়েশা (রা.)-র কাছে নালিশ করলেন। আয়েশা (রা.) তাঁকে তিরস্কার করলেন। আব্দুর রহমান

বললেন, "আল্লাহর কসম, আমি যেন তার দাঁত দিয়ে ডালিমের দানা চুষাছি।" পরে লায়লার একটা রোগে তার সামনের দাঁত পড়ে গেল, তিনি তার প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন। সে আয়েশার কাছে নালিশ করল। আয়েশা (রা.) বললেন: "তুমি লায়লাকে ভালোবাসলে বাড়াবাড়ি করলে, আবার ঘৃণা করলেও বাড়াবাড়ি করলে। হয় তার প্রতি ইনসাফ করো, নয়তো তাকে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দাও।" তিনি তাকে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। [টীকা: এই কাহিনি ইতিহাসগ্ৰন্থে বর্ণিত, তবে বিস্তারিত অংশের সনদ দুর্বল। আয়েশা (রা.)-র নসিহত ইনসাফ ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে একটি শিক্ষা।]

আহওয়াস ও মা'বাদের কাহিনি: খলিফা ইয়াযিদ ইবনু আব্দিল মালিক মদিনার শাসক যাহহাককে লিখলেন, আহওয়াস আনসারি ও গায়ক মা'বাদকে পাঠাতে। দুজন পথে বিভিন্ন জায়গায় থেমে আনন্দ করতে করতে বালকা অঞ্চলে পৌঁছালেন। রাতে বৃষ্টি হলো, সকালে জলাশয় ভরে গেল। আহওয়াস বললেন, "আজ এখানেই থেকে এই জলাশয়ের পাশে দুপুরের খাবার খাই।" তাঁরা তা-ই করলেন। কাছেই একটি প্রাসাদ, খাওয়া-দাওয়ার পর প্রাসাদের দরজা খুলে একটি অতি সুন্দরী সাদা-বর্ণের দাসী কলস নিয়ে বের হলো। জলাশয় থেকে পানি তুলল। তারপর কলসটি ছুড়ে ফেলে ভেঙে দিল এবং বসে নিপুণ কণ্ঠে গান ধরল:

হে আতিকার ঘর, যাকে নিয়ে আমি প্রেমের কবিতা বলি — শত্রুদের ভয়ে, আর অন্তর যার সঙ্গে জড়িত... আমি তোমাকে অবহেলা দেখাই, অথচ কসম, অবহেলার মাঝেও আমি তোমার দিকেই ঝুঁকে আছি।

মা'বাদ বললেন, "আল্লাহর কসম, এ তো আমার গান!" আহওয়াস বললেন, "আল্লাহর কসম, এ তো আমার কবিতা!" তাঁরা কাছে গিয়ে সালাম দিলেন, গানটি আবার গাইতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথাকার?" সে বলল, "আমি মক্কার, ওয়ালিদ পরিবারের ছিলাম। এই মাখযুমি (প্রাসাদের মালিক) হজে এসে আমাকে পঞ্চাশ হাজার দিরহামে আমার মনিবদের কাছ থেকে কিনেছে। আমি তার অন্তরে অতি ভালো জায়গা পেয়েছিলাম। তার এক চাচাতো বোন এসে পড়ল, সে আরও ভালো জায়গায় উঠল, আর আমি নিচে নামলাম। শেষে সে বলল, 'তুমি তাকে প্রতিদিন জলাশয় থেকে দুই কলস পানি আনতে বলো, না হলে আমি সন্তুষ্ট নই।' সে তা-ই করল। যখন আমি আগের সুখের কথা মনে করি, তখন কলস ভেঙে ফেলি। আর যখন বর্তমান মালিকানা স্বীকার করি, তখন তাদের কলস পানি ভরে ফেরত দিই।" [টীকা: এই কাহিনিতে দুই বিখ্যাত ব্যক্তি, কবি আহওয়াস ও গায়ক মা'বাদ উপস্থিত। কাহিনির মূল শিক্ষা — ভালোবাসা ও মর্যাদার পরিবর্তন।]

ঘৃণায় পরিণত হওয়া প্রেম: আমার এক ভাই তার এক বন্ধুর সূত্রে বলেছে: তার বন্ধু অসাধারণ সুন্দরী এক নারীর প্রেমে পড়েছিল, তার সঙ্গে মিলিত হতে নিজের জীবনও ঝুঁকিতে ফেলত। একদিন সে আমাকে বলল, "আল্লাহর কসম, যদি তার সঙ্গে মিলিত হই, তারপর আমার ঘাড় কাটা হোক, তবু আমার ভয় নেই।" পরে সে তাকে বিয়ে করল, কিছুদিন পর তালাকও দিল। একদিন আমি আর সে পথ দিয়ে যাচ্ছি, একটা দুর্গন্ধময় কাদার জায়গা দেখে সে বলল, "অমুকের অবস্থা আজ আমার কাছে এই কাদার চেয়েও কুৎসিত।"

অপ্রত্যাশিতভাবে প্রেম কেটে যাওয়া: কখনো কখনো এমন জিনিসে প্রেম কেটে যায়, যা কেউ ভাবেনি। যেমন মানুষ এক নারীকে ভালোবাসে, তারপর জানতে পারে সে তার বন্ধুর আত্মীয়, তখন লজ্জায় আসক্তি কেটে যায়। কুরতুবীর এক কবি আবু উমার ইউসুফ ইবনু হারুন বলেন, একদিন আমি জুমার নামাজে বের হয়ে কুরতুবীর নদী পার হয়ে বনু মারওয়ানের বাগানগুলোতে গেলাম। এক দাসীকে দেখলাম, তার চেয়ে সুন্দর কাউকে দেখিনি। সালাম দিলাম, সে জবাব দিল। তার সঙ্গে হাঁটলাম, চমৎকার আদব দেখলাম, তার প্রতি অন্তর আটকে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, "আল্লাহর দোহাই, তুমি স্বাধীন নাকি দাসী?" সে বলল, "দাসী।" নাম জিজ্ঞেস করলে বলল, "হালওয়া।" নামাজের সময় ঘনি়ে এলে আমি তার পিছু নিলাম। সেতুর মাথায় পৌঁছে সে বলল, "হয় আপনি এগিয়ে যান, নয় পিছিয়ে যান। আল্লাহর কসম, আপনি আমার সঙ্গে থাকলে আমি এক কদমও ফেলব না।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার মালিক তোমাকে বিক্রি করলে দাম কত?" সে বলল, "তিনশো দিনার।" আরেক জুমায় গিয়ে আবার সে-ই জায়গায় তাকে পেলাম। আমার আসক্তি বেড়ে গেল। আমি সারাগোসার শাসক আব্দুর রহমান আত-তুজিবির কাছে গিয়ে তাঁর প্রশংসায় প্রসিদ্ধ কবিতা (কাসিদা) আবৃত্তি করলাম, ভূমিকায় হালওয়ার কথা বললাম, তাঁকে আমার অবস্থাও জানালাম। তিনি আমাকে তিনশো সোনার দিনার দিলেন, পথের খরচ আলাদা। আমি কুরতুবীর নদীতে ফিরে এসে বাগানগুলোতে কয়েক জুমা ধরে তাকে খুঁজলাম, পেলাম না। আকাশ আমার জন্য যেন জমির সঙ্গে মিশে গেল, বুক সংকুচিত হলো। একদিন এক ভাই আমাকে দাওয়াত করল। তার বাড়িতে ঢুকলাম, সে আমাকে সম্মানের জায়গায় বসাল, তারপর কাজে উঠে গেল। আমি হঠাৎ দেখলাম, আমার সামনের পর্দা উঠে গেছে, আর সেখানে সে! আমি বললাম, "হালওয়া?" সে বলল, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, "তুমি কি তার দাসী?" সে বলল, "না, আল্লাহর কসম, আমি তার বোন।" আল্লাহ যেন তৎক্ষণাৎ আমার অন্তর থেকে তার ভালোবাসা মুছে দিলেন। আমি তখনই উঠে গেলাম, কোনো একটা অজুহাত দিয়ে গৃহকর্তার কাছে ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে এলাম। তাঁর কাসিদার গুরুটা ছিল:

দাঁড়াও, আমার অশ্রুর সাক্ষী হও, আর নিন্দুকের অস্বীকারেরও — ধ্বংসাবশেষে আমার কান্নায় আমি আহত। সে কি নিরাপদ যে আমার নিঃশ্বাস আগুন হয়ে যাবে না, বা অশ্রুতে ডুবে যাবে না? তার মত নাও যদি সে এমন প্রত্যেককে অনুসরণ করে, যে তার ভালোবাসার জন্য দোষারোপ করে।

তাঁর আরও কবিতা:

তারা বলে — ধৈর্য ধরো। কিন্তু আমি ধৈর্য চিনি না, যে ধৈর্য চেনে না সে কীভাবে ধৈর্য ধরে? ফাঁকা মানুষকে উপদেশ দাও — সে যেন ভাসা ভাসা সুন্দর মুখ থেকে দৃষ্টি নামায়, কারণ তাতে ধোঁকা আছে। চরম সুন্দরীরা প্রেমের ঘাতক — আমার চোখ তাকে দেখল, তাই মৃত্যু আর দৃষ্টি জুড়ে গেল। তারপর আমি নিজের চোখের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলাম, সে-ই তো আমাকে খুন করছে, আমার অন্তরের কাছে সে কী চায়?

পরিচ্ছেদ: বিচ্ছেদ কল্পনা করো

অভ্যন্তরীণ ওষুধের আরেকটি: প্রিয়জনের হারিয়ে যাওয়া কল্পনা করা — মৃত্যুতে, বা অনিচ্ছাকৃত বিচ্ছেদে, বা বিরক্তিতে, বা তার চেহারার পরিবর্তনে। এতে সেই অতিরিক্ত যন্ত্রণা দূর হয়, যা প্রেমিক দ্বীন ও দুনিয়ার সম্মান হারিয়ে বহন করছিল। এমন অবস্থায় কত মানুষ মরে গেছে!

বর্ণিত আছে, এক জ্ঞানী তাঁর গোলামকে বললেন, যে এক দাসীর প্রেমে পড়েছিল: "অমুকের বিচ্ছেদ তো অনিবার্য।" সে বলল, "অবশ্যই।" তিনি বললেন, "তাহলে তাড়াতাড়ি কাজে লাগাও, মাঝের সময়টা লাভ করো (অর্থাৎ বেশি দেরি করো না, এখনই মনকে প্রস্তুত করো)।"

কুসাইয়্যির বলেছেন:

জেগে ওঠো! প্রেমিকরা জেগে উঠেছে, প্রবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে, আর পুরুষদের জন্য তিজতা টিকে থাকে। তাকে এমন ধরে নাও যেন কখনো ছিলই না, বা যেন দূরে চলে গেছে, বা যেন কবর তাকে লুকিয়ে ফেলেছে।

যখন কেউ এসব কল্পনা করে আর তার পরিণতি ভাবে, তখন তার অন্তরের চিকিৎসা সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে তার প্রেমের মজায় ডুবে থাকে, তখন মজার চেয়ে বেশি বিপদ তার ওপর আছড়ে পড়ে, আর কখনো তা-ই তার ধ্বংসের কারণ হয়।

ইয়াযিদ ইবনু আদিল মালিক ও হাবাবার শেষ: হাবাবার মৃত্যুর পর ইয়াযিদ তার সংরক্ষিত কামরাগুলোতে ঘুরছিলেন। সঙ্গে ছিল হাবাবার এক দাসী। সে আবৃত্তি করল:

উন্মত্ত প্রেমিকের জন্য এটুকু দুঃখই যথেষ্ট, যে সে প্রিয়জনের ঘরগুলো খালি, জনশূন্য দেখে।

ইয়াযিদ এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। রাতের অনেকটা সময় জ্ঞান ফিরল না। বাকি রাত কাঁদলেন। পরদিন একা ঘরে হাবাবার জন্য কাঁদছিলেন। লোকেরা গিয়ে তাঁকে মৃত পেল। আরেক বর্ণনায়: ইয়াযিদ হাবাবার সঙ্গে ছিলেন, মানুষ তাকে নিয়ে গোপনে আলাপ করত। তিনি হাসতে হাসতে হাবাবার দিকে একটি ডালিমের দানা বা আঙুর ছুড়লেন, তা তার গলায় আটকে হাবাবা মারা গেল। সে তাঁর কাছে ঘরেই রইল, শরীর পচতে শুরু হওয়া পর্যন্ত। তারপর তিনি তাকে দাফন করলেন। কয়েক দিন পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন:

নফস তোমার থেকে সাঙ্ঘনা পেলেও বা যৌবন চলে গেলেও — নিরাশাই তোমাকে ভুলিয়ে দেবে, ধৈর্য নয়।

তারপর ঘরে ফিরলেন, আর বের হননি যতক্ষণ না তাঁর লাশ বের করা হলো। (আরেক বর্ণনায়: হাবাবার জানাজায় তিনি দাঁড়াতে পারলেন না, মাসলামা নামাজ পড়ালেন, এর অল্প পরই তিনি মারা গেলেন।)

আবু দুলাফ আল-ইজলির জানান: আবু দুলাফের "জানান" নামে এক দাসী ছিল, তিনি তাকে "আমার বান্ধবী" বলতেন। তার সম্পর্কে তিনি কবিতা লিখেছিলেন:

জানান, আমি তোমাকে ভালোবাসি — তুমি আমার কাছে সেই জায়গায়, যেখানে ভীষুর দেহে প্রাণ থাকে। তবে আমি যদি বলি "আমার প্রাণের জায়গায়", আমি তোমার জন্য সময়ের আঘাতের ভয় করি...

পরে সে মারা গেলে তিনি সুন্দর শোকগাথা লিখেছিলেন।

হারুনুর রশিদ ও হাইলানা: হারুন হাইলানাকে খুব ভালোবাসতেন। সে আগে ইয়াহইয়া ইবনু খালিদেব ছিল। হারুন খলিফা হওয়ার আগে একদিন ইয়াহইয়ার বাড়িতে গেলে সে তাঁর হাত ধরে বলল, "আমাদের কপালে কি আপনার কোনো দিন আসবে না?" তিনি ইয়াহইয়ার কাছে তাকে চেয়ে নিলেন। সে প্রায়ই বলত "আমি এখন (আনা) আপনার" — তাই নাম হলো "হাইলানা"। তিন বছর পর সে মারা গেল। হারুন গভীর শোকে বললেন:

যখন তারা তোমাকে মাটির নিচে লুকাল, আমি বললাম — আমার বুকো আফসোস ঘুরছে — যাও, আল্লাহর কসম, তোমার পর আর কোনো কিছু কোনোদিন আমাকে আনন্দ দেয়নি।

আব্বাস ইবনুল আহনাফকে তার শোকগাথা লিখতে বলা হলে তিনি বললেন:

হে সেই, যার মৃত্যুতে অন্তর আনন্দিত হলো — সময় আমার ক্ষতি চেয়েছিল, তাই তোমাকে তীর মেরেছে। আমি সঙ্গ খুঁজি, কিন্তু আমার কোনো সঙ্গী নেই, যেখানেই ছিলে সেখানেই তোমাকে দেখতে যাই ছাড়া। এক রাজা তোমার জন্য কেঁদেছে, তার শোক দীর্ঘ হয়েছে — রাজত্ব দিয়ে ছাড়াতে পারলে সে তা-ই দিত। সে অন্য নারী থেকে অন্তরকে রক্ষা করে, যাতে তুমি ছাড়া আর কেউ তার অন্তরের সীমায় না ঢোকে।

হারুন প্রতিটি পঙ্ক্তির জন্য দশ হাজার করে চল্লিশ হাজার দিরহাম দিলেন।

পরিচ্ছেদ: নিজের চাওয়া পূর্ণ হওয়ার পরিণাম কল্পনা করো

আরেকটি ওষুধ: নিজের কাক্ষিত জিনিস পূর্ণ হওয়ার পরিণাম কল্পনা করা, বা নিজের জায়গায় অন্য কাউকে কল্পনা করা, আর তার ফলাফল ভেবে দেখা। ভেবে দেখো — ইউসুফ (আ.) যদি পদস্থলিত হতেন, তাঁর কী হতো? তাঁর ধৈর্যের প্রশংসা কি চিরকাল টিকত? আর তুমি মা'যিয়ের কথাও শুনেছ — নিঃসন্দেহে সে কিয়ামতেও পরিচিত, যদিও তাওবা তার গুনাহ ঢেকে ফেলেছে।

কিন্তু তুমি যারা ধৈর্য ধরেছে আর যারা ধরেনি, তাদের পরিণাম ভাবো, দুই অবস্থার তুলনা করো। হয়তো এই শিক্ষা প্রবৃত্তির পর্দা ছিঁড়ে অনুমতি ছাড়াই অন্তরে ঢুকে এই অন্ধকার সরিয়ে দেবে। বুদ্ধিমান সে-ই, যে প্রেমের ভেতরে কতটা মজা আর কতটা তিক্ততা তা ওজন করে। এর তিক্ততা বহু, কষ্ট কঠিন। বাস্তবে এ নফসকে অপমান করে, যার কোনো মূল্য নেই। এর বেশিরভাগ মজা হারাম, আবার সেই মজা দুশ্চিন্তা, বিচ্ছেদের ভয়, দুনিয়ার ফেজাহত আর আখিরাতের আফসোসে মেশানো। যে দুটোর ওজন করে, সে বুঝবে মজা কষ্টের তুলনায় সমুদ্রে ডুবে থাকা ফোঁটা। আল-বাক্বাগা বলেছেন:

শ্রেষ্ঠ মানুষ সে, যে কোনো কিছুতে লিপ্ত হয় না, যতক্ষণ না তার পরিণতি আগে মেপে নেয়।

আল-মুতানাব্বি বলেছেন:

প্রেমিকদের যে জিনিস ক্ষতি করেছে, তা হলো — তারা ভালোবেসেছে, অথচ দুনিয়াকে চেয়েনি, বুঝেনি। তাদের চোখ অশ্রু হয়ে ক্ষয় হয়, তাদের নফস প্রতিটি কুৎসিতের পিছনে ক্ষয় হয় — যার চেহারা সুন্দর।

পরিচ্ছেদ: পরীক্ষা মানুষের আসল রূপ প্রকাশ করে

আরেকটি ওষুধ: জানো যে এই পরীক্ষা মানুষের মূল্য প্রকাশ করার জন্য। হয়তো তোমার এই পরীক্ষা আল্লাহ তোমার ধৈর্য দেখতে দিয়েছেন। ধৈর্য ধরলে হয়তো তিনি তোমাকে তাঁর ভালোবাসায় পৌঁছে দেবেন।

আবু তালিব আল-মাক্কি বর্ণনা করেন, এক মুরিদ তার উস্তাদকে বলল, "আমার ওপর আল্লাহর ভালোবাসার কিছু প্রকাশ ঘটেছে।" উস্তাদ বললেন, "বাবা, আল্লাহ কি তোমাকে এমন কোনো প্রিয় জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করেছেন যা তুমি তাঁর ওপর প্রাধান্য দিয়েছ?" সে বলল, "না।" তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ভালোবাসার আশা কারো না। তিনি কোনো বান্দাকে তা দেন না, যতক্ষণ না তাকে পরীক্ষা করেন।" ইমাম শাফেয়ি (রহ.) বলেছেন: "পরীক্ষার পরই ক্ষমতা আসে।" যে পরীক্ষায় ধৈর্য ধরে, তাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। দেখো, আল্লাহ ইবরাহিম (আ.)-কে পরীক্ষা করে ক্ষমতা দিয়েছেন। আইয়ুব (আ.)-কে পরীক্ষা করে ক্ষমতা দিয়েছেন — "আর আমি তাঁকে তাঁর পরিবার ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মতো আরও" (সূরা সাদ ৩৮:৪৩)। সুলাইমান (আ.)-কে পরীক্ষা করে রাজত্ব দিয়েছেন। ইউসুফ (আ.)-কেও।

লেখকের মন্তব্য: যে এসব নিয়ে ভাবে, সে জানুক, এই পরীক্ষার সময় মাত্র কয়েক কদমের ময়দান। শেষ কত কাছে সে ধৈর্যের তপ্ত দুপুর সহ্য করুক, দিন কত দ্রুত শেষ হয়ে যায়! পরীক্ষার মৌসুমে সে যেন ক্ষতির পড়ে না যায়, নইলে মূলধনও হারিয়ে ফেলবে। ধৈর্য ধরার সময় তার গর্বের আনন্দ যেন তার কল্পনায় আসে। কোনো আবেদের আমল বা দুনিয়াত্যাগীর যুহদ তার ধৈর্যের সমান নয়। আর কখনো সেই অবস্থায় আল্লাহ তার দিকে সমুদ্রের এমন দৃষ্টি দেন, যা তার চিরস্থায়ী ঐশ্বর্য হয়ে ওঠে। এসব কথা অবশ্য প্রথম ধাক্কার সময়ের জন্য; কারণ পরে বিরক্তি বা ভুলে যাওয়া আসতে পারে।

পরিচ্ছেদ: যে গুণগুলো হারাচ্ছ তা ভাবো

আরেকটি ওষুধ: প্রিয়জনের পেছনে সময় নষ্ট করায় তুমি কী কী গুণ হারাচ্ছ তা ভাবো। সজাগ মানুষের প্রেম হয় জ্ঞান, ফিকহ, নিজেকে রক্ষা করা, দানশীলতা ও অন্য প্রশংসনীয় গুণের জন্য — ইন্দ্রিয়সুখের চেয়ে বেশি। কারণ ইন্দ্রিয়সুখ নফসের অংশ, আর এই গুণ বুদ্ধির অংশ। আর বুদ্ধিমান আত্মা বুদ্ধির পছন্দের দিকেই বেশি ঝোঁকে, যদিও স্বভাব তাকে ইন্দ্রিয়সুখের দিকে টানে।

আবু বকর ইবনুল আনবারির আশ্চর্য কাহিনি: মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর আত-তামিমি বর্ণনা করেন, আবু বকর ইবনুল আনবারি (প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও হাফিজ) একদিন দাস-ব্যবসায়ীদের বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক অতি সুন্দরী দাসীকে বিক্রির জন্য দেখানো হচ্ছিল। তার প্রতি তাঁর অন্তর আটকে গেল। তিনি খলিফা রাযির দরবারে গেলেন। রাযি জিজ্ঞেস করলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?" তিনি জানালেন। রাযি তাঁর এক লোক পাঠিয়ে দাসীটি কিনে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন সে সেখানে। ঘটনা বুঝে তিনি তাকে বললেন, "ওপরে থাকো, আমি ইদ্দত-সংক্রান্ত পরীক্ষা সেয়ে নিই।" তখন তিনি একটা কঠিন মাসআলা নিয়ে ভাবছিলেন, যেটা তাঁর কাছে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। দাসীর কারণে তাঁর মন ব্যস্ত হয়ে গেল। তিনি খাদেমকে বললেন, "ওকে নিয়ে দাস-ব্যবসায়ীর কাছে ফিরিয়ে দাও। আমার জ্ঞান থেকে আমার মন সরানোর মতো মূল্য ওর নেই।" খাদেম তাকে নিয়ে যেতে লাগলে সে বলল, "আমাকে একটু কথা বলতে দিন।" সে বলল, "আপনি একজন সম্মানিত ও বুদ্ধিমান মানুষ। আমার অপরাধ না জানিয়ে আমাকে বের করে দিলে লোকেরা আমার ব্যাপারে খারাপ ধারণা করবে। তাই আগে আমার অপরাধটা বলুন।" তিনি বললেন, "তোমার কোনো দোষ নেই, শুধু তুমি আমাকে আমার জ্ঞান থেকে ব্যস্ত করে দিয়েছ।" সে বলল, "এটা আমার কাছে তুলনামূলক সহজ।" খলিফা রাযির কাছে খবর পৌঁছাল। তিনি বললেন, "কারো অন্তরে জ্ঞান এই মানুষটির বুকের চেয়ে মিষ্টি হতে পারে না।" আবুল হাসান আল-আরুযি বলেন, আমি আর তিনি রাযির দস্তরখানে খেতে বসলাম। বাবুর্চি তাঁর খাবার আলাদা করে রেখেছিল — তিনি শুকনো ভাজা মাংস চিবুচ্ছিলেন, আমরা নানা রকম সুস্বাদু খাবার খাচ্ছিলাম। মিষ্টি এলে তিনি তা স্পর্শ করলেন না। উঠে আমরা ঠান্ডা তাঁবুতে গেলাম, তিনি দুই পর্দার মাঝে ঘুমালেন। আসর পর্যন্ত পানি পান করলেন না, তারপর খাদেম মাটির কলসি থেকে পানি আনল, বরফ-ঠান্ডা পানি রেখে। আমার রাগ হলো। আমি খলিফাকে বললাম, "এঁকে নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে আটকানো দরকার, সে নিজেকে মেরে ফেলেছে।" খলিফা হেসে বললেন, "এতেই তার আনন্দ, অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ক্ষতি হবে না।" আমি আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন নিজের সঙ্গে এমন করেন?" তিনি বললেন, "আমার মুখস্থ রক্ষার জন্য।" জিজ্ঞেস করলাম, "কত মুখস্থ আছে?" তিনি বললেন, "তেরো সিন্দুক ভরা কিতাব।" মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর বলেন, তিনি মৃত্যুশয্যা যা চাইলেন সব খেলেন, বললেন, "এ তো মৃত্যুর অসুখ।"

এ প্রসঙ্গে আবু আলি আল-মানতিকি বলেছেন:

অন্যের অন্তরকে হরিণ-চোখ আকুল করে, গালের বাগান তার গোলাপে তাকে মুগ্ধ করে। কোমল ডাল নুয়ে পড়লে আমি তাদের একজন নই, যাকে তার দীর্ঘ তরবারি পাঁজর কেটে ফেলে। এটা নয় যে আমার স্বভাব স্বভাবহীন, বা আমি কঠিন পাথর যাকে প্রবৃত্তি স্পর্শ করে না। কিন্তু উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা আমাকে সুন্দরীদের পিছনে আমার অন্তরকে ক্লান্ত করা থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। যে দৃঢ় সংকল্পের মানুষ বিপদের জন্য প্রস্তুত হয় না, সে খাপে রাখা তলোয়ার। তলোয়ারের প্রশংসা হয় বিপদে তার ধারে, তার নকশায় নয়।

পরিচ্ছেদ: আত্মমর্যাদা

আরেকটি ওষুধ: মর্যাদাসম্পন্ন নফসের লজ্জা, যে সে পরাজিত হবে। বুদ্ধিমান প্রবৃত্তির কাছে লাক্ষিত ও পরাজিত। প্রবৃত্তির অনুসারী প্রত্যেকেই সংকীর্ণতায় পড়ে, কারণ সে পরাজিত। এ নিয়ে আমি "পবিত্রতা নিয়ে গর্ব" অধ্যায়ে কিছু বলেছি, সেখানে দেখো।

পরিচ্ছেদ: অন্তরের উপদেষ্টার কথা শোনো

অভ্যন্তরীণ ওষুধের মধ্যে সবচেয়ে বড়: এই অবস্থার কুৎসিত রূপ নিয়ে চিন্তা করা এবং অন্তরের উপদেষ্টার কথা মন দিয়ে শোনা। যার অন্তরে নিজস্ব উপদেষ্টা নেই, তাকে কোনো উপদেশ উপকার করে না। কেউ উপদেশ শুনে থেমে যায়, কেউ অন্যকে দেখে শিক্ষা নেয়, কেউ মাথার একটি সাদা চুল দেখে ফিরে আসে। আমি আগে "যে রবকে স্মরণ করে গুনাহ ছেড়ে দিল" অধ্যায়ে লিখেছি, সেটি পড়ো। আবার কেউ স্থানে সতর্ক হয়।

● অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা: লেখকের তালিকা

- ☐ নিরাশা ও দৃঢ় সংকল্প
- ☐ আত্মসম্মানবোধ ও মর্যাদাবোধ
- ☐ প্রিয়জনের অবহেলা ও অভিমান ভাবা
- ☐ প্রিয়জন তুমি যেমন ভাবছ, তেমন নয়
- ☐ বিচ্ছেদ কল্পনা করা
- ☐ চাওয়া পূর্ণ হওয়ার পরিণাম কল্পনা করা
- ☐ পরীক্ষাকে মানুষের মূল্য প্রকাশের উপায় জানা
- ☐ কী কী গুণ হারাচ্ছে তা ভাবা
- ☐ অন্তরের উপদেষ্টার কথা শোনা

কবি আবুল আতাহিয়ার তাওবা: আবু সালামা আল-গানাবি বলেন, আমি আবুল আতাহিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন জিনিস আপনাকে প্রেমের কবিতা থেকে যুহদের কবিতায় ফিরিয়ে আনল?" তিনি বললেন, "তাহলে বলছি। যখন আমি এই কবিতা বললাম:

আমার ও আমার মনিবা (উতবা)-র মাঝে আল্লাহ বিচার করুন — সে আমাকে অবহেলা আর বিরক্তি উপহার দিয়েছে। আমি তাকে আমার প্রাণ ও খাঁটি ভালোবাসা দিয়েছি, তার বিচ্ছেদই আমার প্রতিদান হলো। তার ভালোবাসা আমাকে পাগল করেছে, প্রতিবেশীদের কাছে আমাকে গল্প বানিয়েছে।

সেই রাতে স্বপ্নে দেখলাম, কে যেন এসে বলল, 'তোমার আর উতবার মাঝে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পেলে না যে তোমার পক্ষে তার গুনাহর ফয়সালা করবে?' আমি ভয় পেয়ে জেগে উঠলাম, আর সেই মুহূর্তেই প্রেমের কবিতা থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করলাম।"

পরিচ্ছেদ: "আমি ধৈর্য ধরেছি, তবু প্রিয়জনের ছবি অন্তর থেকে যায় না — কী করব?"

কেউ বলতে পারে: যে প্রিয়জন থেকে ধৈর্য ধরেছে, ধৈর্যের চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করেনি, কিন্তু প্রিয়জনের ছবি তার অন্তর থেকে যায় না এবং নফসের কুমন্ত্রণা থামে না — তার ব্যাপারে কী বলেন?

জবাব: যদি তুমি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সংযত করে রাখো, তবে তুমি প্রবহমান পানির জোগান কেটে দিয়েছ। উপত্যকায় যা জমেছে, সময়ের সঙ্গে তা শুকিয়ে যাবে, বিশেষ করে যদি তার ওপর ভয়ের গ্রীষ্মকালীন সূর্য ওঠে, আর যিনি অন্তরের খবর রাখেন তাঁর মুরাকাবার লু হাওয়া তার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। কত দ্রুত তা চলে যায়!

তারপর যাঁর জন্য ধৈর্য ধরেছ, তাঁর কাছে সাহায্য চাও। বলো:

"হে আমার ইলাহ, আমি যতটুকু পেরেছি করেছি। আমি যা রক্ষা করতে পারি না, তা তুমি রক্ষা করো।"

হাদিস: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন: "আল্লাহ আমার উম্মতের মনের কথাগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা তা মুখে বলে বা কাজে পরিণত করে।" [টীকা: সহিহ বুখারি ও মুসলিম]

জুনাইদ (রহ.) বলেছেন: "মানুষ তার স্বভাবে যা আছে তার জন্য দোষী নয়। সে দোষী হয় তখন, যখন সে স্বভাবে যা আছে তা অনুযায়ী কাজ করে।"

◆ ধৈর্যের পরও ছবি না গেলে

- ১ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযত রাখো
প্রবহমান পানির জোগান কাটা হলো
- ২ সময়ের সঙ্গে
লেখকের উপমা: উপত্যকায় জমা পানি শুকিয়ে যাবে
- ৩ সাহায্য চাও
যা রক্ষা করতে পারি না, তুমি রক্ষা করো
- ৪ হাদিস: মনের কথা
মুখে বা কাজে না এলে ক্ষমা করা হয়েছে
- ৫ জুনাইদের কথা
দোষ কাজ করায়, স্বভাবে যা আছে তাতে নয়

লেখকের জবাব, সঙ্গে অধ্যায়ের হাদিস ও জুনাইদের কথা

◆ এক নজরে

- ★ সব প্রেমাসক্তির সামগ্রিক চিকিৎসা হলো পরহেজ
- ★ চিকিৎসা শেষ সীমায় পৌঁছানোর আগেই সম্ভব
- ★ প্রথম বলকের প্রেমে দৃষ্টি সরিয়ে রাখা চিকিৎসা
- ★ দেখা-সাক্ষাতে রোগ কমে, এই ধারণা ভুল
- ★ হালাল ও নাগালে থাকলে বিয়ে ছাড়া ওষুধ নেই
- ★ চিকিৎসা দুই ক্ষেত্রে: বাহ্যিক আর অভ্যন্তরীণ
- ★ অভ্যন্তরীণ প্রথম ওষুধ: নিরাশা দিয়ে লোভ কাটা ও দৃঢ় সংকল্প

◆ যাচাই করুন

1. সব প্রেমাসক্তির রোগের সামগ্রিক চিকিৎসা কী?

ক. পরহেজ, অর্থাৎ প্রিয়জনকে ত্যাগের দৃঢ় সংকল্প

খ. বারবার দেখা-সাক্ষাৎ

গ. প্রিয়জনের কাছে সময় কাটানো

2. রোগের চিকিৎসা কখন সম্ভব?

ক. শেষ সীমায় পৌঁছানোর পর

খ. শেষ সীমায় পৌঁছানোর আগে

3. দৃষ্টি যেন বীজ; একে শুকিয়ে ফেলতে কী করতে হবে?

ক. তার সঙ্গে আরেকটা দৃষ্টি যোগ করা

খ. দৃষ্টি সরিয়ে রাখা

4. প্রিয়জন হালাল ও নাগালে থাকলে লেখকের ওষুধ কী?

ক. বারবার দেখা-সাক্ষাৎ

খ. প্রিয়জনের সঙ্গে নির্জনে কথোপকথন

গ. বিয়ে

5. নৈকট্য ও দেখা-সাক্ষাৎ নিয়ে লেখকের কথা কোনটি?

ক. নৈকট্যে ব্যথা সাময়িক কমে, দূরে গেলে শোক বাড়ে

খ. দেখা-সাক্ষাৎই একমাত্র ওষুধ

6. বাগান ও সুর নিয়ে লেখক কী সতর্ক করেছেন?

ক. সব মানুষের প্রেম কমিয়ে দেয়

খ. অনেকের ক্ষেত্রে প্রেম বাড়িয়েও দেয়

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ, ৪-গ, ৫-ক, ৬-খ

অধ্যায় ৪৯ সমাপ্ত

পর্ব ৬ · অধ্যায় ৫০

উপদেশ, নসিহত ও সতর্কবাণী

অধ্যায় ৫০

আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খুতবা: তিনি তাঁর খুতবায় বলতেন: "কোথায় সেই উজ্জ্বল চেহারার লোকেরা? কোথায় যৌবন নিয়ে গর্বকারীরা? কোথায় সেই রাজা-বাদশারা, যারা শহর বানিয়েছে আর প্রাচীর দিয়ে ঘিরেছে? কোথায় তারা যারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় পেত? সময় তাদের ভেঙে দিয়েছে, তারা কবরের অন্ধকারে। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! মুক্তি! মুক্তি!"

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলতেন: "তোমরা রাত-দিনের যাতায়াতপথে আছ, তোমাদের আয়ু কমে যাচ্ছে, আমল সংরক্ষিত হচ্ছে, আর মৃত্যু হঠাৎ আসে। যে ভালো বপন করে, সে শিগগির আকাঙ্ক্ষার ফসল কাটবে। যে মন্দ বপন করে, সে শিগগির অনুশোচনার ফসল কাটবে। প্রত্যেক বপনকারী যা বুনেছে তা-ই কাটে।"

পাথরে খোদাই করা লেখা: আবু যাকারিয়া আত-তাইমি বলেন, খলিফা সুলাইমান ইবনু আদিল মালিক মসজিদুল হারামে ছিলেন। একটি খোদাই করা পাথর আনা হলো। কেউ পড়তে পারল না। ওয়াহব ইবনু মুনাঈহকে আনা হলো, তিনি পড়লেন। তাতে লেখা ছিল:

"হে আদমসন্তান! তোমার আয়ুর বাকি অংশ কত কাছে, তা যদি তুমি দেখতে, তাহলে তোমার দীর্ঘ আশা কমিয়ে ফেলতে, আমল বাড়াতে চাইতে, লোভ আর ছলচাতুরি কমিয়ে ফেলতে। তোমার অনুশোচনা তখন আসবে, যখন তোমার পা পিছলে যাবে, আর তোমার পরিবার-পরিজন তোমাকে সমর্পণ করে দেবে। তোমার থেকে সন্তান ও আত্মীয় আলাদা হয়ে যাবে। তুমি না আর দুনিয়ায় ফিরবে, না তোমার নেকি বাড়বে। তাই কিয়ামতের জন্য আমল করো, আফসোস আর অনুশোচনার আগে।"

ইমাম আওয়াঈ (রহ.)-এর চিঠি: তিনি এক ভাইকে লিখেছিলেন: "বাদ আসসালাম। তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। জেনে রাখো, প্রতিদিন-প্রতিরাত তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, আর তাঁর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করো, আর এটাই যেন তোমার শেষ ওয়াদা না হয়। সালাম।"

দাউদ আত-তায়ি (রহ.)-কে এক লোক লিখল, "আমাকে একটা উপদেশ দিন।" তিনি লিখলেন: "দুনিয়াকে এমন একদিনের মতো বানাও যেদিন তুমি রোজা রেখেছ — তোমার প্রবৃত্তি থেকে। আর তোমার ইফতার হোক মৃত্যু। যেন তা এসেই গেল। সালাম।" সে লিখল, "আরও দিন।" তিনি লিখলেন: "দুনিয়ার অল্পে সন্তুষ্ট থাকো দ্বীন নিরাপদ রেখে, যেমন কিছু মানুষ দ্বীন হারিয়ে বেশিতে সন্তুষ্ট।"

আল্লাহর ওহি মুসা (আ.)-কে: সুফিয়ান সাওরি বলেন, আল্লাহ মুসা ইবনু ইমরানকে ওহি করলেন: "যে আমাকে চিনে আমার বিরুদ্ধে দুঃসাহস করেছে, তার শাস্তি তার মতো নয়, যে আমাকে চেনে না।"

মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম আত-তিরমিযি (রহ.) বলেছেন: "তোমার মূলধন তোমার অন্তর আর তোমার সময়। তুমি অন্তরকে সন্দেহ আর ওয়াসওয়াসায় ব্যস্ত রেখেছ, আর সময়কে অনর্থক কাজে নষ্ট করেছ। যে নিজের মূলধন হারায়, সে কবে লাভ করবে?"

আবু ইউসুফ আল-ফাসাওয়ির উপদেশ: ইবরাহিম ইবনু বাশশার বলেন, আমি আর আবু ইউসুফ আল-ফাসাওয়ি শামের পথে যাচ্ছিলাম। এক লোক তাঁর কাছে ছুটে এসে সালাম দিয়ে বলল, "আবু ইউসুফ, আমাকে এমন উপদেশ দিন যা আমি মুখস্থ রাখব।" তিনি কেঁদে ফেললেন, তারপর বললেন:

"ভাই, জেনে রাখো — রাত-দিনের আসা-যাওয়া তোমার শরীর ভাঙছে, আয়ু শেষ করছে, মেয়াদ শেষ করছে। তাই ভাই, তুমি নিশ্চিত হয়ো না, যতক্ষণ না জানো তোমার ঠিকানা কোথায়, গন্তব্য কোথায়: তোমার রব কি তোমার অবাধ্যতা আর গাফলতের কারণে তোমার ওপর রুষ্ট, নাকি নিজ অনুগ্রহে সন্তুষ্ট। দুর্বল আদমসন্তান — গতকাল এক ফোঁটা বীর্য, আগামীকাল একটি লাশ! এতে যদি সন্তুষ্ট না হও, তাহলে একদিন ফিরে যাবে, জানবে, অনুতপ্ত হবে — এমন সময়ে যখন অনুতাপে কাজ হবে না।" ইবরাহিম বলেন, আবু ইউসুফ কাঁদলেন, লোকটিও কাঁদল, আমিও তাদের কান্না দেখে কাঁদলাম, আর দুজনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

এক বেদুইন তার ছেলেকে উপদেশ দিলেন: "না সময় তোমাকে উপদেশ দিচ্ছে, না দিনগুলো তোমাকে সতর্ক করছে, অথচ মুহূর্তগুলো গোনা হচ্ছে আর নিঃশ্বাস গোনা হচ্ছে। আর তোমার দুই প্রিয় বিষয়ের মধ্যে তোমার কাছে যেটা বেশি প্রিয়, সেটাই তোমার জন্য বেশি ক্ষতিকর!"

এক জ্ঞানী তাঁর ভাইকে লিখলেন: "বাদ আসসালাম। দুনিয়া স্বপ্ন, আখিরাত জাগরণ, আর এ দুয়ের মাঝখানের বিষয় মৃত্যু। আর আমরা এলোমেলো স্বপ্নের মধ্যে আছি। সালাম।"

◆ কে কী বলেছেন

অধ্যায়ের উপদেশ

ইবনু মাসউদ

যে ভালো বপন করে, সে আকাঙ্ক্ষার ফসল কাটবে

দাউদ আত-তায়ি

তোমার ইফতার হোক মৃত্যু

মুহাম্মাদ ইবনু হাতিম

তোমার মূলধন অন্তর আর সময়

পাথরের লেখা

কিয়ামতের জন্য আমল করো, আফসোসের আগে

এক জ্ঞানী

দুনিয়া স্বপ্ন, আখিরাত জাগরণ

বক্তাদের কথা, যেমন অধ্যায়ে আছে

◆ এক নজরে

- ★ রাত-দিনের যাতায়াতে আয়ু কমছে, মৃত্যু হঠাৎ আসে
- ★ ভালো বপনকারী আকাঙ্ক্ষার, মন্দ বপনকারী অনুশোচনার ফসল কাটে
- ★ আমল করতে হবে আফসোস ও অনুশোচনার আগে
- ★ মূলধন হারালে লাভ কবে হবে? মূলধন অন্তর ও সময়
- ★ দুনিয়ার অল্পে সন্তুষ্ট থাকা, দ্বীন নিরাপদ রেখে

অধ্যায়ে উদ্ধৃত বক্তাদের উপদেশ থেকে

◆ যাচাই করুন

1. দাউদ আত-তায়ি ইফতার কী হতে বলেছেন?

ক. মৃত্যু

খ. দুনিয়ার সুখ

গ. গাফলতি

2. ইবনু মাসউদের মতে মন্দ বপনকারী কীসের ফসল কাটে?

ক. আকাজ্জার

খ. অনুশোচনার

3. মুহাম্মাদ ইবনু হাতিমের মতে তোমার মূলধন কী?

ক. সন্তান ও আত্মীয়

খ. অন্তর আর সময়

গ. রাজত্ব

4. পাথরের লেখায় কখন আমল করতে বলা হয়েছে?

ক. আফসোস ও অনুশোচনার আগে

খ. মৃত্যুর পরে

উত্তর: ১-ক, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক

কিতাবের সমাপ্তি

কিতাবের শেষ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যেমন তাঁর প্রশংসা প্রাপ্য। তাঁর রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-সাথীদের ওপর। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, কত উত্তম অভিভাবক!

পাণ্ডুলিপির সমাপনী নোট: মূল কিতাবের শেষে পাণ্ডুলিপির কপিকারদের নোট আছে। প্রথম নোটে বলা হয়েছে: কিতাবটি ইমাম ইবনুল জাওযির নিজের মুখ থেকে শোনা হয়েছে (প্রথম অংশ ছাড়া, যেটি তাঁর সামনে পড়া হয়েছিল)। ইবনুল জাওযি নিজে ৫৬৬ হিজরির শাবান মাসে লিখে দিয়েছেন: "আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তাঁর রাসুল মুহাম্মাদ ও তাঁর পবিত্র পরিবারের ওপর দরুদ পাঠিয়ে।" আরেকটি নোটে আছে: ৭৪৬ হিজরির মুহাররম মাসের দ্বিতীয় তারিখ শুক্রবার "আল-মাদরাসাতুল কারুসিয়্যা"-য় কপি শেষ হয়েছে — আল্লাহ সেই মাদরাসার ওয়াকফকারীকে রহম করুন। [টীকা: এখানে "কিতাবের শেষ" বলতে মূল পাঠের শেষ।]

অধ্যায় ৫০ সমাপ্ত

গ্রন্থ ও লেখক পরিচিতি

ইমাম আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনুল জাওযি (রহ.)

মৃত্যু: ৫৯৭ হিজরি, বাগদাদ

মূল গ্রন্থ: **ذم الهوى** (যাম্মুল হাওয়া — প্রবৃত্তির নিন্দা)

মূল পাঠ: আল-মাকতাবা আশ-শামিলার সংস্করণ (OpenITI: 0597IbnJawzi.DhammHawa.Shame1a0006870)। কোনো আধুনিক সম্পাদকের টীকা অনুবাদে নেওয়া হয়নি।

অনুবাদক পরিচিতি

রাকী ফয়সাল আহমেদ সাবিত

আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার

alquranicruqyahhealing.com

এই সংস্করণের বাংলা অনুবাদ (যন্ত্র-সহায়তায়), সম্পাদনা ও উপস্থাপনা তাঁর তত্ত্বাবধানে।

স্বত্ব ও ব্যবহার

মূল আরবি কিতাব ইমাম ইবনুল জাওযির। এই বাংলা রূপান্তর মূল কিতাবের প্রতিস্থাপন নয় — সূত্র হিসেবে ব্যবহারের সময় মূল আরবি পাঠই নির্ভরযোগ্য।

বাংলা অনুবাদটির স্বত্ব অনুবাদকের। অনুবাদকের অনুমতি ছাড়া এই অনুবাদ পুনঃপ্রকাশ, বিক্রয় বা নিজের নামে চালানো থেকে বিরত থাকুন। কারও উপকারে এলে দুআয় স্মরণ রাখবেন।

শেষ কথা: হাদিয়া (ঐচ্ছিক)

এই কিতাব অনুবাদে আমাদের শত শত ঘণ্টা এবং হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কেউ চাইলে আমাদের কাজের জন্য হাদিয়া পাঠাতে পারেন।

বিকাশ / নগদ / রকেট

০১৮৮৬৬০৮৯৯৯

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

যামূল হাওয়া — প্রবৃত্তির নিন্দা

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযি (রহ.)
আল কুরআন রুকইয়াহ হিলিং সেন্টার
alquranicruqyahhealing.com
WhatsApp: [01886608999](https://wa.me/01886608999)